The Deception of Allah

আল্লার প্রতারণা

-Christian Prince

YouTube Channel

বাংলা অনুবাদ

A book Muslim's Do Not Want You To Read

Volume 1

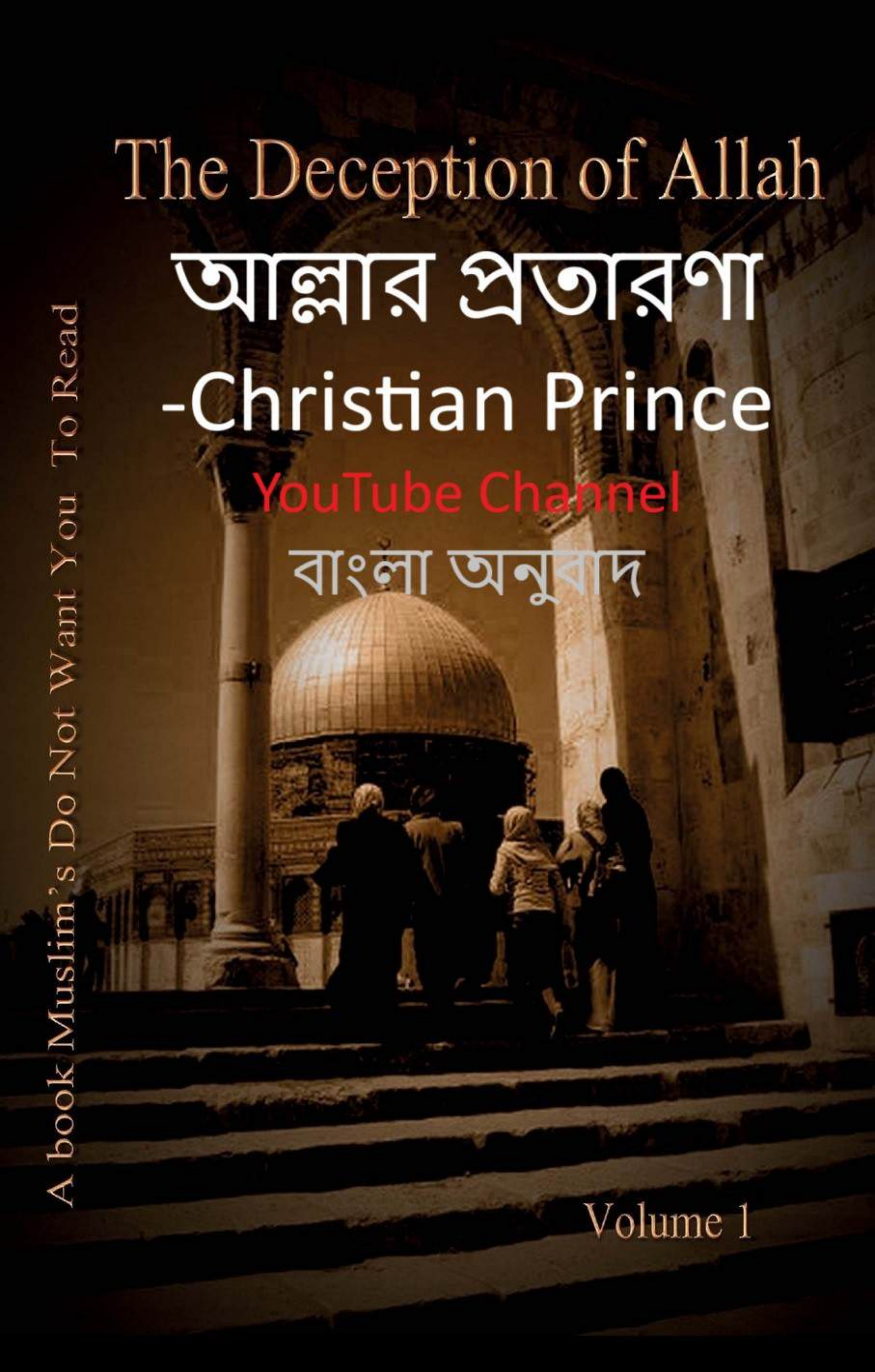

লেখক পরিচিতি

মধ্যপ্রাচ্যে বেড়ে ওঠা একজন আরব খ্রিস্টান হিসেবে, অনেক খারাপ পরিস্থিতিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি চরম সত্য সম্পর্কে শিখেছি। বই এবং বিভিন্ন নথির মাধ্যমে এই চরম সত্য হয়তো তুলে ধরা যায় তবে প্রতিদিন চরম সত্যের সাথে বসবাস করার সাথে কোন কিছুরই তুলনা করা যায় না।

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন বিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার মুসলিম শিক্ষকরা আমাকে বলেছিলেন," শ্রেণীকক্ষতে যে মুসলমান নয়, সে নোংরা প্রাণী। শিক্ষক আমাকে তার নিজের বিশ্বাস থেকে প্রমাণ দিয়েছিলেন, যা সরাসরি কোরান থেকে নেওয়া হয়েছিল যে, সমস্ত ইহুদি হয় শুকর বা বানর:

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ
وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ
الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। [সুরা মায়েদা - ৫:৬০]

এধরনের সংস্কৃতিতে, আপনাকে দুইটি সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি গ্রহন করতেই হবে: হয়

আপনাকে এইটার অংশ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে অথবা আপনাকে সত্য খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পৃথিবীতে কে বিশ্বাস করবে যে একজন সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইহুদিদের শুকর এবং বানরে রূপান্তরিত করেছে কারণ তারা শনিবার মাছ ধরতে গিয়েছিলেন? আর এই গল্পটি আমাকে কুরআনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করে।

এটার কোন মানে হয় না যে আল্লাহ, যাকে মুসলমানরা সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর বলে দাবি করে, সে কাউকে শুকর ও বানরে পরিণত করবে এই জন্য যে তারা তাদের সন্তানদের খাওয়ানোর জন্য মাছ ধরেছিল।

বিশেষ করে গল্পটির ব্যাখ্যা পড়ার পর। যা বলে যে, আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে মাছকে শনিবার ছাড়া পুরো সপ্তাহ জুড়ে অদৃশ্য করে দিয়েছিলেন কারণ এটি পুনরায়

শনিবারেই আবির্ভূত হয়েছিল। এর অর্থ হল আল্লাহ ইহুদীদেরকে ক্ষুধার্ত করে দিয়েছিলেন। ক্ষুধা নিবারণ করার চেষ্টার জন্য তাদের শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি কুরানের স্ববিরোধীতা নয় কি? যেখানে সূরা মায়েদার আয়াত ৩ এ আল্লাহ নিজেই বলেছে **"অতএব যে ব্যাক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। [সুরা মায়েদা - ৫:৩]।**

এই গল্পটা শোনার পর থেকেই আমার মনে অনেক প্রশ্ন আসে।

শনিবারে যারা মাছ ধরেছে তাদের পরিবর্তে কেন আল্লাহ খুনি, ধর্ষক ও চোরদের শুকর ও বানরে পরিণত করলেন না?

ফলশ্রুতিতে, খ্রিস্টান হিসাবে আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সমস্ত অভিযোগ ছাড়াও এটিই আমাকে ইসলাম অধ্যয়ন করতে বাধ্য করেছিল। আমি যতটা সম্ভব পড়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম যাতে নিজেকে শিখাতে এবং শিক্ষিত করে তুলতে পারি। হাই স্কুল থেকে স্নাতক হওয়ার পর, আমি ইসলামিক আইন অধ্যয়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যা আমাকে আইনজীবী অথবা বিচারক হিসেবে যেকোন ইসলামিক রাষ্ট্রে কাজ করার জন্য যোগ্য করে তুলবে। প্রকৃতপক্ষে, আমার ডিগ্রি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানী করে তোলেনি, বরং আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানী করে তুলেছে ইসলামীক বইগুলি নিয়ে বহু বছরের পরিশ্রম এবং গবেষণা। এমন একটা মুহূর্ত এসেছিল যেখানে আমি অনুভব করেছিলাম যে আমার অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে মানুষকে ইসলামের সত্য সম্পর্কে অবহিত করার সময় এসেছে। আমি আশা করি যে কেউ "আল্লাহর প্রতারণা" বইয়ের উভয় খণ্ড এবং আমার আসন্ন বই "রাজনৈতিকভাবে ভুল" পড়বেন তিনি তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন।

and / YOU will know / the / and / the / truth / will free / YOU.

καὶ γνώσεσθε τὴν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

৩২ আর তোমরা সত্য জানতে পারবে এবং সেই সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।"

যোহন ৮:৩২

~~~~খ্রিস্টিইয়ান প্রিন্স

Christian Prince ইউটিউব এ সবচেয়ে তুখোড় Christian বিতার্কিক, যাকে এপর্যন্ত কেউ পরাজিত করতে পারেনি। তিনি প্রায় প্রতিদিনই YouTube লাইভে আসেন Official Channel এ এবং তার Discord গ্রুপও আছে। ওখানে বা Skype এ সরাসরি তার সাথে বিতর্ক করা যায় ইউটিউব লাইভ এর সময়। তার সাথে বিতর্ক করতে প্রধান ইসলামিক বিতার্কিকদের আমন্ত্রণ জানানোর পরও এপর্যন্ত সকল প্রস্তাব এড়িয়ে চলেছেন। আপনি শর্ত ছাড়াই যে কোন বিষয়ে বিতর্কে যুক্ত হতে পারেন।তার লিখা আরো অনেক বই আছে যেগুলো আমাজনে পাওয়া যায় author Christian Prince লিখে সার্চ দিলে। কিছু বই তিনি তার ওয়েবসাইট এ বিনামূল্যেও রেখেছেন। এই বইটির ভলিউম 2 এর নাম "Quran and Science in Depth"। বইটির ইংরাজী ভার্সন ইন্টেরনেটে বিনামূল্যে আছে। এই বইটিও ইংলিশ এ বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তার 10,000 এরও অধিক ভিডিও আছে ইউটিউব এ। এছাড়াও অনেক Christian Debater & YouTuber এ আছে: **Sam Shamoun**, Ahmed Exmuslim, **Rob Christian**, **Adam Seeker**, Godlogic Apologetic, David Wood, **CIRA International**, Dan Gibson, Jay Smith, Hatun Tash, Arul Velusamy. The Archive, Thomas Alexander, Nabi Asli, Testify, Reasoned Answers, Inspiring Philosophy, Doug Batchelor, RockIslandBook

Other necessary book: Seeking Allah, Finding Jesus: A Devout Muslim Encounters Christianity, Quran and Science in Depth by Christian Prince, Did Muhammad Exist?: An Inquiry into Islam's Obscure Origins by Robert Spencer, Let the Stones Speak by Dan Gibson, 1000+ Mistakes in Quran, The Qur'an and the Bible: Text and Commentary by Gabriel Said Reynolds, MIdeast Beast: The Scriptural Case for an Islamic Antichrist by Joel Richardson, Near Death Experience by Steve J Miller

কুরআন وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾

এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী। [সুরা ইমরান - ৩:৫৪]

বাইবেল

মথি ৭:১৫

কারণ জগতে অনেক প্রতারক দেখা যাচ্ছে। এরা স্বীকার করে না, যিশু খ্রিস্ট মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এরাই হল প্রতারক এবং খ্রিস্টের বিরোধী।

২ যোহন ১:৭

একটি গাছ ও তার ফল

"মিথ্যা ভাববাদীদের কাছ থেকে সাবধান, যারা তোমাদের কাছে মেষের ছদ্মবেশে আসে, কিন্তু আসলে তারা ক্ষুধার্ত নেকড়ে।

আল্লাহর প্রতারণা

একটি বই মুসলমানরা চান না এটি আপনি পড়েন।

আল্লাহর বাণী

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا

فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত। [সুরা নিসা - ৪:৮২]

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত যা আমরা কুরআন পরীক্ষা করার জন্য একটি স্কেল হিসাবে ব্যবহার করব। যেহেতু আল্লাহ নিজেই এই নিয়মটি এটি ঈশ্বরের বই কি না পরীক্ষা করার জন্য তৈরি করেছেন, তাই মুসলমানদেরকে আল্লাহর নিয়ম এবং তার পরীক্ষার পদ্ধতিকে মেনে নিতে হবে! আমরা যদি কোরানে বৈপরীত্য খুঁজে পাই তবে তা প্রকৃত ঈশ্বরের হতে পারে না যেমনটি আয়াতে বলা হয়েছে।

আসুন আমরা মুসলমানদের দাবী দেখি এবং কোরানের বৈপরীত্য উন্মোচন করি। আমরা মুসলমানদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতার বিষয়ে তাদের মিথ্যা দাবিগুলোও প্রকাশ করব।

হারুন ইয়াহিয়া দাবির বিরদ্ধে উত্তর

হারুন ইয়াহিয়ার ওয়েবসাইটে (http://miraclesofthequran.com), জনাব হারুন কোরআন সম্পর্কে অসংখ্য দাবি করেছেন। আমি দ্য ডিসেপশন অফ আল্লাহ ভলিউম 1 এবং 2 (The Deception of Allah, Quran and Science in Depth) এর মাধ্যমে পাঠকদের দেখাব যে এই প্রতিটি দাবি কীভাবে মিথ্যা, এবং জনাব হারুনের মিথ্যা দাবিগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারণার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলি তার ওয়েবসাইট থেকে তার কিছু দাবি। এই বইটিতে আমি কোরানের এই আয়াতগুলোর আসল অর্থও তুলে ধরব, যেগুলোর মধ্যে হারুন সাহেব পাঠকদের প্রতারণা করার চেষ্টা করছেন। আমি জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়ে তার সমস্ত দাবি একটি বিভাগে রাখব, কারণ সমস্ত দাবি একে অপরের সাথে যুক্ত আমি তাই সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে, আমি আপনাদের ইসলাম এবং মুহাম্মদ সম্পর্কে একটি ভূমিকা দিতে চাই।

ইসলাম তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নামের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত:
১. আল্লাহ হলেন ঈশ্বর এবং তাঁর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে
২. ফেরেশতা জিবরীল (গ্যাব্রিয়েল), যাকে মুসলমানরা পবিত্র আত্মা বলে (কিন্তু এই দাবিটি কখনই কোরানে করা হয়নি)
৩. মুহাম্মদ ইসলামের নবী, তিনি আল্লাহর নবীদের সীলমোহর (দাবীকৃত ১২৪০০০ নবীদের মধ্যে)।

ইসলাম ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

• আল্লাহ দুই জগতের (মানব ও জ্বীন) উপাস্য, কিন্তু ভাবার বিষয় কিভাবে আল্লাহ ফেরেশতাদের কথা ভুলে গেলেন! কারণ তারা তো এই দুই জগতের নয়!
• আল্লাহ ১,২৪,০০০ মুসলিম নবী পাঠিয়েছেন
তুফাত আল-আবিব আলা শারহ আল-খতিব বই, পৃ. ৪৩১,৪৩২)
• কিছু মুসলমান মুনাফিক (কোরআন ৪:১৪২)
• কুরআন ব্যতীত আল্লাহর সমস্ত কিতাবই বিকৃত (কুরআন ৪:৪৬)
• মুহাম্মদ সর্বশেষ নবী (কোরআন ৩৩:৪০)
• অমুসলিম বন্দীদের শিরশ্ছেদ করা (কোরআন ৮:৬৭; ৪৭:৪)
• আল্লাহর কোন পুত্র নেই (কোরআন ৪:১৭১)
• ইসলামে ফেরেশতাদের নাম নারীর নামে রাখা যাবে না; শুধুমাত্র অমুসলিমরাই তা করে (কুরআন ৫৩:২৭)
• আল্লাহর কোন বান্ধবী নেই (মুহাম্মদের সময় পর্যন্ত), (কুরআন ৬:১০১; ৭২:৩)
• আল্লাহর একটি মাত্র পা (একটি শিন) (কোরআন ৬৮:৪২)
• আল্লাহর দুটি হাত তার ডান দিকে (আল্লাহর কোন বাম হাত নেই), (কোরআন ৪৯:১)। দ্রষ্টব্য: ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিতে, বাম হাতটি অপবিত্র (যেমন টয়লেটের জন্য ব্যবহৃত)। শুধুমাত্র শয়তানেরই অপবিত্র (বাম) হাত আছে এবং ব্যবহার করে (সহীহ মুসলিম, বুক ০২৩, হাদিস ৫০০৭)। আল্লাহর হাত নাপাক থাকতে পারে না। তাই আল্লাহর দুই হাত অবশ্যই ডান হাত হতে হবে
• আল্লাহর একটি মুখ আছে (কোরআন ৫৫:২৭)
• আল্লাহ কন্যা সন্তান গ্রহণ পছন্দ করেন না (কোরআন ৫৩:২১-২২)
• যতক্ষণ না আপনি আল্লাহকে প্রশ্ন না করবেন আল্লাহ সবকিছু জানেন, এবং দুঃখের বিষয় কাউকে আল্লাহকে প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া হবে না (কোরআন ৫:১০১-১০২)

• মুসলিমরা অবিশ্বাসীদের (অমুসলিমদের) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না (কোরআন ৩:২৮; ৪:১৩৯; ৫:৫১, ৫৭, ৮১)

শয়তান সকল অ-বিশ্বাসীদের (অমুসলিম) বন্ধু, (কোরআন ৭:২৭;৩০)

• অবিশ্বাসীরা কেবল একে অপরের বন্ধু, কিন্তু মুসলমানদের নয় (কুরআন ৮:৭৩)

• মুসলমানরা তাদের নিজের পরিবারকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না যদি তারা অবিশ্বাসী (অমুসলিম) থেকে হয়, (কোরআন ৯:২৩)

• আল্লাহ প্রত্যেক জাতির কাছে একজন নবী পাঠিয়েছেন, কিন্তু তবুও মুসলমানরা চীন, ভারত, জাপান ইত্যাদি জাতির জন্য একজন নবীর নাম দিতে পারে না (কোরআন ১০:৪৭; ১৬:৩৬, ৮৪, ৮৯; ২৩:৪৪)

• আল্লাহ প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলার জন্য একজন নবী পাঠিয়েছেন (কোরআন ১৪:৪)। আমি ভাবছি রাশিয়ান ভাষায় আল্লাহর কিতাব কি?

• কুরআন মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ। এর দুই ধরনের হুকুম রয়েছে: একটি যা অনুশীলনের জন্য বৈধ এবং অন্যটি রহিত। রহিত করা মানে আয়াতগুলি হয় আছে বা অনুপস্থিত, কিন্তু মুসলমানদের আর সেগুলি অনুশীলন করার অনুমতি নেই (কুরআন ২:১০৬)

• আল্লাহ কুরআন থেকে সমস্ত শয়তানী আয়াত বাতিল করবেন (কোরআন ২২:৫২)

• কাবা হল একজন মুসলিমের কাছে তাদের প্রার্থনার দিক চিহ্নিত করার উপায় ছাড়া আর কিছুই নয় (কোরআন 2:143) যার অর্থ কাবা একটি পবিত্র ঘর নয় যেমনটি কোরান ৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে: ৯৭

মৃত মানুষ জীবিতদের সমান নয় (কোরান ৩৫:২২)। তাহলে আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে মুহাম্মদ যেহেতু মরে গিয়েছে আর যীশু জীবিত থাকায় মুহাম্মাদ যীশুর সমান নয়!

• যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মারা যায় তারা জীবিত (কোরআন ২:১৫৪)

• আল্লাহ সর্বোত্তম চক্রান্তকারী (কোরআন ৩:৫৩; ৭:৯৯; ৮:৩০; ১০:২১; ২৭:৫০)

• সমস্ত মালিকানা আল্লাহর, এবং তিনি সকল চক্রান্তের মালিক (কোরআন ১৩:৪২)

• আল্লাহ যাকে প্রতারণা করেন তার জন্য কোন পথনির্দেশ নেই (কোরআন ৪:১৪৩; ৬:৩৯, ১২৫; ৭:১৭৮, ১৮৬; ১৩:২৭; ১৬:৩৭, ৯৩)

• আল্লাহ যাকে ইতিমধ্যে পথ দেখিয়েছেন কে তাকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করতে পারে! (কোরআন ৯:১১৫; দেখুন তাফসির আল-জালালাইন অনুবাদ। ফেরাস হামজা, এবং তাফসির ইবনে-কাথির, খণ্ড ২, পৃ. ৩৯৫{আরবি})
• আল্লাহ কাফেরদের আরও বিপথগামী করার জন্য একটি কুৎসিত আচরণকে সৌন্দর্যের মতো দেখাবেন! (কুরআন ৬, আয়াত ১৩৭)
• মহিলারা পুরুষদের সমান নয় (কোরআন ৩:৩৬)
• মুসলিম পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের মারধর করতে পারবে (কোরআন ৪:৩৪; ৩৮:৪৪)
• মুসলিম পুরুষরা একই সময়ে চারজন মহিলাকে বিয়ে করতে পারে এবং বিবাহের বাইরে সীমাহীন সংখ্যক ক্রীতদাসের সাথে সহবাস করতে পারে (কোরআন ৪:৩)
• মুসলিম পুরুষরা বিবাহিত দাস মহিলাকে ধর্ষণ করতে পারে (কোরআন ৪:২৪)
• মুসলিম পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের ধর্ষণ করতে পারে এবং যে কোন সময়, যে কোন জায়গায় এবং যে কোন পরিস্থিতিতে তাদের যৌনাচারে বাধ্য করতে পারে (কোরআন ২:২২৩)

আল্লাহ কে?

আমরা যদি মুসলমানদের জিজ্ঞেস করি আল্লাহ কে, তারা উত্তর দেবে যে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, সর্বজ্ঞাতা। তাদের উত্তরটি তাদের ঈশ্বর সম্পর্কে অন্য সবার কাছ থেকে পাওয়া উত্তর থেকে খুব বেশি আলাদা নয়, তবে যখন আল্লাহ নামক ঈশ্বরের কথা আসে, তখন অনেক সমস্যা হয় এবং আমরা সেগুলি অতিক্রম করব।

আল্লাহর ব্যক্তিকে বোঝার আগে তার নাম বুঝতে হবে। মুসলমানরা আমাদের বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে যে আল্লাহ খ্রিস্টান এবং মুসার ঈশ্বর। এমনকি তারা আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে আল্লাহ একটি আরামাইক শব্দ এবং যীশু যখন আরামাইক ভাষায় কথা বলেছিলেন তখন তিনি এটি ব্যবহার করেছিলেন। এই দাবি কতটা সত্য?

কয়েক বছর আগে যখন "দ্য প্যাশন অফ দ্য ক্রাইস্ট" মুভিটি প্রকাশিত হয়েছিল, তখন মুসলমানরা মুভি থেকে ক্লিপগুলি নিয়েছিল যেখানে যিশু ঈশ্বরের নাম বলে আরামাইক ভাষায় কথা বলেছেন। তারপরে তারা সেই ক্লিপগুলি ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব ভিডিও তৈরি করে তাদের দাবি প্রমাণ করার জন্য যে আল্লাহ নামটি আসলেই আরামিক। তারা যে আরামাইক শব্দটি গ্রহণ করার চেষ্টা করছিল তা হল **এলাহ**, **এল**, **আল** না **আল**-লাহর মতো।

এখানে কোরান ৪:১২৫ এ একটি দ্রুত এবং সহজ অধ্যয়ন রয়েছে:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ

مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

কোরান ৪:১২৫ এ, আল্লাহর জন্য দুটি শব্দ আছে, কিন্তু তাদের একই অর্থ নেই। আপনি যদি আরবি না জানেন তবে আপনি একটি অক্ষর বাদে উভয় শব্দের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য লক্ষ্য করবেন না, তবে আসলে তাদের পার্থক্য তার চেয়ে অনেক বেশি।

প্রথমটা হচ্ছে لِلَّهِ (লিল্লাহ) এবং ২য়টা হচ্ছে اللهُ (আল্লাহ)। আরবিতে আল কোন কইছুকে নির্দিষ্ট করে বুজাতে ব্যবহার হয় যা English এ The এর অনুরূপ। সুতরাং আমরা যদি লিল্লাহ থেকে লিল এবং আল্লাহ থেকে আল বাদ দেই তাহলে থাকে লাহ ঈশ্বর যা দুইটাতেই এক। আর লাহ হচ্ছে মিশরীয় চন্দ্র দেবতা যাকে আরবরাও উপাসনা করতো। ইংরেজিতে, Lillah অনুবাদ করেছে to god এবং আল্লাহ অনুবাদ করা হয়েছে to The god।

لِلَّهِ = লিল লাহ= to god اللهُ = আল লাহ=The god

আপনি উপরের দেখতে পাচ্ছেন, যদিও লিল্লাহ এবং আল্লাহ একেকটি আরবীতে একটি শব্দ হিসেবে লেখা হয়েছে, লিল এবং আল নিজেরা লাহ শব্দের অংশ নয়- অর্থাৎ লিল্লাহ এবং আল্লাহ প্রতিটি দুটি শব্দ দিয়ে গঠিত। আবার, আল্লাহর কাছে লিল্লাহ =to godএবং আল্লাহ=The god।

আরবি ভাষায়, আল সর্বদা "the" এর সমান এবং এটি এমন নামের সাথে সংযুক্ত থাকে যা শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্য দায়ী। এই কারণেই আল্লাহর ৯৯টি নাম আল বা "দ্য" দিয়ে শুরু হয়। তবে মনে রাখবেন যে "the" নামের অংশ নয়। এটি কেবল একটি ভাষা সরঞ্জাম যা নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয় যে নামটি ঈশ্বরের জন্য অনন্য; শুধুমাত্র ঈশ্বরকে এই পার্থক্য দেওয়া যেতে পারে যতক্ষণ না এটি একটি নাম, একটি বর্ণনা নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা "মুহাম্মদ" বলতে পারি না কারণ মুহাম্মদ একজন ব্যক্তির জন্য একটি নাম মাত্র। উল্লেখ্য যে আল-লাত এবং আল-উজা দেবীর নাম আল্লাহর নামের সাথে অনেক মিল কারণ উভয়ই আল দিয়ে শুরু হয় কারণ তারা দেবতা।

এটি লক্ষণীয় যে মসীহকে কুরআনে আল-মাসিহ বলা হয়েছে। এর মানে তিনি সমগ্র বিশ্বের একমাত্র মশীহ। কুরআনে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার নামের সাথে আল বা "দ্য" যুক্ত আছে।

আল্লাহ নিজের সম্পর্কে কি বলেন

আল্লাহ পুত্র চান কিন্তু কন্যা কন্যা চান না, যেমনটি কোরানে দেখা গেছে ৫৩:১৯-২২

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾ وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾

১৯ তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল- লাত ও আল-ওযযা সম্পর্কে। [সুরা নাজম - ৫৩:১৯]
২০ এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? [সুরা নাজম - ৫৩:২০]
২১ পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? [সুরা নাজম - ৫৩:২১]
২২ এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। [সুরা নাজম - ৫৩:২২]
আমি এর আগে কোন দেবতাকে এমন কথা বলতে শুনিনি। প্রথমত, আল্লাহ বলেছেন পুত্রের পরিবর্তে কন্যা (আল-লাত, আল-উযা এবং মানাত) রাখা তার জন্য অন্যায়। দ্বিতীয়ত, এটা অন্যায্য যে আরবরা পুত্র পায়—"তোমাদের জন্য পুরুষ এবং আমার জন্য কন্যা"—যদিও সে কেবল কন্যাসন্তান পায়। এখন এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। আল্লাহ অভিযোগ করছেন যে আরবরা তার চেয়ে বেশি বরকতময়, কারণ তারা পুত্রের সাথে আশীর্বাদপ্রাপ্ত, অথচ তিনি কেবল কন্যাই পান। আল্লাহ কি সৃষ্টিকর্তা নন? কেন তিনি নিজেকে নিজেই পুত্রের আশীর্বাদ করেন না? কোরান ৬:১০১ (মুহাম্মদ পিকথাল অনুবাদ)
ব্যাখ্যা করে কেন:

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ

صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গী নেই ? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। [সুরা আন'য়াম - ৬:১০১]
কোরান ৬:১০১ একটি প্রশ্ন যে আল্লাহর যদি কখনোই কোনো বান্ধবী না থাকে তাহলে তার একটি পুত্র সন্তান হবে! আল্লাহর ছেলে থাকতে পারে না কারণ তার কোন সঙ্গী না থাকা অবস্থায় ছেলে হবে কিভাবে?

যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা খ্রিস্টানদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না কেন আল্লাহর একটি পুত্র থাকতে পারে না, সেক্ষেত্রে এটি কেবল দেখায় যে খ্রিস্টানরা যা বিশ্বাস করে সে সম্পর্কে আল্লাহর খুবই ভুল ধারণা রয়েছে। কোনো খ্রিস্টান বিশ্বাস করে না যে যীশুর মা মরিয়ম ঈশ্বরের সঙ্গী ছিলেন।

এই সম্পূর্ণ ভুল বোঝাবুঝি আমার কাছে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ খ্রিস্টানদের ঈশ্বরের মতো হতে পারেন না; শুধুমাত্র এই কারণেই নয় যে, খ্রিস্টানরা কী বিশ্বাস করে তা আল্লাহ জানেন না, বরং এই কারণেও যে তিনি মনে করেন যে তিনি যে কোনও পুরুষের মতোই- কারণ তিনি সন্তান জন্ম দিতে পারেন না যতক্ষণ না তার সাথে কোন মেয়ের যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রজনন করা ছাড়া। এটি একাই আমাকে বলে যে যিনি কোরান ৬:১০১ তৈরি করেছেন তিনি একজন মানুষের মানসিকতা থেকে কথা বলছিলেন, ঈশ্বর হিসেবে নয়- এমন একজন মানুষ যিনি নিশ্চিত যে যদি তিনি কোন মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন না করেন তাহলে তার সন্তান হবে না। তিনি ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল একজন মানুষ হিসাবে তার সীমার মধ্যে কথা বলেছেন।

ইসলামে পবিত্র আত্মা কে? কে মেরির সাথে কথা বলেছিল?

যেমনটি আমি আপনাকে কুরআন ৬:১০১ এ দেখিয়েছি:

তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গী নেই ? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। [সুরা আন'য়াম - ৬:১০১]

আল্লাহ সন্তান ধারণ করতে পারেন না, যদি না তিনি একজন মহিলার সাথে সহবাস করেন। এবং তবুও, কোরান আমাদেরকে বলে যে মরিয়ম কুমারী ছিলেন যখন তিনি যীশুকে গর্ভে নিয়ে গর্ভবতী হয়েছিলেন। (বা 'ঈসা, যেমন তাকে কোরানে বলা হয়েছে)। কোরান ৩:৪৭ আমাদের বলে:

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি। বললেন এ ভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, `হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়। [সুরা ইমরান - ৩:৪৭]

এই আয়াতটি সম্পর্কে, মুসলমানরা আপনাকে বলবে যে এটি ছিল ফেরেশতা জিব্রাইল বা জিবরীল, যিনি মরিয়মের সাথে কথা বলছিলেন। (মনে রাখবেন যে আমরা বাইবেলে যে গল্পটি আছে তা নিয়ে আলোচনা করছি না। আমরা কোরানের গল্পটি অনুসরণ করছি। এগুলি মিশ্রিত করবেন না।) মুসলমানরা আপনাকে আরও বলবে যে মেরি আসলে পবিত্র আত্মার সাথে কথা বলছিলেন যিনি তার কাছে ফেরেশতা জিবরীল রূপে আবির্ভূত হন। তারা আপনাকে যা বলবে না তা হল যে কোরান কখনও ফেরেশতা জিব্রাইলের নাম দেয়নি যিনি মরিয়মের সাথে কথা বলেছিলেন।

আসুন ৪৭নং আয়াতটি সাবধানে পর্যালোচনা করি:

তিনি (মরিয়ম) বললেন, "হে ঈশ্বর, কিভাবে আমার একটি পুত্র সন্তান হবে যখন কেউ আমার সাথে সহবাস করেনি।" তিনি বললেন, আল্লাহ এভাবেই সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন 'হও' এবং এটি হবে!

এই আয়াতটি আমাদেরকে আরেকটি প্রমাণের সাথে উপস্থাপন করে যে কুরআন মানবসৃষ্ট। নিম্নলিখিত লক্ষ্য করুন:

মরিয়ম পবিত্র আত্মাকে ডেকেছিলেন (যিনি একজন মানুষ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, (দেখুন কোরান ১৯:১৭) "আমার ঈশ্বর" (RABY), কিন্তু তিনি তাকে বলেছিলেন যে তিনি কেবল একজন বার্তাবাহক, ঈশ্বর নন (কোরান ১৯:১৯ দেখুন)।

যতক্ষণ পর্যন্ত মরিয়ম পবিত্র আত্মাকে কোরান ৩:৪৭-এ “আমার ঈশ্বর” বলেছেন এবং ধরে নিচ্ছেন যে তিনিই আল্লাহ, কেন তিনি তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে নিজের সম্পর্কে কথা বলছিলেন—অর্থাৎ তিনি কেন বলেছিলেন, “এভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেন, এর পরিবর্তে, "আমি এভাবেই সৃষ্টি করি" বললেন না কেন?

পবিত্র আত্মাকে "আমার ঈশ্বর" বলার সময় মরিয়ম কি ভুল করেছিলেন; নাকি আসলেই আল্লাহ ছিলেন? যেভাবেই হোক, কোরানে কোথাও বলা নেই যে আসলে আল্লাহ কে? যেভাবেই হোক, কোরানে কোথাও বলা নেই যে মরিয়মের সাথে যিনি কথা বলেছিলেন তিনি ছিলেন ফেরেশতা জিব্রাইল (জিব্রাইল), এবং কোরানে কোথাও বলা নেই যে ফেরেশতা জিব্রাইল হলেন পবিত্র আত্মা;

কোরান ৩:৪৫ এ আমরা পড়ি:

যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বানীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ-মারইয় ়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভূক্ত। [সুরা ইমরান - ৩:৪৫]

এখানে লক্ষ্য করুন, "ফেরেশতাগন বলেছেন," কিন্তু কোরান ১৯:১৬ এ আমরা পড়ি যে একজন আত্মা একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠেছে! সুতরাং একটি স্পষ্ট ভুল আছে কারণ যদি ফেরেশতা একজন ফেরেশতা হয়, এবং তিনিই পবিত্র আত্মা, এবং তিনিই সেই সংবাদটি এনেছিলেন, এবং তিনি একজন একক ব্যক্তি হিসাবে কথা বলেছিলেন, তাহলে কোরান ৩:৪৫-এ কেন ফেরেশতাগন করা হয়েছে? ফেরেশতারা কথা বলে?

তারা সবাই কি পবিত্র আত্মা?

এর অর্থ হল পবিত্র আত্মা হল পবিত্র আত্মা। যাইহোক, এটি আরেকটি গল্পের বিরোধিতা করে যা আমরা কোরান ১৯:১৬-২১ এ পাই। দেখুন কোরান ১৯:১৭

فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পুর্ণ মানবাকৃতিতে আত্নপ্রকাশ করল। [সুরা মারঈয়াম - ১৯:১৭]

যেমন আমরা দেখি, এটি একটি আত্মা যা একজন মানুষ হয়ে উঠেছে। অধিকন্তু, মুসলমানরা দাবি করে যে পবিত্র আত্মা হলেন একজন ব্যক্তি এবং তিনি হলেন দেবদূত জিব্রাইল। বেশিরভাগ মুসলমান আত্মা শব্দটিকে "ফেরেশতা" তে অনুবাদ করে। এগুলো ভুল এবং মিথ্যা অনুবাদ।

উল্লেখ্য যে পবিত্র আত্মাকে মরিয়ম দ্বারা ঈশ্বর বলা হয়, কিন্তু একই সময়ে, পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের একজন বার্তাবাহক হিসাবে নিজেকে সম্বন্ধে কথা বলছেন। পবিত্র আত্মা কুরআন ১৯:১৯ এ বলেছেন:

সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। [সুরা মারঈয়াম - ১৯:১৯]

কোরানে কেন পবিত্র আত্মা ফেরেশতা জিবরীল হতে পারে না? খুঁজে বের করার জন্য আমরা পড়ি কুরআন ১৬:২

তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে নাযিল করেন যে, হুশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর। [সুরা নাহল - ১৬:২]

আল্লাহ রূহ সহ ফেরেশতা পাঠাবেন। এর অর্থ ফেরেশতারা আত্মা হতে পারে না। মুসলমানরা রুহ, حورل শব্দটিকে "প্রত্যাদেশ" হিসাবে অনুবাদ করার চেষ্টা করে, যা একটি মিথ্যা এবং লজ্জাজনক।

মুহাম্মাদ পিকথালের অনুবাদ কুরআন ১৬:২ সম্পর্কে সত্য দেখায়, যা নিম্নলিখিতটিতে দেখা যায়:
তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁর আদেশে রূহ দিয়ে ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন, (বলে) "মানুষকে সতর্ক করে দাও যে, আমাকে ব্যতীত কোন আল্লাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় করো।"
কোরান ২৬।:১৯২-১৯৩,
১৯২- এই কোরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। [সুরা শু’য়ারা - ২৬:১৯২]
১৯৩- বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। [সুরা শু’য়ারা - ২৬:১৯৩]
আবার আল্লাহ বলছেন না এটা কি জিবরাইলের সাথে নাজিল হয়েছে? এটা কি শুধু একটি শব্দ? সে ফেরেশতা কিনা আল্লাহ তা পরিষ্কার করলেন না কেন?
কোরান ৭০:৪ পড়ে:
ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তা'আলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। [সুরা মা’য়ারিজ - ৭০:৪]
যদি ফেরেশতারা আত্মা হয়, তাহলে আল্লাহ কেন বলছেন যে তারা তার কাছে যায়, ফেরেশতা এবং আত্মা? কোরান ৭৮:৩৮ বলে:
যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতিত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। [সুরা নাবা - ৭৮:৩৮]
১. সেদিন (বিচারের দিন) রূহ এবং ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে সারিবদ্ধ হবেন এবং তাদের কেউ পরম করুণাময় আল্লাহর আদেশ ছাড়া কথা বলবে না এবং তিনি সঠিক কথা বলেন।
২. আবার, আল্লাহ বলছেন তারা একে অপরের পাশে দাঁড়াবে, সারিবদ্ধভাবে, রূহ এবং ফেরেশতাগণ। এটা প্রমাণ করে যে মুসলমানরা বেশ বিভ্রান্ত। আমি তাদের দোষ দিই না। যদি তাদের নবীই কোন উত্তর না পান, তবে কিভাবে তাদের কাছে উত্তর থাকবে?
এই সমস্ত বিভ্রান্তির পরিবর্তে আল্লাহ কেন কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলেন না যে মরিয়মের কাছে প্রেরিত যে ছিলেন তিনি ছিলেন জিবরীল নামে একজন ফেরেশতা? উদাহরণস্বরূপ, বাইবেল স্পষ্ট ভাষায় বলে যে এটি একটি দেবদূত, যেমন আমরা লুক ১:১৯ এ পড়ি।

১৯ এতে স্বর্গদূত তাকে বললেন: “আমি গাব্রিয়েল, আমি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি আর আমাকে তোমার সঙ্গে কথা বলার এবং তোমাকে এই সুসংবাদ জানানোর জন্য পাঠানো হয়েছে।

এটা মজার যে কোরানে অনেক আয়াত আছে, যেমন কোরান ৭:৫২, যা দাবি করে যে এটি একটি খুব স্পষ্ট বই।

আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌছিয়েছি, যা আমি স্বীয় জ্ঞানে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা পথপ্রদর্শক এবং মুমিনদের জন্যে রহমত। [সুরা আরাফ - ৭:৫২]

একই সময়ে, কোরান ৩:৭

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। [সুরা ইমরান - ৩:৭]

স্পষ্টভাবে বলে যে কোরানের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশটি পরিষ্কার, এবং অন্যটি কেবল অস্পষ্ট নয়, এটি ইঙ্গিত করে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর অর্থ জানেন না। তাহলে কুরআনের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

মুহাম্মদ কে ছিলেন?

তার আসল নাম, مثق, কাথেম

নিচের চার্টটি মুহাম্মদের মৌলিক তথ্য প্রদান করে। সে কখন জন্মগ্রহণ করেছিল?

১ম নাম(বাস্তব নাম)	কাথেম
নামের শেষ অংশ	কুকুরের বাচ্চা(ইবনে কিলাব)এটাই বাস্তব অপমানজনক নয়
পরিবার- প্রপিতামহ	কুসি ইবনে কিলাব
নতুন নাম	মোহাম্মদ এবং আহম্মেদ
সত্যিকারের পিতা	অজানা
প্রচলিত পিতার নাম	আব্দুল্লাহ
মায়ের নাম	আমেনা
জন্ম	৫৭০
মৃত্যু	৬৩২ (ইহুদি নারীর বিষক্রিয়ায়)
স্ত্রীর সংখ্যা	১৩
দাসী	অগণিত
যৌন শক্তি	৪০ জন পুরুষের সমান
দক্ষতা	কাল্পনিক গল্প বলতে পারা

মুহাম্মদের জন্ম ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, যা তার নামকৃত পিতা আবদুল্লাহর মৃত্যুর চার বছর পর! কেউ কেউ বলতে পারেন, “আবদুল্লাহ মারা যাওয়ার চার (৪) বছর পর কীভাবে একটি শিশুর জন্ম হয়! কেউ কেউ বলতে পারে, "কিভাবে একটি শিশু তার পিতার মৃত্যুর চার (৪) বছর পরে জন্মগ্রহণ করতে পারে?" উত্তর সহজ। আবদুল্লাহকে তার পিতা বলা হলেও তিনি ছিলেন না।

ইসলামের আগে, তারা জাওয়াজ আল রাহেত নামে এক ধরণের বিবাহ ছিল, যার অর্থ দলগত বিবাহ। এইভাবে এই বিবাহ কাজ করে: মহিলাটি সাত, দশ বা তার বেশি পুরুষের সাথে ঘুমায়। সংখ্যাটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। সবাইকে রাহট বা দল বলা হয়। আপনি বলতে পারেন এটা মোটেও বিয়ে নয়। এটি সমাজ দ্বারা গৃহীত একটি যৌন অনুশীলন ছিল। মা তখন তার বাচ্চার জন্য বাবাকে বেছে নেন বাচ্চা যখন সে জন্ম দেয়।

মুহাম্মদের মনোনীত পিতার আসল নাম কখনই আব্দুল্লাহ ছিল না। তার আসল নাম ছিল আবদ আল্লাত, যার অর্থ আল্লাতের দাস (পৌত্তলিক দেবতা, আল্লাহর

তিন কন্যার একজন)। মুসলমানরা কেবল তার পিতার নাম হিসাবে আব্দুল্লাহ নামটি ব্যবহার করে কারণ তার পিতার আসল নামটি আল্লাহর কাছে অপমানজনক।

আমি মুহাম্মদের শৈশব সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণে যেতে পারি, তবে এটি আমার বইয়ের বিষয় নয়, যদিও আমি মুহাম্মদের জন্ম সম্পর্কে এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য কিছু সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স দেব।

মুহাম্মদের মায়ের অনেক সন্তান ছিল, শুধু মুহাম্মদই নয়। যদি প্রথম এবং একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাকে পেয়েছিলেন তিনি মুহাম্মদের পিতা হন, তাহলে তার এতগুলি সন্তান কীভাবে হয়? **ইমাম আল সুয়ূতির কিতাব আল কাসার আল-কুবরা, খণ্ড। ১, পৃ. ১৩২, ১৩৩, ১৩৪,১৩৫ যেখানে** মুহাম্মদের মা বলেছেন:

قالت حملت به فما حملت قط أخف منه فأريت في النوم حين حملت به أنه خرج مني نور

আমি তার সাথে গর্ভবতী ছিলাম, এবং এটি আমার **গর্ভধারণের মধ্যে** সবচেয়ে সহজ ছিল। কেউ তার ভাইদের কথা বলে না। কিভাবে তার ভাই থাকতে পারে, যেহেতু মুসলমানরা দাবি করে যে মুহাম্মদ তার বাবাকে দেখেননি? আর তার মা, সে কি নতুন বিয়ে করেছে? এর সাথে যোগ করুন, মুহাম্মদের বাবা তাকে বিয়ের কয়েক মাস পর মারা যান (যেমন মুসলমানরা দাবি করেন)। একমাত্র উপায় হল যদি তার মায়ের অন্য স্বামী থাকত, বা অন্তত একজন অন্য স্বামী। আমি প্রমান হিসিবে বলতে পারি এমন অনেক গল্প আছে, কিন্তু আমি চেষ্টা করব বিষয়গুলোকে জটিল না করার। আসন্ন হাদিসে, আমি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করব যে মুহাম্মদের পিতা (দাবী করা ব্যক্তি, আবদুল্লাহ কখনোই মুহাম্মদের (কাথেমের) মাকে বিয়ে করেননি। আমি গল্পটি আরবীতে দেখাব এবং অনুবাদ করব, কারণ আমি মুসলিমদের জানি। বলবে, "আমাদের বইয়ে এটা কোনোভাবেই পাওয়া যাবে না!" শুধু তাই নয়, আমি নেটে বইয়ের জন্য সবচেয়ে বড় ইসলামিক ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়ে দিব।

আল সিরাহ আল-হালাবিয়ার বই (ইনসান আল-উইউন ফে সেরাত আল-মামুন বইয়ের অন্য নাম), খণ্ড। ১, পৃ. ১২৮:

السيرة الحلبية
وهو الكتاب المسمى
(إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)
علي بن برهان الدين الحلبي

وفي الإمتاع: لما مات قثم بن عبد المطلب قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وهو ابن تسع سنين وجد عليه وجدا شديدا، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه قثم حتى أخبرته أمه امنة انها أمرت في منامها أن تسميه محمدا، فسماه محمد

মুহাম্মদের জন্মের তিন বছর আগে কাথেম ইবনে আবদ-আল-মুতালেব (মুহাম্মদের চাচা) নয় বছর বয়সে মারা যাওয়ার পর, তার পিতা আবদ-আল-মুতালেব খুব দুঃখ বোধ করেছিলেন, তাই যখন নবীর জন্ম হয়েছিল, তিনি তার নাম রাখেন কাথেম।

ইসলামিক বই থেকে হাদীসের ওয়েবসাইট:

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?

1SR ةليتق-تنب-فون#ل=SW&4=CID&185=BID

الطبقات الكبرى
الجزء الأول
من 4 حتى 118

وحدثنا عبيد الله بن محمد بن صفوان عن أبيه وحدثنا إسحاق بن عبيد الله عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم قالوا جميعا هي قتيلة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل وكانت تنظر وتعتاف فمر بها عبد الله بن عبد المطلب فدعته يستبضع منها ولزمت طرف ثوبه فأبى وقال حتى آتيك وخرج سريعا حتى دخل على آمنة بنت وهب فوقع عليها فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع عبد الله بن عبد المطلب إلى المرأة فوجدها تنظره فقال هل لك في الذي عرضت علي فقالت لا مررت وفي وجهك نور ساطع ثم رجعت وليس فيه ذلك النور

হাদিস অনুবাদের উদ্‌ধৃতি: আল-তাবাকাত আল-কুবরা কিতাব, মুদ্রণ। ১, ১৯৬৮, ভলিউম। ১, পৃ.৯৫, ৯৬

ওবেদ আল্লাহ আমাদের বলেছেন যে (...) এটি ছিল ওয়ারাকা ইবনে নাওফলের বোন রাস্তায় পুরুষদের খুঁজছিলেন। সে দেখতে দেখতে, আবদুল্লাহ (মুহাম্মদের পিতা) পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে না দেখা পর্যন্ত তার কিছুই পছন্দ হয়নি। সে তাকে তার জামাকাপড় থেকে ধরে বলল, "আমার মাল সম্পর্কে তুমি কি ভাবছ?" (আপনার যা প্রয়োজন তা আমার কাছ থেকে নিন।) তিনি বললেন, “এখন না। আমি যখন ফিরে আসব!” সে দ্রুত বেরিয়ে গেল এবং আমেনা বেন্ট ওয়াহাবের (মুহাম্মদের মা) কাছে প্রবেশ করল এবং তার সাথে সহবাস করল। ফেরার পথে তিনি ওয়ারাকা ইবনে নাওফলের বোনের সাথে দেখা করতে এসে তাকে বললেন, “তুমি এখনো আমার সাথে সহবাস করতে চাও।" সে বলল, “না! তুমি যখন আমার

সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলে, আমি তোমার একটি চকচকে মুখ দেখেছিলাম, কিন্তু এখন তুমি সেই উজ্জ্বল মুখটি হারিয়ে ফেলেছ।" (সম্ভবত সে যৌনতা থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।)

একই ঘটনা পায় আলসিরাহ আল-নবওয়াহ লে-ইবন হিশাম (আরবি), মুদ্রণ ২.০২, খণ্ড। ১, পৃ. ২৯২, লেখক: ইবনে হিশাম

আল-আনসারী/আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ:

السيرة النبوية، الإصدار 2.02 - لابن هشام
المجلد الأول >> ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبدالله بن عبدالمطلب >> عبدالله يرفضها

قال ابن إسحاق : ثم انصرف عبدالمطلب آخذا بيد عبدالله ، فمر به - فيما يزعمون - على امرأة من بني أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب (1/ 292) بن فهر ، وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى ، وهي عند الكعبة ؛ فقالت له حين نظرت إلى وجهه : أين تذهب يا عبدالله ؟ قال : مع أبي . قالت : لك مثل الإبل التي نحرت عنك ، وقع علي الآن ، قال : أنا مع أبي ، ولا أستطيع خلافه ، ولا فراقه

উপরের বইটির হাদিস অনুবাদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আবদ-আল-মুতালেব (মুহাম্মদের পিতা) এর কাছে নারীর অর্পণ করার অধ্যায় নুকাহ (যৌন) : ইবনে ইসহাক বলেছেন: “তারপর আবদ-আল-মুতালেব (মুহাম্মদের দাদা) চলে গেলেন, এবং তিনি তার সাথে আবদুল্লাহকে নিয়ে গেলেন, একই সময়ে তারা একটি মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সে আসাদের পরিবারের সন্তান উযার পুত্র কুসাই পুত্র কুকুরের (কুকুর নাম ছিল মুহাম্মদের আদি পিতামহের) মুরাহের ছেলে কায়েবের ছেলে লুইয়ের ছেলে গালেবের ছেলে ফাহের।" তিনি তার মুখ দেখে বললেন, "আব্দুল্লাহ তুমি কোথায় যাচ্ছ?" তিনি বললেন, "আমার পিতার সাথে," তারপর তিনি বললেন, "যদি তুমি আমার সাথে ঘুমাও, তাহলে আমি তোমাকে কুরবানীর দিনে যে সংখ্যক উট (১০০ টি উট) নিবেদন করা হয়েছিল, সেই সংখ্যক উট তোমাকে দেব।" তিনি বলেন, “আমি এখন পারছি না, আমি আমার বাবার সঙ্গে আছি। আমি তাকে ছেড়ে যেতে পারব না।"

এখন যখন আমরা এই গল্পটি অধ্যয়ন করি, এটি আমাদের বলে যে সেই সময়ে মহিলাদের তাদের জীবনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। তারা যাকে পছন্দ করত তার সাথেই শুয়ে থাকত এবং তাদের পছন্দের যে কোন পুরুষের কাছে নিজেদের অর্পণ করত। আপনি কি প্রথম সংস্করণে লক্ষ্য করেছেন যে মুহাম্মদের দাবীকৃত পিতা চুক্তিতে না বলেননি, কিন্তু মুহাম্মদের (কাথেমের) মায়ের সাথে তার মিলন হয়েছিল? তিনি ওয়ারাকা ইবনে নাওফলের বোনের সাথে সেক্স করতে

চেয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। কেন?!

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তখন বিবাহ শব্দের কোন অর্থ ছিল না। আমি যেমন বলেছি এবং প্রমাণ করেছি, মুহাম্মদের বাবা এই ধরনের খোলামেলা যৌন সম্পর্কের চর্চা করতেন। আমি ভাবছি ওয়ারাকা ইবনে নাওফল এবং মুহাম্মদের মায়ের মধ্যে তার জন্মের আগে সম্পর্ক কি ছিল? ওয়ারাকা ইবনে নাওফল যদি মুহাম্মদের প্রকৃত পিতা হন তাহলে আমি অবাক হব না। আমি মনে করি না এই গল্পটি কিছুই থেকে জীবনে এসেছে। তখনকার দিনে আরবরা তাদের বোন বা কন্যাদের জন্য প্রস্তাব দিত তাদের নিজস্ব যৌন উদ্দেশ্য নিয়ে। হয়তো ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল মুহাম্মদের বাবাকে আমেনার সাথে সেক্স করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিল কারণ সে তার প্রিয় ছিল! সম্ভবত সে তার বোনকে এই মিশনে পাঠিয়েছে! এটা কাজ করলে, সে (মুহাম্মদের বাবা) সেই মহিলার পরিবর্তে বোনের সাথে যুক্ত হতেন।

উপরের হাদিসের একই পৃষ্ঠায় আমরা নিম্নলিখিতগুলি পাই:

ফাতিমা বিনতে মুর ছিলেন সবচেয়ে সুন্দরী নারীদের মধ্যে একজন এবং সম্মানের দিক দিয়ে সবচেয়ে মহৎ। সে বই পড়ে শিক্ষিত ছিল! কুরাইশ গোত্রের যুবক-যুবতীরা তার কথা বলত। গল্পে বলা হয়, সে তার মুখে নবুওয়াতের আলো দেখেছে! সে একশত উটের বিনিময়ে মুহাম্মদের বাবাকে তার সাথে ঘুমানোর প্রস্তাব দেয়!!

فاطمة بنت مر وكانت من أجمل الناس واشبه واعفه وكانت قد قرأت الكتب وكان شباب قريش يتحدثون إليها فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقال يافتى من أنت فأخبرها قالت هل لك أن تقع علي وأعطيك مائة من الإبل

মুহাম্মদের বাবা কতটা শালীন ছিলেন যে মহিলারা তাকে যৌনতার জন্য অর্থ প্রস্তাব করেছিলেন! আমি সে কতটা ভালো ছিল তার কথা বলছি না, কিন্তু দেখতে কত সুন্দর সেটা বলছি। আমি বলতে চাচ্ছি যে একজন সম্মানিত পুরুষ এক মহিলা থেকে অন্য মহিলার কাছে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না বা পতিতার মতো যৌনতার জন্য অর্থও পাবেন না। আজকের আধুনিক সময়ে, তাকে গিগোলো হিসাবে বিবেচনা করা হবে। আমি এই গল্পগুলোর দিকে ইঙ্গিত করার কারণ হল, তৎকালীন আরব গোত্রের কুরিশদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে কিছু পটভূমি দেওয়া। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, মুসলমানরা যখন মুহাম্মদের পরিবারকে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার বলে কথা বলে, তখন তা বাস্তবতার সাথে মেলে না। ভুলে যাবেন না যে মুহাম্মদের বাবা-মা এই সমস্ত কিছুর মাঝে ছিলেন, এবং তারা পৌত্তলিক ছিলেন এবং এভাবেই মারা যান। এবং কুরআনে ফিরে গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে আল্লাহ পৌত্তলিকদেরকে "নোংরা" বলেছেন, যেমনটি কুরআন ৯:২৮ এ উল্লেখ

করা হয়েছে: "**হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [সুরা তাওবা - ৯:২৮]**

আল-রাহীক মাখতোম গ্রন্থে, পৃ. ৪৫, তার চাচা 'হামজা' একই স্তন্যদানকারী মহিলাদের ভাগ করে নিয়েছিলেন (দুই মহিলা 'হামজাকে বুকের দুধ খাওয়ান)। পরবর্তীকালে, উভয় একই মহিলা মুহাম্মদকে স্তন্যপান করান। দুই নারীর নাম ছিল থাউবিয়া ও হালিমা আল-সাদিয়া।

وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعًا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه
رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا وهو عند أمه حليمة.فكان حمزة رضيع رسول
الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية.
الرحيق المختوم ص 45
صفي الرحمن المباركفوري

অনুবাদ:

এবং তার চাচা 'হামজা' ছিলেন একজন ব্যক্তি যিনি বাকেরের পুত্র বনী সা'দ এর পরিবার থেকে স্তন্যপান করেন এবং তার মা ('হামজার মা), মুহাম্মদকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় তাকে 'হালিমা' দ্বারা স্তন্যপান করানো হয়েছিল, তাই 'হামজাকে বুকের দুধ খাওয়ানো হয়েছিল এবং ভাগ করা হয়েছিল। উভয় মহিলার দ্বারা যারা মুহাম্মদকে স্তন্যপান করেছিলেন।

মুহাম্মদের জীবনের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পরে, এই লোকটির উপর আলোকপাত করার সময় এসেছে যাতে তিনি কে ছিলেন, নাম হিসেবে নয়, একজন ব্যক্তি এবং একজন মানুষ হিসেবে। মানুষ হিসেবে মুহাম্মদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছিল। সম্পদে হাত না পাওয়া পর্যন্ত তার প্রাথমিক জীবন সহজ ছিল না। আসুন আমরা প্রথম গল্পটি স্মরণ করি যে কীভাবে ওয়ারাকার বোন, কাতিলাহ বিন নাওফল নামে, আবদুল্লাহর কাছে নিজেকে অর্পণ করেছিলেন যাতে তিনি আমেনার সাথে সহবাস না করেন, তবে তিনি তা করেছিলেন। তাই ওয়ারাকার বোন তাকে আর চায়নি। আমরা যদি এটিকে অন্যান্য গল্পের সাথে সংযুক্ত করি তবে আমরা দেখতে পাব যে ওয়ারাকা ইবনে নাওফল মুহাম্মদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছেন। একই বইয়ে (বুক অফ আল তাবাকাত আল-কুবরা, প্রিন্ট. ১, ১৯৬৮, ভলিউম ১, পৃ. ৯৫), এটি বলেছেন যে মুহাম্মদ:

تزوج عبد المطلب بن هاشم وتزوج عبد الله بن عبد المطلب في مجلس واحد
فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حمزة بن عبد المطلب فكان حمزة عم
رسول الله صلى الله عليه وسلم في **النسب وأخاه من الرضاعة** قال
أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه وعن أبي الفياض

الخثعمي قالا لما تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أقام عندها
ثلاثا وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل الرجل على امرأته في أهلها.

আবদ আল-মুতালেব ইবনে হাসেম এবং তার ছেলে আবদ-আল্লাহ একই দিনে বিয়ে করেছিলেন, তাই ওয়াহেবের কন্যা হালাহ 'হামজা'র জন্ম দেন, যিনি বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে মুহাম্মদের চাচা এবং তার ভাই হয়েছিলেন (মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে যদি দু'জন দুধ পান করে একই মহিলার, তারা ভাই হয়ে যায়) এবং আমাদেরকে ইবনে ইসহাক বলেছিল যে যখন মুহাম্মদের পিতা আমেনাকে (মুহাম্মদের মা) বিয়ে করেছিলেন তখন তিনি তার সাথে তিন রাত ছিলেন, যেমনটি সে সময়ের প্রথা ছিল।

তার সাথে তিন রাত, সেই সময়কার ঐতিহ্য ছিল।

একই পৃষ্ঠায় ক্রমাগত, আমরা দেখতে পাই যে মুহাম্মদের দাদা এবং তার ছেলে আমেনা এবং হালাহ নামে দুই বোনের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। প্রযুক্তিগতভাবে বলতে গেলে, মুহাম্মদের খালা তার দাদার যৌন সঙ্গী, অথবা আমরা তাকে তার স্ত্রী বলতে পারি। তার উপরে, এটি বলে যে হালাহ 'হামজাকে (মুহাম্মদের চাচা) জন্ম দিয়েছেন। এর মানে মুহাম্মদ এবং হামজা উভয়েই হামজার মা দ্বারা বুকের দুধ পান করানো হয়েছিল। এটি মুহাম্মদের চাচা হামজাকেও তার ভাই বানিয়েছিল (দুগ্ধ পান করে,একই মহিলার দুধ), কিন্তু একই সময়ে নয় (বছর)। এর সাথে যোগ করুন, মুহাম্মদের বাবা তিন দিন শুধু মুহাম্মদের মায়ের সাথেই ঘুমিয়েছিলেন! এমনকি তিনি তার সাথে তার(আমেনার) বাড়িতে শুয়েছিলেন! সে কিভাবে তার স্ত্রী হতে পারে? কেন যদি তারা বিবাহিত হয় তবে তার স্ত্রীকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় না?! এর মানে মুহাম্মদের মা কখনো আবদুল্লাহর বাড়িতে যাননি!! ইবনে কাসীরের কিতাবে, খন্ড. ১, পৃ. ২৫৫, ইবনে হিশাম

السيرة النبوية لابن كثير حرب الفجار 255/1
وقال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة سنة - أو
خمس عشرة سنة

বলেছেন যে আল-ফজরের যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিল তখন মুহাম্মদের বয়স ছিল ১৪ বা ১৫ বছর।

ডক্টর মুহাম্মদ আহমেদ মাহমুদ হাসাবলাহ (এটি তার পুরো নাম) এবং ডক্টর মুহাম্মদ আবদু আলকাদের আল-খাতেবের বই আল-সিরা আল-নাবোয়াহ থেকে আমরা একই গল্প খুঁজে পাই। দুজনেই আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে (ওসামা বিন

লাদেন, আল-জাওয়াহিরি এবং মুসলমানদের দ্বারা স্বীকৃত সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়) ইসলামী ইতিহাস ও সভ্যতার অধ্যাপক।

তারা উভয়েই তাদের বইয়ে বলেছেন যে আল-ফজরের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল হামজার পিতা আবদ-আল-মুতালেবের মৃত্যুর ১২ বছর পর এবং সেই সময় হামজার বয়স ছিল ২২ বছর!!!

একই বইতে, উভয় ডাক্তারই একমত যে, আল-ফজরের যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিল তখন মুহাম্মদের বয়স ছিল ১৫ বছর। নিচে তাদের বইয়ের লিঙ্ক দেওয়া হল। আমি জানি মুসলমানরা এটা বিশ্বাস করবে না। আমরা বলি ৯৯% মুসলমান কখনো বই পড়ে না, তাহলে তারা জানবে কিভাবে?

এই লিঙ্কে যান এবং নিজের জন্য দেখুন:

http://www.alsiraj.net/sira/html/page08.html, برح راجفلا

যুদ্ধের সময় যদি 'হামজার বয়স ছিল ২২ এবং মুহাম্মদের বয়স ১৫, তাহলে এর মানে এই যে, এই পণ্ডিতদের মতে, 'হামজা মুহাম্মদের চেয়ে সাত বছরের বড়। কিন্তু 'হামজার জন্ম সেই বছরই মুহাম্মদের বাবা মারা যান! এর মানে হবে 'হামজা যে বছর জন্মেছিলেন সেই বছরই মুহাম্মদের বাবা মারা যান! এর অর্থ হবে মুহাম্মদ তার পিতার মৃত্যুর সাত বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

من كتاب السيرة النبوية بقلم الدكتورمحمد أحمد محمود حسب الله أستاذ التاريخ و الحضارة الاسلامية بجامعة الأزهر و الدكتور محمد محمد عبد القادر الخطيب أستاذ التاريخ و الحضارة الاسلامية بجامعة الأزهر

شهد حمزة حرب الفجار الثاني، وكانت بعد عام الفيل بعشرين سنة، وبعد موت أبيه عبد المطلب باثنتي عشرة سنة، ولم يكن في أيام العرب أشهر منه ولا أعظم، وتعد " حرب الفجار" أول تدريب عملي بالنسبة لحمزة ـ رضي الله عنه ـ مارس فيها التدريب العملي على استخدام السلاح وعاش في جو المعركة والحرب الحقيقية، وكان عمره آنذاك نحو اثنتين وعشرين سنة.

সিরা ইবনে কাথির, খন্ড. ১, পৃ. ২৬৩ বলেছেন:

মুহাম্মদ যখন খাদিজাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি তার চাচাকে তার সম্পর্কে বলেছিলেন এবং 'হামজা খাদিজার কাছে গিয়ে মুহাম্মদের জন্য তার হাত চেয়েছিলেন।

أبن كثير السيرة الجزء الأول 263

فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه، فتزوجها عليه الصلاة والسلام.

আরবের ঐতিহ্যে যেমন আমি আমাদের ঐতিহ্যকে খুব ভালো করেই জানি, আপনি নিজের বয়সী কাউকে আপনার পক্ষে কারো হাত চেয়ে যেতে বলেন না।

এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। এই ক্ষেত্রে, 'হামজা কাজ করার জন্য উভয় উপায়েই ফিট: তিনি মুহাম্মদের চাচা এবং তিনি বড়।

এখন আমরা দা’রত আল-মা-মাআরেফ আল-ইসলামিয়াহ, খণ্ড-এর কিতাবে পড়ার সময় জানতে পারব। ২৯, পৃ. ৯১১২, যে মুহাম্মদের জন্ম ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ এবং 'ওহোদের যুদ্ধ ৬২৫ সালে হয়েছিল, সমস্ত ইসলামিক হিসাবে।

(دائرة المعارف الإسلامية ج 29 ص 9112)

বইও একমত। এর মানে হল, যদি আমরা ৬২৫ সাল ('ওহোদ যুদ্ধ) ধরি এবং ৫৭০ (তার জন্ম তারিখ) = ৫৫ বছর (মুহাম্মদের বয়স) বিয়োগ করি। আল-তাবাকাত আল কুবরা গ্রন্থে, খণ্ড। ৩, পৃ. ২৯/১১৮,

'হামজা কানিকা'র (ইহুদি উপজাতি যারা সবাই মুহাম্মাদ দ্বারা নিহত হয়েছিল) এর শিশুদের বিরুদ্ধে আক্রমণে পতাকা ধরেছিলেন এবং যখন তিনি মারা যান তখন তার বয়স ছিল ৫৯। এখানে, 'হামজা নবীর চেয়ে ৪ বছর বড় ছিলেন।

وحمل حمزة لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قينقاع ولم يكن الرايات يومئذ وقتل رحمه الله يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة وهو يومئذ بن تسع وخمسين سنة كان أسن من رسول الله صلى الله **عليه وسلم بأربع سنين**

আবার, মুসলমানরা বলতে পারে আমি জিনিস তৈরি করছি। এটি অনেক ইসলামিক বইতে পাওয়া যাবে যেমন:

11/83 الكتاب : سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، Book Sabil Al-Huda Wa Al-Rashad, Vol. 11, p. 82, 83:

إذا كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع سنين، كيف يصح أن تكون ثويبة أرضعتهما معا، والحديث صحيح فهو مقدم على غيره إلا أن تكون أرضعتهما في زمانين.

হামযা যদি আল্লাহর রাসূলের চেয়ে চার বছরের বড় হতো, তাহলে একই মহিলার দুধ পান করাতে পারতো কিভাবে? উত্তর হল, হাদিসটি সঠিক এবং অন্যান্য হাদিসের চেয়ে বেশি পছন্দ করা হয়েছে কারণ তিনি উভয়কে দুটি ভিন্ন সময়ে স্তন্যপান করান। আল-মুসতাদরক ফে আল-সহীহ, খণ্ড। ৩, পৃ. ২১২, হাদিস ৪৮৭৩:

المستدرك [جزء 3 - صفحة 212] حديث رقم 4873 حمزة بن عبد المطلب كانت له كنيتان أبو يعلي و أبو عمارة لابنيه يعلي و عمارة أسلم حمزة في السنة السادسة من النبوة و كان أسن من رسول الله صلى الله عليه و سلم بأربع سنين و قتل يوم السبت في المغزى بأحد لسبع خلون من شوال سنة ثلاث من الهجرة

'হামযার দুটি নাম ছিল, আবু-আলি এবং 'ইমারাহ। ইসলাম শুরু হওয়ার ছয় বছর পরে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন এবং তিনি মুহাম্মদের চেয়ে চার বছরের বড় ছিলেন। তিনি ওহোদের যুদ্ধে নিহত হন, শনিবার (ইসলামী ক্যালেন্ডার) মাসের সপ্তম তারিখে।

আল-তাবাকাত আল-কুবরা বই, মুদ্রণ ১, ১৯৬৮, ভলিউম। ৩, পৃ. ১০৩:

"وقتل، رحمه الله، يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة وهو يومئذ بن تسع وخمسين سنة، كان أسن من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بأربع سنين ."

"'হামজা, আল্লাহ তার উপর রহম করুন, ওয়াহশি নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল, তার (হামজার)বয়স ছিল ঊনপঞ্চাশ বছর এবং নবীর চেয়ে চার বছরের বড়।"

এই সব গল্প থেকে আমরা কী পাই?

যদি মুহাম্মদের দাদা এবং তার বাবা একই সময়ে একই বোনদের সাথে ঘুমাতেন এবং তার পরে মুহাম্মদের বাবা আমেনাকে ছেড়ে চলে যান কয়েক দিন পরে, (বা সময়কাল, এবং তার পরে মুহাম্মদের বাবা কয়েক দিন পরে আমেনা ছেড়ে যান, (বা কয়েক মাস) পরে, তর্কের খাতিরে বলা হচ্ছে কারণ তা হবে না) তারপর:

১. মুহাম্মদের দাদা এবং তার ছেলে, আবদুল্লাহ, একই দিনে উভয় বোন ছিল;

২. 'হামজা একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে সময়ে মুহাম্মদের পিতার মৃত্যু হয়েছিল;

৩. 'হামজা মুহাম্মদের চেয়ে বড় (মুসলিম পণ্ডিতরা দ্বিমত করেন যদি এটি চার বছর বা সম্ভবত সাত বছর হয়);

৪. 'ওহোদের যুদ্ধে হামজা নিহত হন 59 বছর বয়সে। তখন মুহাম্মদের বয়স ছিল 55 বছর;

৫. মুহাম্মাদ সেই ব্যক্তির পুত্র হতে পারে না যাকে মুসলমানরা আব্দুল্লাহ বলে ডাকে যেমনটি আমরা ইবনে কাথিরের আল-বিদায়াহ ও আল-নিহায়্যাহ গ্রন্থে দেখতে পাই। ২, পৃ. ৩১৬. শেষ পর্যন্ত, বনু নাদেরের একটি গোত্র এসে মুহাম্মদের কাছে জানতে চেয়েছিল, যখন তিনি শিশু ছিলেন, দাবি করেছিলেন যে তিনি তাদের সন্তান। এটা এত স্পষ্ট যে তার বাবা নেই।

البداية والنهاية لابن كثير باب تزويج عبد المطلب أبنه عبد الله ج 2ص 316) "بلغ النبي أن رجالاً من كندة يزعمون أنهم منه وأنه منهم ... فقال: إنا لن ننتفي من آبائنا، نحن بنو النضر بن كنانة

এই সুস্পষ্ট অসঙ্গতি ঢাকতে, মুহাম্মদ তাদের বলেছিলেন যে একজন মহিলা বহু বছর ধরে গর্ভবতী হতে পারে। এভাবেই তার দাদা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে মুহাম্মদ

অবশ্যই তার নাতি ছিলেন, যদিও তার মা আবদুল্লাহর মৃত্যুর বহু বছর পরে তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ একজন দত্তক পুত্র

মুহাম্মদের বংশের এই অন্বেষণটি শেষ করতে, আমার সাথে সহীহ আল বুখারি, বই ৪০, হাদিস ৫৬৩ পড়ুন। এই গুরুত্বপূর্ণ হাদিসটি দেখায় যে মুহাম্মদ যে পরিবারের সাথে বেড়ে উঠেছেন সেখানে সে দাস ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না:

সেই অপছন্দনীয় দৃশ্য দেখে আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে ঘটনাটি বললাম। নবীজি যায়েদ বিন হারিসের সঙ্গী হয়ে বের হলেন, যিনি পরে তাঁর সাথে ছিলেন এবং আমিও তাদের সাথে গেলাম। নবী হামজার (মুহাম্মদের চাচা) কাছে গেলেন এবং তার সাথে মোটামুটি কথা বললেন। হামজা নবীর দিকে তাকিয়ে বললেন,"তুমি কি আমার বাপ-দাদার দাস নও?" নবী নিজেকে প্রত্যাহার করে চলে গেলেন। মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞার আগেই এই ঘটনা ঘটেছে।

(সহিহ আল-বুখারি, বই ৪০, হাদিস ৫৬৩)।

১. মুহাম্মদের চাচা কেন এমন মিথ্যা বলবেন, যদি না এটি সত্য হয়?

২. এছাড়াও, কেন মুহম্মদ একটি শব্দও না বলে ঠিক পরে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেন?

৩. 'হামজা'র কথাগুলো এমন একটি সত্যকে বিবৃত করছিল যে মুহম্মদ সাড়া দিতে এবং লড়াই করতে পারেননি;

৪. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, মুহাম্মদ চিন্তিত ছিলেন যে তিনি যদি আরও বেশি কথা বলেন, 'হামজা আরও এমন কথা বলবেন যা তিনি শুনতে চান না;

৫. এটা এতটাই স্পষ্ট যে মুহাম্মদ আশা করেননি 'হামজা, যিনি তার চাচা হওয়ার কথা, তিনি প্রথমে এটি বলবেন;

৬. এই সব একটি জিনিসই বলে: মুহাম্মদ একটি অজানা পিতার পুত্র;

৭. যখন এই পরিবার তাকে দত্তক নেয়, তখন তারা তাকে কাথেম বলে ডাকে, তাদের এক পুত্রের মৃত্যুর স্মরনে।

কে মুহাম্মাদকে বলেছে যে তিনি একজন নবী?

মুহাম্মদ তার ঈশ্বরের কাছ থেকে নুবয়াত প্রাপ্তির দাবি করেছিলেন, ফেরেশতা জিব্রাইলের দ্বারা প্রদত্ত প্রথম শব্দগুলি কোরান ৯৬:১ এ লিপিবদ্ধ আছে। জিব্রাইল মুহাম্মাদকে বললেন, ‘পড়!’

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন, "কী পড়ব?" মুসলিমরা বলে যে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "আমি পড়তে পারি না।"

সহীহ আল-বুখারি, বই ১, হাদিস ৩, নিম্নলিখিতটি বলে (কোরআন ৯৬:১-৩ এছাড়াও দেখুন):

ফেরেশতা আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, “ইকরাআ” (পড়ুন)। আমি তাকে বললাম, আমি পড়তে পারি না। তিনি আমাকে চেপে ধরে আবার বললেন, "পড়ুন।" আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। এবং তারপর তিনি আমাকে আবার চেপে ধরে বললেন, "পড়ুন।" আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। তারপর তিনি আমাকে তৃতীয়বার চেপে বললেন, "তোমার রবের নাম নিয়ে পড়।"

এখন এই গল্পের কোনো মানে হয় না। আসুন আমরা একসাথে এটি সম্পর্কে চিন্তা করি।

ফেরেশতা বললেন “পড়”? আমি তোমাকে কিছু পড়তে বলার আগে তোমাকে পড়ার জন্য একটা কাগজ বা বই দেব না? মুসলমানরা এই ভুল ঢাকতে দাবি করে যে এর অর্থ তেলাওয়াত করা। যাইহোক, এর অর্থ যদি আবৃত্তি করা হয়, তাহলে মুহাম্মদ কেন বলেননি, "আমি আবৃত্তি করতে পারি না!?" পাঁচ বছরের শিশুরা আবৃত্তি করতে পারে। এটি অবশ্যই পড়ার বিষয়ে হতে হবে কারণ আরবি শব্দের স্পষ্ট অর্থ "পড়া"। এটি গল্পের শুরু থেকে ইসলামকে মিথ্যা প্রমাণ করার কয়েকটি বিষয় দেখায়।

১. মুহাম্মদ যদি পড়তে না পারেন এবং তিনি নিরক্ষর হন, তাহলে ফেরেশতা কেন ভুল শব্দ ব্যবহার করছেন: "পড়ুন"?

২. ঈশ্বর যদি একজন মানুষকে পড়ার আদেশ দেন এবং সে নিরক্ষর হয়, তাহলে সে কি ঈশ্বরের অলৌকিক ঘটনা হিসেবে পড়তে পারবে না?

এটি আরও ব্যাখ্যা করার জন্য, আসুন কল্পনা করা যাক যীশু অন্ধ লোকটিকে বলছেন, "দেখুন!" এবং অন্ধ লোকটি উত্তর দেবে, "আমি দেখতে পাচ্ছি না"। এবং তারপর যীশু আবার বলবেন, "দেখুন!" এবং অন্ধ লোকটি আরও একবার উত্তর দেবে, "আমি দেখতে পাচ্ছি না!" এবং যীশু তৃতীয়বার আবার বলবেন "দেখুন!" এবং অবশেষে, অন্ধ লোকটি আবার উত্তর দেবে, "আমি দেখতে পাচ্ছি না !!!"

এটা একটা রসিকতা হবে কিনা! কিছুই না বদলালে তাকে তিনবার বলে কি লাভ? মুহাম্মদ তখনও পড়তে পারেননি!

১. যদি এটি "আবৃত্তি" সম্পর্কে হয় তবে কেন ফেরেশতা "ইকরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ পাঠ করা হয়েছে? মনে রাখবেন, ইকরা শব্দটি বেছে নিয়েছে ফেরেশতা নয়; এটা আল্লাহ।

অতএব, আল্লাহ শুরু করার জন্য ভুল শব্দ বেছে নিয়েছেন যার ফলে মুহাম্মদ বিভ্রান্ত হয়েছেন!

২. মুহাম্মাদকে চাপা দেওয়ার পিছনে রহস্য কী? চাপা দেওয়ার ক্রিয়া কি মুহাম্মদ বুঝতে পেরেছিল যে ফেরেশতা কী বলতে চাইছিল? একদমই না!

৩. কেন তিনবার?! এটা সংখ্যা সম্পর্কে. ইসলামের শুরু থেকেই পূর্ণতা ত্রিত্ব দিয়ে! একটি "পড়া" যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু তৃতীয়টি ছিল পরিপূর্ণ এক!

৪. ইসলামের প্রতিটি বিষয়ই তিন নম্বরের উপর ভিত্তি করে। যেমন, অন্য কিছুর আগে আল্লাহর তিনটি নাম উচ্চারণ করা। একটি নিখুঁত অজু করার জন্য তিনটি কর্মের উপর ভিত্তি করে! তিনবার নাক ফুঁকানো, তিনবার হাত মোছা এবং তিনবার গোপনাঙ্গ নাড়ানো...সবকিছুই তিনবার করা হয়। কেন?!

৫. আমি মনে করি এই তৈরি গল্পে গভীর উদ্ঘাটন আছে। ঘটনাটি হল যে মুহাম্মদ তার প্রভু ওয়ারাকা ইবনে নাওফলের কাছ থেকে তার তৈরি গল্পটি পাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কে সৃষ্টি করেছেন তা বোঝার জন্য, আমার সাথে ইশাইয়া ৪০:৫-৬পড়ুন:

৫এবং সদাপ্রভুর মহিমা প্রকাশিত হবে এবং সমস্ত মানুষ তা একত্রে দেখতে পাবে, কারণ সদাপ্রভুর মুখই তা বলেছে।

৬স্বর বলল, কেঁদো। তিনি বললেন, আমি কি কাঁদব? সমস্ত মাংস ঘাস, এবং তার সমস্ত ধার্মিকতার মাঠের ফুলের মতো:

أشعياء 40

5 وَيَتَجَلَّى مَجْدُ الرب، فَيُشَاهِدُهُ كُلُّ ذِي جَسَدٍ، لأَنَّ فَمَ الرَّبِّ قَدْ تَكَلَّمَ».

6 وَعِنْدَئِذٍ قَالَ صَوْتٌ: «نَادِ بِرِسَالَةٍ». فَأَجَبْتُ: «أَيَّةُ رِسَالَةٍ؟» فَقَالَ: «كُلُّ ذِي جَسَدٍ عُشْبٌ، وَكُلُّ بَهَائِهِ كَزَهْرِ الصَّحْرَاءِ

এটা খুবই স্পষ্ট যে মুহাম্মদ গল্প পরিবর্তন করে নবী ইশাইয়া হওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ভাবছেন যে তিনি একটি যৌক্তিক গল্প নিয়ে আসবেন। যাইহোক, ঘটনা হল যে, তার গল্প তাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। এই সব নাটকের দরকার নেই। গল্পটি দেখায় যে এই মিথ্যা দেবতা অলৌকিক কাজ করতে পারে না, কারণ যীশু যদি মুহাম্মাদকে বলতেন "পড়ুন!", আমি নিশ্চিত যে তিনি অশিক্ষিত হলেও তিনি পড়তেন, যেমনটি মুসলমানদের দাবি।

আল্লাহর আদেশ	মোহাম্মাদের উত্তর	ফেরেস্তার পদক্ষেপ	পড়তে আদেশ করার ও পদক্ষেপ নেওয়ার সংখ্যা
পড়	আমি পড়তে পারি না	চেপে ধরা	১
পড়	আমি পড়তে পারি না	চেপে ধরা	১
পড়	আমি পড়তে পারি না	চেপে ধরা	১
ফলাফল			
তিনবার আদেশ ও চেপে ধরার পরেও বুঝতে পারেনি কি বলছে এবং পড়তে সক্ষম হয়নি। ফেরেস্তার মাধ্যমে আল্লাহ হুকুম তাকে পড়াতে বা বুঝাতে পারেনি।			

যীশুর সাথে তুলনা করলে	
অন্ধ ব্যাক্তিকে আদেশ করেছিলেন," দেখ"	সে দেখতে পেয়েছিল
হাটতে অক্ষম ব্যাক্তিকে বলেছিল,"হে্টে বেড়াও"	সে হেটেছিল
মৃত ব্যাক্তিকে বলেছিল," কবর থেকে উঠে আস"	সে কবর থেকে উঠেছিল

কেন আল্লাহ মুহাম্মাদকে তিনবার পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন অথচ তিনি এই বানোয়াট গল্পে তা করতে পারেননি? এটা কী?

ইসলাম কি সম্পর্কে

ইসলাম সম্পর্কে আমি আপনাকে শুরুতে মুহাম্মদের পটভূমি সম্পর্কে কিছু দরকারী তথ্য দিয়েছি। এখন দেখা যাক ইসলাম কি? মুসলমানরা ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে কি বলে? তারা নিম্নলিখিত বলে:

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ হল একজন মুসলমানের জীবনের ভিত্তি:

১. ঈশ্বরের একত্ববাদে বিশ্বাস বা বিশ্বাস এবং মুহাম্মদকে শেষ নবি হিসেবে বিশ্বাস;

২. দৈনিক নামাজ প্রতিষ্ঠা;(নামায)

৩. জাকাত প্রদান (দান হিসাবে অর্থের পরিমাণজ)(যাকাত)

৪. উপবাসের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি;(রোযা)

৫. যারা সক্ষম তাদের জন্য মক্কা তীর্থযাত্রা।(হজ্জ)

বরং, মোট প্যাকেজের অংশ হিসাবে ইসলাম যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নিম্নোক্ত; স্তম্ভ না এই তথ্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কারণ ইসলাম ছয়টি উপাদানের উপর ভিত্তি করে, যেমনটি সহীহ আল-বুখারি, ভলিউম-এর নিম্নোক্ত হাদীসে মুহাম্মদ নিজেই বলেছেন। 1, পৃ. 13:

أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا
الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق
الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى) رواه البخاري و مسلم .

"আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে সকল মানুষকে হত্যা করার জন্য **(জিহাদ করা)** লড়াই করার জন্য যতক্ষণ না তারা বলে **যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই** এবং **মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল,** এবং তারা **সালাত কায়েম** করে এবং **যাকাত (অর্থ)** প্রদান করে। এটা, তাদের রক্ত এবং তাদের সম্পদ (**তাদের ইজ্জত)** আমার থেকে নিরাপদ।"

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ
يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

আমরা যখন এই হাদিসটি দেখি, তখন আমরা শিখি যে মুহাম্মদ এবং ইসলাম সমগ্র মানবজাতির কাছ থেকে কী চায়। অতএব, এই...

ইসলামিক সংবিধান

১. মুহাম্মদের দায়িত্ব আছে এমন লোকদের ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করার জন্য লড়াই করা, অন্যথায় অবশ্যই তাদের হত্যা করতে হবে;

২. যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে;
৩. যতক্ষণ না তারা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই;
৪. এবং বলুন যে মুহাম্মদ তাঁর রসূল;
৫. তাহলে আপনাকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে নতুবা মুহাম্মদ আপনাকে হত্যা করবেন (যদি আপনি প্রার্থনা না করেন তবে মুহাম্মদ আপনাকে হত্যা করবেন);
৬. এবং তারপর **শুধুমাত্র, আপনার টাকা এবং রক্ত** মুহাম্মদ এবং তার সেনাবাহিনী থেকে নিরাপদ করতে পারে. অতএব # ৬হল যে ইসলাম গ্রহণকারী ছাড়া কেউ নিহত হওয়া থেকে নিরাপদ নয়।

এর অন্য উপায়ে তাকান. ইসলাম না মানলে কি হবে?

১. মুসলমানদের আপনার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। মুহাম্মদ মারা গেছেন, কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য তাদের নবীকে অনুসরণ করা এবং জিহাদ করা। **কোরান ৯:১৪ বলে,**

যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। [সুরা তাওবা - ৯:১৪]

২. আপনাকে হত্যা করার অধিকার মুসলমানদের আছে;
৩. তাদের অধিকার রয়েছে আপনার নারী ও শিশুদের দাসত্ব করার এবং তাদের ধর্ষণ করার (এটি সম্পত্তির ডান হাতের অধিকার);
৪. তারা আপনার টাকা এবং আপনার দেশ নিয়ে যাবে;
৫. তারা একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করে আপনার জমিতে আধিপত্য বিস্তার করবে। তাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ হল ইসলামী আইন অনুশীলন করা, শিরচ্ছেদ করা, পাথর মেরে হত্যা করা, হাত কেটে ফেলা এবং কাফেরদের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করা;

এগুলি সাধারণ নিয়ম, তবে ভিতরে ভিতরে কিছু নিয়ম রয়েছে যাথেকে মুহাম্মদ একটি পয়সা খরচ না করেই প্রচুর আয় করতে পারে।

৬. খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করলে জীবিত থাকার জন্য যিজিয়া দিতে হবে।

বরাবরের মতো, মুসলমানরা আপনাকে মিথ্যা বলে যখন বলছে যে, যে কোনো দেশে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে। জিযিয়া, একটি ট্যাক্স? এ এক নিরেট মিথ্যা কথা!

কিভাবে আপনি তাদের (খ্রিস্টান) জমি নিতে পারেন এবং তারপর তাদের টাকা নিতে পারেন? উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমেরিকা যদি ইসলামিক দেশ হতো, তাহলে আমেরিকান সৈন্যরা সকল ইরাকিদের কাছ থেকে জিযিয়া কেড়ে নিত, না হলে তাদের হত্যা করতে হতো! জিযিয়ার অজুহাত, যেমন মুসলমানরা দাবি করে, আপনি সুরক্ষার জন্য অর্থ প্রদান করেন। কার হাত থেকে রক্ষা, মুসলমান?! আমি যেমন বলেছি, ইসলাম হল গুণ্ডাদের দল (মাফিয়ার মতো)।

আপনি যদি তাদের একজন না হন তবে আপনাকে তাদের অর্থ প্রদান করতে হবে, নতুবা আপনি মারা গেছেন। কুরআন আমাদের জিযিয়া সম্পর্কে বলে:

১. কোরানের ৯:২৯

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবে র ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। [সুরা তাওবা - ৯:২৯]

এখানে খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে আমাদের লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং অপমানিত হয়ে এর মূল্য দিতে হবে। আমেরিকায় মুসলমানরা কি অসম্মান, অপমান ও অবজ্ঞা সহ ট্যাক্স দেয়?

২. আরবীতে জিযিয়া শব্দের অর্থ হল: শাস্তি ও জরিমানা। মুসলিমদের জন্য ট্যাক্সের একই নাম নেই কেন?! তারা যাকাত দেয়, জিযিয়া নয়। যদি ট্যাক্সিং হয়, তাহলে ট্যাক্স একটি ট্যাক্স! এটা কি এক ধরনের বৈষম্যমূলক শাস্তি?! অবশ্যই হ্যাঁ। ইবনে কাথিরের কুরআনের ব্যাখ্যা থেকে ৯:২৯, আমি চাই আপনি অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কে যান এবং পড়ুন; http://tafsir.com/default.asp?sid=9&tid=20986। দেখবেন এই বিশ্বাস কতটা কুৎসিত। এটি অন্যান্য জাতির উপর অত্যাচার করা এবং যারা মুসলিম নয় তাদের সকলকে অপমান করার উপর ভিত্তি করে। আমি মুসলিম অনুবাদ থেকে উদ্‌ধৃত করব:

জিযিয়াহ আদায় করা কুফর (অবিশ্বাস) ও অপমানের লক্ষণ

এগুলো আমার কথা নয়। আপনি দেখতে পাবেন কিভাবে মুহাম্মদ এমনকি কোন অপরাধ ছাড়াই যে কোন খ্রিস্টান বা ইহুদীকে অপমান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করার জন্য। তিনি এমনকি বলেছেন (তাফসির ইবনে কাসীর, সূরা ৯এর ব্যাখ্যা):

ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সালাম দিয়ে কাছে যেও না এবং তাদের কারো সাথে যদি কোন রাস্তায় দেখা হয়, তবে তাকে জোর করে তার সংকীর্ণ রাস্তায় নিয়ে যাও। (তাদের নর্দমায় হাঁটতে বাধ্য করুন)।

পুরানো দিনে পয়ঃনিষ্কাশন ছিল রাস্তার পাশে সরু নালা।

খ্রিস্টান এবং মুসলমান একই সময়ে একই রাস্তা ভাগ করতে পারে না। আমরা আজ শুনছি মুসলমানরা আফ্রিকান-আমেরিকানদের বোকা বানিয়ে বলছে, "দেখুন শ্বেতাঙ্গ লোকটি আপনার সাথে কি করেছে!" যখন বাস্তবতা হল, আফ্রিকান আমেরিকানদের ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে উত্তর আফ্রিকার আরব মুসলমানরা।

অমুসলিম বন্দীদের শিরশ্ছেদ করা

কোরান 8:67:

দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্ চান পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

It is not fitting for a prophet that he should have prisoners of war until he has thoroughly subdued the land. You look for the temporal goods of this world; but Allah looks to the Hereafter: And Allah is Exalted in might, Wise.

আমাদের মনে আছে বাগদাদে অবস্থিত আবু ঘরায়েবের কারাগারে ক্ষোভের ঘটনা ঘটেছিল এবং কীভাবে বিশ্ব এত ক্ষুব্ধ হয়েছিল; কিন্তু সৈন্য ছাড়াও বেসামরিক নাগরিক, মহিলা, ডাক্তার এবং শিশুরা অন্তর্ভুক্ত তাদের বন্দীদের শিরশ্ছেদ করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আমরা কোন ক্ষোভ দেখতে পাই না। সেই কারণে, মুহাম্মদ তাদের সবাইকে হত্যা করার জন্য স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, এবং তিনি এটি সর্বদা আল্লাহর ইচ্ছা হিসাবে তৈরি করেছিলেন, তাঁর নয়, যেমনটি আমরা কোরান ৬:৪৪-৪৫ এ দেখতে পাই:

অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উম্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। [সুরা আন'য়াম - ৬:৪৪]

অতঃপর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। [সুরা আন'য়াম - ৬:৪৫]

যাইহোক, অর্থের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ভয়ানক দুর্বল ছিলেন। তিনি জীবিত বন্দী রাখা পছন্দ করেন।যদি তারা ধনী হয়, তবে সে তার নাগালের বাইরে যে কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে একটি বড় মুক্তিপণ চাইতে পারে, যাদের সে এখনও হত্যা করেনি; অথবা যদি তারা তার সেনাবাহিনীকে পড়া এবং লেখার মতো বিশেষ দক্ষতা শেখাতে পারে।

কোরান ৪৭:৩-৪: যাইহোক, পরে আমরা দেখি আল্লাহ আবার তার মন পরিবর্তন করছেন। তিনি কোন বন্দী থাকতে পছন্দ করেন না, তবে তাদের হত্যা করতে চান। তার উপরে, যারা তাদের পছন্দ করে তাদের অভিযুক্ত করেন। তারা আল্লাহর আদেশ মানছে না, কারণ তাদের আকাঙ্ক্ষা ধনী হতে (আল্লাহ মানে মুহাম্মদ)। তাহলে কোরান ৪৭:৪ কেন মুসলমানদের মুক্তিপণ চাইতে বলছে?

৩ এটা তাদের কারণে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং আত্ম-অহংকার অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী তারা তাদের পালনকর্তার সত্যতার অনুসরণ করে: এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

৪ এ কারণে যখন তোমরা অমুসলিমদের সাথে মিলিত হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত করো যতক্ষণ না তোমরা বড় ক্ষতি সাধন কর। তাদের উপর একটি শিকল দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখুন যতক্ষণ না যুদ্ধ তার দায়বদ্ধতা দেয়। তদুপরি, কল্যাণ বা মুক্তিপণ; অতএব, আপনাকে আদেশ করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ চাইলে, তিনি, আল্লাহ, অবশ্যই তাদের পরাজিত করতে এবং তাদের শাস্তি দিতে পারতেন, তবে তিনি তোমাদেরকে যুদ্ধে বাধ্য করেন যাতে তোমরা একে অপরকে হত্যা কর। তবে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিহত হয়, তিনি তাদের আমল বিনষ্ট হতে দেবেন না।

কোরান ৮:৬৭:

নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না (নবি ও তার সেনাবাহিনী) দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। [সুরা আনফাল - ৮:৬৭]

এখানে লক্ষ করুন কিভাবে আল্লাহ মুহাম্মাদের হাতের খেলনার মত। যদি মুহাম্মদের অর্থের প্রয়োজন হয়, সে মুক্তিপণ গ্রহণের জন্য একটি আয়াত তৈরি করে। যখন তার শত্রুর হাতে কোন টাকা অবশিষ্ট থাকে না, তখন সে একটি আয়াত করে বলে যে মুক্তিপণ চাওয়া পাপ!

নিশ্চিতভাবে, তাকে নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল যে ভবিষ্যতে কেউ আর কখনও বলবে না যে তিনি মিথ্যা নবী। তাদের সব টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পরও মুক্তিপণ শোধ করার মতো টাকা বা পরিবার ছিল না! কেন সে তাদের বাঁচিয়ে রাখবে?

ইসলাম সম্পর্কে পড়ার সময় আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে ইসলাম একটি সরকার এবং একটি রাজনৈতিক দল; শুধুমাত্র বর্ণবাদের উপর ভিত্তি করে একটি ধর্ম এবং যারা মুসলিম হতে বা একজন দাস, বা সিস্টেমের আনুগত্যকারী হিসাবে অংশগ্রহণ করতে রাজি না তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ । এই ধরনের ব্যক্তি মুসলমান না হওয়া বেছে নিলে এর বাইরে কোনো সুরক্ষা, বা কোনো রাজনৈতিক অধিকার বা সামাজিক সুবিধা পাবেন না। যে কারণে, তাকে একজন অপরাধী হতে হবে এবং মুসলমান, আল্লাহ ও ইসলামের দৃষ্টিতে একজন নোংরা ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মুসলিমরা যদি আমেরিকা দখল করে নেয়-তাহলে কী হবে?

মুসলমানরা আপনার সাথে কেমন আচরণ করবে,সেটা আপনি কে তার উপর ভিত্তি করে।

১. আপনি যদি নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান বা ইহুদি অর্থাৎ ইসলামে বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের লোক হন তবে সমস্ত পুরুষকে হত্যা করা হবে। যদি মুসলিমদের মধ্য থেকে কোনো মুসলমান আপনার নারী ও শিশুদের যৌন খেলনা হিসেবে দাসত্ব না বানায়, তাহলে তাদেরও হত্যা করা হবে।

২. খ্রিস্টানদের জিযিয়া দিতে হবে। এর সাথে, তাদের নিম্নলিখিত আদেশগুলি মানতে হবে, যাকে উমরের চুক্তি বলা হয়।

'উমরের চুক্তি

জালাল আল-দ্বীন আল-সুয়ুতির বই থেকে, হাদিস ৩০৯৯৯, আহকাম আহেল আল জিম্মাদ (দিম্মা), ভলিউম২, পৃ. ৬৬১, আল-সুনান আল-কুবরার বই, হাদিস ১৯১৮৬, আল জাওয়াব আক আল-সহীহ লিমান বাদল দ্বীন আল-মাসীহ বই।

أحكام أهل الذمة لابن القيم (2/661 - 662) .بنفس الراوي

وفي كتاب : السنن الكبرى
المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
بنفس الراوي ورقم الحديث 19186

وفي كتاب : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح
المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
ونفس الراوي الجزء الأول ص/ 3

عبد الرحمن بن غنم : كتبتُ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام، وشرط عليهم فيه

بابٌ في شروط عُمَرَ رضي اللَّهُ عنهُ على أهلِ الذِّمّةِ) أنبأنا جماعةٌ عن ابنِ المُقيرِ) عن ابنِ ناصرٍ ثنا أبو رجاءٍ وأبو عُثمانَ قالا أنا ابنُ عبدِ الرَّحيمِ أنا أبو الشَّيخِ أنبأ أبو يعلى الموصليُّ ثنا الرَّبيعُ بنُ ثعلبٍ حدَّثني يحيى بنُ عُقبةَ بنِ أبي العيزارِ عن سُفيانَ الثَّوريِّ والرَّبيعِ بنِ نوحٍ والسَّريِّ عن طلحةَ بنِ مُصرِّفٍ عن مسروقٍ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْمٍ قالَ : كتبتُ لِعُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ حينَ صالحَ نصارى أهلِ الشّامِ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذا كتابٌ لعبدِ اللَّهِ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أميرِ المؤمنينَ من نصارى مدينةِ كذا وكذا إنَّكُم لمّا قدِمتُم علينا سألناكُمُ الأمانَ لأنفسِنا وذراريِّنا وأموالِنا وأهلِ مِلَّتِنا وشرطنا لكُم على أنفسِنا أن لا نُحدِثَ فيها ولا فيما حولها ديرًا ولا كنيسةً ولا قلايةً ولا صومعةَ راهبٍ ولا نُجدِّدَ ما خربَ منها ولا نُحيي ما كانَ منها في خِطَطِ المسلمينَ وأن لا نمنعَ كنائسَنا أن ينزلَها أحدٌ من المسلمينَ في ليلٍ ولا نهارٍ وأن نوسِّعَ أبوابَها للمارّةِ وابنِ السَّبيلِ وأن ننزلَ من مرَّ بنا من المسلمينَ ثلاثةَ أيّامٍ نُطعمُهُم ولا نُؤوي في كنائسِنا ولا في منازلِنا جاسوسًا ولا نكتُمَ غِشًّا للمسلمينَ ولا نُعلِّمَ أولادَنا القرآنَ ولا نُظهِرَ شِركًا ولا ندعوَ إليهِ ولا نمنعَ أحدًا من ذوي قرابتِنا الدُّخولَ في الإسلامِ إذ أرادوهُ وأن نُوقِّرَ المسلمينَ ونقومَ لهُم من مجالسِنا إذا أرادوا الجُلوسَ ولا نتشبَّهَ بهِم في شيءٍ من لباسِهِم في قلنسوةٍ ولا عِمامةٍ ولا نعلينِ ولا فرقِ شعرٍ ولا نتكلَّمَ بكلامِهِم ولا نتكنّى بكُناهُم ولا نركبَ السُّروجَ ولا نتقلَّدَ السُّيوفَ ولا نتَّخِذَ شيئًا من السِّلاحِ ولا نحملَهُ معنا ولا ننقُشَ على خواتيمِنا بالعربيّةِ ولا نبيعَ الخمورَ وأن نجُزَّ مقاديمَ رؤوسِنا وأن نلزمَ دينَنا حيثُ ما كُنّا وأن نشُدَّ زنانيرَنا على أوساطِنا وأن لا نُظهِرَ الصَّليبَ على كنائسِنا وأن لا نُظهِرَ صُلُبَنا ولا كُتُبَنا في شيءٍ من طُرُقِ المسلمينَ وأسواقِهِم ولا نضربَ ناقوسًا في كنائسِنا إلّا ضربًا خفيًّا ولا نرفعَ أصواتَنا في كنائسِنا في شيءٍ من حضرةِ المسلمينَ ولا نُخرِجَ سعانينَ ولا باعوثًا ولا نرفعَ أصواتَنا معَ موتانا ولا نُظهِرَ النِّيرانَ معهُم في شيءٍ من طُرُقِ حضرةِ المسلمينَ ولا أسواقِهِم ولا نُجاوِرَهُم بموتانا ولا نتَّخِذَ من الرَّقيقِ من جرت عليهِ سِهامُ المسلمينَ ولا نطَّلِعَ عليهِم في منازلِهِم .
فلمّا أتيتُ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ بالكتابِ زادَ فيهِ ولا نضربَ أحدًا من المسلمينَ شرطنا لكُم ذلكُم على أنفسِنا وأهلِ مِلَّتِنا وقبِلنا عليهِ الأمانَ فإن نحنُ خالفنا عن شيءٍ ممّا شرطناهُ لكُم وضمِنّا على أنفسِنا فلا ذِمّةَ لنا ، وقد حلَّ لكُم منّا ما يحِلُّ لكُم من أهلِ المُعاندةِ والشِّقاقِ .

যখন মুসলমানরা সিরিয়া আক্রমণ করে (তৎকালীন, ইসরায়েল, জর্ডান এবং বর্তমান ইরাকের কিছু অংশ), তখন তারা তাদের শর্ত অধনী খ্রিস্টানদের উপর চাপিয়ে দিতে শুরু করে। উমরের চুক্তি মুসলিমদের দাবী অনুযায়ী সবচেয়ে

অসাধারণ বিচার ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে, যা আপানারা কল্পনা করতে পারেন। তারা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, উমর (রাঃ) যা স্থাপন করেছিলেন তা ছিল এক আশ্চর্য ন্যায়বিচার। এমনকি তারা উমর (রাঃ)-কে ন্যায়পরায়ণ খলীফা বলেও অভিহিত করত। এটি সেই চুক্তি যা খ্রিস্টানরা বেঁচে থাকার জন্য (কোনও বিকল্প ছাড়াই) সম্মত হয়েছিল।

আব্দুর রহমান ইবনে ঘানাম, আমি এই চিঠিটি খলিফা 'উমর ইবনুল খাত্তাব, আশ-শামের (সিরিয়া) খ্রিস্টানদের কাছে লিখেছি।

- **পরম করুণাময় ও পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।**
- **এটি আল্লাহর বান্দা উমর (রাঃ)-এর প্রতি আশ-শামের নাসারাহ (খ্রিষ্টান) এর পক্ষ থেকে লেখা একটি চিঠি।**
- **আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এসেছিলেন এবং আমরা আমাদের জনগণ ও সম্পত্তির জন্য আমাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা চেয়েছিলাম এবং আমরা আপনার প্রতি নিম্নলিখিত বাধ্যবাধকতাগুলি গ্রহণ করেছি:**
- **আমরা আমাদের শহরগুলিতে বা তার আশেপাশে কোনও নতুন খ্রিস্টান মঠ বা গীর্জা নির্মাণ করতে সম্মত হই না। না খ্রিষ্টান ইমারত, না সন্ন্যাসীদের বাড়ি, না আমরা দিনের বেলা বা রাতের বেলায় মেরামত বা মেরামত করব না, যদি এই ইমারতগুলোর কোনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অথবা বর্তমানে মুসলমানদের মালিকানাধীন ভূমিতে অবস্থিত হয় (মুসলমানরা এখন সমস্ত দেশের মালিক, সুতরাং আপনি তাদের ভূমিতে আছেন)।**
- **আমরা যে কোন মুসলমানকে আশ্রয় দিতে সম্মত হয়েছি যারা আমাদের গৃহে থাকতে পছন্দ করে এবং যে মুসলমান তিন দিনের জন্য সেখানে অবস্থান করবে তাকে আমরা বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয় দেব।**
- **আমরা কোনো গুপ্তচরকে গির্জায় বা আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দিতে বা মুসলিমদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে সম্মত নই।**
- **আমরা আমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা না দেওয়ার ব্যাপারে একমত।**
- **আমরা আমাদের ধর্ম প্রকাশ্যে প্রকাশ না করতে বা কাউকে এতে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা না করতে সম্মত হই।**
- **আমাদের কোনো জাতি চাইলে আমরা তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধা দেব না।**
- **আমরা মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে সম্মত হই এবং তারা যখন বসতে চাইবে তখন আমরা উঠে দাঁড়াব এবং আমাদের আসন**

থেকে দাঁড়াব (যদি কোন মুসলমান কোন স্থানে প্রবেশ করে তবে আপনি উঠে দাঁড়াবেন এবং তাকে আপনার চেয়ার দিয়ে দিন, অন্যথায় আপনি মারা যাবেন)।

- আমরা তাদের পোশাক, পাগড়ি, জুতা বা চুল বিভাজন করে মুসলমানদের মতো দেখতে বা দেখতে চেষ্টা না করার বিষয়ে একমত হই।
- আমরা তাদের মতো করে কথা বলব না এবং তাদের প্রথম বা শেষ নাম গ্রহণ করব না।
- আমরা কাঁধে অস্ত্র আরোহণ করব না, তরবারি বহন করব না, কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের মালিক হব না বা বহন করব না এবং আমাদের সাথে কোন অস্ত্রশস্ত্র বহন করব না।
- আমরা আমাদের সিলমোহরগুলিতে আরবি প্রতীক খোদাই না করতে সম্মত হই।
- আমরা মদ বিক্রি না করার বিষয়ে একমত।
- আমরা আমাদের মাথার সামনের চুল শেভ করতে রাজি হই।
- আমরা সব সময় একই ধরনের পোশাক পরতে রাজি আছি, আমরা সবাই আমাদের কোমরে লজ্জার বেল্ট বেঁধে নিব।
- আমরা আমাদের ক্রুশ বা আমাদের বইগুলি প্রদর্শন বা প্রকাশ না করতে সম্মত হই।
- আমরা একমত যে আমাদের ক্রেতা বা বিক্রেতাদের মুসলমানদের উপস্থিতিতে রাস্তায় বা বাজারে যেতে দেব না।
- আমরা আমাদের মন্ডলীতে শুধুমাত্র মন্ডলীর ঘণ্টাধ্বনি খুব মৃদুভাবে ব্যবহার করতে সম্মত হই|
- জানাজায় বা মুসলমানদের উপস্থিতিতে আমরা আওয়াজ তুলব না।
- আমরা মুসলমানদের কোনো রাস্তায় বা তাদের বাজারে আলোকসজ্জার জন্য আগুন না দেখানোর ব্যাপারে একমত হয়েছি।
- আমরা মৃত খ্রিস্টানদের কোনো মুসলিমের কবরের পাশে দাফন করব না।
- মুসলমানরা যাদের বেছে নিয়েছে বা মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ দিয়েছে তাদের ক্রীতদাস গ্রহণ না করার ব্যাপারে আমরা একমত।
- আমরা মুসলমানদের বাড়িঘর থেকে উঁচু ঘর নির্মাণ না করার ব্যাপারে একমত।

অতঃপর যখন আমি উমর (রাঃ)-এর নিকট এই চিঠি নিয়ে এলাম, তখন তিনি আরো বললেনঃ আমরা কোন মুসলিমকে আঘাত করব না। আমরা নিজেদের জন্য এবং জনগণের জন্য এই শর্তগুলি গ্রহণ করি এবং যদি আমরা এই শর্তগুলির কোনও একটি অমান্য করি তবে আমরা বিদ্রোহীর লোক হিসাবে অবাধ্যতার ফল ভোগ করব। হযরত উমর (রাঃ) এর চুক্তির সমাপ্তি।

মুসলমানরা যখন এই লাইনগুলো পড়ে, তখন তারা সেই পুরনো দিনের আনন্দ অনুভব করে যখন মুসলমানরা আফ্রিকার অধিকাংশ, এশিয়ার অধিকাংশ এবং ইউরোপের কিছু অংশ জয় করেছিল। প্রত্যেক মুসলমানের স্বপ্ন একদিন আপনার, আপনার পরিবার এবং আপনার দেশের উপর উমরের চুক্তির প্রতিটি শব্দ প্রতিষ্ঠা করা। যেদিন মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা থাকবে, তারা তা বাস্তবায়ন করতে এক সেকেন্ডের জন্যও দ্বিধা করবে না, কারণ এটি আল্লাহর নির্দেশ এবং এটি সম্পদ অর্জনের সবচেয়ে সহজ পথ। সে যুগের মুসলমানরা, এমনকি গৃহহীনরাও রাজার মতো বাস করত। তারা বিনামূল্যে টাকা, বাসস্থান, নারী, যৌনতা, এমনকি আপনার স্ত্রীকে পেত!

এ ব্যাপারে আপনি কি করতে পারেন? কিছুই না! মেনে নিতে হবে নয়তো মরতে হবে।

এমনকি যদি আপনি একজন যুবরাজ হন এবং কোনো সামাজিক মর্যাদাবিহীন মুসলমান আপনার বাড়িতে প্রবেশ করেন, তবুও আপনাকে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং তাকে আপনার চেয়ার, আপনার বিছানা, আপনার খাবার এবং মহিলাদের তিন দিন ও রাতের জন্য দিতে হবে। তিন রাত শেষ হওয়ার আগেই একজন নতুন মুসলিম আসতে পারে! আপনার বাড়ি হবে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি ফ্রি সেক্স হোটেল।

একজন মুসলমান আপনাকে মারতে পারে, কিন্তু আপনি পাল্টা আঘাত করতে পারবেন না। অসাবধান বা চুক্তি ভঙ্গ করছেন! আপনার মাথার সামনের অংশ শেভ করতে হবে, অপমান হিসাবে, আপনাকে বোকার মতো দেখাতে।

যদি কোনো মুসলমান আপনার বাইবেল নিয়ে মজা করে, আপনার উত্তর দেওয়ার কোনো অধিকার নেই, অথবা আপনি একজন মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন। শাস্তি মৃত্যু।

আমি একজন মুসলিমকে চিনি এবং সে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ, এবং সে আমার বন্ধু!

এটি এমন কিছু যা আপনি সর্বদা পশ্চিমা দেশগুলিতে শুনতে পান। যারা বলছেন তাদের অধিকাংশই আমাকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন!

প্রথমত, আমি ইসলামের কথা বলছি, মুসলিম নয়। "মুসলিম" শব্দের কোনো মানে নেই যদি ব্যক্তি ইসলাম পালন না করে। ১১ ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার নৃশংসতা যারা করেছিল, তারা স্ট্রিপ ক্লাবে গিয়ে মদ্যপান করেছিল বলে হয়তো সে প্রতারণার খেলা খেলছে না! কেন? এফবিআইকে প্রতারিত করার জন্য, যদি তাদের নজরদারি করা হয়।

আপনার জানা উচিত যে কোরান বলে যে মুসলমানদের আমাদের বন্ধু বা রক্ষাকর্তা হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি নেই, যেমন কোরান 5:51 বলে:

খ্রিস্টান ও ইহুদিদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু এবং তোমাদের কেউ তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন নিজের প্রতি জালেম (অর্থাৎ সে ইসলামের বাইরে, এবং সে শাস্তি পাবে মৃত্যুর দ্বারা)।

দেখুন ইউসুফ আলীর কোরআনের অনুবাদ ৫:৫১:

হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে তোমাদের বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু ও অভিভাবক, এবং তোমাদের মধ্যে যে তাদের প্রতি (বন্ধুত্বের জন্য) ফিরে আসে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

যাইহোক, একজন মুসলমান আপনাকে বলতে পারে যে এটি তাদের সাথে যুদ্ধরতদের কাছ থেকে বন্ধু না নেওয়ার বিষয়ে! যদি তোমরা উভয়ে যুদ্ধে থাকো, তবে কেন সেই ব্যক্তি তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে?

বাস্তবতা হল, হ্যাঁ, "আমরা যার সাথে যুদ্ধে আছি তাকে নিয়ে যাবেন না" এর মধ্যে সমস্ত খ্রিস্টান এবং ইহুদি রয়েছে, কারণ ইসলাম সমগ্র পৃথিবীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে; শান্তির দেশ এবং যুদ্ধের দেশ। এমনকি শেখ ইউসুফ আল-কারাদাভির মতো তথাকথিত শান্তিপূর্ণ ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের বোকা বানানোর চেষ্টাকারীও আছেন। তিনি ১৯ জুলাই, ২০০৩ তারিখে লন্ডনের আল-শারক আল-আওসাত সংবাদপত্রে বলেছিলেন, "ইসলামী আইন দ্বারা এটি নির্ধারিত হয়েছে যে দার আল-হার্ব (যুদ্ধের ঘর-যে কোনো ভূমি যে আল্লাহকে বশ্যতা স্বীকার করে না) এর মানুষের রক্ত ও সম্পত্তি।), যেখানে মুসলমানরা যুদ্ধ ও যুদ্ধে লিপ্ত, সেখানে সুরক্ষিত নয়।

এখন এটি এমন একজন ব্যক্তি যিনি পশ্চিমে ইসলামের একটি ভাল চেহারা দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন, কিন্তু তিনি একমত হয়েছেন যে যারা ইসলামের মধ্যে নেই তাদের সবাইকে হত্যা করতে হবে। তিনি তার নবীর কথার উপর ভিত্তি করে এটি তৈরি করেছেন (সহীহ আল বুখারি, বই ৮, হাদিস ৩৮৭):

"আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে সমস্ত লোকদের সাথে যুদ্ধ করার (হত্যা করার জন্য) লড়াই করার জন্য যতক্ষণ না তারা বলবে: 'আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা উচিত নয়'।' এবং যদি তারা তাই বলে, এবং আমাদের প্রার্থনার মতো প্রার্থনা করে, আমাদের কেবলার (কাবার দিক) দিকে মুখ করে এবং আমরা যেভাবে জবাই করি সেইভাবে জবাই করে, তবে এবং তার পরেই তাদের রক্ত ও সম্পত্তি আমার কাছ থেকে সুরক্ষিত থাকবে..."

আমি মনে করি এগুলো মুহাম্মদের খুব স্পষ্ট কথা: **ধর্মান্তরিত হও অথবা মরে যাও। এটি আমাদের "ইসলাম" শব্দের দিকে নিয়ে যাবে যার অর্থ মুসলমানরা দাবি করে "শান্তি"।**

ইসলাম মানে শান্তি?

এটা আমাকে বিচলিত করে যখন কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি টিভিতে যায় এবং আমাদেরকে তার বাজে কথা বলে, "ইসলাম শান্তি এবং শান্তিপূর্ণ" এমনকি "ইসলাম মানে শান্তি!"

যারা মিথ্যা কথা বলে, যেমন প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং অন্যান্য পশ্চিমা নেতারা বলে যে ইসলাম শান্তি, তাদের কথা আমার মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। হয় তারা ইসলাম সম্পর্কে অবিশ্বাস্যভাবে অজ্ঞ, অথবা তারা কেবল মিথ্যাবাদী।

First of all, Islam does not mean peace. Peace in Arabic is *Salam*. Does Islam look the same to you? سلام and أسلام

ISLAM	م	لا	س	أ
SALAM		م	لا	س

I	S	L	A	M	ISLAM
S	A	L	A	M	PEACE

Islam is totally the opposite of the word peace.

Muhammad said, أسلموا تسلموا, ASLIMO TASLAMO
aslimo = convert to Islam

আমি নিশ্চিত নই যে আপনার স্মৃতিশক্তি কতটা ভালো, তবে আপনি কি সহীহ আল-বুখারি, ভলিউম ১, পৃ ১৩ বা সহীহ আল-বুখারি, বই ৮, হাদিস ৩৮৭ থেকে এই হাদীসটি মনে রেখেছেন।

“আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে সকল মানুষকে হত্যা করার জন্য (জিহাদ করার) লড়াই করার জন্য যতক্ষণ না তারা বলে যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল এবং তারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত (অর্থ) প্রদান করে। যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও তাদের সম্পদ (তাদের ইজ্জত) আমার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে।

একই ঘটনাটি সহীহ মুসলিম, বই ১, ২৯, ৩০এবং ৩২নম্বরে পাওয়া যায়।

কোরান ৪৯:১৪থেকে :

মরুবাসীরা বলেঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুনঃ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিস্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। [সুরা হুজুরাত - ৪৯:১৪]

আগামী অধ্যায়ে, আমরা দেখব কিভাবে মুহাম্মদ প্রমাণ করেন যে নওমুসলিমরা বিশ্বাসের দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তরবারির মাধ্যমে করেছে। তিনি তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, **"আপনি ধর্মান্তরিত হয়েছেন বলে দাবি করে আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না, কারণ আপনি আমার তরবারির কাছে নিজেকে সমর্পণ করার পরেই করেছেন।"** ইসলাম বলতে ঠিক এটাই বুঝায়।

কোরান 49:14:

মরুবাসীরা বলেঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুনঃ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিস্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। [সুরা হুজুরাত - ৪৯:১৪]

যদি ইসলাম শান্তি হয়, তাহলে কেন মুহাম্মাদকে **আমরা ধর্মান্তরিত** হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? আমরা যদি ধর্মান্তরিত হই এবং মুহাম্মদের দাস হই, কারণ তিনি ইসলামের প্রকৃত ঈশ্বর, আল্লাহ নন, তবেই আমাদের রক্তপাত হবে না এবং আমাদের নারীদের দাসত্ব, ধর্ষণ ও হত্যা করা হবে না।

যদি কোন মুসলমান আপনাকে হত্যা করে তবে তার জন্য তার শাস্তি হবে না, কারণ আপনার রক্ত বিনামূল্যে।

লক্ষ্য করুন, আপনি যদি ইসলামে একটি গরু হত্যা করেন তবে আপনাকে এর মালিককে অর্থ প্রদান করতে হবে, কিন্তু আপনি যদি একজন খ্রিস্টান বা ইহুদীকে

হত্যা করেন তবে আপনার রক্ত মুসলমানদের জন্য বিনামূল্যে, যেমনটি আমরা এই নিম্নলিখিত হাদিসে দেখতে পাই।

ইসলামে ন্যায়বিচার

সহীহ আল-বুখারী, বই ৩, হাদীস ১১১, সহীহ আল-বুখারী, বই ৫২, হাদীস ২২৮৩ এবং সহীহ আল-বুখারী, বই ৮৩, হাদীস ৫০:

"নবী বলেছেন যে কাফের হত্যার শাস্তি হিসাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করা উচিত নয়।"

হত্যার ক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে বৈষম্য করে মুহাম্মদ কী ন্যায়বিচার করেছিলেন? অতএব, আপনি যদি একজন মুসলিম হন এবং একজন অমুসলিমকে হত্যা করেন, আপনি একজন ভালো ব্যক্তি। কিন্তু যদি একজন খ্রিস্টান একজন মুসলমানকে হত্যা করে, তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে এবং এটি নিখুঁত ন্যায়বিচার বলে মনে করা হয়। ভাবুন, আমাদের যদি এমন একটি আইন থাকত যে, আপনি যদি একজন মুসলমানকে হত্যা করেন, তাহলে আপনার শাস্তি হবে না!

প্রেসিডেন্ট ওবামা তার মিশর সফরে তার বক্তৃতায় কোরানের ৫:৩২ আয়াতের একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন। সে বলেছিল:

“পবিত্র কোরান শিক্ষা দেয় যে যে ব্যক্তি একজন নিরপরাধকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করেছে; আর যে ব্যক্তি একজনকে বাঁচাল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করল। এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষের স্থায়ী বিশ্বাস কিছু লোকের সংকীর্ণ ঘৃণার চেয়ে অনেক বড়। ইসলাম সহিংস চরমপন্থা মোকাবেলায় সমস্যার অংশ নয় - এটি শান্তি প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।"

আসল বিষয়টি হল, মুহাম্মদ এই আয়াতটি ইহুদি মিশনাহ থেকে নিয়েছেন, সানহেড্রিন ৪:৫ এবং এটি বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে, আদিপুস্তক ৯:৬

(নতুন কিং জেমস সংস্করণ):

৬ যে মানুষের রক্তপাত করবে, মানুষের দ্বারাই তার রক্তপাত হবে; কারণ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

এখানে আসল ন্যায়বিচার লক্ষ্য করুন। আপনি যদি ইহুদি হন এবং আপনি যে কাউকে হত্যা করেন, অগত্যা একজন ইহুদি নয়, আপনাকে হত্যা করা হবে।

পরবর্তীতে আমরা দেখব যে, কোন মুসলিম কোন অমুসলিমকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হবে না!

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ওবামা কোরানের প্রথম অংশ ৫:৩২ উদ্‌ধৃত করেননি, যা স্পষ্টভাবে বলে যে এই আয়াতটি ইসরায়েলের সন্তানদের নির্দেশনা হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। আয়াতের এই উল্লেখিত অংশটি শুধুমাত্র ইসরায়েলের লোকদের জন্য দায়ী। এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ হল যে মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে যারা পৃথিবীতে দুষ্টুমি করে তাদের জন্য হত্যা করা জরিমানা। পৃথিবীতে ফাসাদ করার জন্য কাদের হত্যা করা যায়?

১. খ্রিস্টান
২. ইহুদী
৩. হিন্দু
৪. বৌদ্ধ
৫. নাস্তিক

এটা সহজ করতে

মুসলিম দ্বারা সমস্ত অমুসলিমের রক্তপাত বিনামূল্যে

মুহাম্মদকে আমাদের সবাইকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; হয় আমরা ধর্মান্তরিত হই, অথবা আমরা জিযিয়া প্রদান করি।

দ্রষ্টব্য: জিযিয়ার বিকল্পটি শুধুমাত্র খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের জন্য প্রযোজ্য।

কোরান ৯:২৯ এ বলা হয়েছে অন্য সকলের জন্য মৃত্যু অপরিহার্য:

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবে র ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। [সুরা তাওবা - ৯:২৯]

The word "Fight" in Qur'an 9:29 is FIGHT TO KILL.

FIGHT to Kill Them	FIGHT TO KILL	KILLED	KILLING	KILL as order
(قاتلوا) as in Qur'an 9:29, Qatelo	يقاتل Youqatel	قتل Qatala	يقتل Yaqtol	قاتل Qatel

কেউ একে অপরকে আঘাত করে অন্যের সাথে লড়াই করে তাকে আমরা "কাতেল" বলি না। "কাতেল" মানে "হত্যার লড়াই"।

এই আয়াতে শব্দের সাথে যে দুষ্টুমি করা হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য আমরা আবার পড়তে পারি সহীহ আল-বুখারী, বই 8, হাদিস 387; সহীহ আল-বুখারী, বই ৫২, হাদীস ১৯৬; সহীহ আল-বুখারী, বই ৮৪, হাদিস ৫৯; সহীহ আল-বুখারী, বই ৯২, হাদিস ৩৮৮:

"আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে সকল মানুষকে হত্যা করার জন্য (জিহাদ করার) লড়াই করার জন্য যতক্ষণ না তারা বলে যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল এবং তারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত (অর্থ) প্রদান করে। যদি তারা এটা করে তবে তাদের রক্ত ও তাদের মাল (তাদের ইজ্জত) আমার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে।

একই ঘটনা সহীহ মুসলিম, বই ১, সংখ্যা ২৯ এবং ৩০ এ পাওয়া যাবে।

আপনি কোরানের অনেক আয়াত পড়তে পারেন যেমন কোরান ৯:২৯। কিন্তু প্রমাণ করার জন্য যে এই আয়াতটি শুধুমাত্র একজন মুসলিম হত্যার কথা উল্লেখ করে যখন এটি বলে (কোরআন ৫:৩২), "যে একজন মানুষকে হত্যা করেছে সে যেন সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করেছে" এবং তাকে শাস্তি পেতে হবে, আমরা কেবল মুখ ফিরিয়ে নিই। সহীহ আল-বুখারীর হাদিস, বই ৩, হাদিস ১১১; সহীহ আল-বুখারী, বই ৫২, হাদিস ২৮৩; এবং সহীহ আল-বুখারী, বই ৮৩, হাদিস ৫০:

নবী বলেছেন, কাফের হত্যার শাস্তি হিসেবে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা উচিত নয়।

একজন খ্রিস্টানকে হত্যা করলে একজন মুসলমান কেন শাস্তি পাবে না? উত্তর সহজ।

আপনি (খ্রিস্টান) ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে ফাসাদ করছেন

মুহাম্মদ, এবংইসলাম এই জন্য আপানাকে হত্যা করবে। এভাবেই মুহাম্মদ ইসলামকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যেমনটি সহীহ আল-বুখারি, ভলিউম ১, পৃ ১-এর হাদিসে দেখানো হয়েছে।

কোরানের আসন্ন আয়াত আমাদের বলে দেবে কে পৃথিবীতে ফাসাদ করে।

ইবনে কাসীর থেকে আমরা নিম্নোক্ত তাফসিরটি পাই। এই লিঙ্কে নিজের জন্য তার অনুবাদ পড়ুন:

http://tafsir.com/default.asp?sid=5&tid=13723 এখন, আমার অনুবাদ পড়ুন: মুসলমানরা যা অনুবাদ করে, "...এটি হবে, যেন সে সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করেছে" অনুবাদ করা উচিত, **"যে কেউ একটি একক প্রাণকে হত্যা করে যাকে আল্লাহ হত্যা থেকে রক্ষা করেছেন, সে একই ব্যক্তি যেন সমস্ত**

মানবজাতিকে হত্যা করে।" তাফসির আল-কুরআন বই, ইবনে কাথির, প্রিন্ট ২, ১৯৯৯, ভলিউম ৩, পৃ ৯৩:

একইভাবে সাঈদ বিন জুবায়ের থেকে বর্ণিত, তিনি প্রকাশ করেছেন, **"যে ব্যক্তি নিজেকে একজন মুসলিমের রক্ত ঝরাতে অনুমতি দেয়, সে সেই ব্যক্তির মতো যে সমস্ত মানবজাতির রক্তপাতের অনুমতি দেয়। যে ব্যক্তি অবিবাহিত মুসলমানের রক্তপাত করতে নিষেধ করে সে তার মতো যে সমস্ত মানবজাতির রক্তপাত করতে নিষেধ করে।"**

এটা রক্তপাত সম্পর্কে, যা আল্লাহ শুধুমাত্র মুসলমানদের রক্তপাত নিষিদ্ধ করেছেন।

এই কারণেই মুহাম্মদ বলেছেন সহীহ আল-বুখারী, বই ৩, হাদিস ১১১; সহীহ আল-বুখারী, বই ৫২, হাদিস ২৮৩; এবং সহীহ আল-বুখারী, বই ৮৩, হাদিস ৫০:

"...নবী বলেছেন যে কাফের হত্যার শাস্তি হিসাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করা উচিত নয় ...।"

যদি একটি প্রাণকে হত্যা করার অর্থ শুধুমাত্র মুসলমানদের বোঝানো না হয়, তাহলে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, **যে হত্যা করে তার শাস্তি মৃত্যু**। যাইহোক, মুহাম্মদ স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে এটি একজন মুসলিমকে হত্যা করার বিষয়ে। আসল কথা হলো, একজন অমুসলমানকে হত্যা করার জন্য আপনাকে হত্যা করার দরকার নেই। আমি আগেই বলেছি, আপনি যদি মুসলমান না হন তাহলে আপনি আল্লাহর শত্রু। প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব আপনার রক্তপাত করা, যদি না আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমনটি আমরা আল-মুওয়াত্তা'ইমাম মালিক ইবনে আনাসের হাদিসে আবিষ্কার করি, বই ৪৩, হাদিস ১৫:৮, **"ইহুদি বা খ্রিস্টান, তার রক্ত-মানে মুক্তিপণ একজন স্বাধীন মুসলমানের রক্তের অর্থের অর্ধেক:"**

ইয়াহিয়া আমাকে মালিকের কাছ থেকে অবহিত করেছেন, যার কাছে তিনি শুনেছেন যে 'উমর ইবনে আবেদ আল-আজিজ (মুসলিম খলিফা) একটি রায় দিয়েছেন **যে যখন একজন ইহুদি বা খ্রিস্টানকে হত্যা করা হয়, তখন তার রক্তের অর্থ মুক্তিপণ একজন স্বাধীন মুসলমানের রক্তের অর্থের অর্ধেক।** .

মালিক বলেন, "আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যা সম্পন্ন হয়েছে তা হল একজন মুসলমান মালেক বলেন না যে, "আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যা সম্পন্ন হয়েছে তা হল একজন মুসলমানকে খ্রিস্টান বা ইহুদির মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবে হত্যা করা হবে না, যতক্ষণ না মুসলিম তাকে হত্যা করে। বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। এমন একটি বিষয়ে তাকে হত্যা করা হয়।"

আল-জাহাবি ভলিউম ১, পৃ ১৭৫, ইবনে কাথির, আল-বেদাইয়া ওয়াল এলনিহায়াহ ভলিউম ৩, পৃ ৩১৮, এবং ভলিউম ১১, ৩৯৮ সালের গ্রেট ইয়ার রচিত আল-এবার ফে খির মান গাবের বইয়ে:

العبر في خبر من غبر

“৩৯৮ সালে আবর্জনা ধ্বংস করা (মুসলিমদের দ্বারা দ্য চার্চ অফ দ্য হলি সেপুলচারের নাম)। সেই বছর, মুসলিম শাসক (খলিফা) আবর্জনার গির্জা (দ্য চার্চ অফ দ্য হলি সেপুলচার) ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। এবং এটি খ্রিস্টানদের গির্জা, এবং সমস্ত মুসলমানদের তিনি থেকে চুরি করার অনুমতি দিয়েছিল, সমস্ত আসবাবপত্র এবং যা কিছু এতে ছিল সব। এর কারণ ছিল ইস্টারের দিনে যীশুর খালি কবর থেকে এবং আকাশ থেকে আসা পবিত্র আগুনের বিষয়ে তাদের (খ্রিস্টানদের) দাবি মিথ্যা, এবং তারা চার্চ ধংস ও লুটপাট করে ক্রিস্টান্দের নিষ্পাপ করার চেষ্টা করছে।” একই সময়ে, তারা মিশরের অনেক খ্রিস্টান গীর্জা ধ্বংসের নির্দেশ দেয় এবং তারা খ্রিস্টানদের ইসলামের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আহ্বান জানায়, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে না চায় এবং তাদের উপর আরোপিত ইসলামী শর্ত মেনে না নেয়। খলিফা উমরের চুক্তিতে আরও যোগ করেছিলেন।

১. প্রত্যেক খ্রিস্টানকে তার গলায় কাঠের তৈরি চার পাউন্ডের ক্রস পরতে হবে;

২. প্রত্যেক ইহুদীকে তার মাথায় ছয় পাউন্ড ওজনের কাঠের তৈরি একটি ষাঁড় (বোভাইন) বহন করতে হবে;

৩. যখন তারা পাবলিক বাথরুমে যায় তখন তাদের গলায় একটি ছয় পাউন্ড জলের পাত্র ঝুলিয়ে রাখতে হয় এবং এই পাত্রে ঘণ্টা লাগাতে হয়;

৪. এবং তারা ঘোড়া ব্যবহার থেকে নিষিদ্ধ করা হয়.

تخريب قمامة في هذه السنة
وفيها: أمر الحاكم بتخريب قُمامة وهي كنيسة النصارى ببيت المقدس، وأباح للعامة ما فيها من الأموال والأمتعة وغير ذلك، وكان سبب ذلك البهتان الذي يتعاطاه النصارى في يوم الفصح من النار التي يحتالون بها، وهي التي يوهمون جهلتهم أنها نزلت من السماء، وإنما هي مصنوعة بدهن البلسان في خيوط الإبريسم، والرقاع المدهونة بالكبريت وغيره، بالصنعة اللطيفة التي تروج على الطغام منهم والعوام، وهم إلى الآن يستعملونها في ذلك المكان بعينه.

وكذلك هدم في هذه السنة عدة كنائس ببلاد مصر، ونودي في النصارى: من أحب الدخول في دين الإسلام دخل ومن لا يدخل فليرجع إلى بلاد الروم آمنا، ومن أقام منهم على دينه فليلتزم بما شرط عليهم من الشروط التي زادها الحاكم على العمرية، من تعليق الصلبان على صدورهم، وأن يكون الصليب من خشب زنته أربعة أرطال، وعلى اليهود تعليق رأس العجل زنته ستة أرطال.

وفي الحمام يكون في عنق الواحد منهم قربة زنة خمس أرطال، بأجراس، وأن لا يركبوا خيلا.

একটি দুর্ভাগ্যজনক কালো দাস মহিলাকে একটি অপরাধের জন্য, কোন করুণা ছাড়াই হত্যা করা হয়েছিল। সে মুহাম্মদকে অপমান করেছে। মুহাম্মদ

হত্যাকারীকে তার আশীর্বাদ দিয়েছেন, যেমনটি আমরা এই নিম্নলিখিত হাদিসে দেখতে পাই। ইবনে দাউদের বই, যারা নবীকে অপমান করে তাদের হুদুদ (শাস্তি) (সুনানে ইবনে দাউদ হুদূদ, পৃ. ১২৯, হাদিস ৪৩৬১, আরবি; বই ৩৮, হাদিস ৪৩৪৮, ইংরেজি):

سنن أبي داود - كتاب الْحُدُود - ألا اشهدوا أن دمها هدر.2

ص 129 - «باب الْحُكْم فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -»

4361 حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتُلِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

৪৩৬১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। জনৈক অন্ধ লোকের একটি উম্মু ওয়ালাদ' ক্রীতদাসী ছিলো। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দিতো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতো। অন্ধ লোকটি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত হতো না। সে তাকে ভৎর্সনা করতো; কিন্তু তাতেও সে বিরত হতো না। এক রাতে সে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দিতে শুরু করলো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে লাগলো, সে একটি একটি ধারালো ছোরা নিয়ে তার পেটে ঢুকিয়ে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করলো। তার দু' পায়ের মাঝখানে একটি শিশু পতিত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হলো। ভোরবেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনাটি অবহিত হয়ে লোকজনকে সমবেত করে বলেনঃ আমি আল্লাহর কসম করে বলছিঃ যে ব্যক্তি একাজ করেছে, সে যদি না দাঁড়ায় তবে তার উপর আমার অধিকার আছে।

একথা শুনে অন্ধ লোকটি মানুষের ভিড় ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে সামনে অগ্রসর হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এসে বসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সেই নিহত দাসীর মনিব। সে আপনাকে গালাগালি করতো এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো।

আমি নিষেধ করতাম; কিন্তু সে বিরত হতো না। আমি তাকে ধমক দিতাম; কিন্তু সে তাতেও বিরত হতো না। তার গর্ভজাত মুক্তার মতো আমার দু’টি ছেলে আছে, আর সে আমার খুব প্রিয়পাত্রী ছিলো। গত রাতে সে আপনাকে গালাগালি শুরু করে এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বললে, আমি তখন একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার পেটে স্থাপন করে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা সাক্ষী থাকো, তার রক্ত বৃথা গেলো।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
৪৩৬৩। আবূ বারযাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি একটি লোকের প্রতি খুবই ক্রোধান্বিত হলেন। আমি তাকে বললাম, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলীফাহ! আমাকে অনুমতি দিন, তাকে হত্যা করি। তিনি বলেন, আমার একথায় তার ক্রোধ দূর হলো। তিনি উঠে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

অতঃপর তিনি লোক পাঠিয়ে আমাকে (ডেকে নিয়ে) প্র্শ্ন করেন, তুমি এইমাত্র কি বলেছ? আমি বললাম, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাকে হত্যা করি। তিনি প্রশ্ন করেন, আমি যদি তোমাকে আদেশ করতাম, তুমি কি তাই করতে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, না আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে অন্য কোনো মানবের এ অধিকার নেই।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, এই মূল পাঠ বর্ণনাকারী ইয়াযীদের। আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তিনটি অপরাধের কোনটিতে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার কথা বলেছেন, তাদের ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করা আবূ বকরের জন্য বৈধ নয়ঃ কেউ ধর্ম ত্যাগ করলে, বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে এবং নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যাকারী। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হত্যা করার কর্তৃত্ব ছিলো।
সহীহ।
এই কারণেই লন্ডনের মুসলমানদের বড় বড় চিহ্ন ছিল যে, **"যারা নবীকে অবমাননা করে তাদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছে"** এবং **"আমি মনে করি**

ইসলাম শুধু শান্তি ও ন্যায়বিচারের কথা!" আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে মুহাম্মদ লোকটি সত্য বলছে কি না তা তদন্তও করেনি? এর অর্থ হল আপনি যদি একটি ইসলামিক দেশে বাস করেন এবং আপনি আপনার ক্রীতদাসকে এমনকি আপনার স্ত্রীকেও হত্যা করেন, তাহলে যেকোন শাস্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে যা করতে হবে তা হল দাবি করা যে সে নবীকে অপমান করেছে এবং তারপরে আপনি একজন বীর!

নীচে, একজন মুসলিম শেখের এই ফতোয়াটি পড়ুন যে এই গল্পটি সত্য কিনা: http://www.islam.tc/cgi-bin/askimam/ask.pl?q=6491&act=view I

ইউনাইটেড কিংডম থেকে প্রশ্ন ৪৬৯১ এর উত্তর:

আমরা এই বর্ণনার সত্যতা নিশ্চিত করি।

যে কারণে নারীদের হত্যাকারী ব্যক্তির উপর কোন শাস্তি আরোপ করা হয়নি তা হল তারা স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কসম খেয়েছিলেন। এই ধরনের ব্যক্তিকে 'মুবাহ-উদ ড্যাম' বলা হয়, অর্থাৎ নিহত হলে প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো দাবি করা যাবে না। (বদলুল দেখুন

মাজহুদ, খণ্ড ৬, পৃ. ১২৫)। এই হুকুমের উপর ইজমা (ঐক্যমত্য) আছে।

এবং আল্লাহ তায়ালা মওলানা মুহাম্মদ ইবনে মাওলানা হারুন আব্বাসসুমার হাদীসের বিশেষত্ব সম্পর্কে সর্বোত্তম জানেন

অনুমোদিত: মুফতি ইব্রাহিম দেশাই।

এটাও প্রমাণ করে যে মুহাম্মদ আল্লাহর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে, আপনি যদি আল্লাহকে অপমান করেন তবে আপনাকে তওবা করার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হয় বা আপনাকে অবশ্যই মরতে হবে, কিন্তু আপনি যদি মুহাম্মদকে অপমান করেন তবে আপনি তওবা করলেও আপনাকে হত্যা করা হবে।

যখন তারা কোরান ৫:৩২ উদ্ধৃত করে আপনাকে দেখানোর জন্য যে ইসলাম শান্তি, এটি একটি বড় ধরনের মিথ্যা!

যে বলে ইসলাম মানে শান্তি, সে তার অজ্ঞতার পরিচয় দেয়। আজকে যা রাজনৈতিক শুদ্ধতা নামে পরিচিত তার উপর ভিত্তি করে **"আসুন আমরা এমন ভান করি যে আমরা জানি না যে ইসলাম খারাপ, এবং যদি কেউ সত্য বলে তবে তাকে অবশ্যই ইসলামফোবিক হতে হবে!"**

যতক্ষণ আমরা ন্যায়বিচারের কথা বলছি, আসুন দেখি মুহাম্মদ তার ন্যায্যতার ক্ষেত্রে কীভাবে অন্যায় ছিলেন, কেবল মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যেই নয়, বরং মুসলিমদের মধ্যেও, যখন এটি পুরুষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে আসে।

মুহাম্মাদ, খোদা

মুহাম্মদ নিজের নাম রেখেছিলেন ঈশ্বর। আপনি যদি ভাবতে পারেন যে আমি কিসের কথা বলছি, সে কি বারবার বলে নি যে সে ঈশ্বরের দাস?

আমাদের জানা দরকার যে মুহাম্মদ এমন একজন যার বিশ্বাস ছিল না এবং ধর্মগ্রন্থ জানেন না, এমন একজন যিনি হঠাৎ ঈশ্বরের নবী হয়েছিলেন, যেমনটি কোরানের ৪২:৫২আয়াতে দেখানো হয়েছে, মুহাম্মদ

এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যাদ্দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন- [সুরা শূরা - ৪২:৫২]

মুসলমানরা কীভাবে দাবি করতে পারে যে মুহাম্মদ ইব্রাহিমের অনুসারী ছিলেন যখন তিনি "শাস্ত্র কী এবং বিশ্বাস কী" তা জানেন না? এটি আমাদেরকে দেখায় যে মুহাম্মদ নিজেই একজন কাফের (কাফের) ছিলেন। একজন কাফের যিনি বিশ্বাসের অর্থ জানেন না এবং কিতাব সম্পর্কে কখনও শোনেননি, যেমনটি আয়াতে আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, সে কীভাবে হঠাৎ একজন নবী হতে বেছে নেবে এবং নিজেকে ঈশ্বর হিসাবে স্থাপন করবে?

ঠিক আছে, মুহাম্মদ নিজেকে ঈশ্বর বানানোর জন্য ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করেছিলেন। আমি আপনাকে প্রমাণ করব যে মুহাম্মদের আসল নাম কাথেম (مثق). মুহাম্মদ তার 30 বছর বয়সে তার নাম পরিবর্তন করেছিলেন এবং তিনি তার স্ত্রী খাদিজা এবং তার চাচাতো ভাইয়ের প্ররোচনায় তা করেছিলেন। সেই সময়, খাদিজা এবং তার চাচাতো ভাই মুহাম্মদকে আরবের সমস্ত গোত্রের শাসক করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তারা জানত যে মুহাম্মদের পক্ষে জনগণের উপর কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ করা সহজ, যদি তিনি দাবি করেন যে তার কর্তৃত্ব ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে - তাই তারা তাকে ঘোষণা করেছিল, " ঈশ্বরের নামে, আপনি ঈশ্বর!"

মুহাম্মদ ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করেন (সুনানে ইবনে মাজাহ, জিহাদের বই, হাদিস ২৮৫৯):

سنن ابن ماجه - كِتَاب الْجِهَادِ - من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله

باب طَاعَةِ الْإِمَامِ

2859 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِي

রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে আমার নাফরমানী করল সে আল্লাহর নাফরমানী করল এবং যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি ইমামের অবাধ্য হল সে আমার নাফরমানী করল।

কোরান ৪:৮০:

যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি। [সুরা নিসা - ৪:৮০]

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (سورة النساء)

যেমনটি আমরা উপরের আয়াতে দেখতে পাচ্ছি, কোরানে মুহাম্মদের জন্য ঈশ্বরের স্থান গ্রহণের জন্য একটি লিখিত অনুমোদন রয়েছে। এর মানে হল যে ইসলামের আইনের দুটি উৎস রয়েছে: মুহাম্মদ এবং কোরআন (যা যাইহোক মুহাম্মদ থেকে এসেছে!)

আসল বিষয়টি হল যে ইসলামী আইনের মূল উৎসগুলি শুধুমাত্র কর্ম থেকে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আইনের মূল উৎসগুলি শুধুমাত্র মুহাম্মদের কর্ম এবং বক্তৃতা থেকে।

১. মুহাম্মদের তেলাওয়াত (কোরআন);

২. মুহাম্মদের বক্তৃতা এবং আদেশ (সুন্নাহ);

৩. মুহাম্মদের ক্রিয়াকলাপ (এমনকি সহজতম বা নির্বোধও, যেমন কীভাবে প্রস্রাব করা যায়) (সুন্নাহ)।

স্পষ্টতই, মুহাম্মদ এবং ঈশ্বর এক হয়েছিলেন। মুহাম্মাদ শব্দটি ঈশ্বরের বাণী, এবং মুহাম্মদের আদেশ ঈশ্বরের আদেশ।

মুহাম্মাদ ঈশ্বরের চেয়ে অগ্রাধিকার নেন (কোরআন ৪:৮০):
যে ব্যক্তি নবীর আনুগত্য করল, সে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করল; আর যারা আনুগত্য করে না, আমরা তাদের উপর কোন অভিভাবক পাঠাই না।
আল্লাহর আনুগত্য করার চেয়ে মুহাম্মদের আনুগত্য করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই আমরা লক্ষ্য করি যে মুহাম্মদের যৌন আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য ঈশ্বরের পক্ষ থেকে একটি বিশাল আগ্রহ রয়েছে, এবং মুহাম্মদ যা চান তা আইন হয়ে ওঠে।

কাথেম থেকে মুহাম্মাদ পর্যন্ত

এই সবই মুহাম্মদের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কিছু অনুপস্থিত ছিল এবং এটি শিরোনাম ছিল. আমি "নবী" উপাধি বলতে চাচ্ছি না - তিনি ইতিমধ্যে তার তরবারি দ্বারা এটি পেয়েছেন।
যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাকে কাথেম নাম দেওয়া হয়েছিল, মুহাম্মদ নয়। কেন তার নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মদ রাখা হয় এবং সেই নামটি কী?
আসুন নিম্নলিখিত বাইবেলের পরিসংখ্যান এবং তাদের শিরোনাম দেখুন:
১. আব্রাহাম - নবুয়তের পিতা;
২. মূসা - যিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলেছেন (কালেম আল্লাহ । ميلك;(
৩. যীশু - মশীহ।
সুতরাং, থিয়েটারের নতুন মানুষ, কাথেম (মুহাম্মদ), একটি নতুন নাম প্রয়োজন। নিম্নলিখিত আয়াতটি ব্যাখ্যা করে যে কেন মুহাম্মদ তার অনেক নাম এবং উপাধি বেছে নিয়েছিলেন (সহিহ আল-বুখারি, বই ৫৬, হাদিস ৭৩২):

أنا محمد وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي ((
يُحشَرُ الناس على قدمي . وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي)) رواه البخاري (3268)
ومسلم (4343)

আল্লাহর রসূল বলেছেন, “আমার পাঁচটি নাম আছে: আমি মুহাম্মদ ও আহমদ; আমিই উচ্ছেদকারি (আল-মাহি), যার মাধ্যমে আল্লাহ কাফেরদের (খ্রিস্টান ধর্ম) মুছে ফেলবেন, আমিই কালেক্টর (আল-হাশির, অর্থ) মানবজাতি তার সামনে একত্রিত হবে), প্রথম পুনরুত্থিত হবে, আমার সামনে কেউ নেই; এবং আমিই শেষ (আল আকিব), আমার পরে কেউ আসবে না।"
আসুন এই নামগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নেওয়া যাক:

	নামের অর্থ	একই রকম আল্লাহর নাম
মোহাম্মাদ	সব প্রশংসনীয়	আল হামিদ (৫৬)
আহমাদ	প্রশংসীত একজন	আল হামিদ (৫৬)
উচ্ছেদকারী(আল মাহি)	এমন ব্যাক্তি যার দ্বারা ক্রিস্টান ধর্ম উচ্ছেদ হবে	আল মাহি(কোরআন ২২ঃ৫২ এ আল্লাহ একই ভাবে 'ইয়ানসাখ'
সংগ্রাহক(আল-হাশির)	যার মাধ্যমে আল্লাহ শেষ বিচারে সকল মানব জাতিকে একত্র করবে	আল-মোহসি(৫৭)
শেষ (আল-আকিব)	এরপর আর কেউ আসবে না	আল-আখির

আমি নিশ্চিত নই যে আপনি এই নামগুলি সম্পর্কে কেমন অনুভব করেন বা ভাবছেন, তবে আমি অনুভব করি যে শয়তানের শব্দগুলি তাদের মধ্যে রয়েছে। লক্ষ্য করুন যে মুহাম্মদ "প্রশংসিত ব্যক্তি" বেছে নিয়েছেন, যা আশ্চর্যজনক নয়, আল্লাহর 99টি নামের মধ্যে একটি। তিনি নিজেকে ঈশ্বর হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, যাতে মুসলমানরা তাকে বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করে। তিনি যা অনুমোদন করেছেন তা তারা অনুমোদন করে এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা হারাম করে, এমনকি তিনি যা বলেছেন তা কুরআনের আল্লাহর আদেশের বিপরীত হলেও। মুসলমানরা আল্লাহর উপর মুহাম্মদকে অনুসরণ করে চলেছে।

মুহাম্মাদ (সকল প্রশংসিত) এবং আহমদ (প্রশংসিত ব্যক্তি)

উদ্ধৃত যেকোনো আয়াতের অর্থ যাচাই করতে www.altafsir.com-এ যান।

কোরান ৬১:৬, :

স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললঃ হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বললঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। [সুরা সফ - ৬১:৬]

সমগ্র কোরানে, "প্রশংসিত ব্যক্তি" আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, অধ্যায় ৬১:৬ব্যতীত, যেখানে মুহাম্মদকে আল্লাহর নাম ব্যাবহার করার সুযোগ দেওয়া

হয়েছে। মুহাম্মদও প্রশংসিত। মূল শব্দ "হামদ"। নিম্নলিখিত শব্দগুলি সবগুলি মূল শব্দ "হামদ" থেকে এসেছে এবং তাদের সকলের অর্থ একই, "প্রশংসিত ব্যক্তি"।

‘Ham’d	Praise
‘Hameed	The praised one
Mu’hammad	The praised one
A’hmad	The praised one
‘Hamdan	Praise

The first name, “ ‘Ham’d ”, is the name of Allah, exactly as we see in the following verses:

- سورة البروج.....................Al-Burooj, Qur’an 85:8
- سورة الممتحنة...............Al-Mumtahana, Qur’an 60:6
- سورة الحديد...................Al-Hadid, Qur’an 7:24
- سورة الحديد...................Al-Hadid, Qur’an 57:24
- سورة الشورى................Al-Shura, Qur’an 42:28
- سورة فاطر.....................Fater, Qur’an 35:15
- سورة لقمان...................Lu'qman, Qur’an 31:26
- سورة الحج ....Al-Hajj, Qur’an 22:64
- سورة الحج ....Al-Hajj, Qur’an 22:24
- سورة إبراهيم.................Ibrahim, Qur’an 14:1

মুহাম্মদ যদি আল্লাহর দাস হতেন, তাহলে কেন তিনি ঈশ্বরের নাম হাইজ্যাক করলেন? উত্তর সহজ। মুহাম্মদ জানতেন যে তিনি একজন মিথ্যা নবী, এবং নিজেকে "প্রশংসিত ব্যক্তি" ঘোষণা করে তিনি ঠিক কী অর্জন করতে পারেন তা জানতেন। তিনি নিরঙ্কুশ আনুগত্য, নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ এবং পরম প্রতারণা চেয়েছিলেন। নিজেকে "প্রশংসিত ব্যক্তি" হিসাবে ঘোষণা করে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে কেউ প্রশ্ন করার সাহস করবে না তাকে।

হাদীসগুলো একটি উপসংহারে নির্দেশ করে; মুহাম্মদ হলেন ঈশ্বর (সহীহ আল-বুখারি, অযুর বই, হাদিস .১৮৬):

صحيح البخاري - كِتَاب الْوُضُوءِ - فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين

186 قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنْ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ

নবী তার অযু করেছিলেন তাই লোকেরা তার অবশিষ্ট পানি নিয়ে তাদের মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছিল...এমনকি নবীর কিছু সঙ্গী তার অবশিষ্ট পানি নিয়ে যুদ্ধ করছিল।

সহীহ আল-বুখারী, বই 8 , হাদীস 373: সহীহ আল-বুখারী, বই 72, হাদীস 750;
আমি বিলালকে দেখেছি যে নবী তার অযু করার জন্য যে অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করেছিলেন তা তুলে নিচ্ছেন এবং অনেক মুসলমান সেই পানি ধরে নিয়ে তাদের মুখে লাগাচ্ছেন। যে এর থেকে কিছু পেত না, সে তার সঙ্গীর হাতের আর্দ্রতা মুখে লাগিয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে দিত।

এখন চিন্তা করুন, ওযুর পানি হল ধোয়ার পানি, এবং যদি আপনি না জানেন, এটি সেই পানি যা মুহাম্মদ তার পুরুষাঙ্গ এবং অন্ডকোষের মতো অংশ ধৌত করতেন। তাহলে কিভাবে এবং কেন এই মুসলমানরা মনে করলো যে মুহাম্মদ তার গোপনাঙ্গ ধোয়ার জন্য যে পানি ব্যবহার করতেন তা বরকতের জন্য পবিত্র পানি?

মুসলিমরা কিভাবে মুহাম্মদ দ্বারা আশীর্বাদ করতেন তার উল্লেখ:

[4] صحيح مسلم ج 2 ص 947 برقم 1305. Sahih Muslim, Vol. 2, p. 947, Hadith 1305. **"The wife of Muhammad used to collect the hair of the prophet in the water, so they could drink it to be blessed by it."**

[5] محمد بن احمد الذهبي – سير اعلام النبلاء – ج 11 ص 212. Book of Seer Al-A'lam, Vol. 11, p. 212. **"The father of Abu Hanbal said, 'My father used to have three of the prophet's hairs, and he used to kiss them and drink the water he washed them with, and he asked [for it] to be kept in his grave, so he can face Allah with it.'"**

[6] رواه البخاري – ج 2 ص 165. Sahih Al-Bukhari, Part 2, p. 165. **"We used to kiss his hand to be blessed with his skin."**

[7] المستدرك على الصحيحين ج: 3 ص: 589 برقم 6181. Book of Al-Mustadrik in the Two Sahih, Vol. 3, p. 589, Hadith 6181. **"Used to be blessed by touching the dishes he ate from."**

[8] (صحيح مسلم / كتاب اللباس والزينة (3 / 145). Sahih Muslim, Book of Al-Libas (Dress and Adornment), Part 3, p. 165. **"This is the dress of the prophet he used to dress in, and we hid it for the sick ones, so they can recover by it."**

পয়গম্বরের অন্তর্বাস হল অসুস্থদের সুস্থ করার জন্য একটি ওষুধ
সহীহ মুসলিমের কিতাব, কাপড়ের কিতাব, পৃ. 1641, হাদীস 2069:

'আয়েশা আসমার কাছে ফিরে আসেন' ('আয়িশার বোন) এবং তিনি তাকে বলেছিলেন যে এটি নবীর নীচের কাপড়...আমরা এটি ধুয়ে ফেলি যাতে অসুস্থ ব্যক্তিরা এর দ্বারা সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

স্বর্গে জমি বিক্রি করছেন মোহাম্মদ

একটি কৃষি জমি সহ স্বর্গে একটি জায়গার জন্য অর্থ প্রদান করুন:

صحيح مسلم - كِتَاب اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ - إنما يلبس هذا من لا خلاق له
ص 1641 - »2069« -
أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا

কোরান 64:17,

মুহাম্মদ পিকথাল অনুবাদ:

যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন, কারণ আল্লাহ কবুলকারী, সহনশীল।

আল-কুরতুবি বইটি কোরানের 64:17 ব্যাখ্যা করে নিম্নরূপ:

আবু আল দাহদাহ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল আপনি বলছেন যে, আল্লাহ চান আমরা তাকে ঋণ দেই?' তিনি (মুহাম্মদ) বললেন, 'হ্যাঁ আবু আল-দাহদাহ।' অতএব, আবু আল-দাহদাহ বললেন, 'আমাকে তোমার হাত দাও আমি আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছি, একটি খামারে 600টি খেজুর গাছ রয়েছে' এবং তিনি খামারে তার স্ত্রীর কাছে গেলেন তাই তিনি তাকে 'হে আল-দাহদাহের মা' বলে ডাকলেন। , তিনি বললেন, 'আমি এখানে তোমার জন্য আছি', তিনি বললেন, 'বাইরে এসো আমি আমার আল্লাহ সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ধার দিয়েছি যে খামারটিতে 600টি খেজুর গাছ রয়েছে' এবং এটি জায়েদ ইবনে বর্ণনা করেছেন।

'আসলাম তিনি বলেন, 'যখন আয়াতটি নাযিল হয় "কে আল্লাহকে ঋণ দিয়েছে?" তখন আবু আল দাহদাহ বলেন, "হে আল্লাহর রসূল, আমি আপনার জন্য আমার পিতা-মাতাকে তিরস্কার করি, কিন্তু আল্লাহর কি ঋণের প্রয়োজন আছে? সে ধনী?" রসূল উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ সেই ঋণের মাধ্যমে তিনি (আল্লাহ) তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন', আবু আল-দাহদাহ উত্তর দিলেন 'সুতরাং আমি যদি আল্লাহকে ঋণ দেই, তাহলে আমি কি তা দিয়ে আমার বেহেশতের অংশ দান করব? আমার সন্তানেরা জান্নাতে?', দূত উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ'"

মুহাম্মদ আল্লাহর স্বর্গে একটি জমি বিক্রি করেছিলেন আবু আল-দাহদাহ নামের এক ব্যক্তির কাছে 600টি খেজুর গাছের খামারের জন্য। মুহাম্মদ

আবু আল-দাহদাহকে বলেছিলেন যে খামারটি আল্লাহর কাছে ঋণ ছিল এবং তারপর তিনি আবু আল-দাহদাহকে স্বর্গে একটি স্থান দিয়েছিলেন।
একই গল্প পাওয়া যাবে:

الدحداح : يا رسول الله أوإن الله تعالى يريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح
قال : [ص: 217] أرني يدك ، قال فناوله ، قال : فإني أقرضت الله حائطا فيه ستمائة
نخلة . ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه وعياله ، فناداها : يا أم
الدحداح ، قالت : لبيك ، قال : اخرجي ، قد أقرضت ربي عز وجل حائطا فيه ستمائة
نخلة . وقال زيد بن أسلم : لما نزل : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو
الدحداح : فداك أبي وأمي يا رسول الله إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض ؟ قال
: (نعم يريد أن يدخلكم الجنة به) . قال : فإني إن أقرضت ربي قرضا يضمن لي به
ولصبيتي الدحداحة معي الجنة ؟ قال : (نعم)

আমরা সর্বদা মুসলমানদেরকে স্বর্গে স্থান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বিক্রি করার জন্য ক্যাথলিক পোপের সমালোচনা করতে শুনি। এটি সত্য হোক বা না হোক, খ্রিস্টানরা জানে যে এটি প্রতারণা এবং চুরির অপরাধ। এটা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার বিরুদ্ধে। এটি প্রতারণা এবং চুরির অপরাধ। এটা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার বিরুদ্ধে।
অন্যদিকে, মুহম্মদ স্বর্গে স্থান অর্জনের জন্য একজন মানুষের জন্য জমি বিনিময় করার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়েছিলেন। স্বর্গে জায়গার জন্য জমি বা অর্থ বিনিময়ের সামর্থ্য নেই এমন দরিদ্র লোকদের কী হবে?
উল্লেখ্য, মুহম্মদ জমিটি নিজের হিসাবে নিচ্ছিলেন। গরীবদের দান করার বিনিময় তিনি করেননি।

মুহাম্মদ টাকা ভালোবাসে

সহীহ আল-বুখারী, বই ৪৬, হাদীস ৭৭১:
জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন: “এক ব্যক্তি ছিল যে তার ক্রীতদাসকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তার (প্রভুর) মৃত্যুর পর দাসকে মুক্ত করা হবে। ক্রীতদাসের মনিব মারা যাওয়ার পর নবী দাসকে ডেকে বিক্রি করে দেন। ক্রীতদাসটি যে বছর বিক্রি হয়েছিল সেই বছরই মারা গিয়েছিল।”
দেখুন এই কাজটা কতটা খারাপ। ঈশ্বর জানতেন যে এই দাস তার প্রভুর মৃত্যুর পর স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। যাইহোক, মুহাম্মদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তার লোকদের পাঠিয়েছিলেন দাসটিকে নিতে, এবং তারপরে তিনি তাকে একজন নতুন প্রভুর কাছে বিক্রি করেছিলেন। মুহাম্মদ অর্থ উপার্জনের জন্য ক্রীতদাসের স্বাধীনতা চুরি করেছিলেন। এটা এতটাই স্পষ্ট যে মুহাম্মদের লোভ বন্ধ করার মতো কোনো নৈতিক মূল্যবোধ ছিল না। তাকে এমন আদর্শ মানুষ হওয়ার

কথা ছিল যা সকলের নৈতিকতা ও সহানুভূতির নিখুঁত উদাহরণ হিসাবে অনুসরণ করা উচিত।

মুহাম্মদ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে এক মহান বিশ্বাসীকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন

সহীহ আল-বুখারী, আল-ফুতোহ গ্রন্থ, হাদিস ৪৫৯৯:

আনাস ইবনে মালিক কর্তৃক বর্ণিত: "আমাদের মধ্যে একজন নম্র যুবক ছিলেন যিনি মহান আল্লার ইবাদত ও বিশ্বাসের সাথে ভাল বিশ্বস্ত কাজ করেছিলেন। তাই আমরা নবীর কাছে তার নাম উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি তাকে চিনতে পারেননি। অতঃপর আমরা তাকে নবীর কাছে বর্ণনা করলাম, কিন্তু তিনি তখনও তাকে চিনতে পারলেন না। তখন আমরা নবীকে বললাম, 'ওহ, তিনি এখানে!' নবী বললেন, 'তার চেহারা শয়তানের চেহারা।'

তখন লোকটি এসে বলল, 'তোমাদের সবার প্রতি শান্তি।' নবীজি তাকে বললেন, 'তুমি কি নিজেকে এখানকার শ্রেষ্ঠ মানুষ মনে কর?' সে (যুবক) বলল, 'আল্লাহর কসম, হ্যাঁ, আমি তারপর তিনি চলে গেলেন এবং মসজিদের ভিতরে গেলেন। নবী (সাঃ) বললেন, 'কে এই লোকটিকে (আমার জন্য) হত্যা করবে?' আবু বকর বললেন, 'আমি করব।' তাই আবু বকর মসজিদের ভিতরে যুবকের পিছনে গেলেন এবং তাকে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। আবু বকর মনে মনে ভাবলেন, 'নবী আমাদেরকে নিষেধ করেছেন একজন মুসলমানকে নামাযরত অবস্থায় হত্যা করতে!'

তারপর নবীজি আবার বললেন, 'লোকটিকে কে হত্যা করবে?' 'উমর বললেন, 'আমি এটা করব, নবীজি।' তাই উমর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং লোকটিকে নামাজে মুখ নীচু করতে দেখলেন। তাই উমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল আমাদেরকে নিষেধ করেছেন কোন মুসলমানকে নামাযরত অবস্থায় হত্যা করতে। আমি ফিরে আসব (তার নামাজ শেষ করার পর তাকে হত্যা করতে)।' তখন নবী বললেন, 'লোকটিকে কে হত্যা করবে?' তখন আলী বললেন, 'আমি তাকে হত্যা করব, নবী'। তাই আলী মসজিদে ঢুকে দেখলেন যুবক চলে গেছে! তখন মুহাম্মাদ বললেন, 'যদি ওই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তবে আমার উম্মতের দু'জন একে অপরের সাথে মতানৈক্য করবে না!

এই গল্পটি জাওয়ামে' এল ফাওয়া'দ, ভলিউম ৬, হাদিস ১০৪০১ বইতেও পাওয়া যাবে:

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=91

আসুন এই গল্পটি অধ্যয়ন করি। যে যুবককে মুহাম্মদ হত্যা করতে চেয়েছিল সে কোনো অপরাধ করেনি। সমস্ত মুসলমান, এমনকি নেতারাও একমত যে এই লোকটি একজন মহান মুসলিম। তিনি একজন ধার্মিক বিশ্বাসী, নম্র, বিশ্বস্ত এবং তার প্রার্থনার সাথে পরিশ্রমী। তিনি মুহাম্মদকে আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নেন। তিনি এতই একজন ভালো মুসলিম ছিলেন যে মুহাম্মদের আশেপাশের অন্যান্য মুসলমানরা মনে করেছিলেন যে মুহাম্মদের কাছে তাঁর নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে তাঁর ধার্মিকতার স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। যখন তাকে নবীর সাথে দেখা করার জন্য ডাকা হল, তখন লোকটি তাকে সালাম দিল। সাক্ষাতের পর তিনি মুহাম্মদকে দ্বিতীয়বার শান্তির শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নেন এবং নামাজ পড়তে সোজা মসজিদে যান।

আমরা মনে করি যে মুহাম্মদ এই লোকটিকে সমস্ত মুসলমানদের জন্য একটি ভাল উদাহরণ হিসাবে প্রশংসা করবেন, কিন্তু গল্প অনুসারে, মুহাম্মদ তার পরিবর্তে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কেন? উত্তর হল, তিনি আদর্শ মুসলিম হিসেবে মুহাম্মদের অবস্থানের জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে, মুহাম্মদের আশেপাশের মুসলমানরা লোকটির ধার্মিকতা লক্ষ্য করে এবং প্রশংসা করেছিল। তারা স্পষ্টভাবে তার সাথে অনেক সম্মানের সাথে ব্যাবহার করেছিল, কিন্তু মুহাম্মদ ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করেছিলেন। নবীর সাথে লোকটির সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের সময়, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল **যে তিনি মনে করেন যে তিনি পুরুষদের মধ্যে সেরা? লোকটি আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিল, "আল্লাহর কসম, হ্যাঁ, আমি।"** মুহাম্মদের নিরাপত্তাহীনতা এটা নিতে পারেনি। তিনি এই লোকটির তাকওয়ার সাথে তুলনা করতে চাননি, তাই তিনি তাকে হত্যার আদেশ দেন।

এই ধার্মিক ব্যক্তির সাথে মুহাম্মদের আচরণ তার কুৎসিত দিকটি দেখায়। তিনি একজন নবী হওয়ার কথা কিন্তু তিনি শয়তানের চেয়ে বেশি শয়তানী। তিনি যদি পবিত্র হতেন, তাহলে তিনি কেন একজন ভালো মুসলিম বিশ্বাসীর মৃত্যুর আদেশ দেবেন যিনি আল্লাহর আনুগত্য করেছিলেন এবং মুহাম্মদকে নবী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন? শুধু তাই নয়, যদিও তিনি জানতেন যে যুবকটি মসজিদে নামাজ পড়ছে, মুহাম্মদ যুবক বিশ্বাসীকে হত্যা করার জন্য তার লোক পাঠাতে থাকে। অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পরও অবশেষে প্রাণ বাঁচাতে ছুটে গেল লোকটি।

মূল পাপ মুসলিমরা

"মূল পাপ" বিষয়ে মুস্লিম্রা খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করে কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইসলামে, খ্রিস্টান ধর্মের চেয়েও বেশি তারা এটা বিশ্বাস করে। আমাদের অনেকবার বলা হয়েছে যে, ইসলাম আদি পাপের খ্রিষ্টান ধারণা গ্রহণ করে না। যদি তাই হয়, তাহলে মুসলিমরা সহীহ আল বুখারী, বই ৭৭, হাদীস ৬১১ এর নিম্নোক্ত হাদীসটি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হযরত আদম (আঃ) ও মূসা পরস্পর বিতর্ক করছিলেন। **মূসা (আঃ) আদমকে বললেন, আপনার জন্য আদম! আপনি আমাদের পূর্বপুরুষ, আপনিই আমাদের অসন্তুষ্ট করেছেন এবং স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করেছেন।** (দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ স্পষ্টতই ইডেন গার্ডেনকে স্বর্গের সাথে গুলিয়ে ফেলেছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে আদম এবং হাওয়া পাপ করার আগে আকাশে স্বর্গে বাস করেছিলেন এবং তাই তাদের নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল); এটাই কি মূল পাপের বিষয় নয়? আদমের গুনাহের কারণে মুসলমানরা বেহেশত থেকে বেরিয়ে গেছে (সহীহ মুসলিম, বুক ০১৬, হাদীস ৪১৫৬)

: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়নি, বরং তার এই পাপের অংশও আদমের প্রথম পুত্র থেকে অবতীর্ণ হয়, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড কায়েম করেছিলেন। এখন আপনি বলতে পারেন যে মূল পাপের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে, এটি করে। আদমের প্রথম ছেলে কয়িন যখন তার ভাইকে হত্যা করেছিল, তখন সেটা তার বেছে নেওয়া হয়েছিল। আজ যদি আমি খুন করি, তাও নিজের ইচ্ছায় করি। অন্য কথায়, আমি কয়িনকে হত্যা করেছি বলে আমি হত্যা করিনি, কিন্তু আমি পাপ করেছি (হত্যা করে), কারণ পাপ কয়িন থেকে শুরু হয়েছিল। কয়িনের পাপের ক্ষমতা আমাদের উত্তরাধিকার হয়ে ওঠে, অথবা মুহাম্মদ যেমন বলেছেন, আমরা কয়িনের পাপের অংশীদার হই। অন্যান্য হাদিস এমনকি একটি শক্তিশালী সংযোগ দেখায়: সহীহ আল-বুখারী, বই 55, হাদিস 547: আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যদি ইহুদী অস্তিত্ব না থাকত তবে মাংস কখনও নষ্ট হত না এবং যদি হাওয়া না থাকত তবে স্ত্রীরা কখনই তাদের স্ত্রীদের সাথে প্রতারণা করত না। এটি প্রমাণ করে যে মুহাম্মদ ভেবেছিলেন যে হাওয়ার পাপ এবং প্রতিটি মহিলার পাপের মধ্যে একটি অন্তহীন সংযোগ রয়েছে। তা না হলে হবা যা করেছে এবং আজকে নারীরা যা করে, তার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি?

১. মুহাম্মদের মতে হাওয়ার পাপ সকল নারীর পাপের কারণ;
২. মনে হচ্ছে মুহাম্মদের কথাগুলো আমাদের এটা মেনে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা করছে যে, পাপ আর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রোগ একই। কুরআন ২:৩৫-৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আদমকে বেহেশতের উপহার দেয়া হয়েছিল; তারপর তিনি পাপ করেছিলেন, যার ফলে তাকে স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আদম যেহেতু পাপ করেছে, তাহলে আমরা বাকিরা কেন স্বর্গে নেই? যদি তার পাপ এবং আমাদের পাপের মধ্যে কোন সংযোগ না থাকে, তাহলে আমাদের এখনই স্বর্গে থাকা উচিত। এটা কি আদমের দোষ নাকি আমাদের? আমরা কি আদমের পাপের কারণে স্বর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছি নাকি আমাদের পাপের কারণে? মনে রাখবেন যে একটি নবজাতক শিশু এখনও স্বর্গে জন্মগ্রহণ না করার যোগ্য পাপ করেনি। আদম ও হাওয়াকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, সেই সুযোগ পেলে নবজাতককে স্বর্গ থেকে ফেলে দেওয়া হত, যদি সে অন্যায় করত। অতএব, এটা স্পষ্টতই বোধগম্য হয় যে, ঈশ্বরের প্রতি আদমের অবাধ্যতার ফলে আমরা স্বর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমরা এটাও দেখি যে, মুহাম্মদ আজও হাওয়ার পাপের জন্য নারীদের দোষারোপ করে তার ভণ্ডামি দেখাচ্ছেন, যেন এটা তার একাই। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমনকি ইসলামের শিক্ষায়ও প্রথম পাপ বা মূল পাপ – অর্থাৎ আদম ও হাওয়ার দ্বারা একত্রে সংঘটিত পাপ – আমাদের আজকের জীবনের সাথে সংযুক্ত।

কোন প্রশ্ন করবেন না, মন্দ কথা শুনবেন না

এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে একে একটি স্থায়ী আইনে পরিণত করে মুহাম্মদ (সাঃ) সফলভাবে তাঁর অনুসারীদের মনকে বশীভূত করেছেন। মুহাম্মদকে প্রশ্ন করা মানে আল্লাহর বিরুদ্ধে (কোরান ৫:১০১):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ
تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ
عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা কুরআনে তোমাদের জন্য কুৎসিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করো না। " (কুরআন ৫:১০১): মুহাম্মদ এই হুমকিকে একটি

ফলো-আপ আয়াত দিয়ে স্পষ্ট করেছেন যা যে কেউ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাকে বিশ্বাসঘাতক, ধর্মত্যাগী বলে নিন্দা করে (কুরআন ৫:১০২): আপনার পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ও একই প্রশ্ন করেছিল এবং তারা কাফেরে পরিণত হয়েছিল। আপনি মুহাম্মদ ও কুরআন নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবেন না। যদি আপনি তা করেন তবে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে:

১. মুরতাদ (ইসলামের বাইরে) হওয়া;

২. অন্যকে ইসলাম থেকে বের করে আনার চেষ্টা;

৩. নবীকে গালি দেয়া।

মুহাম্মদ বা কুরআন নিয়ে প্রশ্ন করা ভ্রূকুঞ্চিত। তাদেরকে প্রশ্ন করা আর মুহাম্মদকে মিথ্যাবাদী বলা একই কথা। **উপরে উল্লেখিত অভিযোগগুলোর যে কোন একটিতে যে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে**। যখন আপনি নিজেকে প্রশ্ন করতে দেখেন যে মুহাম্মদ (সাঃ) কোন বিষয়টিকে প্রশ্ন করতে ভয় পান, আপনি আপনার উত্তর কুরআন ৫:১০২ এ পাবেন। এতে স্পষ্ট বলা আছে যে, প্রশ্ন করলে আপনি ইসলাম ত্যাগ করবেন। কেন? কারণ:

ক) মুহাম্মদের কাছে কোন বিশ্বাসযোগ্য উত্তর নেই

খ) কুরআন বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং

গ) কুরআন স্পষ্ট নয় এবং এটি কখনই স্পষ্ট হবে না।

একমাত্র আল্লাহই জানেন

কুরআন নিজেই জানে যে, কুরআন এর বিশাল অংশ কি তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। (কুরআন ৩:৭

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। [সুরা ইমরান - ৩:৭]

... এই আয়াত থেকে আমরা যা পাই তা কুরআন ৫:১০১ আয়াতে ইতিপূর্বে উল্লেখিত বিষয়টিকে পূর্ণতা দেয় যে, কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না। কুরআন ৩:৭ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদের কাছে কোন উত্তর নেই।

বিভ্রান্তির লেখক

মুহাম্মদ কুরআন ৩:৭ আবিষ্কার করার সময় নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছিলেন। কুরআনের অধিকাংশ আয়াতের অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, এর অর্থ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এগুলোর ব্যাখ্যা করার কোন অধিকার নেই। কুরআনের আয়াত, এর অর্থ মুহাম্মদ নিজেই তাদের ব্যাখ্যা করার অধিকার নেই। এর ফলে তাঁর অনুসারীদের প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য কারও কাছে যাওয়ার মতো কেউ নেই।

১. যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কুরআনের বিরাট অংশ কেউ বোঝে না, সেহেতু ঐ দ্ব্যর্থক অংশের সকল আয়াতের সকল ব্যাখ্যাই ভুল;

২. যেহেতু সকল ব্যাখ্যাই ভুল, সেহেতু মুহাম্মদের সকল ব্যাখ্যা এবং অন্য সবার ব্যাখ্যাও ভুল;

৩. যেহেতু মুহাম্মদ (সাঃ) এর সকল ব্যাখ্যাই ভুল, তাহলে ঐ সকল দ্ব্যর্থবোধক আয়াত প্রকাশ করে কি লাভ?

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একমাত্র উত্তর দিয়েছেন যে, এগুলো ব্যবহার করতে পারে "যাদের অন্তর বিচ্যুত হয়েছে, তারা এর অস্পষ্ট অনুসরণ করবে, রাজদ্রোহ কামনা করবে এবং এর ব্যাখ্যা কামনা করবে। তাহলে কি আল্লাহ ঐ আয়াতগুলো নাযিল করেছেন শুধু বিদ্বেষপরায়ণ লোকদের এমন কিছু দেয়ার জন্য, যা দিয়ে অন্য মানুষকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করা যায়? এই আয়াতে আল্লাহ স্বীকার করেছেন যে, তাঁর কিতাব বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ এবং তিনি বিভ্রান্তির রচয়িতা। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যা করতে চাইবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে যে তিনি তাঁর লোকদের কাছ থেকে কী চান, কিন্তু তারা ব্যর্থ হবে। আল্লাহ তা'আলা কখনো এমন কাউকে হেদায়েত দান করেননি, যে তাঁর বাণী জানতে ও বুঝতে চায়। তিনি প্রশ্নকে নিরুৎসাহিত করেন। তিনি কেবল মানুষকে বোঝাতে চান যে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন তা তিনি জানেন এবং তাদের যা করা দরকার তা হ'ল বিশ্বাস করা যে তিনি মুহাম্মদের মাধ্যমে তাদের সাথে কথা বলেছেন। তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, আপনাকে জ্ঞানী বলে গণ্য করার জন্য, আপনাকে যা করতে হবে তা হল অন্ধভাবে বিশ্বাস করা। মুখস্থ করে জ্ঞান অর্জন করুন, প্রশ্ন করে নয়। এভাবেই মুহাম্মদ মুসলমানদের কুরআন অধ্যয়নের পরিবর্তে কেবল কুরআন মুখস্থ করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। এ ছাড়া, তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করা এবং আয়াতগুলোর অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বিরত

রেখেছিলেন, তাদেরকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ব্যস্ত রেখেছিলেন এবং তার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

জিজ্ঞাসা করবেন না, মুখস্থ করুন

মুহাম্মদ কীভাবে মুসলমানদের আয়াত মুখস্থ করতে উত্সাহিত করেছিলেন তার একটি উদাহরণ হ'ল যখন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যারা আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম পড়তে পারে তাদের বেহেশতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে (সহিহ আল-বুখারী, বই ৭৫, হাদিস ৪১৯; সহীহ আল বুখারী, বই ৫০, হাদীস ৮৯৪)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **'তোমাদের আল্লাহ্ র নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, একশত নাম বাদ দিয়ে এবং যে ব্যক্তি মুখস্থ করে এবং তা পাঠ করবে, সে একশত নাম বাদ দিয়ে যাবে, আর যে মুখস্থ শিখবে এবং তা পাঠ করবে, সে জান্নাতে যাবে।**

إنا لله عز وجل ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم ، قاله أبو الخطاب بن دحية ومقصودة الاوصاف 0 بتصرف من زاد المعاد 57/1-59

কিন্তু অপেক্ষা করুন, আরও আছে! 'যাদুল মা'আদের কিতাব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭-৫৯: সমস্ত প্রশংসনীয় আল্লাহর এক হাজার নাম রয়েছে এবং নবীর এক হাজার নাম রয়েছে। এখানে লক্ষ্য করুন

মোহাম্মাদের ১০০০ নাম রয়েছে	আল্লাহর ১০০০ টি নাম রয়েছে

মুহাম্মদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার: বোঝার জন্য প্রশ্ন করার চেয়ে মুখস্থ করা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি অনুকূল। অন্যান্য উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে বাথরুমে প্রবেশের আগে অনুসরণ করা সত্তরটি নিয়ম; পাশাপাশি এমন কিছু নিয়ম রয়েছে যা প্রার্থনার আগে, যৌনতার আগে, খাওয়ার আগে, খাওয়ার পরে এবং অন্যান্য অসংখ্য নিয়ম প্রয়োগ করা হয় - এগুলি মুসলমানদের সারা জীবন ব্যস্ত রাখার জন্য ইসলামী আইনে কোনটি হালাল (অনুমোদিত/বৈধ) এবং কোনটি হারাম (নিষিদ্ধ) তা নিয়ে নির্বোধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। আপনি যদি আরবিতে কথা বলেন এবং ইসলামিক টিভি শো দেখেন তবে আপনি সবচেয়ে মজার এবং হাস্যকর প্রশ্ন এবং মন্তব্য শুনতে পাবেন:

• খ্রিস্টান অন্তর্বাস কেনা কি হালাল?

• আইসক্রিম খাওয়া কি হালাল, যা আমরা জানি কাফেরদের ধারণা? আমি একজন বিবাহিত মুসলিম নারী এবং আমার স্বামীর সাথে আমার ছয়টি সন্তান রয়েছে। তাকে প্রথমে চুমু খাওয়া কি আমার জন্য হালাল নাকি আমাকে তার শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে?

• যখন আমি আমার স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করছিলাম, তখন আমি তার বুকের দুধের কিছুটা পান করেছিলাম। সে কি এখন আমার কাছে হারাম?

• আমি বাঁহাতি। এটা কি শয়তান আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে, আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে এবং আমার সঙ্গে ঘুমায়? ' (সহিহ মুসলিম, বই ২৩, হাদিস ৫০০৭) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা বাম হাতে খাবার খেয়ো না, কেননা শয়তান বাম হাত দিয়ে খায়।

• আমি মসজিদে একটি হারানোর পর সেদিন শুধু একটি স্যান্ডেল নিয়ে হেঁটেছি, আর নবীজী আমাদেরকে এক জুতা নিয়ে হাঁটতে নিষেধ করেছেন। আমি কি জাহান্নামে যাবো? বিঃদ্রঃ নবী আমাদেরকে এক জুতা নিয়ে হাঁটতে নিষেধ করেছেন। আমি কি জাহান্নামে যাবো? বিঃদ্রঃ কোন পুরুষ বাম হাত দিয়ে খাবে বা এক স্যান্ডেল নিয়ে হাঁটবে এটা হারাম। (সহীহ মুসলিম, বই ২৪, হাদীস ৫২৩৪);

• কলার: "আমি একজন মুসলমান এবং মাঝে মাঝে আমি বাথরুমে বই পড়ি যখন আমি প্রকৃতির ডাকে কাজ করি। আমি কি বাথরুমে কুরআন নিয়ে যেতে পারি?
আলেমঃ না, বাথরুম নোংরা জায়গা এবং কুরআন পবিত্র। আপনি তা করতে পারবেন না। এটা নিষিদ্ধ;

• কলারঃ আমি আট বছর বয়স থেকে কুরআন মুখস্থ করি। তাহলে আমার কী করা উচিত- বাথরুমে যাওয়ার সময় আমার মস্তিষ্ক বের করে রাখা?

পর্যালোচনা

১. মুহাম্মদ কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি, কিন্তু তাকে পৃথিবীতে আল্লাহর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল;

২. মুহাম্মদ যদি আল্লাহ যা বলছেন তা বুঝতে না পারতেন, তাহলে তিনি কীভাবে জানলেন যে তিনি আল্লাহর আদেশ সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা?

৩. মুহাম্মদ কুরআনের আয়াত সরবরাহ করেছেন, কিন্তু তিনি তাদের অধিকাংশের ব্যাখ্যা দিতে পারেননি;

৪. মুহাম্মদ (সাঃ) এমন আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন যা স্পষ্ট নয় এবং ইসলামকে খারাপ দেখায়। তাহলে, আমাদের কি এমন আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত যা আমাদের কাছে স্পষ্ট? এটা কি রসিকতা?

৫. যেহেতু মুহাম্মদ নিজে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ, তাই এটি সম্ভবত ব্যাখ্যা করে কেন আল্লাহ কুরআনের ৬২:২ পদে বলেছেন যে তিনি অজ্ঞদের কাছে একজন অজ্ঞ পাঠিয়েছেন!

এটি আমাকে বাইবেলের একটি আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা প্রমাণ করে যে কুরআন ঈশ্বরের কাছ থেকে আসতে পারে না (১ করিন্থীয় ১৪: ৩৩):

৩৩ কারণ ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার ঈশ্বর নন, কিন্তু শান্তির ঈশ্বর। পবিত্র ব্যক্তিদের সমস্ত মণ্ডলীতে যেমনটা হয়ে থাকে,

কুরআনে সমকামী ও সমকামী বিচার

কুরআন নিসায় সমকামীদের জন্য শাস্তি,

কোরআন ৪:১৫:

"তোমাদের নারী মধ্যে যারা সমকামী হয়, তাদের বিরুদ্ধে চারজন সাক্ষী আন, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও। অতঃপর তাদেরকে তাদের গৃহে কারাগারে বন্দী করে রাখবে যতক্ষণ না তারা মারা যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন।

নারীরা যদি সমকামী হয়, তাহলে শাস্তি হচ্ছে তাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত জেলে রাখা। সমকামী পুরুষদের শাস্তি কি একই রকম?

সমকামী পুরুষদের শাস্তি কোরআন-নিসা, কোরআন ৪:১৬: "**যদি তোমাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সমকামিতার দোষী হয় তবে তাদের উভয়কে শাস্তি দিন। যদি তারা উভয়ে তওবা করে, তবে তাদের ছেড়ে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।**

আমরা এখানে যা লক্ষ্য করেছি তা হ'ল:

১. সমকামী পুরুষদের জেল হবে না;

২. তাদের তওবা করার সুযোগ রয়েছে;

৩. শাস্তি তাদের জন্য সহজ, যদিও তারা তওবা না করে (তাদেরকে জুতো দিয়ে পেটানো) যেমনটি আমরা ইবনে 'আব্বাসের কুরআন ৪:১৬ এর ব্যাখ্যায় দেখতে পাই: **তাদের উভয়কে শাস্তি দাও, অপমান এবং জুতো দ্বারা প্রহার করা; অতঃপর যদি তারা তা থেকে তওবা করে, তবে তাদেরকে ছেড়ে দাও।**

সমকামী পুরুষ	**সমকামী মহিলা**
জুতো দ্বারা প্রহার করা	**স্ত্রিকে পিটানো ইসলামের মূল নিয়মের অংশ**
তাদের তওবা করার সুযোগ রয়েছে;	**তওবা করার সুযোগ নেই**
যদি তারা তা থেকে তওবা করে, তবে তাদেরকে ছেড়ে দাও।	**বন্দী করে রাখবে যতক্ষণ না তারা মারা যায়**

এটা কি আসলেই ঈশ্বরের নিয়ম? আল্লাহ যদি এটাকে অপরাধ মনে করেন, তাহলে একজন পুরুষের সাথে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর সাথে একজন নারীর কি একই আচরণ করা উচিত নয়? শাস্তি একেবারেই ভিন্ন কেন; মেয়েদের

জন্য এত রূঢ় আর পুরুষের জন্য এত সহজ? কিছু মুসলমান আপনাকে বলবে, "ওহ, এই আয়াতটি পরে রহিত করা হয়েছিল। আপনার ঈশ্বর যদি তার মন পরিবর্তন করতে থাকেন তবে তাতে কিছু যায় আসে না। বিষয়টা তা নয়। ঈশ্বর ন্যায়বিচারের কথা, কিন্তু এই ঈশ্বর মোটেই ন্যায়বিচার করেন না।

আল্লাহ কেন এই আয়াত রহিত করলেন? তিনি কি এতটাই ভুল করেছিলেন যে তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন?

একজন মুসলমান তার নিজের পরিবারকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না ।

যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার নিজের পরিবারকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই এবং যতক্ষণ তারা অবিশ্বাসীদের (অমুসলিম) থেকে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না। কুরআন ৯:২৩ পড়ুন:

হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী। [সুরা তাওবা - ৯:২৩]

• একজন মুসলিম আপনাকে এমন একটি বক্তৃতা দিতে পারে না যে তার ঈশ্বর "শত্রু" বোঝাতে চেয়েছিলেন, যখন তিনি তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করার কথা বলেছিলেন, কারণ এটি স্পষ্ট যে আপনার বাবা, মা, ভাই এবং বোনরা আপনাকে ভালবাসেনভ যদিও তারা আপনার বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে;

• কেন তারা শুধু বন্ধু হতে পারে না?

• এখানে খেয়াল করুন, খারাপ হলে "বন্ধু হিসেবে নেবেন না" বলার কোন শর্ত নেই। এ ধরনের আয়াত অনুসরণ ও অনুশীলন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নির্দেশ।

আল্লাহ কি একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে আপনাকে ভালবাসেন? আমি সবসময় মুসলিমদের বলতে শুনেছি যে ইসলাম খ্রিস্টানদের ঘৃণা করে না। তারা আপনাকে এমন আয়াত উদ্ধৃত করে যা রহিত করা হয়েছে। বাতিল করা মানে আনুষ্ঠানিক বা দাপ্তরিক উপায়ে বিলুপ্ত করা; একটি কর্তৃত্বমূলক আইন দ্বারা বাতিল; একটি আইন বাতিল করা, বাতিল করা। ইসলামের সাথে এটি এখনও কুরআনে রয়েছে, তবে মুসলমানরা আর এটি অনুসরণ করতে পারে না। আসুন দেখি আল্লাহ খ্রিষ্টানদের কতটুকু ভালোবাসেন। আমি আপনাকে কুরআন ৫:৫১ এ দেখাচ্ছি; আল্লাহ

তা'আলা বলেন, **'খ্রিষ্টান ও ইহুদীদেরকে বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু, আর যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তবে সে তাদেরই একজন এবং নিজের প্রতি অবিচার করবে (যার অর্থ সে ইসলামের বাইরে এবং সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে)**। আর কুরআন ৯:২৯ এ তার নির্দেশ অনুসরণ করা হয়েছে:

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবে র ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। [সুরা তাওবা - ৯:২৯]

আমি ব্যাখ্যা করেছি যে মুসলমানদের কীভাবে আমাদের সাথে লড়াই করতে হবে যতক্ষণ না আমরা ইসলাম গ্রহণ করি, বা তাদের জিজিয়া প্রদান করি; মাসিক জরিমানা বাঁচিয়ে রাখতে হবে, যা কুকুরের মতো অপমানের সঙ্গে পরিশোধ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা খ্রিষ্টানদের প্রতি তাঁর অপূর্ব ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন এই পরবর্তী আয়াতে ! আমি আশা করি প্রত্যেক খ্রিস্টান চিরকাল এটি মনে রাখবে। ইসলাম যে খ্রিষ্টানদের ঘৃণা করে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দরকার এবং ইসলামের মুখোশ উন্মোচন করতে চাইলে তা প্রমাণ করার জন্য এটি অন্যতম সেরা আয়াত। কুরআন ৫:১৪

যারা বলেঃ আমরা নাছারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর তারাও যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করা ভুলে গেল। অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। [সুরা মায়েদা - ৫:১৪]

কুরআন ৫:১৪ পদে বলা হয়েছে, একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে আপনার জন্য আল্লাহর একটি পরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনা এত স্পষ্ট যে, আল্লাহ মুসলিমদের খৃষ্টানদের জন্য ঘৃণা ও শত্রুতা (শত্রুতা ও ঘৃণা সহকারে) ইন্ধন জোগাবেন।

আসুন আমরা যুদ্ধের এই পরিকল্পনা অধ্যয়ন করি; খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে আল্লাহর যুদ্ধ

১। আল্লাহ আমাদেরকে মুসলিমদের ঘৃণা করতে বাধ্য করবেন না (খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের ঘৃণা করে না)।

২। আল্লাহ আমাদেরকে খ্রীষ্টিয়ান মত ঘৃণা ও যুদ্ধ করাবেন! আল্লাহ তা'আলা এ যুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সফল হয়েছেন এবং অনেক খ্রিষ্টান আল্লাহর পরিকল্পনা

অনুসরণ করছে। আমরা খ্রিষ্টানদের একে অপরের গির্জায় হামলা করতে দেখি, কিন্তু তারা কখনো ইসলামের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে না। আমি যা বলতে চাইছি তা হ'ল এটি শয়তানের পরিকল্পনা যা আমাদেরকে খ্রিস্টান (অর্থোডক্স, প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক) হিসাবে একত্রিত হতে বাধা দেয়। এটা আল্লাহর পরিকল্পনা এবং তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, "আমি তোমাদের বিভক্ত করব এবং তোমাদের একে অপরকে ঘৃণা করব, যাতে আমি যীশু খ্রীষ্টের গির্জাকে একটি বিভক্ত রাজ্যে পরিণত করব। মনে রাখবেন, খ্রীষ্ট মথি ১২:২৫ পদে বলেছেন: এবং যীশু তাদের চিন্তাভাবনা জানতেন, এবং তাদের বলেছিলেন, **"নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত প্রত্যেক রাজ্য ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়; এবং নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত প্রতিটি শহর বা ঘর দাঁড়াবে না**: খ্রিস্টানদের একে অপরের বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলতে দেখা বেদনাদায়ক, কিন্তু যখন আপনি এই যাজকদের বা এই মন্ত্রীদের ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তারা একটি কথাও বলতে সাহস পায় না! আমাদেরকে বিভক্ত করা খ্রিষ্টবিরোধী, আল্লাহর পরিকল্পনা। সে যাকে এ পথে সাহায্য করবে সে আল্লাহর জন্য কাজ করবে। এই আয়াতটি আবার পড়ুন, মনোযোগ সহকারে, এবং আমি ভুল হলে আমাকে বলুন। কুরআন ৫:১৪

যারা বলেঃ আমরা নাছারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর তারাও যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করা ভুলে গেল। অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। [সুরা মায়েদা - ৫:১৪]

আমাদের বিশ্বাসী এবং খ্রীষ্টের অনুসারী হওয়া উচিত! পাস্টর নয়। বিশপ নয়। মন্ত্রী নন। নান নয়, ব্রাদার নয়! কেন আমরা পাপীদের অনুসরণ করব? দেখুন রোমীয় ৩:২৩ **কারণ সকলেই পাপ করেছে, এবং ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে;**

খ্রীষ্টের সাথে ঐক্য হল তাঁর রাজ্যের পথ। এটাই ইসলাম ভয় করে; আমরা সকলেই যীশু খ্রীষ্টের উত্তম ফল। দেখুন রোমীয় ৩:২৮ : সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে একজন মানুষ ব্যবস্থার কাজ ছাড়াই বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক হয়। যীশু যখন আসবেন, তখন তিনি আপনাকে আপনার মন্ডলীর নাম জিজ্ঞাসা করবেন না, কিন্তু ফলের জন্য জিজ্ঞাসা করবেন| ভালো ফল না থাকলে ভণ্ডামি তো আছেই। এই কারণেই যীশু মথি ৭: ১৬ বলেছেন: "তোমরা তাদের ফল দ্বারা তাদের চিনতে পারবে। লোকেরা কি কাঁটাঝোপের আঙ্গুর সংগ্রহ করে, না

কাঁটাঝোপের ডুমুর সংগ্রহ করে? আরও দেখুন গালাতীয় ৫: ২২-২৩ : কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য, দয়া, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা, আত্মসংযম; এসবের বিরুদ্ধে কোনো আইন নেই। এভাবেই আমরা ইসলামকে মিথ্যা বলে স্বীকার করি যা সরাসরি শয়তান থেকে আসে। তাদের ফল থেকে, শুধু মন্দ। তাদের অধিকাংশই কথায় কথায় মিথ্যাবাদী। তারা দক্ষতার সাথে কথা বলে, কিন্তু আমাকে আপনার ফল দেখান এবং আমি আপনাকে বলব আপনি কে। যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টিয়ান বলে মনে করেন তাদের সকলকে আমি যা বলতে চাইছি, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টিয়ান বলে মনে করে, তা প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক বা অর্থোডক্স যাই হোক না কেন, খ্রীষ্টের চার্চকে বিভক্ত করবেন না, কারণ আমরা সকলেই তাঁর মধ্যে এক। আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন, আল্লাহ আমাদের সবাইকে লক্ষ্যবস্তু করছেন, নামযুক্ত গির্জা নয়। আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ না হই তখন খ্রীষ্টকে দুঃখ দিই। নেতাদের নিজেদের গৌরবের জন্য, খ্রীষ্ট আমাদের যা হতে দেখতে চান তা থেকে দূরে কিছু করতে দেবেন না। আপনি যদি আল্লাহর পরিকল্পনা মেনে চলেন, আপনি কি তাঁর জন্য কাজ করছেন? এটি একটি ভাল প্রশ্ন, যার উত্তর আপনি জানেন। দেখুন ১ করিন্থীয় ১২:১৩: **কারণ আমরা কি যিহুদি, কি গ্রিক, কি দাস, কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ গঠন করার জন্য একই পবিত্র শক্তির মাধ্যমে বাপ্তিস্ম নিয়েছি এবং আমরা সকলে একই পবিত্র শক্তি পেয়েছি।**

আল্লাহ ও ইহুদীরা

আল্লাহ তাদেরকে কতটুকু ঘৃণা করেন? সহীহ মুসলিম, বই ৪১, হাদিস ৬৯৮১: **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে হত্যা করতে থাকবে যতক্ষণ না একটি পাথরও ব,লে উঠে ঃ হে মুসলিম, এদিকে অগ্রসর হও, একজন ইহুদী আছে, সে আমার পেছনে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে, এসে তাকে জবাই কর।** সহীহ মুসলিম, বই ৪১, হাদীস ৬৯৮৫: **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের সময় ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না যতক্ষণ না মুসলমানরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং মুসলমানরা তাদের সবাইকে হত্যা করবে, আর যদি কোন ইহুদী কোন পাথর অথবা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এবং পাথর অথবা গাছ চিৎকার করে বলবে, হে মুসলিম, আমার পেছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। এসো এবং তাকে হত্যা কর;'** কিন্তু ঘারকাদ নামক গাছটি বলবে না, কারণ এটি ইহুদিদের গাছ!" এমনকি পাথর (মুসলিম পাথর ও পাথর) ইহুদি পুরুষ, নারী ও শিশুদের খবর দেবে

যদি তারা লুকানোর চেষ্টা করে, যাতে মুসলমানরা তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং তাদের সবাইকে হত্যা করে। এবং এখানে লক্ষ্য করুন, একটি ইহুদি গাছ আছে!

ইসলাম ও ইসরাইল বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত সংঘাত হচ্ছে তথাকথিত ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত। আমাদের অধিকাংশের জন্য, আমরা যা জানি তা হ'ল ইস্রায়েল ভূমি নিয়ে আরব বিশ্বের সাথে লড়াই করছে। এটি সত্য, তবে এটি পুরো গল্প নয়। যারা এই সংঘাত নিয়ে বিতর্ক করেন তাদের বেশিরভাগই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলেন এবং ফলস্বরূপ রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন। আমাদের বিশ্ব নেতারা এই সংঘাত যে রাজনৈতিক ঊর্ধ্বে এই সত্যটি উপেক্ষা করে তাদের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ ছাড়া এর কোনো সমাধান নেই, আছে শুধু যুদ্ধ। আমি বলছি না যে আমি যুদ্ধ শুরু করতে চাই। আমি শুধু একটি ঘটনা তুলে ধরছি। আসুন নিচের হাদিসগুলো দেখি। সহীহ মুসলিম, বই ৪১, হাদীস ৬৯৮১: **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে জবাই করবে যতক্ষণ না একটি পাথরও বলতে থাকে, হে মুসলিম, তোমরা এদিকে অগ্রসর হও। আমার পেছনে একজন ইহুদি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। এসো, তাকে জবাই করে দাও'**। সহীহ মুসলিম, বই ৪১, হাদিস ৬৯৮৫: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত ঘনিয়ে আসবে না যতক্ষণ না মুসলমানরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং মুসলমানরা তাদের সবাইকে জবাই করবে, আর যদি কোন ইহুদী কোন পাথর বা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তবে পাথর বা গাছ চিৎকার করে বলবে, হে মুসলিম, এখানে আমার পিছনে একজন ইহুদী রয়েছে। এসো, তাকে হত্যা কর,' কিন্তু ঘারকাদ নামক গাছটি বলবে না, কারণ এটি ইহুদিদের গাছ!'** মুহাম্মদের মতে, এমনকি পাথরও সমস্ত ইহুদিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে - পুরুষ, মহিলা এবং শিশু - যারা তাদের পিছনে লুকিয়ে থাকবে যাতে কোনও ইহুদি এই হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচতে না পারে। মুহাম্মদ (সাঃ) করুণা প্রার্থনা করেন না। তিনি ইহুদিদের সম্পূর্ণ নির্মূল করার আহ্বান জানান। এটা জানার পর আমরা কিভাবে নিশ্চিত হবো যে, মুসলমানরা ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজতে ইচ্ছুক? এটি এমন কিছু যা ঘটবে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময় থেকে বিচারের দিন পর্যন্ত কেউ এটিকে থামাতে সক্ষম হয়নি। মুহাম্মদ (সাঃ) সবসময় তার ধর্মকে ঘৃণার উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছিলেন। এটা ইসলামের জ্বালানি। তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের পক্ষ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এই আশায় যে ইহুদিরা তাকে এর জন্য পছন্দ করবে।

তাতেও যখন কাজ হলো না, তখন তিনি ইহুদিদের আক্রমণ করে নিজেকে খ্রিষ্টানদের কাছে বন্ধু হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন, এবার খ্রিষ্টানদের মন জয়ের আশায়। কুরআন ৫:৮২ বলেছেন: **আপনি দেখতে পাবেন যে, যারা আপনাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে তারা হচ্ছে ইহুদী এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের সাথে সবচেয়ে দয়ালু লোক হচ্ছে তারাই যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে দাবী করে।**

মুহাম্মদ তার রাজনৈতিক এজেন্ডা চালানোর জন্য আল্লাহর তথাকথিত প্রত্যাদেশগুলি ব্যবহার করেন। এতে দেখা যায়, যখনই তার ইচ্ছা হয় তখনই সে পক্ষ পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ তার সাথে পক্ষ পরিবর্তন করেন। দেখুন কুরআন ২:৬২:

নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না। [সুরা বাকারা - ২:৬২]

এখন কুরআন ২:৬২ এ ইহুদী ও খ্রিষ্টান উভয়ই উত্তম। এমনকি তারা বেহেশতেও যাবে।

মুহাম্মদের তার শত্রু ধ্বংসের ধাপসমূহ

১. মুহাম্মদ, শান্তিকামী মুহাম্মদ এই পর্যায়ে কিছুই ছিলেন না। তার কোনো ক্ষমতা ছিল না, সেনাবাহিনী ছিল না, অনুসারী ছিল না। তাঁর নবুওয়াতের প্রথম তেরো বছরে তাঁর মাত্র ৭০ জন অনুসারী ছিল। শান্তিপ্রিয় মানুষ থাকা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। আম্মার বিন ইয়াসির সহীহ আল-বুখারীর (কিতাব, বই ৫৮, হাদিস ১৯৭) এর নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, **"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি এবং তাঁর সাথে কেবল ইসলাম গ্রহণকারী, পাঁচজন ক্রীতদাস, দু'জন মহিলা এবং আবু বকর ছিলেন।** লক্ষ্য করুন, ইসলাম গ্রহণের পরও তার পাঁচ অনুসারীকে ক্রীতদাস বলা হতো। মুহাম্মদ তখনও ঈমানের ভাইদের ক্রীতদাস মনে করতেন। নিঃসন্দেহে ক্রীতদাসদের ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। শুরুতে, মুহাম্মদ দাসদের মুসলমান হওয়ার জন্য কৌশলে বাধ্য করেছিলেন এবং পরে তাদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর পক্ষে লড়াই করেছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি বিলালের ক্ষেত্রে এটিই

ঘটেছিল, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মুহাম্মদের জন্য লড়াই করেছিলেন, কিন্তু তাকে কখনই মুক্তি দেওয়া হয়নি।

২. হিজরত পর্যায় (ইমিগ্রেশন) ঠিক এই পর্যায়টিই আজ মুসলমানরা অনুশীলন করে। অন্য কারও দেশে একটি বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য, তারা সেই জমিতে নিজেদেরকে জড়ো করে আক্রমণের পরিকল্পনা এবং প্রস্তুত করে যতক্ষণ না তাদের জনসংখ্যা একটি সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট বড় হয়। ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়েদা আফগানিস্তানে গিয়ে এটাই করেছিল। তারা একটি বড় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য সেখানে হিজরত করেছিল এবং যখন তারা প্রস্তুত ছিল, তখন তারা কোনও দয়া ছাড়াই আক্রমণ করেছিল - ঠিক যেমন মুহাম্মদ তাঁর সময়ে করেছিলেন। এ পর্যায়ে মুসলমানরা চুরি থেকে আয় পায়। চুরির মাধ্যমে তারা দুটি লক্ষ্য অর্জন করে:
• তারা অন্যের অর্থ, পশুপাখি এবং পণ্য নিয়ে সম্পদ সংগ্রহ করে।
• তারা কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করা ইসলামের মৌলিক বিষয়।
এটি তার আকার নির্বিশেষে শত্রুকে নামানোর অন্যতম সেরা এবং দ্রুততম উপায়। ভয় যখন তার অন্তরে থাকে, তখন একটি হাতিও ইঁদুরের কাছে মাথা নত করবে (যা আমাকে সৌদি আরবের বাদশাহর কাছে ওবামার মাথা নত করার কথা মনে করিয়ে দেয়)। শত্রু যখন ভয় পায় তখন তার জীবনে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে তা মুসলমানরা বুঝতে পারে। তারা জানে যে তাদের যা করতে হবে তা হ'ল ধৈর্য ধরা এবং ভয় ছড়িয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করা এবং ধরে রাখা। মনে মনে ভয় থাকলে শত্রু কখনো জয়ী হতে পারবে না। (আমেরিকা যতক্ষণ ভয়ের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ সে কখনই জিততে পারবে না। আরবে পৃথিবীতে ঈশ্বর হওয়ার আগে, মুহাম্মদ বণিকদের বিরুদ্ধে ৫৬ টিরও বেশি আক্রমণ করেছিলেন, আক্রমণকারীদের মধ্যে ২৮ জনকে গাজওয়াহ (কাফেলা অশ্বারোহী) বলা হত।

৩. সামগ্রিক যুদ্ধের পর্যায়; হয় তুমি আমার পক্ষে অথবা আমার বিপক্ষে এই চূড়ান্ত পর্যায়ে মুহাম্মদ আর দুর্বল ছিলেন না। তিনি আরও খোলামেলা এবং স্পষ্ট ভাষায় তার এজেন্ডা ঘোষণা করেছিলেন। যে তার কাছে মাথা নত করেনি তাকে হত্যা করা হয়েছে। যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, বিশেষ করে যারা তার বিরোধিতা করেছিল—যেমন যিহুদিরা, তাদের হত্যা করা হয়েছিল।

কুরআন ইসরাইলের প্রকৃত অধিবাসীদের চিহ্নিত করে

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিতর্কের উভয় পক্ষ থেকেই আমরা সবসময় একই যুক্তি শুনতে পাই। মুসলমানরা বলে ইসরাইলিরা তাদের জমি দখল করে নিয়েছে এবং ইসরায়েলিরা বলে বাইবেলের সময় থেকে এটা তাদের অধিকার। দুর্ভাগ্যক্রমে, বিশ্ব উদারপন্থী মিডিয়া দ্বারা ভরা যা অপরাহর মতো টিভি শো দ্বারা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যারা এখন পর্যন্ত জানে না যে কফি কোথা থেকে আসে, বা জন স্টুয়ার্টের মতো শো, যা আমাদের হাসায়, তবে আমি নিশ্চিত নই কি। এর বাইরে রয়েছে ইউটিউবের প্রোপাগান্ডা। তথ্যের জন্য অসংখ্য আউটলেট নির্বিশেষে, তাদের কেউই সংঘাতের সত্যিকারের কেন্দ্রবিন্দু কী তা নিয়ে আলোচনা করার মতো সৎ নয়। আসুন আমরা একটি বাস্তব অধ্যয়ন করি এবং খুঁজে বের করি যে প্রকৃতপক্ষে ইস্রায়েলের কারা। আমরা তথ্য উপস্থাপন করব এবং আমাদের তথ্য দেখাবে যে ইস্রায়েল ইহুদিদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে ইস্রায়েল বাইবেল অনুসারে ইহুদিদের, তবে আমরা বাইবেলকে সরিয়ে রাখব এবং কুরআন থেকে আমাদের প্রমাণ নেব। উদারপন্থী ও কুরআন বান্দাদের মুখ বন্ধ করার এটাই সর্বোত্তম পন্থা, যারা কুরআনকে ভুল বলার সাহস রাখে না। আপনারা অনেকেই জানেন না যে, কুরআন খুব স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে, ইসরাইল বা ফিলিস্তিন হচ্ছে ইহুদিদের ভূমি। আসুন আমরা একসাথে নিম্নলিখিত আয়াতগুলি পড়ি:

কুরআন ৫:২০-২৬ :

যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি। [সুরা মায়েদা - ৫:২০]

হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। [সুরা মায়েদা - ৫:২১]

তারা বললঃ হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব।' [সুরা মায়েদা - ৫:২২]

খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেনঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর।

অতঃপর তোমরা যখন তাতে পবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। [সুরা মায়েদা - ৫:২৩]
তারা বললঃ হে মূসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। [সুরা মায়েদা - ৫:২৪]
মূসা বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। [সুরা মায়েদা - ৫:২৫]
বললেনঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভুপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না। [সুরা মায়েদা - ৫:২৬]

এখন আসুন আমরা প্রতিটি আয়াত অধ্যয়ন করি:
আয়াত ২০ - আমরা শিখেছি যে ইহুদীরা ঈশ্বরের মনোনীত লোক, কেবল বাইবেলেই নয়, কুরআনেও আমরা পড়ি, তিনি (আল্লাহ) "আপনাকে এমন কিছু দিয়েছেন যা তিনি বিশ্বের কাউকে দেননি।
আয়াত ২১ - আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং অধিবাসীদের কাছ থেকে দেশ ছিনিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে না নিতে সতর্ক করেন, অন্যথায় তিনি তাদের শাস্তি দেবেন। হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।
আয়াত ২২: শান্তিপূর্ণ ইহুদীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু আল্লাহ যুদ্ধ ও রক্তপাত চান। তারা বললঃ হে মূসা, নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে বিশালকায়, আমরা কখনো ওতে প্রবেশ করব না যতক্ষণ না তারা ওখান থেকে বের হয়ে আসে। সুতরাং তারা যদি তা থেকে বের হয়ে আসে, তবে অবশ্যই আমরা প্রবেশ করব।
২৩ সমস্ত ইহুদীদের মধ্যে দু'জন যুদ্ধে যেতে সম্মত হল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাদেরকে বিজয়ের ওয়াদা দিলেন।
আয়াত ২৪ - ইহুদীরা যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে। তারা মূসাকে জিজ্ঞাসা করল কেন তার পালনকর্তা যুদ্ধ পছন্দ করেন? তারা মূসাকে তার পালনকর্তার সাথে যেতে বলল, কিন্তু তারা পেছনে থেকে যাচ্ছে। তারা বললঃ হে মূসা, আমরা কখনো

ওতে প্রবেশ করব না যতক্ষণ তারা সেখানে অবস্থান করবে, অতএব আপনি এবং আপনার পালনকর্তা যান। সুতরাং যুদ্ধে লিপ্ত হও, নিশ্চয়ই আমরা এখানে বসে আছি।

আয়াত ২৫- আল্লাহ মন্দ ও ভাল লোককে নাম ও উপাধি দিয়েছেন। আমার সাথে পড়ুন। সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি আমার নিজের ও আমার ভাই ব্যতীত অন্য কিছুর মালিক নই, অতএব আমাদের ও সীমালংঘনকারীদের মধ্যে পার্থক্য করে দাও। এখানে আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের উপর ফয়সালা করলেন যে, তারা দেশের অধিবাসীদের জন্য হত্যা করতে অস্বীকার করেছিল। তিনি তাদের 'সীমালঙঘনকারী মানুষ' বলে অভিহিত করেন।

আয়াত ২৬ - ইহুদীরা যুদ্ধ করে দৈত্যদের হত্যা করতে অস্বীকার করায় আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন। তিনি তাদের ৪০ বছর মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর শাস্তি দেন।

এখন সময় এসেছে কিছু প্রশ্ন করার। কুরআন ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের দৈত্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এরা আজকের ফিলিস্তিনি বলা একই লোক হতে পারে না, কারণ তারা শরীরের আকারে গড়ের চেয়ে খাটো এবং ছোট। ফিলিস্তিনিরা কারা? তারা কোথা থেকে এলো? উত্তরটা সহজ। এরাই সেই মুসলমান যারা ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর সাথে এ দেশে প্রবেশ করেছিল (উমরের চুক্তি পড়ুন)। ইয়াসির আরাফাত দৈত্যদের বংশধর হতে পারেন না কারণ তিনি পাঁচ ফুটও লম্বা নন। কেন তারা সবাই এই ভূমিকে বেছে নিয়েছিল এবং এটিকে "পবিত্র ভূমি" বলে অভিহিত করেছিল (কুরআন ৫:২১), যখন তখনও আল্লাহর কোন নবী সেখানে বাস করেননি? আল্লাহ, স্বয়ং ইস্রায়েলকে ইহুদিদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত ভূমি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন (কুরআন ৫: ২১) এমনকি যদি এর অর্থ বাসিন্দাদের কাছ থেকে জোর করে নেওয়া হয়। মুসলমানরা আজ বলছে, ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে ইসরায়েল (ফিলিস্তিন) কেড়ে নেওয়া ঠিক নয়, কুৎসিত, জঘন্য, অপরাধ ও অমানবিক। মুসলমানরা কি এটা বলার দুঃসাহস পাবে যে, আল্লাহর দানশীলদের হত্যা করে ইসরাইল থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত সঠিক, কুৎসিত, জঘন্য, অপরাধ ও অমানবিক নয়? আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদেরকে ৪০ বছর মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছেন, কারণ তারা দৈত্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেছে। এতে দেখা যায়, ইহুদিরা আল্লাহর দৃষ্টিতে ধার্মিক হওয়ার জন্য দৈত্যদের হত্যা করে পবিত্র ভূমি দখল করতে হবে। তখনই আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের পছন্দ করবেন।

ইহুদী ও খৃষ্টানদের জন্য নিত্যদিনের অভিশাপ

লক্ষ্য করুন, মুসলমানরা দিনে পাঁচবার ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের গালি দেয়। কুরআন ১:৭ আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়কে অভিশপ্ত ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের(খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের)পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। [সুরা ফাতিহা - ১:৭]

সব দৈত্যকে (ফিলিস্তিনি?) হত্যা না করার জন্য আজ ইহুদিরা প্রতিদিন পাঁচবার মুসলমানদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়। আমার সহস্র বিতর্কের একটিতে আমি একজন মুসলিম পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন আল্লাহ তা'আলা দৈত্যদের হত্যা করা কেন ঠিক ছিল? তিনি উত্তর দিলেন যে, সে সময়ের দৈত্যরা মুসলমান ছিল না, সুতরাং তাদের হত্যা করা মুমিনদের কর্তব্য। ইসলামে এটাকে ন্যায়বিচার বলা হয়। আমি এটাকে ভণ্ডামি বলি।

এখানে আমার শেষ পয়েন্টগুলি রয়েছে:

- আল্লাহ কেন ইহুদিদের জন্য এই ভূমিকে বেছে নিলেন? কেন তিনি তাদের জমি বরাদ্দ দিলেন?
- আল্লাহ যদি সত্যিকারের ঈশ্বর হতেন, তাহলে তিনি জানতেন যে ইহুদিদের জমি দেওয়া একটি বড় ভুল হবে এবং তার পছন্দের ফলে আজ অবধি একটি অন্তহীন যুদ্ধ চলবে। যেহেতু তিনিই ইহুদিদের হাতে জমি তুলে দিয়েছিলেন, তাই আজ যে রক্তপাত দেখা গেছে এবংযুদ্ধ আছে তা তার নিজের অপরাধ।
- এটা এত স্পষ্ট যে, আল্লাহ সে সময় জানতেন না যে, পবিত্র ভূমিতে যারা একদিন বসবাস করবে তারাই মুসলমান হবে। যেমনটি আমি বলেছিলাম, দৈত্যরা আজ সেখানে বসবাসকারী একই লোক হতে পারে না।
- আল্লাহ তা'আলা কখনো কুরআনে ফিলিস্তিনিদের নাম উল্লেখ করেননি। তার কি তথ্যের অভাব ছিল বলে?
- এ থেকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে বিষয়টি আমরা পাই তা হলো, স্বয়ং কুরআনই প্রমাণ দেয় যে, ইসরাইলের ওপর মুসলমানদের দাবী মিথ্যা। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, ইসরাইল ইহুদীদের।

আল্লাহ কেন ইহুদীদেরকে বানর ও শূকর বানালেন?

কুরআন ২:৬৫ বলছে,

তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘণ করেছিল। আমি বলেছিলামঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। [সুরা বাকারা - ২:৬৫]

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
(سورة البقرة , Al-Ba'qara, Qur'an 2:65)

কুরআন ৫:৬০:

বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। [সুরা মায়েদা - ৫:৬০]

আমি মনে করি আল্লাহ শনিবার, বিশ্রামবারের দিনে মাছ ধরতে যাওয়ায় ইহুদিদের উপর রাগান্বিত হয়েছিলেন, তাই তিনি তাদের শূকর এবং বানরে পরিণত করে অভিশাপ দিয়েছিলেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, গত কয়েক হাজার বছরে কেন একজন ইহুদি নর-নারীও বানর বা শূকরের রূপ পায়নি? উল্লেখ্য, আল্লাহ কখনো ইহুদিদের বিশ্রামবার থেকে মুক্তি দেননি। আরও উল্লেখ্য যে অভিশাপটি আজও সক্রিয়। পরের শনিবার আপনার সাথে মাছ ধরার জন্য একটি ইহুদি লোক নিন এবং আপনার সাথে একটি ভিডিও ক্যামেরা আনুন। আপনার ইহুদি বন্ধুটি বানর বা শূকর হয়ে যায় কিনা তা দেখুন। যদি সে বিশ্রামবারের শেষে মানুষ থাকে, তাহলে আল্লাহর অভিশাপ নিশ্চয়ই অকার্যকর হবে। আল্লাহ যেহেতু ইহুদিদের শনিবারে কোনো কাজ করতে দিতে চান না, তাহলে তিনি কেন মুসলমানদের শুক্রবারে কাজ করার অনুমতি দেন? আল্লাহ তা'আলা বিশ্রামবারে মাছ ধরার জন্য ইহুদীদেরকে বানর ও শূকর বানিয়ে দিলেন। এখানে কুরআন ৭:১৬৩ এর কাহিনী রয়েছে:

আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা ছিল নদীর তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশের ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর, আর যেদিন শনিবার হত না, আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিল নাফরমান। [সুরা আরাফ - ৭:১৬৩]

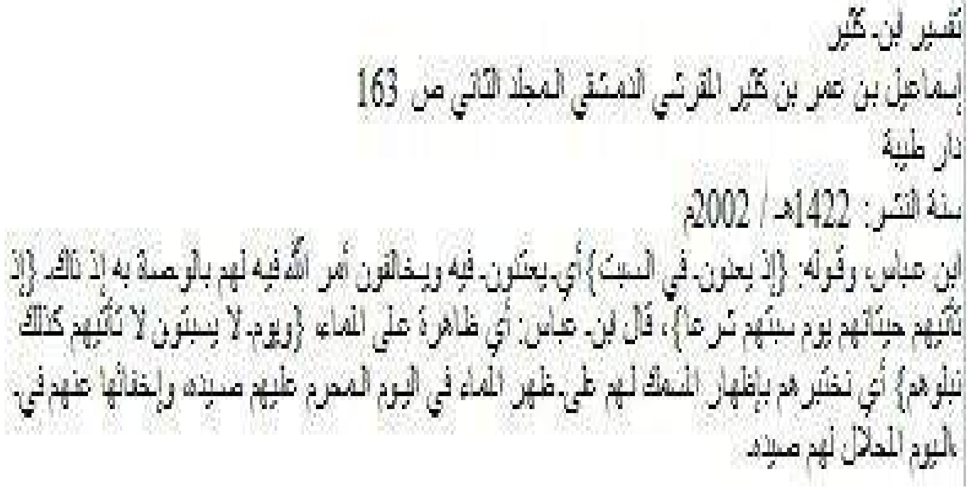
تفسير ابن كثير
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المجلد الثاني ص 163
دار طيبة
سنة النشر: 1422هـ / 2002م
ابن عباس، وقوله: {إذ يعدون في السبت} أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك {إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا}، قال ابن عباس: أي ظاهرة على الماء {ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم} أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائها عنهم في اليوم الحلال لهم صيده.

আসুন আমরা ইবনে কাসীরের কুরআনের ব্যাখ্যা পড়ি ৭:১৬৩ (ইবনে কাসীর, মুদ্রণ. ২০০২, দার-তিবা কর্তৃক প্রকাশিত, ২য় খন্ড, ১৬৩): যখন তাদের মাছ বিশ্রামবারে পানির শীর্ষে ভাসতে ভাসতে তাদের কাছে এসেছিল এবং পানির উপরে দৃশ্যমান ছিল, আল-দাহহাক অনুসারে, যিনি ইবনে আব্বাস ইবনে জারীর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আল্লাহর বাণী (কিন্তু শনিবার ব্যতীত অন্য দিনে তারা আসেনি, আমি তাদের পাপের পক্ষ থেকে এভাবেই তাদের বিপদের ব্যবস্থা করেছিলাম) অর্থাৎ, যেদিন মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়েছিল সেদিন আমি মাছকে পানির উপরিভাগের কাছাকাছি সাঁতার কেটে পরীক্ষা করেছিলাম। আর সপ্তাহের অবশিষ্ট দিনগুলোতে যেদিন মাছ ধরার অনুমতি দেয়া হতো সেদিন তাদের কাছ থেকে মাছ লুকিয়ে রাখা হতো, (এমনিভাবে আমি তাদেরকে ঝামেলার ব্যবস্থা করেছিলাম) যাতে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম। … এ কাহিনীতে আল্লাহর দ্বিমুখী হুকুম দেখানো হয়েছে (কুরআন ২:১৭৩):

তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শুকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যাতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। [সুরা বাকারা - ২:১৭৩]

- সুতরাং ক্ষুধার কারণে আল্লাহর আইন ভঙ্গ করতে হলে একজন মুসলিমের জন্য শূকরের মাংস খাওয়া উত্তম।
- তাহলে কেন আল্লাহ দরিদ্র ইহুদীদের প্রতি দয়া করছেন না, যাদেরকে তিনি সপ্তাহে ছয় দিন অনাহারে কষ্ট দিতেন এবং তারপরে মাছ কেবল শনিবারেই

আসতেন? ইহুদীরা খাবার ছাড়া কত সপ্তাহ রোজা রাখতে পারে? যার অর্থ, এটা আল্লাহর নিজের হস্তশিল্প ও অপরাধ ছিল এবং পরবর্তীতে তিনি বিশ্রামবারে মাছ্ ধরার জন্য তাদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন?

- ঈশ্বর তাদের শনিবার মাছ্ ধরতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল সেই দিনই মাছ্ আসতে দিয়েছিলেন!
- কিভাবে এই গরীব লোকেরা তাদের পরিবারের মধ্যে ছয়দিন খাবার দেবে যদি আল্লাহ মাছটিকে অদৃশ্য করে দেন এবং তিনি কেবল শনিবারই মাছটিকে পানির উপরে তুলে দেন?
- এটা কি ন্যায়বিচার? আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের সাথে খেলা করছেন, তাদেরকে ক্ষুধায় বাধ্য করছেন যাতে তারা তাঁর আদেশ ভঙ্গ করে; এবং পরবর্তীকালে তিনি তাদের উপর তার শাস্তি প্রয়োগ করেন ইঁদুর এবং শূকর এবং বানরে রূপান্তরিত করে!
- এটা খুব স্পষ্ট যে যিনি এই গল্পটি তৈরি করেছেন তার একটি মন্দ মন রয়েছে, এটা ব্যাখ্যা করে যে ঈশ্বর আমাদের কেবল তাঁর মানবিক ধরণের বিনোদনের জন্য কষ্ট দেন - ছোট বাচ্চাদের সপ্তাহে ছয় দিন এত ক্ষুধার্ত হতে দেখার আনন্দ, সবই কেবল নিজের আত্মসম্মান বাড়ানোর জন্য।

এমনকি ইঁদুরও তৈরি হয় ইহুদিদের দিয়ে!

সহীহ আল বুখারী, বই ৫৪, হাদীস ৫২৪: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'বনী ইসরাঈলের একটি গোত্র হারিয়ে গেছে। কেউ জানে না তারা কী কাজ করেছে। তবে আমি তাদেরকে এ ছাড়া আর কিছুই দেখি না যে, তারা অভিশপ্ত (আল্লাহর পক্ষে) এবং ইঁদুরে রূপান্তরিত হয়েছে, কারণ আপনি যদি একটি উটের দুধ ইঁদুরের সামনে রাখেন তবে সে তা পান করবে না, কিন্তু যদি তুমি তার সামনে একটি মেষের দুধ রাখ, তবে এটি তা পান করবে|"

আমি কায়েবকে বিষয়টি বললাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথা শুনেছেন? আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। কায়েব আমাকে কয়েকবার একই প্রশ্ন করেছিল; আমি কায়েবকে বললাম, আমি কি তাওরাত পড়ি? (অর্থাৎ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বলছি)।

আসুন আমরা মুহাম্মদের যুক্তি অধ্যয়ন করি যা একটি প্রাণীর জন্য গ্রহণ যোগ্য হবে না। একটি প্রাণী আপনার মতো যা পানীয় হিসাবে গ্রহণ করে না তার অর্থ প্রাণীটি আপনার মতো একই জাতিগত গোষ্ঠীর। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে কোন অন্যায় কাজের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে ঐ ধরনের পশুতে রূপান্তরিত করেছেন?
আমরা মুহাম্মদের এই উজ্জ্বল আবিষ্কারের যুক্তি ব্যবহার করতে যাচ্ছি আরেকটি রহস্য সম্পর্কে জানার জন্য: গাধারা হুইস্কি বা অ্যালকোহল পান করে না এবং মুসলমানরা মদ পান করে না। অতঃপর গাধারা মানুষ মুসলমান ছিল এবং আল্লাহ তাদেরকে গাধায় পরিণত করেছেন? মনে রাখবেন, আমি মুসলমানদের গাধা বলছি না, একেবারেই না, তবে আমি তার যুক্তি ব্যবহার করে মুহাম্মদের মতো স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করছি। সর্বোপরি, তিনি কি অনুসরণীয় সর্বোত্তম উদাহরণ নন? তাহলে আমার একটা প্রশ্ন জাগে যে, মুহাম্মদ কিভাবে এমন একটা আইডিয়া দিলেন?

মুহাম্মদ ইহুদিদের নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করতে পারেনি। এমনকি যখন তিনি মুসলমানদের কোন কাজ করার নির্দেশ দিতেন, তখনও তিনি তাঁর আদেশ-নিষেধের ভিত্তি করে আল্লাহর ন্যায়-অন্যায়ের শিক্ষার উপর ভিত্তি করতেন না, বরং ইহুদীদের বিপরীত কাজ করতেন, যেমনটি আমরা অনেক হাদীসে দেখতে পাই। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

মুহাম্মদ আল্লাহর শিক্ষা দিয়ে নয়, ইহুদিদের বিরোধিতা করার জন্য নিয়ম তৈরি করেন

সুনানে আবু দাউদ, বই ২, হাদিস ০৬৫২: আওস ইবনে সাবিত আল-আনসারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **'ইহুদিদের থেকে ভিন্ন আচরণ করো, তাদের পক্ষ থেকে তারা তাদের জুতা বা মোজা পরে নামায পড়ে না।**

মুহাম্মদ কি তাদেরকে ইহুদীদের আমল স্মরণ না করে কিভাবে নামায আদায় করতে হবে তা বলে দিতে পারেন না? মুসলমানরা কেন সব বিষয়ে ইহুদীদের বিপরীত হবে?

আরো মজার হয়ে ওঠে সুনানে আবু দাউদ, বই ২০, হাদিস ৩১৭০ এর হাদিসটি উবাদাহ ইবনে আসামত থেকে বর্ণিত: **"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না লাশ কবরে রাখা হতো। জানাজার সময় একবার একজন শিক্ষিত ইহুদী তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যখন সে (মুহাম্মদ) একটি জানাজার সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে**

ছিল, অতঃপর ইহুদী বলেছিল: "আমরা এভাবেই করি (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামায পড়া)। রাসূল (ছাঃ) বসলেন এবং বললেনঃ বসুন এবং তাদের (ইহুদীদের) থেকে ভিন্ন আচরণ করুন।

- এটা কি বাস্তব? মুহাম্মদ সর্বদা জানাজায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন যতক্ষণ না একজন ইহুদি বলেছিলেন যে আমরা এটি এভাবে করি, এবং তারপরে তিনি বিপরীতে পরিবর্তিত হন?
- তার মানে কি মুহাম্মদ (সাঃ) কবরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার সময় ভুল করেছিলেন?
- মুহাম্মদ কেন আল্লাহর কাছে নামাজের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দিতে বলেননি, বরং শিশুর মতো আচরণ করে " বললেন, 'বসো এবং তাদের থেকে ভিন্ন আচরণ করো।

আরেকটি উদাহরণ সহীহ আল-বুখারী, বই ৫৬, হাদিস ৬৬৮:

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের পাকা চুল রং করে না, ফলে তোমরা তাদের বিপরীত কাজ করবে।

এটা খুবই স্পষ্ট যে, ইসলামকে ইচ্ছাকৃতভাবে খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের বিপরীত করে তোলা হয়েছে। ফলে যদি কোনো মুসলিম আপনার কাছে এসে বলে, 'আমাদের ও তোমাদের একই ঈশ্বর' আছে, তাহলে সে আপনাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। তিনি জানেন যে, আমরা যা-ই বিশ্বাস করি বা যাই করি না কেন, তাঁর নবী প্রতিটি কাজ ও শিক্ষায় এর বিপরীত হতে বেছে নিয়েছেন, আমাদের ভুল বলে নয়, বরং আমাদের বিপরীত হওয়ার জন্য।

ইসলামে শান্তি চুক্তি

আমি নিশ্চিত নই যে আপনি ইসলাম কতটা বিপজ্জনক তা বোঝেন কিনা। আপনি যেমন দেখেছেন, আল্লাহ খ্রিস্টানদের ঘৃণা করেন এবং মুসলমানদের তাদের হত্যা করার জন্য যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। প্রায় তিন বিলিয়ন মানুষ আছে যারা খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের দ্বারা তাদের লড়াই করতে হবে। অথবা যিযিয়া অর্থ আদায় করা, ধর্মান্তরিত করা বা হত্যা করা চালিয়ে যেতে হবে। এর সাথে সর্বশেষ হাদীসে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যোগ করুন। ওবামা ও অন্যান্য পশ্চিমা মিথ্যাবাদীদের মতো রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে আমরা ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে যা শুনি তা হলো অজ্ঞতা। তাদের নির্বুদ্ধিতা তাদেরকে অন্ধ

করে দিচ্ছে। তারা কেবল কী আসছে তা দেখার জন্য আগামীকাল পর্যন্ত এটিকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে! যা আসছে তা কুৎসিত।

পৃথিবী রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে, কারণ ইসলাম রক্তের জন্য ক্ষুধার্ত একটি পশু। কেউ কেউ বলতে পারেন, "কিছু ইসলামিক দেশ যারা ইস্রায়েলের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে?হ্যাঁ, এটা সত্য, কিন্তু এটা সাময়িক, যতক্ষণ না মুসলমানরা ইসরাইল এবং সমগ্র পাশ্চাত্যকে ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন করবে, যেমনটা আমরা কুরআনে আল্লাহকে নির্দেশ করতে দেখি। কুরআন ৪৭:৩৫ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। [সুরা মুহাম্মাদ - ৪৭:৩৫]

এটা খুবই পরিষ্কার যে মুসলমানদের শান্তির জন্য যেতে দেওয়া হয় না, কারণ ইসলাম যেকোন ধরনের শান্তির বিরুদ্ধে। এমন কিছু শর্ত রয়েছে যখন মুসলমানরা শান্তির ব্যাপারে একমত হতে পারে এবং আল্লাহ তখই তা অনুমোদন করেন যখন তা ক্ষণস্থায়ী হয়। মুসলমানরা যদি ইহুদিদের পরাজিত করতে না পারে তবে সন্ধি করা ঠিক আছে। মুহাম্মদ নিজে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের সাথে এ কাজ করেছেন। তিনি যখন দুর্বল ছিলেন তখন তিনি এটি করেছিলেন। যদি সে যুদ্ধে যেত, তবে সে হেরে যেত এবং তারা তাকে সহজেই হত্যা করতে সক্ষম হত, তাই মুহাম্মদ একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন এবং তারপরে এটি ভঙ্গ করেছিলেন যখন তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন যেমন আমরা কুরআন ৯:১ এ দেখি:

সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। [সুরা তাওবা - ৯:১]

কথাটা যতই সহজ হোক না কেন, মুসলমানদের করা চুক্তিকে পৃথিবীর কোনো দেশ বিশ্বাস করবে কেন? এর ভিত্তি হচ্ছে মূর্খতা ও অজ্ঞতা। ইসরাইল এখন এই অবস্থা মোকাবেলা করছে। মার্কিন সরকার তাদের এ ধরনের চুক্তি মানতে বাধ্য করছে। শিগগিরই ইরানি মুসলমানরা তাদের পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হবে, যা ইতোমধ্যে কিছু মুসলিম দেশের কাছে রয়েছে। আমার ধারণা ২৫ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে রক্তপাতের দল শুরু হবে। এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র, যখন আমরা দেখব পশ্চিমে মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে এবং তখন তারা তাদের নিজস্ব এজেন্ডা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেবে। এমনকি তারা ইসরাইলকে ধ্বংস করার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে এবং তারপর তারা এমন যেকোনো দেশকে পরমাণু বোমা বানাতে পারে, যারা ইসলাম গ্রহণ করে না। আমি বলছি, যদি পারত! আমার দৃঢ় বিশ্বাস মুসলমানদের যদি যুক্তরাষ্ট্রের

সেনাবাহিনীর মতো শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকত, তারা একবার বলত, '**তোমাদের হাতে তিন দিন সময় আছে। হয় তুমি ধর্মান্তরিত হও, না হয় মরে যাও'।**
এ কারণেই মুহাম্মদ সে সময় তার আশপাশের তিনটি বৃহত্তম রাজ্যের তিন রাজার কাছে তিনটি চিঠি পাঠিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত হওয়া বা যুদ্ধে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন! সন্ত্রাসই ছিল মুহাম্মদের বিজয়ের পথ। কুরআন ৮:১২ পড়ুন:
যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। [সুরা আনফাল - ৮:১২]
এভাবেই মুসলমানরা জর্জ ডব্লিউ বুশকে কুকুরছানার মতো মসজিদে যেতে বাধ্য করেছিল। হিলারি ক্লিনটন থেকে শুরু করে ওবামা পর্যন্ত যারা এসেছেন তাদের সবার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। তাদের পরে অনেকে মুসলিম রাজাদের কাছে মাথা নত করবে, কারণ তারা ইসলামী সন্ত্রাসের ভয়ে ভীত। আমি যা বলতে চাইছি তা হয়তো আপনি এখনো বুঝতে পারছেন না! যিশুখ্রিস্টের বিরুদ্ধে কয়টা সিনেমা বানানো হয়েছে? কয়টা বই? কয়টা মিথ্যা কথা? একই সাথে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কথা বলার বা সিনেমা বানানোর সাহস কার আছে?! কেন, এমনকি হলিউডেও তারা মুসলিম বিশ্বের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিল এবং তারপর সমস্ত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মুসলমানদের সম্পর্কে ইতিবাচক চলচ্চিত্র তৈরি করতে বাধ্য করেছিল? সন্ত্রাস শক্তিশালী! যারা সত্য কথা বলবে তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করবে।

মুসলমানরা কি ইসলামে মিথ্যা বলতে পারে?

স্বাভাবিক উত্তর কোন উপায় হওয়া উচিত নয়, তাই না? কোনো ধর্মই এটা অনুমোদন করবে বলে মনে হয় না! বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও এটাই সত্যি। ইসলাম মিথ্যা বলার অনুমতি দেয়! ইসলামে দুই প্রকার মিথ্যা রয়েছেঃ
১. অমুসলিমদের সাথে যে কোন বিষয়ে মিথ্যা বলা। বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে (খারাপ জিনিস ঢাকতে);
২. মুসলমানদের প্রতি মিথ্যা বলা।
আমরা কুরআন ৩:২৮ পদের প্রথম মূলনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করবঃ

মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। [সুরা ইমরান - ৩:২৮]

এই আয়াতটিকে প্রায়শই প্রাথমিক আয়াত হিসাবে দেখা হয় যা অমুসলিমদের প্রতি প্রতারণা নিষিদ্ধ করে। ঈমানদারগণ (মুসলমান) মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে (কাফের/অমুসলিম) বন্ধু ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না যতক্ষণ না তোমরা "তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা কর", কিছু অনুবাদে "সাবধানতা অবলম্বন করা" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটা সব মুসলমানই জানে। একে বলা হয় তাকিয়া, আত্মরক্ষামূলক প্রতারণা)।

যদি আমরা মুসলমানদের মিথ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তবে তারা আপনাকে উত্তর দেওয়ার সময় একই আয়াত পাঠ করবে। তারা বলবে এটা যুদ্ধের ব্যাপার, যেন কেউ শত্রু যে তোমার গলায় তলোয়ার ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করবে তুমি মুসলমান কিনা। হ্যাঁ বললে মেরে ফেলবে! আল্লাহ বলছেন, এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তুমি মিথ্যা বলতে পারো। এটা কি সত্যি? হ্যাঁ আর না! এই আয়াত মুসলমানদের আত্মরক্ষার সব ধরনের অধিকার দিয়েছে। মুসলমানদের বলা হয়েছে, সব অমুসলিমই শত্রু। তারা তাদের শত্রুদের মিথ্যা বলতে পারে। তারা সবসময় আপনাকে এভাবেই দেখে। শত্রু হিসেবে, আপনি তাদের যেভাবে দেখেন সেভাবে নয়। আমার পাশের ঘরে যদি কোন মুসলমান বাস করে থাকে তবে আমি শত্রু যেমনটি কুরআন ৫:৫১ এ অবতীর্ণ হয়েছে :

হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। [সুরা মায়েদা - ৫:৫১]

তবে আপনি বলতে পারেন, "তিনি (আমার প্রতিবেশী) প্রতিদিন সকালে আমাকে ফোন করে বলেন, 'শুভ সকাল, আমার বন্ধু! আচ্ছা, এই হলো তাকিয়া। যতক্ষণ না তারা উপরের হাত পাচ্ছে ততক্ষণ মিথ্যা বলে বেঁচে থাকা। আমার বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য আয়াত ও মুসলমানদের ব্যাখ্যা দেখা যাক; আমার নয়। তাফসীর ইবনে আব্বাস (মোকরানে গুয়েজু অনুবাদ) কুরআনের তাফসীরে যান এবং এই আয়াতের ব্যাখ্যা পড়ুন:যে কাফির ও কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে

আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, আল্লাহর কাছে কোন সম্মান, দয়া বা নিরাপত্তা নেই; যদি না তোমরা তাদের থেকে নিজেদের রক্ষা কর, এবং তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলার মাধ্যমে তাদের থেকে নিজেদের রক্ষা কর, অথচ তোমাদের অন্তর তা ঘৃণা করে। এই আয়াতটি মুসলমানদের বলছে যে তারা যেন কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে বরং মুমিনদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, কারণ যে কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে আল্লাহর কাছ থেকে কোন আশ্রয় পায় না। আল্লাহ নিজেই তাকে সতর্ক করেন এবং আল্লাহই সকল আদেশ দিয়েছেন। ব্যাখ্যায় দেখা যায়, মূল কথা হলো, মুসলমানরা অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না।

মুসলিমরা শপথ নেওয়ার সময়ও মিথ্যা বলতে পারে?

কুরআন ২:২২৫ :

তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে ধরবেন না, কিন্তু সেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী ধৈর্য্যশীল। [সুরা বাকারা - ২:২২৫]

আবার, কুরআন ৫:৮৯ এ আমরা পড়ি:

আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাধ। অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেনীর খাদ্য যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা, তাদেরকে বস্তু প্রদান করবে অথবা, একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটা কাফফরা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। [সুরা মায়েদা - ৫:৮৯]

এই আয়াতগুলি বলছে যে আপনি একটি শপথ নিতে পারেন এবং এটি আপনার হৃদয়ে সত্যই বোঝাতে পারেন না। চিন্তা করো। আল্লাহ বলছেন যে আপনি নিরর্থকভাবে তাঁর নাম ব্যবহার করতে পারেন এবং এর জন্য শাস্তি পেতে পারেন না। কল্পনা করুন প্রত্যেক মুসলমান যে কোন সময় শপথ নিচ্ছে, কিন্তু তার অন্তরে অন্য কিছু অর্থ বহন করছে। উদাহরণস্বরূপ, টাইমস স্কয়ারের ব্যর্থ গাড়ি বোমা হামলাকারী ফয়সাল শাহজাদকে বিচারক নাগরিক হওয়ার জন্য যে শপথ নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। শাহজাদ স্বীকার করেছেন যে তিনি

"শপথ করেছিলেন তবে আমি এটি বোঝাতে চাইনি। এছাড়াও, এই মিথ্যা শপথকে বিশেষত "আশীর্বাদযুক্ত শপথ" হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যদি এটি খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের প্রতি করা হয়। কুরআন ৩:২৮ এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ মুসলমানদের খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, যেসব মুসলমান এসব কাজ করে তাদের তিনি ভালোবাসেন। কোন মুসলমান মুখে মুখে আপনার বন্ধু দাবী করতে পারে, কিন্তু মনে মনে আপনাকে ঘৃণা করে। মিথ্যা বলা মুসলমানের নিজের পরিবার পর্যন্তও প্রসারিত হতে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে শপথ করতে পারেন এবং এটি বোঝাতে পারেন না। আল্লাহ তা'আলা আপনার জিহ্বা দিয়ে যা বলেন তা নয়, বরং আপনি মনে মনে যা বলেন তা গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ দ্বিগুণ ক্রসিং বা কাফের শপথ করতে উৎসাহিত করেন, যার ফলে মিথ্যাবাদীদের সমাজ তৈরি হয়। আপনি কিভাবে এমন একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করবেন, যাকে আল্লাহ আপনার সাথে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন? এটি অবশ্যই শয়তানের কাছ থেকে একটি শিক্ষা, কারণ এটি মথি 5: 37 পদে খ্রীষ্ট যা বলেছিলেন তার বিপরীত: শয়তান থেকে, কারণ এটি মথি 5: 37 পদে খ্রীষ্ট যা বলেছিলেন তার বিপরীত: "তবে আপনার 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' এবং আপনার 'না,' 'না' হোক। কেননা ইহা অপেক্ষা যাহা কিছু বেশী, তাহা শয়তানের হইতে।"

একজন মুসলমান হিসেবে সে আপনাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না!

আমরা কুরআনের অনেক আয়াত একসাথে পড়ি, যেমন ৩:২৮, ৫:৫১ এবং ৬০:১, যা মুসলমানদের এই সরাসরি আদেশ অনুসরণ করতে পরিচালিত করে: তোমরা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার অনুমতি নেই। যাইহোক, আমরা তখন একজন মুসলমানের সাথে দেখা করতে পারি যিনি একজন ভাল ব্যক্তি বলে মনে হয়। তাহলে আমরা কীভাবে এটি ব্যাখ্যা করতে পারি? যদি কোন নারী বা পুরুষ মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং বিশেষ কাউকে ঘৃণা না করে, তাহলে আল্লাহ কুরআন ৩:২৮ এ বলেছেন যে এই মুসলিম আর মুসলমান নয়। তাই এই ব্যক্তি মুসলমানদের তরবারির আঘাতে আল্লাহর রক্ষাকবচ হারিয়েছে। তারা আমাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে কথা বলে, যদিও তাদের "হৃদয় এটি ঘৃণা করে!" তার মানে কি আমাদের বন্ধুত্ব আছে? না, তারা আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে। তারা নিজেদের বন্ধু বলে দাবি করে, কিন্তু তাদের ঠোঁট দিয়ে, হৃদয় দিয়ে নয়! মোকরানে গুয়েজু কর্তৃক অনূদিত তাফসির ইবনে আব্বাস কুরআন ৩:২৮ এর ব্যাখ্যা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "তোমরা তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা কর, তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা

কর, তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলার মাধ্যমে তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা কর, অথচ তোমাদের অন্তর তা ঘৃণা করে। এখন, এর স্পষ্ট বার্তা, এর অর্থ এবং এর নিজস্ব ব্যাখ্যা পড়ার পর আমি কি কখনও একজন মুসলিমকে বিশ্বাস করতে পারি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার কীভাবে তাদের এমন পদ দিতে পারে যেখানে সাধারণ জনগণের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে: বিমানবন্দর, এফবিআই, সিআইএ, এমনকি মার্কিন সেনাবাহিনীর মেজর নিদাল মালিক হাসানের মতো সেনা কর্মকর্তাদের মতো পদে অধিষ্ঠিত? হতে পারে এমন একজন মুসলমান থাকতে পারে, যিনি কখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি অথবা সম্ভবত তিনি কখনো কুরআন পড়েননি। আমার গ্যারান্টি কি যে শেষ পর্যন্ত তিনি এই বই খুলবেন না এবং এই আয়াত বা আরও অনেক আয়াত পড়বেন না যা ঘৃণায় ভরা, এবং এক সেকেন্ডে সন্ত্রাসীতে পরিণত হবে না? কুরআন হচ্ছে সবচেয়ে শয়তানী গ্রন্থ যা আপনি কখনো হাতে পেতে পারেন। এ কারণেই আমি আমার বইয়ের নাম দিয়েছি আল্লাহর প্রতারণা।

ইসলামে তওবা

কুরআনে বহুবার আমরা দেখেছি আল্লাহ তাওবার কথা বলেছেন। আসল কথা হলো, ইসলামে এ শব্দটির একটি মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্য অর্থ রয়েছে নানা কারণে। আমরা যদি কুরআনের ফেরাউনের কাহিনীর দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই যে, ফেরাউন আল্লাহর কাছে তওবা করেছিল, কিন্তু সে (আল্লাহ) ফেরাউনের তওবা কবুল করেনি। যেমন কুরআন ৪০:৮৪-৮৫:৮৪ এ বলা হয়েছে, যখন তারা আমার শক্তি দেখতে পেল, তখন ফেরাউন বলল, আমরা কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং পূর্ববর্তীদের শরীকদের অস্বীকার করেছি। 85কিন্তু আমাদের শাস্তির ক্ষমতা দেখে তাদের ঈমান তাদের কোন ফলপ্রসূ হল না। মানুষের সাথে দীর্ঘকাল ধরে আচরণ করার জন্য এটি আল্লাহর উপায় এবং কাফেররা সর্বদা ক্ষতিগ্রস্থ ছিল। যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, ফেরাউন শাহাদা (আল্লাহকে ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করার ইসলামী বিশ্বাসের পেশা) ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে আল্লাহ তার ইসলাম গ্রহণ গ্রহণ করেননি? তার চেয়েও বড় কথা, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিলেন। এটি আমাকে আদমের তওবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেছিলেন কিন্তু তবুও আদমকে শাস্তি দিয়েছিলেন এবং আসমান থেকে নিক্ষেপ করেছিলেন! যেমন আমরা কুরআন ২:৩৭-৩৮:৩৭ এ পড়ি, অতঃপর আদম (আঃ) তার বাক্য গ্রহণ করলেন এবং তার কাছে অনুতপ্ত হলেন; নিশ্চয় তিনিই পরম দয়ালু, পরম দয়ালু। 38আমি তাদের বললাম, তোমরা সবাই মিলে এখান থেকে নেমে পড়, কিন্তু

যতক্ষণ না আমার পথনির্দেশ তোমাদের কাছে আসে, আর যারা আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করে তাদের নিজেদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।
১. দু'টি কাহিনী থেকে আমরা দেখতে পাই, ফেরাউনের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু আদমের ক্ষেত্রে তার শাস্তি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার কথা ছিল;
২. কুরআনে আল্লাহ কেন মানুষকে তওবা করতে বলেন, যখন তা কোনো কাজে আসে না?
কুরআন ৫:৪৪ এ বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আমি তাওরাত (তাওরাত) নাযিল করেছিলাম, এতে নিশ্চয়ই আমি তাওরাত (মূসার প্রতি) নাযিল করেছিলাম, এতে ছিল হেদায়েত ও নূর, যার দ্বারা নবীগণ, যারা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, তারা ইহুদীদের পক্ষে ফয়সালা করত।

হযরত মূসা (আঃ) ও আল্লাহর নবীগণের অণ্ডকোষ সর্বোত্তম

تT ر afsir al-Shalalalyn কুরআন ৩৩:৬৯ সহীহ বুখারী যেমন বলেছেন, ـلQQبا سـغلا ـQQتــك, ১ম খণ্ড, বই ৫ (গোসল), হাদীস ২৭৮: (http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?
tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=33&tAyahNo=69&tDispla
y=yes&UserProfile=0&LanguageId=2): হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নবীর সাথে অসম্মান করো না, যেমন মূসাকে যারা গালি দিয়েছিল তারা যখন বলত, উদাহরণস্বরূপ, "একমাত্র ব্যাখ্যা যা তিনি আমাদের গোসল করেন না তা হ'ল তার অণ্ডকোষে ফোলাভাব রয়েছে। অতএব, মূসা যখন ধৌত করতে যাওয়ার জন্য একটি পাথরের উপর তার কাপড় রেখেছিলেন তখন ঈশ্বর তাকে সন্দেহজনক বিষয় থেকে মুক্ত করেছিলেন। পাথরটি তার (তার পোশাক) সাথে ছিটকে পড়েছিল, যতক্ষণ না পাথরটি ইস্রায়েলের বংশধরদের লোকদের ভিড়ের মধ্যে এসে থামল। মূসা যখন তার পিছু নিলেন এবং নিজেকে ঢাকতে তার পোশাক নিলেন, একই সাথে ইহুদিরা তার অণ্ডকোষ দেখে দেখল যে তার অণ্ডকোষকে সংক্রামিত করার মতো কোনও সংক্রমণ বা অসুস্থতা নেই। আর তিনি ঈশ্বরের চোখে সম্মানিত হয়েছিলেন। আমাদের নবী-রাসূলগণকে যে কষ্ট দেয়া হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত হলো, লুণ্ঠিত মাল ভাগ করে নেওয়ার সময় একজন মুসলিম ব্যক্তি তাকে বলেছিল, "এটা এমন একটি বিভক্তি যা আল্লাহকে খুশি করার জন্য নয়" (অন্যায় বণ্টন)! এতে রাসূল (ছাঃ) ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আল্লাহ মূসার প্রতি রহম

করুন, নিশ্চয়ই তিনি এর চেয়েও ভয়াবহ আঘাত পেয়েছিলেন, কিন্তু সহ্য করা হয়েছিল।

• আল্লাহ তাঁর নবীদের অণ্ডকোষ যে সর্বোত্তম তা প্রমাণ করার জন্য সবকিছু করতে পারেন;

• এই গল্পে, একজন ইহুদিও বিস্মিত হয়নি যে পাথরটি কীভাবে চলেছিল, যেন এটি এমন কিছু যা তারা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে!

• মোশির যদি অণ্ডকোষ খারাপ থাকত, তা হলে তা কি তাকে একজন ভাববাদী পদের জন্য অযোগ্য করে তুলত?

• মুসলিম লোকটি লক্ষ্য করেছিল যে মুহাম্মদ ন্যায়সঙ্গতভাবে আচরণ করছেন না, এবং তিনি যা দাবি করেছিলেন তা তিনি ছিলেন না। এর উত্তরে মুহাম্মদ মূসার অণ্ডকোষের কাহিনী নিয়ে আসেন, কিন্তু খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কাছ থেকে চুরি করা অর্থ ভাগ করে নেওয়ার সাথে এর কী সম্পর্ক?

নেক আমল কতবার গুণিত হয়?

প্রথমে আমরা কুরআন ২:২৬১ (উসামা দাকদোক অনুবাদ) পড়ি: যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের অর্থ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত একটি দানার উপমার মতো, যাতে সাতটি সানাবুল [শস্যের শীষ] উৎপন্ন হয় এবং প্রতিটি শীষে একশত দানা উৎপন্ন হয় এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ মহান, সর্বজ্ঞ। 1 ভাল আমল = (ভুট্টার 7 শীষ x 100 দানা) = 700 1 ভাল কাজ x 700 = 700 ভাল কাজ এখন আসুন একে কুরআনের সাথে তুলনা করা যাক 6:160 (উসামা দাকদোক অনুবাদ): যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ নিয়ে আসবে, তার অনুরূপ দশটি হবে... ১ নেক আমল x ১০ = ১০ নেক আমল প্রশ্নঃ একটি ভালো আমলকে কি ৭০০ দিয়ে গুণ করা হয় নাকি ১০ দিয়ে গুণ করা যায়? তা জানতে আসুন কোরআন ৪:৪০ (উসামা দাকদোক অনুবাদ) পড়ুন: নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষুদ্রতম পিঁপড়ার ওজনও জুলুম করবেন না। আর যদি কোন নেক আমল হয়, তবে সে তা দ্বিগুণ করবে এবং নিজের পক্ষ থেকে বিরাট পারিশ্রমিক দেবে। এই আয়াত অনুসারে, আল্লাহ সওয়াব দ্বিগুণ করবেন, সুতরাং নেক আমলকে ২ দ্বারা গুণ করবেন। ১০ নয়, বিশেষ করে ৭০০ নয়। আসুন নিম্নোক্ত আয়াতগুলির নির্দেশনার সারসংক্ষেপ করি: আমি মনে করি, বিভ্রান্তি ও বৈপরীত্য ছাড়াই সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য তিনি কীভাবে নেক আমলের প্রতিদান দেবেন তা নিয়ে আল্লাহকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে।

মহানবী ইদ্রিস

কুরআন ৫৬: (সূত্র: লুই জিনজবার্গ, ইহুদিদের কিংবদন্তি, [দ্য জুইশ পাবলিকেশন সোসাইটি অফ আমেরিকা, ফিলাডেলফিয়া, ১৯০৯], চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়: সলোমন): উপরন্তু, কিতাবে ইদরীসের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে: তিনি ছিলেন একজন সত্যবাদী ব্যক্তি এবং নবুওয়াত থেকে এসেছিলেন। আসুন পড়া চালিয়ে যাই এবং আপনি দেখতে পাবেন যে কুরআন কীভাবে ইহুদিদের কিংবদন্তির সাথে মিল রয়েছে: কিছুদিন পর সোলায়মান আরবের বাদশাহ আদারেসের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। তিনি ইহুদি রাজাকে একটি মন্দ আত্মার হাত থেকে তার দেশকে উদ্ধার করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যিনি দুর্দান্ত দুষ্টুমি করছিলেন এবং যাকে ধরা যায় না এবং নিরীহ করা যায় না, কারণ তিনি বাতাসের আকারে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সোলায়মান তার জাদুর আংটি ও একটি চামড়ার বোতল তার এক গোলামকে দিয়ে আরবে পাঠিয়ে দিলেন। বার্তাবাহক আত্মাকে বোতলের মধ্যে আবদ্ধ করতে সফল হন। কয়েকদিন পরে শলোমন যখন মন্দিরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি একটুও আশ্চর্য হলেন না যখন দেখলেন যে একটি বোতল তাঁর দিকে হেঁটে আসছে এবং ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করছে; এটি সেই বোতল ছিল যার মধ্যে আত্মাটি বন্ধ ছিল। এই একই মনোভাব একসময় শলোমনের এক মহান সেবা করেছিলেন। মন্দ আত্মাদের সাহায্যে তিনি লোহিত সাগর থেকে এক বিশাল পাথর উত্তোলন করেছিলেন। মানুষ বা মন্দ আত্মা কেউই এটিকে সরাতে পারত না, তবে তিনি এটিকে মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে এটি ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তার নিজের দোষে শলোমন অলৌকিক কাজটি সম্পাদন করার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন, যা ঐশ্বরিক আত্মা তাকে দিয়েছিলেন। তিনি সেই কাজের প্রেমে পড়েছিলেন, যা ঐশ্বরিক আত্মা তাকে দিয়েছিলেন। তিনি জেবুসাইট মহিলা সোনমানাইটদের প্রেমে পড়েছিলেন। মোলক এবং রাফানের পুরোহিতরা, তিনি যে মিথ্যা দেবতাদের উপাসনা করেছিলেন, তাকে তার মামলা প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদি না তিনি এই দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রথমে শলোমন দৃঢ় ছিলেন, কিন্তু সেই মহিলা যখন তাকে মোলকের নামে পাঁচটি পঙ্গপাল নিয়ে তার হাতে চূর্ণ করতে বললেন, তখন তিনি তার আদেশ পালন করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ঐশ্বরিক আত্মা, তার শক্তি এবং তার প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন এবং তিনি এত নীচে নেমে গিয়েছিলেন যে তাঁর প্রিয়তমাকে খুশি করার জন্য তিনি বাল ও রাফানের মন্দির তৈরি করেছিলেন।

মধ্যস্থতা করা জায়েয কি না?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সুপারিশ করা জায়েয, কুরআন ৪:৮৫ (উসামা দাদকদোক ভাষায়): যে ব্যক্তি উত্তম সুপারিশ করল, তার কিছু অংশ তার হবে। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ সুপারিশ করবে, তার কিয়দংশ হবে তার। তবুও, মুহাম্মদ আরও বলেছেন যে এটি অনুমোদিত নয়, কুরআনের ৭৪:৪৮ (উসামা দাকদোক অনুবাদ): সুপারিশকারীদের কোনও সুপারিশ তাদের সাহায্য করবে না (শেষ বিচারের দিনে)। আল্লাহ বলেছেন, বিচার দিবসে সুপারিশ করা হবে, কিন্তু মুহাম্মদ বলেছেন বিপরীত কথা। আমি মনে করি এটি পরিষ্কার করে!

মুহাম্মদ বলেছেন, সুপারিশ করা জায়েয

সহীহ মুসলিম, বই ১, হাদিস ৩৫২ (সরাসরি লিংকঃ http://www.searchtruth.com/book_display.php?বই=০০১&অনুবাদক=২&start=০&number=০৩৫২#০৩৫২): আমিই তোমাদের পালনকর্তা। মুসলিমরা বলবে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের রব। অতঃপর জাহান্নামের উপর সেতু স্থাপন করা হবে এবং সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে রক্ষা করুন। সহীহ মুসলিম, বই ১, হাদিস ৩৬৯ (সরাসরি লিংক: http://www.searchtruth.com/book_display.php?বই=০০১&অনুবাদক=২&start=০&number=০৩৬৯#০৩৬৯): আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ কি সুপারিশের মাধ্যমে মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে দেবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

মুহাম্মদ (সাঃ) জাতির প্রয়োজন

সহীহ মুসলিম, বই ১, হাদিস ৩৮৫ (সরাসরি লিংক: http://www.searchtruth.com/book_display.php?বই=০০১&অনুবাদক=২&শুরু=৩৮৫&সংখ্যা=০৩৮৫): রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক রাসূলের জন্য একটি দোয়া রয়েছে, যা দিয়ে সে সালাত আদায় করবে। আমি যদি কিয়ামতের দিন আমার জাতির সুপারিশের জন্য আমার দোয়া সংরক্ষণ করতে পারতাম। মুহাম্মদ যদি মুসলমানদের জন্য মধ্যস্থতাকারী হন, তবে কেন তিনি তাঁর জন্য প্রার্থনা করে তাদেরকে তাঁর সুপারিশকারী হতে বলছেন? সহীহ বুখারী, পৃঃ ২৩৭৪ (আরবি) :

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ গুলি কর এবং একত্রিত হও এবং সুসংবাদের জন্য প্রস্তুত হও, কারণ কেউই তার কাজের কারণে বেহেশতে প্রবেশ করবে না। তারা বলল, 'তুমিও না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, এমনকি আমাকেও যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত ও ক্ষমা দ্বারা আমার প্রতি রহমত করেন।

মুহাম্মদ (সাঃ) এর শীর্ষ পদ লাভের জন্য মুসলমানদের তার জন্য সুপারিশ করা প্রয়োজন

এই হাদীসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বার্থপরতা নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটি তার সম্পর্কে এবং তিনি কী চান; যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের জন্য দোয়া করবে সে দশটি দরূদ পাবে (সহীহ মুসলিম, বই ৪, হাদিস ৭৪৭) : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখনই তুমি মুয়াজ্জিন (নামাজের আজান দানকারীকে) আজান দিতে শুনবে, তখন সে যা বলে তা পুনরায় বর্ণনা কর। অতঃপর তোমরা আল্লাহর কাছে আমার উপর রহমত প্রার্থনা কর, কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে দশটি নেয়ামত পাবে। আমার জন্য আল্লাহ আল-ওয়াসিলাহ (আকাশের সর্বোচ্চ পদমর্যাদা) এর নিকট প্রার্থনা করছি, যা আমার জন্য জান্নাতের একটি পদমর্যাদা যা কেবল আল্লাহর বান্দাদের একজনের জন্য তৈরি করা হয়েছে, এবং আমি আশা করি যে আমি সেই ব্যক্তি হতে পারি যে এটি পাবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আমার কাছে শীর্ষ পদ পাওয়ার জন্য অনুরোধ করে, তবে তাকে আমার সুপারিশ করা হবে। নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি মনোযোগ সহকারে মনোযোগ দিন, কারণ এটি মুহাম্মদের মাহাত্ম্যের প্রমাণ দেয় - এত মহান যে আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তাঁর উপর প্রার্থনা করছেন। (কুরআন ৩৩:৫৬): আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর নামাজ আদায় করেন। হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম কর এবং তাঁকে উচ্চ সালাম কর। মুহাম্মদের ঈশ্বর এবং তাঁর ফেরেশতাগণ কীভাবে তাঁর উপর প্রার্থনা করেন? এ ছাড়া আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর দোয়া করার নির্দেশ দেন। অধিকন্তু, তিনি, মুহাম্মদ, এমনকি মুসলমানদের জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জনের জন্য প্রতিটি নামাজে তাঁর উপর প্রার্থনা করতে বলে ততটুকু করতে বলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ (সাঃ) একজন আত্মকেন্দ্রিক জীব। মুসলমানদের তার পরিবর্তে তার উপর প্রার্থনা করতে বলার মাধ্যমে তিনি নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ করে তোলেন। আমরা মুহাম্মদ, ঈশ্বর বা মানুষে (পৃঃ ১৪৯) এ বিষয়ে আরও আলোচনা করব।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন শীর্ষ মধ্যস্থতাকারী

সহীহ মুসলিম, বই ৩০, হাদীস ৫৬৫৫: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আমি সর্বপ্রথম আদম (কবর থেকে) পুনরুত্থিত হব এবং আমিই হব শীর্ষ সুপারিশকারী ও সর্বপ্রথম যার সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন।

মুহাম্মদ (সাঃ) তার মায়ের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না

মুহাম্মদ মুসলমানদের কাছে ঘোষণা করার জন্য সময় এবং প্রচেষ্টা নেওয়ার পরে যে বিচার দিবসে তার সুপারিশ পরিত্রাণের উপায়, তারপরে তিনি একটি হাদিসে নিজের বিরোধিতা করেন যা প্রকাশ করে যে তিনি তার মায়ের জন্য মধ্যস্থতা করতে পারবেন না। (সহীহ মুসলিম, বই ৪, হাদিস ২১২৯) হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি আমার মায়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে অনুমতির আবেদন করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। আমি তাঁর কাছে তার কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।

বিচার দিবসে কোন সুপারিশ কবুল করা হবে না

সহীহ মুসলিম, বই ৩০, হাদীস ৫৬৫৫: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আমি সর্বপ্রথম আদম (কবর থেকে) পুনরুত্থিত হব এবং আমিই হব শীর্ষ সুপারিশকারী ও সর্বপ্রথম যার সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন। কুরআন ২:৪৮ একটি ভিন্ন গল্প বলে: "সেদিন (বিচার দিবস) থেকে নিজেকে রক্ষা কর, যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কোন উপকারে আসবে না এবং কোন সুপারিশ কবুল হবে না এবং কারো কাছ থেকে কোন সাহায্য আসবে না। মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, তিনি শীর্ষ মধ্যস্থতাকারী, কিন্তু তারপর আমরা লক্ষ্য করি যে, তিনি তার নিজের মায়ের জন্য সুপারিশ করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে না, যেমনটি কুরআনে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে: "কোন আত্মা অন্য আত্মার উপকারে আসতে পারে না"। মুহাম্মদ স্পষ্টতই নিয়মিতভাবে নিজের বিরোধিতা করেন যা প্রমাণ করে যে তিনি নিজের "প্রত্যাদেশ" তৈরি করছেন এবং সেগুলি ঈশ্বরের উপর আরোপ করছেন।

মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব

কুরআন ২:২৩ আয়াতে আল্লাহ আরবদেরকে কুরআনের অনুরূপ একটি অধ্যায় উপস্থাপনের জন্য চ্যালেঞ্জ করেছেন: আর আমরা আমাদের বান্দার কাছে যা প্রকাশ করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তাহলে এই কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা পেশ কর এবং তোমাদের আল্লাহকে সাহায্য করার জন্য প্রার্থনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কুরআনের ১৭:৮৮ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একই চ্যালেঞ্জ করেছেন: "বলুন, যদি সকল মানুষ ও জিন একত্রিত হয়ে এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারে, তারা পারবে না। আপাতত আমরা কুরআনে বর্ণিত আরবী ভুলের প্রাচুর্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না। যেহেতু তোমাদের অধিকাংশই আরবী ভাষার জ্ঞান রাখে না, সেহেতু এর ভুল-ত্রুটি প্রকাশ করা অর্থহীন, যা আরবী-আরবী ভাষায় স্পষ্ট, সেহেতু এর ভুল-ত্রুটি প্রকাশ করা অর্থহীন, যা আরবীভাষীদের কাছে স্পষ্ট। যাইহোক, আমি আপনার কাছে প্রমাণ করব, আল্লাহর নিজের বাণী থেকে, যে কেউ কুরআন তৈরি করতে পারে, এমনকি মিঃ শয়তান নিজেও (কুরআন 22: 52-53): 52 আমি আপনার পূর্বে কোন রসূল বা নবী প্রেরণ করিনি, তবে এজন্য যে, যখন সে [কিতাব] পাঠ করে তখন শয়তান তার তিলাওয়াতের মধ্যে নিক্ষেপ করে, অতঃপর আল্লাহ তা বাতিল করে দেন, শয়তান যা কিছু নিক্ষেপ করেছিল, অতঃপর আল্লাহ তার আয়াতসমূহকে সত্যায়ন করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 53যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করেছেন, নিশ্চয় জালেমরা মতবিরোধে লিপ্ত।

মুসলিম বিশ্বের কাছে এই আয়াতগুলো শয়তানের আয়াত হিসেবে সুপরিচিত।

কুরআন ২:২৩ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেছেন, "কে এরকম কুরআন তৈরি করতে পারে? তবে কুরআন ২২:৫২-৫৩ পদে আল্লাহ বলেছেন যে শয়তান মুহাম্মদের মুখে যে শব্দগুলি ছুঁড়ে মেরেছিল সেগুলি তিনি মুছে ফেলবেন যা কুরআনের আয়াত। মজার ব্যাপার হলো, মুহাম্মদ (সা.) নিজেই শয়তানের কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। এমনকি তিনি আল্লাহর কুরআন ও শয়তানের কুরআনের মধ্যেও পার্থক্য করেননি, এমনকি তিনি এও বলেছেন যে, শয়তান তার পূর্ববর্তী সকল নবীর প্রতি এরূপ আচরণ করেছে! উপরের ঘটনা থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তা নিম্নরূপঃ

১. শয়তান সর্বদা কুরআন বানাত। কেউ জানে না যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়।

২. শয়তান আল্লাহর সকল নবীর প্রতি এরূপ আচরণ করেছিল এবং তা করতে সফল হয়েছিল। মুসলমানরা স্বীকার করে যে, ইসলামের সকল নবী যেমন ঈসা ও মূসা (আঃ) তাদের কিতাবসমূহকে বিকৃত করেছিল এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারেননি। এটি বিশেষভাবে বিরক্তিকর কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ মানবজাতির জন্য ১২৪,০০০ মুসলিম নবী পাঠিয়েছেন!

৩. এর অর্থ এই যে, শয়তান এই আমলটি হুবহু ১২৪,০০০ বার পুনরাবৃত্তি করেছে: আল্লাহর নবীদের মুখে শব্দ ও অধ্যায় ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং তারা অমিল উপলব্ধি করেনি।

৪. এই ধারণা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর সকল কিতাবই বিনা ব্যতিক্রমে দুর্নীতিতে পতিত হয়েছে, যার মধ্যে মুহাম্মদের কিতাবও রয়েছে।

৫. আল্লাহ যদি পূর্ববর্তী সকল রাসূলদের মুখে নিক্ষিপ্ত শয়তানের অহংকার বের করার জন্য কুরআনের সাথে একই কাজ করে থাকেন, তাহলে এই কিতাবগুলো যদি যেভাবেই হোক বিকৃত হয়ে যায় তাহলে তা করে কী লাভ? কিন্তু এসব বইয়ের সঙ্গে এর মিল না থাকায় যেভাবেই হোক কলুষিত হতে হবে। কিন্তু মুসলমানদের দাবীর সাথে এর কোন মিল নেই যে, কুরআন ব্যতীত আল্লাহর সকল কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে।

৬. এর অর্থ হচ্ছে, নবী যেই হোন না কেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবসমূহ রক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন এবং এটি একটি বড় ব্যর্থতা ছিল কারণ মুসলমানদের মতে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন ছাড়া তাঁর কোন কিতাবকে রক্ষা করতে সফল হননি।

৭. আয়াতটি পুনরায় পাঠ করা "অতঃপর আল্লাহ তা বাতিল করে দেন, শয়তান যা কিছু নিক্ষেপ করেছে, আল্লাহ তার আয়াতসমূহকে সত্যায়ন করবেন" (কুরআন ২২:৫২)। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ওয়াদা করছেন যে, তিনি শয়তানের সকল আয়াত মুছে ফেলবেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবী ও কিতাবসমূহকে আচ্ছাদিত করার ওয়াদা রয়েছে। সর্বোপরি সে শুধু শয়তানের আয়াতগুলোই পরিষ্কার করবে না, বরং তার ওহীর সত্যায়নও করবে। আবারো এটি মুসলমানদের দাবির সাথে যুক্ত হয় না যে আল্লাহর সমস্ত বই বিকৃত করা হয়েছে কারণ এটি এই কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট বিরোধিতা হবে।

৮. কুরআন মানব ও জিন উভয়কেই উন্নত কুরআন তৈরির চ্যালেঞ্জ জানায়। মুসলমানরা দাবি করতে পারে না যে চ্যালেঞ্জটি কেবল মানুষের জন্যই তৈরি করা হয়েছে, যেমনটি আমরা কোরআনের ১৭:৮৮ এ পড়ি:

"বলুন: "যদি মানুষ এবং জিন উভয়ই একত্রিত হত তবে তারা এর অনুরূপ কুরআন আদায় করতে পারত না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্য করেছিল।

সুতরাং আমাদের অবশ্যই মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, যদি আল্লাহ ঈশ্বর হন, তবে তিনি কি জানেন না যে শয়তান জিনদের থেকে এসেছে (কুরআন 18: 50, "... অতঃপর তারা ইবলীস (শয়তান) ব্যতীত সেজদা করল। সে ছিল জ্বীনদের একজন") যেমন ইসলাম বলে? শয়তান এটি করবে এবং গত 124,000 নবীদের জন্য এটি করেছে যেমন আয়াত কুরআন 22:52 বলছে:

"আমি আপনার পূর্বে কোন রাসূল বা নবী প্রেরণ করিনি, তবে যখন সে [কিতাব] পাঠ করেছিল তখন শয়তান তার তিলাওয়াতের (তার বাণী) নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু অতঃপর আল্লাহ তা বাতিল করে দিয়েছেন, যা শয়তান নিক্ষেপ করেছিল ...

আল্লাহ বলেছেন, তিনি শয়তানের আয়াত রহিত করবেন, কিন্তু কোন আয়াত রহিত হবে এবং কোনটি শয়তান কর্তৃক রহিত করা হবে তা তিনি মুসলমানদের জানাননি। মুসলমানরা কিভাবে খারাপ শয়তানী আয়াত খুঁজে বের করবে যদি সে একে একে তা নির্দেশ না করে? হয়তো আল্লাহ আসমানে তাঁর সুরক্ষিত বোর্ড-কিতাবে **(কুরআন ৮৫:২২, "একটি সুরক্ষিত ফলকের উপর)**। শয়তানের শিক্ষা যদি এখনো মুসলমানদের হাতে থাকে এবং প্রতিদিন চর্চা করা হয় তাহলে এই সুরক্ষা দিয়ে কী লাভ?

আমরা কিভাবে জানবো যদি ২২:৫২ আয়াত নিজেই শয়তানের কাছ থেকে না আসে যতক্ষণ না সে নির্দ্বিধায় মুহাম্মদের মুখে আয়াত নিক্ষেপ করতে পারে? তিনি কি আর একটা কাস্ট করতে পারতেন না? তাই শয়তান শুধু বলে, 'আমি যে নোংরা ভুল শিক্ষা দিয়েছি তা নিয়ে শয়তান চিন্তা করো না, শুধু বলে, 'এতক্ষণ তোমাকে যে নোংরা ভুল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে চিন্তা করো না, আমি সেগুলো বের করে দেব!' এমনভাবে কথা বলছেন যেন তিনিই আল্লাহ।

৬. অবশেষে যখন এই শয়তানী আয়াতগুলো মুহাম্মদের মুখে নিক্ষেপ করা হলো, তখন তিনি শুধু শয়তানের বাণীই পাঠ করলেন না, মূর্তির কাছেও মাথা নত করলেন। এর অর্থ হ'ল মুহাম্মদের দেহের উপর শয়তানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল, কারণ গল্পটি তাফসীর ইবনে কাসীর, ১৯৯৯ মুদ্রণ, সৌদি আরব রাজ্য, ভলিউম 5, পৃষ্ঠা 442:

ইবনে কাসীর দ্বারা বর্ণিত: "নবী যখন আল নাজেমের সূরা (তারা, কুরআন ৫৩) তেলাওয়াত করছিলেন, তখন শয়তান তার মুখে নিক্ষেপ করেছিল, "তুমি কি আল-লাত, আল-উজা এবং তৃতীয় সূরাটি মানাতকে দেখতে পাচ্ছ? তাদের

প্রশংসা করা আবশ্যক এবং তাদের সুপারিশ চাওয়া উচিত। আর পৌত্তলিক বলল, মুহাম্মদ কখনো আমাদের উপাস্যদের আজকের মতো প্রশংসা করেনি। অতঃপর তিনি (মুহাম্মদ) রুকু করলেন এবং তারা (মুশরিকগণ) তাঁর সাথে (আল্লাহর তিন কন্যার প্রতি) রুকু করল।

এটি আমাদেরকে মুহাম্মদকে ঈশ্বরের নবী হিসাবে প্রত্যাখ্যান করার অন্যান্য কারণের দিকে পরিচালিত করে, কারণ এটি কুরআনের অনেক দিক থেকে একটি প্রধান দ্বন্দ্ব, যেমন আমরা কুরআন 15:42 এ দেখব: "আমার দাসদের উপর তোমাদের উপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব নেই (আমি তাদের রক্ষা করি), কেবল মন্দ লোকেরা ব্যতীত যারা তোমার অনুসরণ করে (শয়তান)!

১. এর অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই খারাপদের মধ্য থেকে এসেছেন;

২. মুহাম্মদ নবী হতে পারবেন না;

৩. সে আল্লাহ কর্তৃক সুরক্ষিত নয়;

৪. আল্লাহর রক্ষাকবচ মিথ্যা এবং এর অস্তিত্বও নেই। এ কারণেই মুহাম্মদের সঙ্গে কোনো কাজ হচ্ছে না;

৫. শয়তান কিভাবে মুহাম্মদকে রুকু করাতে সক্ষম হয়েছিল? তিনি কি এই লোকটির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখেছিলেন? হয়তো মুহাম্মদ ও শয়তান এক ও অভিন্ন! সর্বোত্তম ক্ষেত্রে, মুহাম্মদকে অবশ্যই শয়তানের দ্বারা আবিষ্ট হতে হবে; সুতরাং তিনি কোনোভাবেই নবী হওয়ার যোগ্য নন।

মুহাম্মদ: শয়তানের দ্বারা আবিষ্ট

কেউ কেউ বলতে পারেন আমি এই উপসংহারে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলমানরা এটাই বিশ্বাস করে (সহীহ আল বুখারী, বই ৫৩, হাদিস ৪০০):

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদুগ্রস্ত করা হয়েছিল যে, তিনি এমন একটি কাজ করেছেন যা তিনি কখনও করেননি। মুহাম্মদ, যেমনটি মুসলমান এবং তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, আবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু কুরআন ১৫:৪২ আয়াতে যা বলা হয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার বিরোধী: "আমার দাসদের উপর শয়তান, তাদের উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব নেই (আমি তাদের রক্ষা করি), কেবল মন্দ লোকেরা ব্যতীত যারা তোমার অনুসরণ করে (শয়তান)! যতক্ষণ শয়তান খারাপ ব্যক্তিদের উপর কর্তৃত্ব করে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, এর অর্থ হ'ল মুহাম্মদ একজন খারাপ ব্যক্তি এবং

শয়তানের অনুসারী ছিলেন। তা না হলে শয়তান কিভাবে মুহাম্মদকে তার কালো জাদুর আওতায় আনতে সক্ষম হলো? উপরোক্ত আয়াত অনুসারে আমরা নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করি: সহীহ আল বুখারী, বই ৭১, হাদিস ৬৫৮; সহীহ আল বুখারী, তাফসীর হাদীস নং ৭৩, হাদীস নং ৮৯; এবং সহীহ আল-বুখারী, বই 7, ভলিউম 71, হাদিস 661: আয়েশা (রাঃ) দ্বারা বর্ণিত: "জাদু আল্লাহর নবী (মুহাম্মদ) এর উপর এমনভাবে সক্রিয় হয়েছিল যে তিনি কল্পনা করতে শুরু করেছিলেন যে তিনি এমন কিছু করেছেন যা তিনি করেননি। আপনি দেখতে পাবেন গল্পটি কতটা মজার এবং মুহাম্মদের জীবন কীভাবে রূপকথার গল্পে পূর্ণ ছিল। বরাবরের মতোই, ইহুদিরা দোষী বা একজন ইহুদি ব্যক্তি এটি করেছে। দেখুন, এই ইহুদি লোকটি, যেমনটা মুহাম্মদ দাবি করেছিলেন, কীভাবে মুহাম্মদকে "একটি চিরুনি এবং তাতে আটকে থাকা চুল এবং একটি পুরুষ খেজুর গাছের পরাগরেণুর চামড়া দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এমন গল্প বিশ্বাস করার জন্য একজন মানুষের মস্তিষ্ক কত ছোট। আমাদের জিজ্ঞাসা করা দরকার কেন মুহাম্মদ এই মিথ্যাচার করছেন।

১. প্রথমত, নিজের অদ্‌ভুত আচরণের জন্য নিজেকে অজুহাত দেখানো।

২. যে মিথ্যা তিনি সব সময় মিথ্যা বানিয়ে দাবী করতেন যে, তিনি কালো জাদুর প্রভাবে ছিলেন (মুসলমানরা যাকে বলে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তিনি আবিষ্ট ছিলেন)। এভাবে তার নোংরা আচরণের জন্য কেউ তাকে বিচার করবে না।

৩. মুহাম্মদের একটি মিথ্যা ছিল সহীহ মুসলিম, বই ২৩, হাদীস ৫০৮১:

আমির ইবনে সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে সাতটি খেজুর ফল খায়, বিষ ও জাদু করে, সে দিনের শেষ পর্যন্ত তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তাদের মিথ্যা শিক্ষা দিচ্ছিলেন, যাদু দ্বারা সংক্রামিত হয়েছিলেন এবং তিনি বিষ দ্বারা মারা গিয়েছিলেন! পরে আমরা তার মৃত্যু নিয়ে কথা বলব। মুহাম্মদ (সাঃ) কতটা খারাপভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বোঝার জন্য, আমরা সহীহ আল-বুখারীর প্রথম লাইনটি দেখতে পারি, বই 73, হাদিস 89: আয়েশা (মুহাম্মদের বাল্যবত্তা) থেকে বর্ণিত: "নবী (সাঃ) এমন সময় পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঘুমিয়েছেন (যৌন মিলন) করেছেন, কিন্তু বাস্তবে তিনি তা করেননি!" মুসলমানরা এই লোকটি এবং তার পাগলামি যতই ঢাকার চেষ্টা করুক না কেন, তাতে আসলে কিছু যায় আসে না। তবুও, কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে না যে তিনি কতটা খারাপভাবে বিভ্রান্তি এবং বিভ্রমের মধ্যে বাস করছিলেন, এতটাই যে তিনি জানতেন না যে তিনি সত্যিই তার নয়জন স্ত্রীর সাথে সত্যিকারের যৌন মিলন

করছেন কিনা, বা এটি কল্পনা করছেন কিনা। এই সবকিছুর পরে, আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা দরকার:

১. আমরা কীভাবে মুহাম্মদকে বিশ্বাস করতে পারি যে তিনি একজন ফেরেশতা দেখেছেন এবং তাঁর নাম জিবরাঈল, যখন আমরা এইমাত্র প্রমাণ দেখেছি যে তিনি একটি বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করছিলেন? কে জানে? ফেরেশতার কাহিনী বোধহয় তার মধ্যে অন্যতম।
২. কেন আল্লাহ তাকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করতে পারলেন না, যেখানে কুরআন বলছে যে, আল্লাহ মারইয়াম ও তার পুত্রকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করেছেন? 3:36 আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম, এবং আমি তাকে ও তার সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করেছি আল্লাহ অভিশপ্ত শয়তান থেকে।
৩. তার মানে কি ঈসা (আঃ) মুহাম্মদ (সাঃ) এর চেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন? সে কি সে ব্যক্তি নয় যাকে আল্লাহ ওয়াদা করেছিলেন যে তিনি হেফাজত করবেন? আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ভালো মুসলমানদের হেফাজত করবেন। এর উত্তরে আমরা বিবেচনা করি যে, কুরআন একটি মিথ্যার কিতাব, আল্লাহ একজন মিথ্যা নবী তৈরি করেছেন এবং সে মুহাম্মদ ও তার দলের বানানো একটি ভুয়া নাম (ওয়ারাকা ইবনে নওফাল ও সন্ন্যাসী বুহিরা) বা; মুহাম্মদ মুসলমান নন, আর এই আয়াতটি খাঁটি মুসলমানদের জন্য! যেভাবেই হোক, এটি ইসলামকে একজন মানুষের দ্বারা তৈরি একটি মিথ্যা ধর্মে পরিণত করবে, মানুষের জন্য।

একটি নিষ্পাপ ছেলেকে খুন। কিভাবে এবং কেন?

মূসা (আঃ) নবী আল-খাদেরের সাথে সাক্ষাত করেন, কুরআন ১৮:৬৫: "সে আমার একজন বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল, যাকে আমি তাকে রহমত করেছিলাম এবং আমাদের জ্ঞান থেকে তাকে অনেক কিছু দিয়েছিলাম (আল্লাহ)। এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই ব্যক্তি (আল-খাদের) আল্লাহর একজন নবী, যাকে আল্লাহ দয়া ও এত জ্ঞান দিয়েছিলেন যে এমনকি মূসাও তাকে তার ছাত্র হতে বলেছিল, যেমনটি আমরা নিম্নোক্ত আয়াতে (কুরআন ১৮:৬৬) দেখতে পাচ্ছি: মূসা তাকে বললেন, "আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি, যাতে আমি আপনার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে শিখতে পারি? আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, নবী হিসেবে এই আল-খাদের একটি বড় ব্যাপার। দয়া করে মনে রাখবেন যে ১৮:৬৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তাকে "রহমত" এবং "জ্ঞান" দিয়েছেন। এই নবীর রহমত ও জ্ঞানের বিশেষ দান রয়েছে। এই কাহিনীতে আমরা

জানতে পারি যে, সে (আল-খাদের) একটি বালককে দেখেছিল এবং সে তাকে হত্যা করেছিল! তখন মূসা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে তিনি একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করতে পারেন। আল-খাদের (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তুমি হয়তো আমাকে সহ্য করতে পারবে না। কাহিনী শুরু হয়েছে কুরআন ১৮:৭৪ এ: "অতঃপর তারা (মূসা ও আল-খাদের) গেল যতক্ষণ না তারা একটি বালক দেখতে পেল, অতঃপর সে তাকে হত্যা করল। মূসা বললেনঃ তুমি একটা মন্দ কাজ করেছ। গল্পটি ১৮:৮০ আয়াতের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে যেখানে আল-খাদের বলেছেন: বালকটি, তার পিতামাতা ভাল মুসলমান ছিলেন এবং "আমরা আশঙ্কা করছিলাম, যখন সে বড় হবে তখন সে অন্যায়কারী এবং কাফের হবে!" সহীহ মুসলিম, বই ০৩৩, হাদিস ৬৪৩৪-এ আমরা এই গল্পের একটি ব্যাখ্যা পাই: আল্লাহর নবী বলেছেন: "যে যুবককে নবী আল-খাদের হত্যা করেছিলেন সে তার প্রকৃতিগতভাবে কাফের ছিল, এবং যদি তাকে জবাই করা না হত তবে সে তার প্রকৃতির দ্বারা কাফের হত, এবং যদি তাকে জবাই করা না হত তবে সে তার পিতামাতাকে অবাধ্যতা ও কুফরের সাথে জড়িত করত।

এখন আসুন আমরা এই গল্পটি অধ্যয়ন করি এবং এতে কী ভুল রয়েছে তা খুঁজে বের করি:

১. ছেলেটি একটি মুসলিম ছেলে যে কোনও ভুল করেনি। ইসলামের উভয় নবীই একমত যে, তিনি নির্দোষ ছিলেন।

২. আপনি কীভাবে কাউকে এমন অপরাধের জন্য বিচার করতে পারেন যা সে এখনও করেনি? তিনি কেবল একটি শিশু ছিলেন যিনি এমনকি জানতেন না যে তিনি কী করতেন, বা তিনি কী করতেন। আসলে, তিনি এখনও কিছু করেননি।

৩. ৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল-খাদের ভয় পেয়েছিল যে ছেলেটি অন্যায় করতে পারে।

৪. আল-খাদের এমনকি নিশ্চিত ছিলেন না যে ছেলেটি ইসলাম ত্যাগ করবে কি না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ যদি সত্য কাহিনী বলে থাকেন তাহলে কেন লাখ লাখ শিশু বড় হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক নাস্তিক হয়ে পড়ছে, যা তাদের পিতামাতার জন্য অপমানজনক, কিন্তু আল্লাহ শৈশবে তাদের মৃত্যু ঘটান না? শুধু কি এই একটা ছেলেটা? ৬. ইসলামের নবী আল-খাদের যেভাবে বালকটিকে হত্যা করেছিল তা ছিল চরম নিকৃষ্টতা। ৭. ১৮:৭৪ নং আয়াতের আল-জালালাইনের ব্যাখ্যা থেকে আমরা এই উদ্‌ধৃতিটি দেখতে পাই: তিনি গিয়ে একটি ছেলেকে দেখতে পেলেন, তিনি তাকে ছুরি দিয়ে হত্যা করলেন এবং তিনি তার মাথা কেটে ফেললেন এবং এটি দেয়ালের সাথে আঘাত করতে শুরু করলেন! ৮. কেন কেউ কাউকে এভাবে হত্যা করবে, বিশেষ করে তার মৃত্যুর পর তার শরীরের অংশ নিয়ে

খেলা করা। মনে রাখবেন, আমরা কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কথা বলছি না যিনি কিছু ভুল করেছেন। যদি থাকতেন তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে, নবী (আল খাদের) প্রতিশোধ নিতে চাইছেন! কিন্তু সে তখন মাত্র বালক এবং তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তার শিরশ্ছেদ করে দেয়ালে মাথা ঠুকে কী লাভ? ৯. পরিশেষে আমরা বলতে পারি এটি ইসলামের একটি কুৎসিত দিক তুলে ধরার একটি রূপকথার গল্প। কাউকে বিনা দোষে হত্যা করা, কারণ আপনি ভয় পান যে তিনি ভবিষ্যতে কিছু করতে পারেন। যদি এই গল্পটি সত্য হয়, তবে আমাদের বৃদ্ধ হওয়ার আগেই সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করা উচিত কারণ আমরা সকলেই পাপের জন্য দোষী। এই গল্পটি মুহাম্মদের একটি পাগলের কাহিনী।

আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে পছন্দ করেন তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন।

হেদায়েতের ব্যাপারে আল্লাহর একটি অবস্থানের জন্য আমরা কুরআন ৪:৮৮-এর দিকে ফিরে আসিঃ মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দুই দল হয়ে যাচ্ছ কেন? তাদের হাতের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন। তোমরা কি আল্লাহ কাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়েত করতে চাও? আল্লাহ যাকে ধোঁকা দেন, তাদের জন্য কোন পথনির্দেশ নেই এবং আপনি তাদের সৎপথে আনার কোন পথ পাবেন না। কুরআন ৬:৩৯ এ আমরা আরো অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিঃ আর যারা কুরআনকে মিথ্যার বলে অপবাদ আরোপ করে তারা মূক ও বধির, অন্ধকারের মধ্যে এবং আল্লাহ যাকে ধোঁকা দেবেন, তাদের সরল পথের কোন পথ দেখাবে না। কুরআন ৬:১২৫ আয়াতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ যাকে তার ভাগ্য বানিয়েছেন, ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন, তিনি ইসলামের জন্য তার বুক খুলে দেন এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে পছন্দ করেন তাদের থেকে তিনি তাদের বুক বেদনায় কাতর করে তোলেন, যেন তিনি আকাশে উঠছেন। অতঃপর তিনি তাদের উপর আরো পাপ চাপিয়ে দিলেন (আল্লাহ তাদের আরো গুনাহ করবেন)। ১. ইসলামে যে মন্দের দিকে পরিচালিত করে সে আল্লাহ, যেমনটা তুমি দেখছ, শয়তান নয়! ২. যদি আল্লাহ তা'আলা এরূপ করেন, তাহলে শয়তানের কাজ কি? ৩. এই আয়াত যদি স্পষ্টভাবে বলে যে, মুহাম্মদের অধিকার নেই এবং তিনি তাদেরকে হেদায়েত করার অনুমতি রাখেন না, তাহলে মুহাম্মদকে কেন আল্লাহর রাসূল নিযুক্ত করা হয়েছে? তার কর্তব্য কী? ৪. এই লোকদের হেদায়েত করার চেষ্টা করার জন্য আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত কেন? কুরআন ৭:১৭৮ এ বলা হয়েছে, "আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন তিনি সৎপথপ্রাপ্ত হন এবং আল্লাহ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত। 1. এই ঈশ্বরের দিকে তাকাও! কিভাবে

আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন, অতঃপর পথভ্রষ্ট করেন এবং অতঃপর তাদেরকে পথভ্রষ্ট হওয়ার শাস্তি দেন? পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তাদের? ২. ইসলাম ভাগ্যের বিষয়। আপনি যদি ভাগ্যবান হন তবে আপনি তাদের মধ্যে একজন হবেন যাদেরকে আল্লাহ মাঝে মাঝে বেছে নেন, এবং যদি আপনি ভাগ্যবান না হন তবে আপনি তাদের মধ্যে একজন হবেন যাদেরকে আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেন! তুমি নিজেও জানো না তোমার কী দোষ ছিল!

আল্লাহ খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের পথভ্রষ্ট করেন

আমরা সকলেই জানি যে মুসলমানরা আমাদের বলে চলেছে যে যিশুকে কখনও ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস, এতটাই যে, যদি আপনি এতে বিশ্বাস না করেন তবে আপনি খ্রিস্টান নন। আসুন আমরা যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ ও মুহাম্মদের কাজের যৌক্তিকতা দেখি, কুরআন ৪:১৫৭ পাঠ করে:

আর যারা বলেছিল আমি আল্লাহর রাসূল মারইয়াম মারইয়াম-তনয় ঈসাকে হত্যা করেছি। তারা তাকে হত্যা করেনি, তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধও করেনি, বরং এটি তাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল, যেন সে ছিল, এবং তারা এ সম্পর্কে তর্ক করছে, কিন্তু তারা যা মনে করে তা বিশ্বাস করে, তারা এ সম্পর্কে নিশ্চিত নয়।

জামে আল বাইয়ান ফে তাফসীর আল কুরআনের বই, ৩১০ সাল, ইবনে ইসহাক থেকে ইসলামী, তিনি বলেন: "যখন ঈসা (আঃ) তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি তোমাকে হে ঈসার উপরে উঠাব। তখন যীশু তাঁর প্রেরিতদের বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে আমার জায়গা নেবে হত্যা করার জন্য, এবং আমার সঙ্গী হবে যে স্বর্গে যাবে, আল্লাহ আমার প্রতিমূর্তি স্থাপন করবেন এবং তার দিকে তাকাবেন, তাহলে সে কি আমার মতোই দেখতে হবে এবং আমার পরিবর্তে তারা তাকে হত্যা করবে?' প্রেরিতদের একজন, তার নাম সারজেস! তিনি যীশুকে বললেন, "আমি, আল্লাহর আত্মা। তখন যীশু তাকে বললেন। 'তাহলে আমার চেয়ারে বসো। আর তিনি তার উপর বসে পড়লেন। তখন ঈসা (আঃ) তাকে বললেন। 'তাহলে আমার চেয়ারে বসো। আর তিনি তার উপর বসে পড়লেন। অতঃপর ঈশ্বর ঈসা (আঃ)-কে তাঁর কাছে বেহেশতে উঠিয়ে নিলেন। ইহুদীরা ঘরে প্রবেশ করল এবং তারা সারজেসকে ধরে নিয়ে গেল এবং তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করল, কারণ আল্লাহ তাকে ঈসা (আঃ) এর মতো দেখতে করার পরে তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ঈসার মতো দেখতে ছিলেন। ঘরে ঢুকে তারা হিসাব করে দেখেছে যে ভিতরে ১২ জন ছিল এবং মোট সংখ্যার (১৩) মধ্যে একজন নিখোঁজ

ছিল। ঈসা (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন। কারণ তারা জানত না যে যীশু দেখতে কেমন, (ইহুদিরা জানত না যীশু দেখতে কেমন?!) এই কারণেই তারা ইউডোস জাকারিয়া ইউটাকে ত্রিশ টুকরো রৌপ্য উৎসর্গ করেছিল তাদের যীশুর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি তাদের বললেন, "আমি যখন প্রবেশ করব তখন তাকে চুম্বন করব যাতে তোমরা জানতে পার কে যীশু। অতঃপর তারা যখন বাড়ীতে প্রবেশ করল, তখন যীশু পুনরুত্থিত হলেন, কিন্তু তিনি সার্জেসকে যীশুর মতো দেখতে দেখতে পেলেন, তাই তিনি তাদের কথা মতো তাঁকে চুম্বন করলেন এবং তারপর তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করল। আমরা যখন এই গল্পটি বিবেচনা করি, তখন এর মধ্যে কিছুই বোধগম্য হয় না:

১. ঈশ্বর ঈসা মসিহকে তাঁর লোকদের মিথ্যা বলার আদেশ দিতে বলছেন যাতে তিনি পালাতে পারেন!

২. আল্লাহ ইহুদী ও খৃষ্টানদের পথভ্রষ্ট করেন। বারো জন প্রেরিতের সেখানে থাকা বা না থাকার গল্পটি আমাকে বুঝতে দেয় না যে কেন ঈশ্বর আমাকে সেই ব্যক্তি সারজেসের পরিবর্তে ক্রুশে যীশুকে দেখতে দেবেন, যিনি অবিকল তাঁর মতো দেখতে। যদি 100,000 পুরুষ আমাকে বলে যে এটি তিনি ছিলেন না, আমি যদি তাকে নিজের চোখে ক্রুশে দেখি তবে আমি তাদের গল্পগুলি গ্রহণ করব না! এছাড়াও, আপনি কীভাবে তার মা মরিয়মকে মেনে নিতে বাধ্য করতে পারেন যে তিনি ক্রুশে ছিলেন না, যখন তার চেহারা এবং কণ্ঠস্বর একই রকম? (ক্লোন হিসেবে)?

3. যীশুর বারোজন প্রেরিতের মধ্যে কেউ কেন এই গল্পটি পুনরাবৃত্তি করেনি বা এমনকি ক্রুশে যীশুর ক্লোন হওয়ার গল্প সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেনি?

4. যীশুকে উদ্ধার করার এবং আমার পাপের জন্য অন্য কোন ভাল লোককে মৃত্যুবরণ করানোর অর্থ কী? এটা ঈসা (আঃ)-এর কাপুরুষোচিত কাজ যে, সে পালিয়ে গিয়ে তার জন্য অন্য কাউকে মরতে বলা! নায়করা এভাবে অভিনয় করে না। সত্যিকারের নায়করা অন্যের জন্য মরে যায়, অন্যকে তার জন্য মরতে বলে না।

৫. তিনি যদি সত্যিই ঈশ্বর হন, তাহলে আল্লাহ কি জানতেন না বা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেননি যে এই ক্লোনটি তিন বিলিয়নেরও বেশি বিশ্বাসী যারা আজ অবধি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের জন্য মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রতারণার কারণ হবে? ৬. এটি আল্লাহকে মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রতারক বানিয়েছে।

৭. এর অর্থ হবে যে, আল্লাহ শয়তান। একমাত্র শয়তানই ধোঁকা দেয়।

৮. কুরআন অনুসারে ক্রুশবিদ্ধকরণের কাহিনী প্রমাণ করে যে, যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা সম্পর্কে বাইবেল আমাদের যা বর্ণনা করছে তা একটি সত্য কাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শীরা যা দেখেছিল, বাইবেল তা বর্ণনা করে এবং তারা যদি নিজের চোখে যা দেখেছিল তার চেয়ে অন্য কিছু জানায় তবে এটি একটি বড় প্রতারণা হবে। আর কুরআন স্বীকার করে যে, খৃষ্টানরা ঠিক এটাই প্রত্যক্ষ করেছে; এটা ছিল ক্রুশের উপরে খ্রীষ্ট|

৯. আসন্ন প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ: ঈসা (আঃ)-এর ক্লোন করার অর্থ কি ছিল, যখন ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার জন্য আসার আগেই আল্লাহ তাঁকে উপরে উঠিয়েছিলেন? যদি ঈশ্বর ঈসা মসিহকে উদ্ধার করার জন্য স্বর্গে নিয়ে যেতেন, তাহলে কেন তিনি তাঁর সমস্ত প্রেরিতদেরও উদ্ধার করতে পারলেন না? আল্লাহ কি অলৌকিকতা ও প্রকৌশল থেকে বঞ্চিত ছিলেন? বারোজন জনের সবাইকে যীশুর মতো করে বানালে বা সমস্ত ইহুদীদেরও যীশুর মতো করে গড়ে তুললে কেমন হয়? কেমন হয় যদি সমগ্র পৃথিবীকে যীশুর মতো দেখায়? তখন বোঝার উপায় থাকবে না তিনি কে এবং কোথায় আছেন!

10. এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বোকা গল্প। একই সময়ে, এটি আমাদের মুহাম্মদের মনস্তত্ত্ব দেখায়, যিনি এই রূপকথার গল্পটি তৈরি করেছেন তা দেখিয়ে যে কীভাবে এই বিশ্বাসে প্রতারণা গ্রহণ করা হয় যতক্ষণ না আল্লাহ বা মুসলমানরা অন্যদের প্রতি প্রতারণার অনুশীলন করছেন।

11. যেহেতু আমরা প্রমাণ করেছি যে ঈশ্বর মিথ্যা বলেছেন, তাই আমাদের মনে রাখা উচিত যোহন 8:44 পদে খ্রীষ্ট কি বলেছেন: "তোমরা তোমাদের পিতা দিয়াবল, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ তোমরা করবে৷ তিনি প্রথম থেকেই একজন খুনী ছিলেন, এবং সত্যে বাস করেন না, কারণ তার মধ্যে কোন সত্য নেই। যখন সে মিথ্যা বলে, তখন সে নিজের কথা বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী এবং তার পিতা।

12. আমি মনে করি, এই আয়াতটি পড়ার পরে, এই বিষয়ে আমার আর কোনও মন্তব্য নেই। যীশু আমাদের উত্তর দিয়েছেন।

মসীহের প্রত্যাবর্তন

যেহেতু আমি আপনাকে দেখিয়েছি যে মুসলিম ঈসা ('ঈসা) এখন স্বর্গে আছেন এবং এখনও জীবিত, 2000 বছর আগে থেকে আজ অবধি, গল্পটি এখনও শেষ হয়নি। সহীহ বুখারীর ৩৪ নং বইয়ের ৪২৫ নং হাদিসে আমরা পড়ি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি সেই সত্তার শপথ করছি যার হাতে

আমার প্রাণ, মারইয়ামপুত্র শীঘ্রই তোমাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণ ও শাসক হিসেবে অবতীর্ণ হবেন। সে ক্রুশ ছিঁড়ে ফেলবে, শূকর জবাই করবে এবং জিজিয়া (ইসলাম নির্বাচন না করার জন্য অপমানের শাস্তি) বিলুপ্ত করবে, জীবিত থাকার জন্য খ্রিস্টানদের অবশ্যই অর্থ প্রদান করতে হবে) এবং সম্পদ এমন পরিমাপে প্রবাহিত হবে যে কেউ তা গ্রহণ করতে বাধা দেবে না।

১। এখানে আমরা ইসলামে যিশুখ্রিস্টের একটি নতুন চিত্র দেখতে পাই। মনে রাখতে হবে, মুহাম্মদ আল্লাহর সকল নবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, কিন্তু তিনি মৃত। যীশু একজন নবী, কিন্তু তাঁর কিতাব বিকৃত! ঈসা (আঃ) আজ দুনিয়ার একজন মানুষকেও তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করাতে পারেননি! তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি তার জীবন বাঁচাতে দৌড়েছিলেন এবং কাউকে ক্রুশে তার স্থলাভিষিক্ত হতে বলেছিলেন এবং তার পরিবর্তে মারা যেতে বলেছিলেন। কুরআনে দাবীকৃত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি এত বাজে অভিযোগের পর তিনিই কি বিশ্ববাসীর ত্রাণকর্তা!

2. তিনিই পৃথিবীকে শাসন করার জন্য ফিরে আসবেন! আপনি দেখুন, মুহাম্মদ বলেছিলেন যে তাদের "ন্যায়পরায়ণ এবং শাসক" পুরো বিশ্বের জন্য হবে।

৩. তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন মসীহ মুহাম্মদ ছিলেন না।

৪. এমনকি সব সিনেমাতেই নায়ক ছাড়া সবাই মারা যায়। তিনিই শেষে ভালোদের বাঁচিয়ে বিজয় এনে দেন। উপরোক্ত হাদিস অনুযায়ী যিনি বিজয় নিয়ে আসবেন তিনি হলেন ঈসা মসিহ, মৃত নবী মুহাম্মদ নন!

5. এর অর্থ এই যে আমরা, খ্রিস্টানরা, যৌক্তিক এবং সঠিক কাজটি করছি| যদি কেউ আপনাকে বলে, "আমাদের অনুসরণ করার জন্য দু'জন ব্যক্তি রয়েছে। একজন মৃত, অন্যজন জীবিত'। আমরা কার পেছনে ছুটব?

6. যীশু যদি "ন্যায়পরায়ণ ও শাসক-বিচারক" হতে চলেছেন, তাহলে এটা কি যীশুকে ঈশ্বর করে তোলে না? কোন মানুষই ভাল নয়, বরং আল্লাহ, যেমন কুরআন 6: 57: "আমি আমার জন্য আমার প্রভু সম্পর্কে জ্ঞাত, কিন্তু আপনি আমার কাছে যা আছে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শাস্তির জন্য তাড়াহুড়ো করে যা দেখবেন, তা আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। হুকুম তো আল্লাহর হাতেই, তিনি ন্যায় বিচার করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।

৭. আমরা দেখি, বিচারকদের মধ্যে সর্বোত্তম বিচারক হলেন আল্লাহ, কারণ তিনিই একমাত্র সত্যবাদী। সত্য থাকা মানে সে অদৃশ্যকে জানে। একজন নিখুঁত বিচারক হতে হলে, আপনাকে প্রত্যেকের পাপ, মিথ্যা এবং সত্য জানতে হবে! এটি ঈসা মসিহকে এমন একজন ব্যক্তি করে তোলে যিনি অদৃশ্য এবং অজানাকে জানেন যেমন কুরআন 3:149: "এবং বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে একজন নবী, "আমি তোমার ঈশ্বরের একটি চিহ্ন নিয়ে এসেছি। আমি একটি পাখির অবয়ব তৈরি করি।

আমি তাতে ফুঁকে নিচ্ছি এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তা সজীব হয়ে উঠবে। আর তোমরা মূর্খদের কথা বল, আমি জন্মান্ধদের ও কুষ্ঠরোগীদেরকে সুস্থ করি, মৃতদের জীবিত করি এবং আমি তোমাদের কাছে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। সুতরাং ঈমান আনুন।

7. তোমরা যেমন দেখছ, যীশু জানেন যে আমরা কি খাই এবং আমাদের বাড়ীতে কি সঞ্চয় করি। এর অর্থ যীশু হলেন:

• ন্যায়পরায়ণ ও শাসক;

• সর্বত্র (সর্বব্যাপী);

• এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সাথে;

* তার কাছ থেকে কিছুই লুকানো যাবে না। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন;

• জীবন গড়ার ক্ষমতাকে ভুলে যাবেন না!

• একটি শব্দ বলে জন্মান্ধকে চোখ (নতুন করে সৃষ্টি করেছেন) এবং দৃষ্টি দিয়েছেন!

• এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে কুরআনের ঈসা মসিহ এই অলৌকিক কাজগুলো করেছিলেন আমাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য! কিন্তু তারাই আমাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে তাঁকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে!

• আল্লাহ একজন মানুষকে এমন কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে মূর্খতা যা তার মালিকানাধীন নয় কারণ একমাত্র ঈশ্বরই এমন ঘটনাগুলি সম্পাদন করতে পারেন যেমন কুরআন ২২:৬ এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে: কারণ আল্লাহই সত্য। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ মুহাম্মদকে একজন মানুষ হিসাবে নিজের সম্পর্কে কী বলতে হবে তা বলছেন, কুরআন 7: 188: "বলুন, "আল্লাহ আমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত আমি নিজের জন্য উপকারী বা ক্ষতিকারক নই এবং যদি আমি অদৃশ্য জানতাম তবে আমি এর অনেক কল্যাণ আমার কাছে নিয়ে যেতাম এবং তখন কিছুই আমার ক্ষতি করতে পারে না, তবে আমি কেবল একজন রাসূল যে আপনাকে বলে এবং সতর্ক করে।

• এখানে মুহাম্মদ আমাদের নিজের আসল চিত্র তুলে ধরছেন। দেখো! তিনি বলছেনঃ আমি যদি অদৃশ্যকে জানতাম তাহলে নিজের স্বার্থেই তা সংরক্ষণ করতাম। তিনি বলেননি, "আমি আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করব। প্রথমেই তার নিজের কথাই মনে পড়ল!

• তিনি স্পষ্টভাবে বলছেন যে, তিনি অদৃশ্য বিষয়ে কিছুই জানতেন না এবং এর প্রমাণ দিয়েছেন। আমাদের জিজ্ঞাসা করা দরকার যে আল্লাহর কুরআন কেন বলে যে আমরা কী খাই এবং আমরা কী লুকিয়ে রাখি এবং আমাদের বাড়িতে কী সংরক্ষণ করি তা যীশু আমাদের বলতে পারেন, কিন্তু মুহাম্মদ তা করতে পারেন

না? মুহাম্মদ কি অবশিষ্ট ছিলেন এবং আল্লাহ তাকে এক সেকেন্ডের জন্যও নবীর মতো দেখাতে চাননি? আমরা আরও একটি জিনিস শিখেছি যা মুহাম্মদ এবং তাঁর ঈশ্বরের অক্ষমতা প্রমাণ করে। ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক ঘটনাগুলো যে তার ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে তা দাবি করা ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না, আল্লাহকে এর কৃতিত্ব দিয়ে। একই সময়ে, আল্লাহ মুহাম্মদকে একটি অলৌকিক কাজ দিয়ে সমর্থন করতে পারেননি, যেমন কুরআন 17:59 বলছে:

• আমরা পূর্ববর্তী প্রজন্মের জন্য কোন অলৌকিক ঘটনা পাঠানো থেকে বিরত থাকি যা সত্য অলৌকিক ঘটনা হিসাবে প্রত্যাখ্যান করে!

• আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি মুহাম্মদকে কোন অলৌকিক ঘটনা দান করা থেকে বিরত ছিলেন। এটি মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি বানানো আয়াত; এটি তাকে কোনও অলৌকিক কাজ সম্পাদন না করার জন্য নিখুঁত অজুহাত দিয়েছিল। সর্বোপরি, পূর্ববর্তী প্রজন্ম কারা যারা যিশু বা মূসার অলৌকিক কাজকে প্রত্যাখ্যান করেছিল? সমস্ত খ্রিস্টান, তখন এবং আজ, তাদের বিশ্বাস করে এবং কখনও তাদের প্রত্যাখ্যান করেনি। মুহাম্মদের অভিযোগ ভুল ও অসত্য। তিনি আরবদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিলেন যারা তাঁর কাছে অলৌকিক কাজ চেয়েছিল, ঠিক যেমন ঈসা (আঃ) এবং পূর্ববর্তী নবীরা যেমন মূসা করেছিলেন। এত দাবির কাছে তিনি জনগণের মুখোমুখি হতে অক্ষম বোধ করেছিলেন। পরবর্তীতে, আমরা এই বিষয় সম্পর্কে আরও বিশদে যাব।

• ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে তিনি ঈশ্বর, ঈশ্বরকে ঈশ্বরীয় ক্ষমতা দিয়ে যা শুধুমাত্র ঈশ্বরের করা উচিত বা করতে পারেন! আল্লাহ কি জানতেন যে, এসব অলৌকিক কাজ খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্বাস করাবে যে, ঈসা মসিহ সমস্ত মানুষের উপরে এবং তারা ঈসা মসিহকে তাদের ঈশ্বর বানাবে?

• আমার বক্তব্য ব্যাখ্যা করার জন্য, যীশু যদি কাউকে মৃত্যু থেকে জীবিত করতে না পারেন, পাখি তৈরি করতে না পারেন, অন্ধদের চোখ দিতে না পারেন, কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করতে পারেন, আমাদের বলুন যে আমরা আমাদের বাড়িতে কী লুকিয়ে রাখি, আমরা কী খাই তা আমাদের বলুন; যদি তিনি কুমারীর পুত্র না হন, এখনও 2000 বছরেরও বেশি সময় ধরে বেঁচে আছেন; যদি তাকে শয়তান স্পর্শ করতে না পারে, যেমনটি মুহাম্মদ বলেছেন; যদি তিনি পবিত্র না হন, যেমন কুরআন 19:19 বলে; আর যদি তিনি শেষ সময়ে জগতের বিচারক ও শাসক না হন, তাহলে তাঁকে আমার ঈশ্বর বানানোর কোন কারণ আমার নেই! সুতরাং অলৌকিকতার ইসলামী যুক্তি থেকে, আল্লাহ আমাদের যীশুর উপাসনা করতে বাধ্য করেছেন, এবং এখানে আমরা যাই, আল্লাহ ঈসা (আঃ) কে পথ প্রদর্শন বা পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা দিয়েছেন! এখন আমরা যদি কুরআন ৩:৪৯ এর দিকে

তাকাই, যীশু বলেছেন: "আমি একটি পাখির অবয়ব তৈরি করি, আমি তাতে ফুঁকে নিই এবং এটি জীবিত হয়ে উঠবে।

• এটি অন্য প্রশ্নের দিকে পরিচালিত করে। এটা যদি আল্লাহর হুকুম হয়ে থাকে, তাহলে আয়াতটি কেন বলে, 'আমি সৃষ্টি করি'? এর অর্থ হবে এই যে, "আল্লাহর অনুমতি" তার কর্মের একটি অনুমোদন মাত্র। আমরা জীবনে যাই করি না কেন, তা আল্লাহর অনুমতি বা অনুমতির বিরুদ্ধে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে পারে, কারণ এটি আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত (আল্লাহর অনুমতিক্রমে)। এটি করার অনুমতি পাওয়ার অর্থ এই নয় যে লোকটি দুর্বল হলে তিনি শারীরিকভাবে এটি করতে পারবেন। কোনো কোনো মুসলিম দেশে একজন মুসলিম নারী হয়তো দশজন পুরুষকে পেটাতে পারে! আমরা কুরআনের দিকে যাব ৫৫:৩৩ : "হে জিন ও মানুষের দল, হে জিন ও মানুষের দল, যদি তোমরা আসমান ও যমীনের সীমানা অতিক্রম করতে সক্ষম হও, তবে পার হয়ে যাও! কর্তৃত্ব ব্যতীত আপনি পাস করবেন না।

• আপনি যেমন দেখছেন, আল্লাহ তাঁর অনুমতি ছাড়াই পৃথিবীর অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার জন্য আমাদের চ্যালেঞ্জ করছেন। রাশিয়ান এবং আমেরিকানরা কি পৃথিবীর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল? এই আয়াত অনুসারে এটি আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই করা হয়েছিল। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন স্বর্গে ফিরে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বেলায়ও এটা সত্য। • আমার পয়েন্ট কি? ঈসা (আঃ)-এর ঈশ্বরীয় ক্ষমতা কেন আছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য মুসলমানরা এই শব্দটি (ছুটি) ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তারা আপনাকে বলতে পারে, "যীশুর সময়ে, ঔষধ এত উন্নত ছিল! এই কারণেই যিশুর অলৌকিক কাজগুলি নিরাময় সম্পর্কে ছিল!"

• আমরা সকলেই জানি যে ঈসা মশীহের কাজগুলি মুহাম্মদের 600 বছর আগে ঘটেছিল। বিজ্ঞান এখন অনেক বেশি এগিয়ে, পেছনে নয়;

• বর্তমানে, এমনকি খ্রীষ্টের ২,০০০ বছর পরেও, মানবজাতির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কি সম্পূর্ণরূপে যীশুর করা অলৌকিক কাজগুলোর একটাও করতে পারে?

• মনে রাখবেন, যীশু কখনও ওষুধ দেননি, তিনি আদেশ দিয়েছিলেন! পার্থক্য অনেক বিশাল!

কাব্যিক শব্দ করতে গেলে আমরা মিথ্যা দিয়ে অতিরঞ্জিত করি!

চলুন যাই কুরআনের অধ্যায় ৯৭:৩ কুরআন ৯৭:৩ কদরের রাত যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আসুন আমরা এই পদটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করি। এই আয়াতটি সেই রাত বলে মনে করা হয় যেদিন আল্লাহ কুরআনের প্রথম আয়াত নাযিল করেছিলেন। কদরের এ রাত সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাকঃ

১. কেন এ রাত অথবা আরো নির্দিষ্ট করে দিয়ে এ রাতে যে সালাত আদায় করা হয়েছে তা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম? আপনি যদি আরবিতে কথা বলেন, তাহলে দেখবেন মুহাম্মদ শুধু আয়াতটিকে কাব্যিক করার জন্য শব্দ জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক। এই আয়াতের চারটি বাক্যাংশ শেষ হয়েছে এই বাক্য দিয়ে: (কাদের, শাহের, আমর, ফাজের)। মুহাম্মদের কুরআন আসলে অর্থের তোয়াক্কা করে না। তিনি কেবল একে অপরের সাথে ভাল যায় এমন শব্দগুলি র্যাপ করছেন। এটি সমস্ত শব্দের জন্য পরিষ্কার এবং আপনি যেভাবে চেষ্টা করেন সেগুলি কোনও অর্থ তৈরি করে না। এক রাতের নামাজ = ১,০০০ মাস = ৮৩ বছর এবং অন্যান্য রাতে ৩৩ দিন নামায!

২. এটা কি ন্যায্য? যে ব্যক্তি ৮৩ বছর ধরে নামায পড়ছে তার চেয়ে আমার এক রাতে নামায পড়া উত্তম? আসুন দেখি আল-জালালাইন তাফসীর, ১ম খন্ড, ৮১৫, ইসলামী বছর ৮৬৪, কুরআনের ৯৭:৩ : এ রাতের আমল ও এ রাতের নেক কাজ অন্যান্য রাতের তুলনায় এক হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম। কুরআন ২:৮২ – আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা আল্লাহর আসমান পেয়েছে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।

৩. ধরা যাক, আমাদের দু'জন মুসলমান আছে। তাদের একজন এক রাতে ক্ষমতার রাতে নামাজ আদায় করেছেন। সে কি ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হতে যাচ্ছে, যে ৮৩ বছর ধরে নামায পড়েছে কিন্তু ঐ বিশেষ রাতে সালাত আদায় করেনি? তারা দুজন কি একই স্বর্গে যাবে? যদি তারাও সমান সওয়াব পেয়ে থাকে, তবে এ রাত (কদরের রাত) কেন উত্তম? প্রথম ব্যক্তিকে কি এক হাজার গুণ বেশি পুরস্কৃত করা হবে? উভয়ের সওয়াব যদি সমান হয়, তাহলে কদরের রাত অর্থহীন ও তুচ্ছ। এটি মূলত র ্যাপ লিরিক্স! আমরা দেখেছি, কুরআন দাবী করে যে, আল্লাহ ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন। সুতরাং কেউ গত ৮৩ বছরে এক রাতের নামাজ আদায় করেছে বা নামাজ পড়েছে তার জন্য তিনি অতিরিক্ত পয়েন্ট পুরস্কার দেবেন না। এটা হবে এক ধরনের পাগলামি। যেভাবেই হোক, মুহাম্মদ

আরও একবার আমাদের কাছে প্রমাণ করলেন যে তিনি কুরআন তৈরি করেছেন এবং শব্দগুলি আয়াতের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আনা হয়েছিল।

আল্লাহ ওহীর হেফাজত করেন

আল্লাহ তা'আলা আয়াতে বলেছেন যে, তিনি তাঁর ওহীকে হেফাজত করেছেন। আসুন এটি পরীক্ষা করি এবং দেখি এটি সত্য কিনা। আমরা সবাই জানি যে, মুসলমানরা অবৈধ যৌন সংসর্গের জন্য পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে, কিন্তু এই আচরণের জন্য আল্লাহর হুকুম কোথায়? আমরা যৌন মিলন করব, কিন্তু আচরণের জন্য আল্লাহর হুকুম কোথায়? আমরা সহীহ আল-বুখারী, ভলিউম ৪, বই 82, হাদিস 816 দেখুন: ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "আমি দুঃখিত যে আজ থেকে অনেক পরে লোকেরা বলতে পারে, আমরা পবিত্র গ্রন্থে রজমের (পাথর নিক্ষেপ) আয়াতগুলি চিনতে পারি না, সুতরাং তারা সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা যে দায় অবতীর্ণ করেছেন তা ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট হবে। অতএব, আমি নিশ্চিত করছি যে, যে ব্যক্তি অবৈধ যৌন সংসর্গ করে তার উপর রাজমের শাস্তি প্রয়োগ করা হোক, যদি সে ইতিমধ্যে বিবাহিত হয় এবং অপরাধটি সাক্ষী বা গর্ভাবস্থা বা স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুফিয়ান আরো বলেন, 'আমি এভাবে এই তিলাওয়াত মুখস্থ করে ফেলেছি। উমর (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজমের শাস্তি প্রয়োগ করেছেন, তাই আমরা তার অনুসরণ করছি। এই হাদিস থেকে আমরা কী বুঝি? এটি কোন ব্যতিক্রম ছাড়া সকল মুসলমানের দ্বারা অত্যন্ত শক্তিশালী, অনুমোদিত একটি হাদীস। এর অর্থ হবেঃ

১. কুরআনে একটি অধ্যায় বা আয়াত অনুপস্থিত।

২. মুসলমানরা কুরআনে তা রাখতে পারেনি!

৩. কুরআন হৃদয় দিয়ে জানা সম্পর্কে মুসলিমরা আমাদের কাছে যা বলে তা মিথ্যা বিবৃতি। যদি তারা জানত কি অনুপস্থিত ছিল, তাহলে উসমান খলীফা যখন এটি সংগ্রহ করেছিলেন এবং পরে এটি তৈরি করেছিলেন তখন কেন এটি তার কুরআনে সংযোজন করেননি? এটি আমাদের অন্য পয়েন্টে নিয়ে যায়। আমরা 'আল-জালালাইন'-এর ব্যাখ্যায় পড়ি, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৮: আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে, কিতাবটি এখন এবং পরে যে কোন দুর্নীতি বা সংযোজন বা অনুপস্থিত থেকে রক্ষা করব! আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য নয় যা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর বই বানিয়ে দেয়। কদরের রাতে মুহাম্মদের ওপর অবতীর্ণ প্রথম আয়াতটি আমরা কোথায় পাই? কুরআন

কালানুক্রমিক ক্রমানুসারে নেই, তবে এটি মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে যে এটি কুরআন 96: 1: পড়ুন আল্লাহর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন! আল্লাহ কি আয়াতের স্থান পরিবর্তনকে অপবাদ বলেননি? আসুন আমরা কুরআনের ৪:৪৬, ৫:১৩ এবং ৫:৪১ আয়াতের প্রমাণ দেখি। প্রথমত, কুরআন ৪:৪৬: ইহুদীদের কাছ থেকে যারা শব্দের অবস্থান পরিবর্তন করেছে এবং দাবি করেছে যে তারা আল্লাহর আনুগত্য করেছে... • এটা স্পষ্ট যে শব্দের অবস্থান পরিবর্তন করা ব্যক্তি দুর্নীতি করছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, কুরআন যখন সৃষ্টি করা হয়, তখন আয়াত নাম্বারিং বা নামকরণের অস্তিত্ব ছিল না।

• আসুন আমরা আরও একটি অন্তহীন উদাহরণ দেখি; কুরআন ৫:৩ : "আমি তোমাদেরকে মৃত গোশত, রক্ত, শূকরের মাংস এবং এমন বস্তু খেতে নিষেধ করেছি, যার উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যের নাম লেখানো হয়েছে অথবা যা শ্বাসরোধে বা প্রচণ্ড আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে, অথবা শিংয়ের আঘাতে অথবা প্রহার করে হত্যা করা হয়েছে। অথবা এমন কিছু যা সিংহ খেয়ে ফেলেছে, যদি না তুমি মৃত্যুর আগে তাকে জবাই করতে সক্ষম হও; যা মূর্তির জন্য উৎসর্গ করা হয়, অথবা যা থেকে তোমরা শপথ দাবী কর অথবা তীর নিক্ষেপ কর, তার কোন পালক বা মাথা নেই। আজ যারা ইসলাম অবিশ্বাস পোষণ করে, তারা তোমাদের দ্বীনের আশা পরিত্যাগ করেছে, তবুও তাদেরকে ভয় করো না, ভয় করো আমাকে। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। তবে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার আদেশ লঙ্ঘন না করে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

• আয়াতের এই অংশটি দেখুন; "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। যেমন আপনি দেখবেন, তিনি বলছেন, "আজ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠল! কিন্তু আমাদের এখানে একটা সমস্যা আছে। যদি "আজ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল" তাহলে ৫:৩ আয়াতে কিভাবে বলা যায়? এ তো গেল 'আজ'-এর পর। কুরআনে আর কোন সূরা বা আয়াতের প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমরা জানি এর পরে আরো ১০৯টি সূরা আছে! কেউ কি এগুলো যোগ করেছে নাকি কেউ এগুলো তুলেছে, কুরআনের শেষ থেকে শুরু করে কুরআনের শুরুতে স্থাপন করা পর্যন্ত? অধিকন্তু, নিষিদ্ধ খাবারের সাথে নিখুঁততার কী সম্পর্ক? কুরআন এমন এক খালি গ্রন্থ যাতে অনেক শিক্ষা অনুপস্থিত। আমরা যদি পুরো কুরআনকে নিরীক্ষণ করি, তাহলে

মুসলমানরা যা চর্চা করে তার ৯০% কুরআনের মধ্যেও নেই! যেমন, পুরো কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের অপহরণ ও ধর্ষণের শাস্তি কি তা জানাতে ভুলে গেছেন? সর্বোপরি, কুরআনে সমকামী এবং লেসবিয়ানদের শাস্তি মুহাম্মদের সময়ে আজ অবধি মুসলমানরা যা অনুশীলন করেছিল তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এমনকি মুহাম্মদ নিজেও। আমরা যদি কুরআন ৪:১৫-১৬ এর দিকে তাকাই, দেখব সমকামিতার শাস্তি মৃত্যু নয়। বরং আজকে মুসলমানরা যা চর্চা করে তা হল মুহাম্মদের শিক্ষা যা মৃত্যু, আল্লাহ যা বলেছেন তা নয় যা তাদেরকে নারীদের ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত কারাগারে রাখে এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে তাদের অপমান করে যতক্ষণ না তারা তওবা করে। কুরআন এমনকি এমন অনেক কিছু শিক্ষা দেয় যা মুসলমানরা আর অনুশীলন করতে পারে না, যেমন ১১:১১৪ আয়াতে কুরআন তাদেরকে তিনবার প্রার্থনা করার আদেশ দেয়: এবং দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের আগমনে সাধারণ নামাজ আদায় করুন। যাকাত শব্দের অর্থ কী তা কুরআন কখনও সংজ্ঞায়িত করে না, যা মুসলমানদের কাজ থেকে যা উপার্জন করে বা খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কাছ থেকে চুরি করে যা পায় তা থেকে যে অর্থ প্রদান করতে হয় তার অংশ। মুহাম্মদ ভুলে যাননি যে তার অংশ চুরি থেকে কত ছিল। তিনি ও আল্লাহ তা'আলা এক পঞ্চমাংশ পেয়েছেন এবং বাকিটা পেয়েছেন তাদের জন্য যারা তার সাথে যুদ্ধ করেছে (চোর)। কুরআন কখনো বলেনিঃ

১. কিভাবে হজ করতে হয়?

২. কিভাবে নামায পড়তে হয়?

৩. অজু (ধৌত) করার পদ্ধতি কুরআনের কোথায় পাওয়া যাবে?

৪. কীভাবে রোজা রাখবেন?

৫. কখন রোজা রাখতে হবে?

৬. কখন রোজা বন্ধ করতে হবে?

৭. কত যাকাত দিতে হবে? (মুহাম্মদের রাষ্ট্রের টাকা) পক্ষান্তরে রহিত আয়াতগুলো কোন আয়াত? কুরআন দুটোতে ভরে গেলে আমরা কিভাবে জানতে পারব কোনটা আমল করতে হবে আর কোনটা করতে হবে না? এটি তার বিভ্রান্তি এবং ভুল বোঝাবুঝির অন্যতম কারণ। কুরআন ৮:৪১ এ বলা হয়েছে কিভাবে যুদ্ধের লুণ্ঠিত মাল বণ্টন করা হবেঃ আর জেনে রেখো, যুদ্ধের লুণ্ঠিত মালামাল (কাফেরদের কাছ থেকে চুরি করা মাল) এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য এবং রেখে যাবে গরীব, এতিমদের (যারা মুহাম্মদের জন্য হত্যা ও যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে) ও মিসকিনদের জন্য। পরে আমরা দেখতে পাই যে মুসলমানরা মুহাম্মদকে কিছু চুরি করা লাল অন্তর্বাস চুরির জন্য অভিযুক্ত করেছে যেমন কুরআন ৩:১৬১ (উসামা দাকদোক অনুবাদ): ১৬১ আর কোন নবীর জন্য

প্রতারণা করা নয় (লুণ্ঠিত মাল ভাগ করে নেওয়া) এবং যে ব্যক্তি প্রতারণা করবে সে কিয়ামতের দিন প্রতারণা (অসৎভাবে অর্জিত) নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেক সত্ত্বাকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। তাফসীর আল-জালালাইন, সূরা আল-ইমরান কুরআন ৩:১৬১ এর এই আয়াতের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন: মুসলমানরা যখন লুটের মাল ভাগ করতে শুরু করল, তখন বদরের দিন কিছু লাল মখমলের কাপড় হারিয়ে গেল এবং কিছু মুসলমান বলতে শুরু করল, সম্ভবত নবী নিজের জন্য এটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে, "তোমার জানা উচিত, এটা কোন নবীর জন্য চুরি করা নয়। কল্পনা করুন যে খ্রীষ্টের প্রেরিতরা তাঁকে জামাকাপড় চুরির জন্য দোষারোপ করেছিলেন! নিঃসন্দেহে এটা অসম্ভব। এই আচরণ কোন অপরাধী দলের কাছ থেকে আশা করা হবে, ঈশ্বরের লোকদের কাছ থেকে নয়। কিন্তু একই সময়ে, এটি আমাদের বলে দিচ্ছে যে মুহাম্মদ কে এবং তাঁর সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা কারা!

এই কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য মানুষ ও জিনদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

কুরআন 17:88: "বলুন (মুহাম্মদ) যদি মানুষ ও জিন একত্রিত হয়ে এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করে, তবে তারা উভয়ে একত্রে কুরআন গঠন করলেও এর অনুরূপ কুরআন রচনা করতে পারবে না।

• জিন ও মানুষ উভয়ের কাছেই চ্যালেঞ্জ এত স্পষ্ট যে, তারা এই কুরআনের সমকক্ষ হতে পারে না।

• আমি মনে করি, আমরা যদি এমন কিছু পাই যা একটি কুরআনকে একই বা উত্তম করে তুলতে পারে, আল্লাহ তার চ্যালেঞ্জে হেরে গেছেন। মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবী উমর (রাঃ) থেকে উমর (রাঃ) থেকে পরবর্তী হাদীসে (উল-ইতকান ফী উলুম আল-কুরআন, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩৭) উমর (রাঃ) থেকে এসেছেন, তিনি বলেনঃ আনাস (রাঃ) থেকে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ আমার সর্বশক্তিমান তিনটি বিষয়ে একমত হয়েছেনঃ (প্রথমত) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি ইচ্ছা করি যদি আপনি ইবরাহীম (আঃ)-এর সালাতের স্থানকে আপনার উপাসনালয় হিসেবে গ্রহণ করতেন। এভাবেই এসেছে ঐশী প্রেরণা (পৃ. ১৩৭) (কুরআন ২:১২৫) আর তোমাদেরকে (মুসলিমদের) ইবরাহীমের স্থান সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর। দ্বিতীয়তঃ আমি আল্লাহর নবীকে বললাম, ভালো-মন্দ সবাই তোমার স্ত্রীদের সাথে কথা বলে, অতএব তাদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দাও।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নারীদের পর্দা সংক্রান্ত নাযিল করলেন (কুরআন ২৪:৩১)। তৃতীয়তঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিল এবং আমি তাদেরকে বলেছিলাম, যদি তাঁর নবীর পালনকর্তা তোমাদের (সকল স্ত্রীদের) তালাক দিয়ে দেন এবং তোমাদের সাথে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী গ্রহণ করেন। সুতরাং আয়াতটি (কুরআন ৬৬:৫) আমি যেভাবে বলেছিলাম সেভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। একই কাহিনী আপনি সহীহ আল বুখারীতে দেখতে পাবেন (বই ৮, হাদীস ৩৯৫)।

১. আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর চ্যালেঞ্জ মিথ্যা! কিভাবে সে মানব জাতি ও জিন প্রজাতির লোকদের কাছে কুরআন রচনা করতে বলতে পারে, যদি তারা পারে, অথচ সে 'উমর (রাঃ)-এর বাণী নকল করছে!

২. এ হাদীসে দেখা যায় আল্লাহ তা'আলা উমর (রাঃ)-এর সাথে তিনবার নকল করেছেন। আমি অবাক হই যে আল্লাহ তা'আলা কত আয়াত অন্যের কাছ থেকেও আয়াত কপি করেছেন, কিন্তু আমরা তাদের সম্পর্কে জানি না!

৩. এমনকি উমর (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর আমি যেভাবে বলেছিলাম আয়াতটি (৬৬:৫) সেভাবেই নাযিল হয়েছে।

৪. এটা এত সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ নেই এবং ওহী নেই। উমর (রাঃ) মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে কথা বলছিলেন। মুহাম্মদ (রাঃ) উমর (রাঃ) এর কথা শুনলেন, পছন্দ করলেন এবং তারপর উমরের চিন্তাধারা গ্রহণ করলেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ যথারীতি মুহাম্মদের সেবায় নিয়োজিত! আমরা দেখিয়েছি কিভাবে উমর (রাঃ) একজন মানুষ হিসেবে কুরআন সৃষ্টি করেছেন এবং এমনকি আল্লাহও তার থেকে নকল করেছেন; তাহলে জ্বীনদের কি হবে? মনে রাখতে হবে, আয়াতটি জিন ও মানুষ উভয়কে একত্রে চ্যালেঞ্জ করছিল। জ্বীনদের তৈরি কোন কুরআন আছে কি? জ্বীন আর মানুষ একসাথে। জ্বীনদের তৈরি কোন কুরআন আছে কি? আমার মনে হয় আমরা অনেকেই স্যাটানিক ভার্সেস সম্পর্কে অবগত আছি, যেমন সালমান রুশদির বই দ্য স্যাটানিক ভার্সেস-এ। তাহলে শয়তানী আয়াত কি? কুরআন ২২:৫২ এ শয়তানের আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে:

আমি আপনার পূর্বে কোন রাসূল বা নবী পাঠাই না, বরং এরূপ প্রেরণ করি যে, যখন সে তিলাওয়াত করত, তখন শয়তান তার তিলাওয়াতের মধ্যে কিতাব নিক্ষেপ করতো (যা কুরআনের নয়)। কিন্তু আল্লাহ তা ভঙ্গ করেন। শয়তান যা কিছু অর্পণ করেছে, আল্লাহ তার আয়াতসমূহ স্থির করে দেবেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। কাহিনীটি কী তা দেখার জন্য, আমরা ইবনে কাসীর রচিত এই আয়াতের (কুরআন ২২:৫২) ব্যাখ্যায় যাব, মুদ্রণ ১৯৯৯, ভলিউম ৫, পৃষ্ঠা ৪৪১: (ইবনে কাসীর) বলেন: "তাফসীরকারকদের অনেকেই আল্লাহর তিন কন্যার (আল

কারানিক) কাহিনী উল্লেখ করেছেন এবং এটি জানা গেছে যে ইথিওপিয়ায় যাওয়া অনেক মুসলমান ফিরে এসেছিল কারণ তারা ভেবেছিল যে পৌত্তলিকরা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং সেই গল্প, ইবনে হাতেম (রহঃ) ইবনে ইউনুস (রাঃ) থেকে ইবনে হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখন মক্কায় আল নাজেমের সূরা পাঠ করেন, তখন শয়তান তার মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করেনঃ আপনি কি তৃতীয় সূরা (আল-লাত ও আল-উজা এবং মানত) সম্পর্কে চিন্তা করেছেন? (কুরআন ৫৩:১৯-২০), নিশ্চয়ই তাদের সুপারিশ প্রত্যাশা করা,' অতঃপর নবী রুকু করলেন এবং পৌত্তলিকরা তাঁর সাথে রুকু করল। আমি এই গল্পটি নিয়ে খুব বেশি বিশদে যাব না, কারণ এটি এত সুপরিচিত হয়ে উঠেছে, তবে আমি এর একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ করব:

১. শয়তান (যে জিন থেকে এসেছে) কুরআনের অংশ তৈরি করেছে, যেমন এই আয়াতটি ব্যাখ্যা করে।

২. স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তা এতটাই অনুমোদন করেছেন যে, "শয়তান যা নিক্ষেপ করবে তা তিনি গ্রহণ করবেন। সুতরাং মুসলমানরা বলতে পারে না যে তারা এই গল্পটি গ্রহণ করে না। যদি তারা এরূপ বলে থাকেন, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, এই আয়াতটি মিথ্যা এবং কুরআনকে তথ্যের প্রকৃত উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তথ্য।

৩. মুহাম্মদ যখন এই শয়তানী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন, তখন তিনি আমাদের কাছে কয়েকটি বিষয় প্রমাণ করেন। যেমনঃ ১. শয়তানের কুরআন আল্লাহর কুরআন থেকে কোন অংশে কম নয়।

২. মুহাম্মদ খেয়াল করেননি যে এটি শয়তানের পক্ষ থেকে এসেছে, কারণ এটি দেখতে হুবহু একই রকম!

৩. এখানে আরবী ভাষা তার অর্থে খুবই স্পষ্ট। এটি নিম্নরূপ।

৪. এর অর্থ শয়তান কুরআন বানিয়েছে। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ফয়সালা এত ভাল ছিল যে তিনি এটি বলেছিলেন এবং এটিকে আল্লাহর বাণী হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। যদি খারাপ হতো তাহলে মুহাম্মদ কেন এমন করলেন?

৫. আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদেরকে কুরআন বানাবার চ্যালেঞ্জ দিলেন, তখন তিনি বললেন, এ ধরনের কোরআন কায়েম কর। ধরা যাক, আমিই সেই ব্যক্তি হতে যাচ্ছি যে কুরআন বানানোয় আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে। এই কুরআন বানানোর পর আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে যাব এবং তাকে আমার রচিত ধর্মগ্রন্থ অথবা শয়তানের তৈরি ধর্মগ্রন্থ বিচারের দায়িত্ব দেব। আমার মনে হয় না মুসলিমরা বলবে, আমি যে কুরআন বা ধর্মগ্রন্থ বানাবো তার মানের জন্য মুহাম্মদ একজন উত্তম বিচারক নন!

৬. সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সাঃ) কে কবুল করা হবে এবং তিনি ইতিমধ্যেই শয়তানের ঐক্য নিশ্চিত করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এর অর্থ হবে যে, বিচারক (মুহাম্মদ) বলেছেন, "এগুলি মহান আয়াত। এতটাই যে তিনি মনে করতেন এগুলো ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে!

৭. আল্লাহর আয়াত মানব ও জিনকে চ্যালেঞ্জ করছে একথা বলা মূর্খ এবং কুরআন স্রষ্টার দুর্বলতা প্রকাশ করে। সে যেই হোক না কেন।

উমর (রাঃ) কুরআন বানিয়েছেন এবং শয়তানও তা করেছে তা প্রমাণ করার পর আমাদের সমস্যা আছে। আসল কথা হলো, সমস্যাটা আমাদের নয়, সমস্যাটা আল্লাহর! শয়তানের নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরের আয়াতে আমরা এটি পড়ি (কুরআন ২২:৫৩): শয়তান যা করেছে তা তিনি পরীক্ষা করবেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যাদের অন্তর কঠোর, তাদের জন্য যারা অত্যাচারী, তারা সত্য গ্রহণ করা থেকে দূরে রয়েছে। এই আয়াত মুসলমানদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন করে:

১. শয়তান খারাপ নয়, কিন্তু সে আল্লাহর ব্যবহৃত হাতিয়ার ও আনুগত্য বান্দা।

২. কেন আল্লাহ ৫২ নং আয়াতে বলেছেন যে তিনি এই শয়তানী আয়াতগুলো বের করে আনবেন, কিন্তু এখন আল্লাহ বলছেন যে তিনি আয়াতগুলো ব্যবহার করবেন "পরীক্ষা নিক্ষেপ করতে" (বিদ্রোহ উস্কে দিতে)? এর অর্থ এই হবে যে তিনি কিছুই বের করেননি, কারণ যদি আল্লাহ তা সরিয়ে নিতেন তবে কেউ এমন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হত না যার আর অস্তিত্ব নেই!

৩. শয়তানের আয়াতগুলো কিভাবে পরীক্ষা হতে পারে যদি মুহাম্মদ (সাঃ) তা বলে থাকেন এবং পৌত্তলিকরা তা পছন্দ করে? তারা ইতিমধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল এবং এই আয়াতগুলির দ্বারা অপরিবর্তিত ছিল। তারা তখনও পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করত!

৪. এই আয়াতগুলো কীভাবে জালেমদের (পৌত্তলিকদের) প্রভাবিত করে? এই আয়াতগুলো যদি কুরআনে থাকে, তাহলে যারা তা পড়বে এবং গ্রহণ করবে তারাই মুসলমান!

৫. আল্লাহ কেন তাঁর নবীর মুখে এমন মিথ্যা প্রবেশ করতে দিলেন?

৬. আল্লাহ যদি ভবিষ্যৎ জানেন, তাহলে কেন এমন ঘটনা ঘটতে দিলেন?

৭. পথপ্রদর্শক যখন মিথ্যা কথা প্রচার করে খুশি হয়, তখন হেদায়েতের অর্থ কী? আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি যাদেরকে জালিম বলে অভিহিত করেন তাদের জন্য মানুষের অশান্তি বাড়ানোর উপায় হিসেবে তিনি এটাকে ভালোবাসেন! আমি মনে করতাম ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যায়কারীকে ইনসাফ করা! আমি এগিয়ে যাব, তবে এই গল্পটিতে আরও একটি সমস্যা রয়েছে।

বিষয়গুলি আরও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে উঠছে, যেমন আপনি দেখতে পাবেন। কেউ মিথ্যা বললে প্রথমটা ঢাকতে হলে আরও এক হাজার বলতে হয়। আসুন আমরা কুরআন ১৫:৪২ এ যাই যেখানে আল্লাহ বলছেন: "আমার বান্দাদের (মুসলিমদের) মধ্য থেকে, তাদের উপর তোমাদের (শয়তান) কোন কর্তৃত্ব নেই, কেবল সেই হারানো যে তোমাকে অনুসরণ করে, শয়তান। এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে বলছে যে শয়তান কোন ভাল (মুসলমানদের) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং সে (শয়তান) কেবল হারানো লোকদের (কাফেরদের) নিয়ন্ত্রণ ও প্রতারণা করতে পারে।

১. যদি তাই হয়, তাহলে শয়তান কিভাবে মুহাম্মদকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তার মুখে শয়তানের আয়াত নিক্ষেপ করবে? সহীহ বুখারীর ৭১তম বই, হাদিস ৬৫৮ থেকে এই অংশটি দেখুন: আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "বনী যারাইক গোত্রের লাবিদ ইবনুল আ'সাম নামে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জাদু করতো যে, রাসূল (সাঃ) কল্পনা করলেন যে, তিনি এমন কাজ করেছেন যা তিনি প্রকৃতপক্ষে করেননি। ..."

২. মুসলিমরা যাকে কালো জাদু বলে শয়তান কীভাবে মুহাম্মদকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিল, যেখানে শয়তানের কর্তৃত্ব কেবল খারাপদের উপর? মুহাম্মদ কি খারাপ ছিলেন?

মুহাম্মদের ঘটনাটি কতটা খারাপ ছিল?

সহীহ বুখারীর ৭৩ নং বইয়ের ৮৯ নং হাদিসে আয়েশা (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেন এবং এই কল্পনা করলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঘুমিয়ে পড়েছেন (যৌন সম্পর্ক করেছেন)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তা করেননি...। মুসলিমরা এর কি জবাব দেবে?

১. মুহাম্মদ (সাঃ) এতটাই বিভ্রমের মধ্যে বাস করছেন যে, তিনি কল্পনা থেকে বাস্তবতাকে আলাদা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন। এই সময় তার ঘুমও আসে না!

২. মুহাম্মদ তার ১৩ জন স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের ক্ষেত্রেও বাস্তবতা এবং কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। সত্যিকারের ফেরেশতা (জিবরাঈল) দেখার ব্যাপারে আমরা কিভাবে তাকে বিশ্বাস করতে পারি? এটাও বোধহয় কল্পনা। তিনিও কি তা কল্পনা করেছিলেন?

৩. এই লোকটির কী হয়েছে? কালো জাদু থেকে শুরু করে শিশুদের সঙ্গে যৌন মিলন, ছেলের বউকে নিয়ে যাওয়া, বিষ খেয়ে মরে যাওয়া—সবই তার সঙ্গে ঘটেছে এই তালিকার অন্তহীন! ইসলামের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে,

মুসলমানরা পৌত্তলিকদের আক্রমণ করতে, মূর্তিপূজা করতে বা বহুঈশ্বরবাদে চর্চা করতে পছন্দ করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা মূর্তিপূজা ও বহুঈশ্বরবাদকে উৎসাহিত করে।

ইসলামে কাবা শরিফ: কাবা কাবা কাবালাই কি?

কাবা ছিল খ্রিষ্টানদের গির্জা! বেশ কয়েকটি বইয়ে লিপিবদ্ধ হিসাবে কাবা শরিফে মরিয়মের (যিশুর মা) একটি আইকন ছিল:

১. আল-আজরাকী রচিত আখবার মক্কা, মুদ্রণ ২০০৪, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৫।

২. আল-ওয়াকিদী রচিত আল-মা'গাজী, মুদ্রণ ১৯৮৯, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৩৩: "নবী যখন কাবা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি অনেক ছবি দেখতে পেলেন; তার মধ্যে একটি ছিল, "রাসূল (ছাঃ) যখন কাবা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি অনেক ছবি দেখতে পেলেন; তাদের মধ্যে একটি ছিল মরিয়ম এবং একটি ছিল ইব্রাহিমের, তাই তিনি ইব্রাহীমের ছবির উপর হাত রেখে বললেন যে এটি (অর্থাৎ ইব্রাহীম) ব্যতীত সমস্ত মুছে ফেল। কাবা শরিফে ঈসা ও তাঁর মায়ের মূর্তি থাকত। আখবার মক্কা আল-আজরাকী, ২০০৪ প্রিন্টিং, ভলিউম ১, পৃঃ ২০০: "আমাকে আমার দাদা বলেছেন, তিনি বলেছেন যে দাউদ ইবনে আবদুর রহমান আমাদেরকে গোরিজ এবং সুলাইমান ইবনু মূসা আল-শামি 'আতা বিন রাবাহ এর পুত্র থেকে বলেছেন, আমি শুনেছি যে আপনি সাক্ষী ছিলেন যে কাবা শরীফে মরিয়ম এবং তার পুত্র ঈসা (আঃ)-এর মূর্তি ছিল, আর দুটোই ছিল সৌন্দর্যের জিনিসে ঢাকা? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কাবা শরিফে ছয়টি স্তম্ভ থাকত এবং এর শীর্ষে মরিয়ম ও ঈসার মূর্তি থাকত, তিনি বললেন, আপনি কি জানেন যখন এটি ধ্বংস হয়ে যায়, তিনি ইবনুল জুবিরের (মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ) সময় আগুন দিয়ে বলেছিলেন। আগামী তালিকায় আমরা দেখবো কিভাবে মুশরিক খোযা'আ গোত্র খৃষ্টানদের পরাজিত করে কাবাকে আবার পৌত্তলিক উপাসনালয়ে পরিণত করেছিল এবং মূর্তিপূজার পুরনো দিনে ফিরে গিয়েছিল। প্রথমে আমরা দেখব কাবা নির্মাণ সম্পর্কে মুসলমানরা কি বিশ্বাস করে। মুসলমানদের মতে, কাবা প্রথম দ্বারা নির্মিত হয়েছিল:

১. ফেরেশতাগণ।

২. আদম।

'ইরশাদ আল-আকেল আল-সালেম ফে আল-কুরআন মাজাইয়া আ, বৈরুত, ১৯৯৯, ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ১৬০, : "কাবা প্রথমবারের মতো ফেরেশতাদের গতিতে দশবার নির্মিত হয়েছিল এবং ইমাম আল-নওয়াওয়ি তাহজেব আল-আসমা ওয়া

আল'গাতের বইয়ে উল্লেখ করেছেন এবং আলআজরাকির বইয়েও উল্লেখ করেছেন যে এটি আদমের আগে নির্মিত হয়েছিল এবং তারপরে আদমও এটি নির্মাণ করেছিলেন।

৩. আদমের পুত্র শেথ। 'ইউন আল-আতের ফে ফুনুন আল-মা'গাজী ওয়াল-শামা'য়েল ওয়াল-সিয়ার, আল-সাফি'ঈ রচিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭, ১৯৭৭, বৈরুত: "কাবা আদম আদমের পুত্র সেথ কর্তৃক নির্মিত হওয়ার আগে এটি রুবি দিয়ে তৈরি একটি তাঁবু ছিল এবং আদম এটি পরিদর্শন করতে পছন্দ করতেন এবং এটি সেই সময়ে ভারতে ছিল।

৪. ইবরাহীম ও ইসমাঈল। একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত; সহীহ আল বুখারী, তাফসীর হাদীস নং ৫৮৩।

৫. জায়ান্টস। ফাতেহ আল-বারী ফে শরীহ সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, হাদীসের বই, বৈরুত লেবানন ১৯৫৩, পৃ. আ'আহ ইবনুল সায়েবের কাহিনী অনুসারে, তাদের শিকড় জুরহুম গোত্রে ফিরে যায়।

৬. জুরহুম গোত্র (তারা ইসলামের পূর্বে খ্রিস্টান হয়েছিল), ফতেহ আল-বারী ফে শারেহ এর কিতাব অনুসারে, সহীহ আল-বুখারী, বৈরুত লেবানন, 1953, ভলিউম 6, পৃষ্ঠা 548, মাকেবের বই; সহীহ আল বুখারী, বই ৪০, হাদিস ৫৫৬: রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ ইসমাঈল (আঃ)-এর মায়ের প্রতি অনুগ্রহ করুন। যদি সে জমজম ঝর্ণার পানি যেমন ছিল তেমনই রেখে দিত, অথবা বলত, 'যদি সে ঐ ঝর্ণাটি ব্যবহার না করত', তাহলে তা হতো একটি প্রবাহমান স্রোতধারা। জুরহুম গোত্র এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'মে! আমরা আপনার বাসায় বসতি স্থাপন করব?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু সেই জলের অধিকারী হওয়ার অধিকার তোমার নেই। তারা মেনে নিয়েছে।

৭. খোযা'আ গোত্র, যারা জুরহুম গোত্রকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল এবং ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাবা গোত্র দখল করেছিল। ফতেহ আল-বারী ফে শারেহ, সহীহ আল-বুখারী, প্রিন্টিং ২,০২, বৈরুত লেবানন, ১৯৫৩, ভলিউম ১০, পৃ. ৩২: "উমারো ইবনে আল-হারেথ বিন মুদাদ আল-জুরহুমের কন্যা ফাহেরা, তার পিতা কাবার শাসক হিসাবে জুরহুমের গোত্রের সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন এবং কাবার শাসক হিসাবে জুরহুমের গোত্রগুলির মধ্যে সর্বশেষ যুদ্ধ হয়েছিল, এবং জুরহুম ও খোযা'আ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হয় এবং তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেয়, তাই খোযা'আ তিনশত বছরের জন্য কাবা দখল করে নেয়।

৮. কুসাই, কুকুরের পুত্র (মুহাম্মদের পূর্বপুরুষ), যিনি খোযা'আকে (কুরিশ গোত্রের প্রথম ব্যক্তি) মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিলেন। ফতেহ আল-বারী ফে শরীহ সহীহ আল-বুখারীর বই, বৈরুত লেবানন, ১৯৫৩, ভলিউম ৬, পৃষ্ঠা ৫৪৮,

মাকেবের বই: "কুসাই বিজয়ী হয়ে কাবা দখল করেছিলেন এবং তিনি ফাহেরের (গোত্রের) সমস্ত বংশকে একত্রিত করেছিলেন এবং তাদের মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিলেন। কুকুর সন্তান কুসাই কাবার পাশে উপাসনার জন্য দুটি মূর্তি যুক্ত করেছিলেন।
সহীহ মুসলিম-বেশার আল-নববী, ভলিউম ৯, হজ কিতাব, বৈরুত লেবানন, ২০০৬, পৃঃ ৪০১: "লোকটির নাম ছিল 'ইসাফ বিন বা'কা' বা ইবনু 'উমর, এবং মহিলাটি ছিল না'লাহ বেন্ট যিব বা বাঁতে সাহেল, তারা উভয়ই জুরহুম থেকে এসেছিল এবং তারা কাবার অভ্যন্তরে ব্যভিচার করেছিল তাই আল্লাহ তাদের উভয়কে দুটি মূর্তিতে পরিণত করেছিলেন, সুতরাং তাদের কাবার পাশে রাখা হয়েছিল, আর বলা হয়েছে, সাফা ও আলমারওয়া (হজযাত্রীদের হজে যে দুটি স্থানে যেতে হয়- দেখুন কুরআন ২:১৫৮), তাই কুকুর পুত্র কুসাই তাদের উভয়কে কাবার পাশে রাখেন এবং তাদের (দুটি মূর্তি) উৎসর্গ করেন এবং লোকদের তাদের উপাসনা করতে বাধ্য করেন। ৯. মুহাম্মদ নবী হওয়ার পাঁচ বছর আগে কুরিশ গোত্র কাবা নির্মাণ করেছিল! বইয়ের নামঃ ফায়েদ আল-কাদের, ২০০০ সালে মুদ্রিত, মিশর, ১ম খন্ড, পৃ. আবদুল্লাহ ইবনে আল জোবায়ের ইসলামী বর্ষে ৬৫ (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)। (আলকামেল ফে আল-তারিখের বই, ইবনে আতের রচিত ৩৬২ পৃষ্ঠা); 11. আল হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আল সাকাফি, যিনি কাবা ঘর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে পুনরায় নির্মাণ করেছিলেন! কাবা ঘর আবর্জনায় ঢেকে যেত। (ইবনে কাছর রচিত আল-বিদাইয়াহ ওয়া আল-নিহাইয়া গ্রন্থ, ৮ম খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা)। অটোমান সুলতান মুরাদ, ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ। কিন্তু মুসলমানদের দাবী যে, কাবা হচ্ছে আল্লাহর ফেরেশতাদের দ্বারা নির্মিত পৃথিবীর প্রথম ঘর, মুসলমানদের কিছু গ্রন্থ যেমন ইবনে আদেল আল-আনবালী রচিত তাফসীর আল-লেবাব, ভলিউম ৪, পৃঃ ২২৫: আলী (রাঃ) এর মতে, এক ব্যক্তি তাকে বলল, এটাই কি প্রথম ঘর? (তিনি বললেনঃ না, এর পূর্বে ঘর ছিল, কিন্তু এটিই সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে। আর এতে রয়েছে হেদায়েত, রহমত ও বরকত। আর সর্বপ্রথম যিনি এটি নির্মাণ করেছিলেন তিনি হলেন ইব্রাহিম, তারপর আরবের লোকেরা, তাদের মধ্য থেকে জুরহুম গোত্র। তারপর এটি ধ্বংস করা হয়েছিল, তারপর এটি দৈত্যদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, এবং তারা নূহের পুত্র সামের পুত্র আমলিকের সন্তানদের থেকে রাজা ছিলেন। অতঃপর তা আবার ধ্বংস করে কুরিশ গোত্র নির্মাণ করে।

মুসলমানরা তাদের কাবা সম্পর্কে কীভাবে এবং কী ভাবেন তা আপনাকে দেখানোর উদ্দেশ্য হ'ল কেন তারা এটিকে পবিত্র বলে মনে করে তা বোঝার জন্য! এখানে লক্ষ্য করুন যে যতক্ষণ তারা একমত হয় যে কাবা অনেকবার পুনর্নির্মাণ

করা হয়েছিল, তার মানে এটি বহুবার ধ্বংস হয়েছিল! একই সাথে কুরআন দাবী করে যে, আল্লাহ সর্বদা কাবা ঘর হেফাজত করতেন, কুরআনের কাহিনী অনুসারে, হাতির সূরা (কুরআন ১০৫:১-৫): 1 তারা কি দেখে নি তোমার পালনকর্তা হাতিদের লোকদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? 2 তিনি কি তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করেন নি? 3আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পাখীদের সৈন্যদল পাঠিয়ে দাও, 4 তারা তাদের দিকে পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করে, 5 আর তাদের সবুজ পাতার মতো করে দাও, যা গবাদি পশুরা খেয়ে ফেলেছে।

এই গল্পটি আবরাহার (ইয়েমেনের খ্রিস্টান শাসক) কমান্ডে ইথিওপিয়ার রাজা কর্তৃক প্রেরিত খ্রিস্টানদের একটি সেনাবাহিনী সম্পর্কে, যারা কাবা ধ্বংস করতে চেয়েছিল। শত শত হাতির সশস্ত্র এই বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ যুদ্ধরত পাখি পাঠিয়েছিলেন। এমনকি মুসলমানরা ওই বছরকে হাতির বছর (৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ) বলে থাকেন। তারিখ থেকে আমরা দেখতে পাই, এই গল্পটি মুহাম্মদের জন্মের খুব বেশি দিন আগের নয় বলে দাবি করা হয়। গল্পটা খুব একটা অর্থবহ নয়। আসুন আমরা একসাথে এটি দেখি এবং দেখি কেন।

১. আরব উপদ্বীপে কখনো হাতি ছিল না।

২. ইয়েমেনে নয়।

৩. একমাত্র সম্ভাবনা হ'ল হাতিদের লোহিত সাগরের মাধ্যমে বর্তমান সৌদি আরবে আনা হয়েছিল! এটা অসম্ভব, কারণ শত শত হাতি বহনের জন্য সেই সময়ে কেউই এত বিপুল সংখ্যক বড় জাহাজ তৈরি করতে পারত না, বিশেষ করে গল্পের দাবি অনুযায়ী হাজার হাজার নয়!

৪. আমরা কি ধরে নেব যে তাদের কাছে আমেরিকান বিমানবাহী রণতরী ছিল এবং হাতিগুলি নিরাপদে ইয়েমেনে অবতরণ করেছিল!

৫. তারা কীভাবে তাদের মিষ্টান্নে খাওয়াতে পারে? একটি প্রাপ্তবয়স্ক হাতি প্রতিদিন 140-270 কেজি (300-600 পাউন্ড) গ্রাস করতে পারে তবে তারা যে কাজ করে তার উপর ভিত্তি করে এই সংখ্যাটি পরিবর্তিত হতে পারে! কাজ না করলে একদিনে কম খাবারের প্রয়োজন হয়। যাইহোক, এই ক্ষেত্রে তাদের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে, কারণ তারা খুব উত্তপ্ত মরুভূমিতে হাঁটছিল এবং তাদের উপরে সমস্ত যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং / অথবা পুরুষদের বহন করছিল। আপনার জানা উচিত যে আপনি ইয়েমেন ছেড়ে যাওয়ার পরে, জমিটি কেবল একটি সমতল মরুভূমি। কিছুই সবুজ নয়। কখনো! তাদের পক্ষে এটি তৈরি করার একমাত্র উপায় হ'ল প্রতিটি হাতির জন্য খাবার তাদের সাথে বহন করা। সেটাও অসম্ভব কারণ হাতিটি কেবল একদিনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বহন করতে সক্ষম হবে!

6. তারপর আমরা জল সমস্যা আছে। তারা কীভাবে হাতিদের জলের চাহিদা পূরণ করবে? তারা দিনে 100 থেকে 300 লিটার পান করে এবং এটি চিড়িয়াখানার জীবন বা বন্যজীবনের উপর ভিত্তি করে। আমাদের গল্পের হাতিদের আরও অনেক বেশি প্রয়োজন কারণ তারা সবচেয়ে উষ্ণ মরুভূমির একটিতে হাঁটছে। সেনাবাহিনী কীভাবে তাদের পানীয় জল সরবরাহ করবে?

৭. হাতিদের স্প্রে করার মতো পর্যাপ্ত জল তারা কোথায় পাবে? যেমনটি আমরা জানি, হাতির কোনও শীতল ব্যবস্থা নেই (তারা ঘামে না), তাই তাদের দিনের উত্তাপের সময় পানিতে থাকার মাধ্যমে বা জল দিয়ে স্প্রে করে নিজেকে শীতল করতে হবে। মনে রাখবেন, সৌদি আরবের মরুভূমিতে ভ্রমণের সময় ছায়া দেওয়ার মতো গাছ নেই।

৪. এই রাজার হাতির প্রয়োজন কেন? দু'জন লোক দিয়ে কাবা ধ্বংস করা যায়। কাজটি করার জন্য একজন মানুষই যথেষ্ট! দু'জন পুরুষের দ্বারা ধ্বংস করা খুব সহজ। কাজটি করার জন্য একজন মানুষই যথেষ্ট! একটি ঘর ধ্বংস করা খুব সহজ। এটি তখনকার সময়ে কংক্রিটের মতো উল্লেখযোগ্য কিছু দিয়ে তৈরি করা হয়নি!

9. সম্ভবত এই ইথিওপীয় রাজা একজন বোকা ছিলেন| তিনি একজন আফ্রিকান যিনি এর আগে কখনও মরুভূমিতে যাননি!

10. যদি কাবা শরিফ বহুবার ধ্বংস হয়ে থাকে, যেমন আমরা দেখিয়েছি যে, মুসলমানরা একমত, তাহলে এবার আল্লাহ কেন তা রক্ষা করতে চাইলেন?

11. মুসলমানরা বলতে পারে এটি পূর্বে বায়ু বা ভূমিকম্পের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল! আসল কথা হল, এটা মিথ্যা। আমি কিছু গুরুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব যদি এই পরবর্তী দাবিটি সত্য হয়।

আল্লাহর সেনাবাহিনী কোথায় ছিল?

১. ৬৩ খ্রিষ্টাব্দ, ৬৮২ খ্রিষ্টাব্দ, যখন ইয়াজেদ ইবনে মুয়াবিয়া মুসলিম ইবনে ওকবা ও তার বাহিনীর নেতৃত্বে কাবা গোত্র আক্রমণ করেন! আব্দুলাহ ইবনুল জুবায়েরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তারা গুলতি দিয়ে মক্কা ও কাবা গোত্র আক্রমণ করে এবং কাবা ঘরকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়! আব্দুল্লাহ ইবনুল জুবিয়েরের (রাঃ) এর লোকেরা সেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করে!

২. কয়েক বছর পর ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে ৭৩ খ্রিষ্টাব্দে আবেদ আল-মালিক ইবনে মারওয়ান আল-হাজাহ ইবনে ইউসুফ আল সাকাফিকে আব্দুলাহ ইবনে আল জুবিয়েরকে হত্যা করার জন্য পাঠান কারণ তারা শেষ আক্রমণে কাবা ধ্বংস

করেছিল। যাইহোক, তিনি আবার মক্কা দখল করেন এবং একই ব্যক্তির (আব্দুলাহ ইবনে আল জুবায়ের) সাথে যুদ্ধ করে দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কাবা ঘরটি আবার ধ্বংস হয়ে যায়। তার লোকেরা আবার কাবা শরীফে আশ্রয় নেয়, অতঃপর সে (আল-হাজ্জাজ) আবার গুলতি দ্বারা কাবা শরীফে আঘাত করে তা ধ্বংস করে দেয়!

৩. ইবনে কাসীরের কিতাব, সূরা বিদাইয়াহ ও নিহাইয়াহ, ১১তম খণ্ড, পৃ. ৩১৭, ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে খালদোনের বই ২য় খন্ড, পৃ. ৮৪/২৫৮, যখন ইরাকের আবু তাহের আল কুরমতী (কুরমোতি) মক্কা আক্রমণ করে ৩০ হাজারেরও বেশি মুসলমানকে হত্যা করে, কাবা ধ্বংস করে এবং এর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র পাথরটি (কালো পাথর) নিয়ে যায়, তখন তারা এটিকে বাথরুম পাথর (এটিতে প্রস্রাব করা) হিসাবে ব্যবহার করে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি রেখেছিল। সর্বোপরি তার লোকেরা যখন কাবা ঘর ধ্বংস করতে ব্যস্ত তখন সে আকাশের দিকে চিৎকার করে বলছিল, "আমিই সৃষ্টিকর্তা! তোমার পাখি কোথায় আল্লাহ্ ? তুমি কোথায় আল্লাহ?" কালো পাথরটি কাবা শরীফে ফিরে আসেনি যতক্ষণ না ফাতমীন (ا al-মনসুর Le দীন আল্লাহ আল-ফাতিমী) এর খলীফ সুপারিশ করেন এবং তাদের (আল-কারামিতা) সুন্দরভাবে কালো পাথরটি ফিরিয়ে দিতে বলেন। একই কাহিনী আপনি দেখতে পাবেন 'আল-মাওসু'আ আল-আলামিয়া আল-মিসারাহ ফে আল আদিয়ান', পৃ. এবং আল-আলমের কিতাব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৪, আল-জারকালী রচিত। আবু তাহের আল-কুরমতী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য বিষয় হলো, তিনি শুধু কাবা শরিফ ধ্বংস করে নয়, আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করে চিৎকার করে বলেন, 'আল্লাহ কোথায়? পাথর বোঝাই পাখি কোথায়?" যেন সে চেষ্টা করছেঃ

১. প্রমাণ কর যে, কাবা শরীফে পবিত্র কিছু নেই;

২. কুরআন পৌরাণিক কাহিনী ও মিথ্যা রূপকথার কাহিনীর কিতাব;

৩. মুসলমানরা অকেজো ও নিরীহ মূর্তির পূজা করে;

৪. কালো পাথর একটি উল্কাপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়, ইসলামের পূর্বে আরবরা যার পূজা করত। তারা তাদের অনেকের উপাসনা করত কারণ তারা মনে করত যে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। পরে, কালো পাথরটি একটি আবরণে রাখা হয়েছিল যা যোনি হিসাবে আকৃতির ছিল;

৫. আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে পবিত্র পাথরটি রক্ষা করার জন্য কিছুই করেননি এবং কেউ তা ফিরে পেতে যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের বাধ্য করতে সক্ষম হয়নি। এর জন্য তাদের কাছে সুপারিশ করার পরেই তা ফেরত দেওয়া হয়েছিল; আমি এই সমস্ত কিছুর সাথে একটি সহজ প্রশ্ন যোগ করব: হাতি বাহিনী আসার সময় আল্লাহ কেন কাবাকে রক্ষা করেছিলেন? মনে রাখবেন যে, সে সময় কাবা শরিফ ছিলঃ

১. পবিত্র নয়, কারণ তা মূর্তিপূজায় পরিপূর্ণ ছিল;
২. মুসলমানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়;
৩. উপাসনার জায়গা নয়- এটি কেবল একটি ব্যবসায়িক স্থান ছিল!
৪. কাবা যখন নোংরা ছিল (কাফেরদের দ্বারা অপবিত্রতা এবং তাদের উপাস্যদের দ্বারা পরিপূর্ণ) তখন আল্লাহর দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন, কিন্তু যখন তা শুদ্ধ, সৎ মুমিন অর্থাৎ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তখন তিনি কোন পদক্ষেপ নেননি!
৫. আজ আমেরিকার সামরিক বিমান যখন উড়ে যাচ্ছে তখন আল্লাহর পাখিরা কোথায়? তার একটা পাখিও এখনো মাথা দেখাতে পারেনি!

এক কাবা বা বা একাধিক কাবা!

অনেকেই জানেন না যে, আরব উপদ্বীপে ২৬টি কাবা ছিল এবং মক্কার কাবা তার মধ্যে একটি মাত্র। এর মধ্যে অনন্য কিছু ছিল না। মক্কার কাবা তাদেরই একটি মাত্র। এর মধ্যে অনন্য কিছু ছিল না। আপনি কি জানেন যে এগুলি সবই একটি পবিত্র পাথরের উপরে নির্মিত হয়েছিল এবং তারা সকলেই উচ্চতা এবং প্রস্থে একই রকম দেখতে? সহীহ আল-বুখারী, আল মাগাজী গ্রন্থ, হাদীস 4117: আবূ রাজা বলেন, "আমরা পাথর পূজা করতাম, যদি আমরা অন্য পাথরের চেয়ে উত্তম পাথর পেতাম তবে আমরা প্রথম পাথরের উপাসনা ছেড়ে দিতাম এবং আমরা নতুন পাথরের উপাসনা করতে শুরু করতাম। এ হাদীস থেকে আমরা নিম্নোক্ত হাদীস বুঝিঃ
১. পাথর ছিল তাদের উপাস্য;
২. পাথরের চেহারাই তাদের বেশি পছন্দ করত;

3. এই পাথর চিরকাল তাদের ঈশ্বর নয়। কিন্তু এটা বর্তমান এবং সর্বোত্তম যা তাদের হাতে রয়েছে। কালো পাথরই একমাত্র পবিত্র পাথর নয়! সহীহ আল বুখারী, বই ২৬, হাদিস ৬৭৬: ইবনে উমর। তিনি নাযিল করলেন, "আমি কাবার দুটি পাথর, কালো পাথর এবং ইয়েমেন কর্নার পাথর, অস্তিত্ব এবং জনসাধারণের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব উভয়ই স্পর্শ করতে ভুলি না, যখন থেকে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের স্পর্শ করতে দেখেছি। আমি নাফেকে জিজ্ঞেস করলাম, ইবনু উমর (রাঃ) কি দুই কোণার মাঝখানে সফর করতেন? নাফে (রাঃ) বললেন, তিনি হাঁটতেন এ কারণে যে, তা স্পর্শ করা তার জন্য সহজ ছিল। ইসলাম যদি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে হয়, তাহলে মুহাম্মদ কেন পৌত্তলিকদের নকল করে কাবাকে প্রার্থনা কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করলেন?

আপনাদের যদি মনে থাকে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর উক্তি সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি (সহীহ বুখারী, বই ৮, হাদীস ৩৯৫): উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তিনটি বিষয়ে আমার ঈশ্বর আমার সাথে একমত হয়েছেনঃ প্রথমতঃ আমি বলেছিঃ হে আল্লাহর ধর্মপ্রচারক, আমি আপনার উপাসনালয় হিসেবে সেই স্থান কামনা করি যেখানে ইবরাহীম (আঃ)-এর উপাসনার স্থান ছিল। সুতরাং এলো, আসমানী ওহী (পৃ. ১৩৭), (কুরআন, ২:১২৫)। আর তোমরা ইবরাহীমের গৃহকে ইবরাহীমের গৃহকে উপাসনালয় হিসেবে গ্রহণ কর। (দ্বিতীয়) এবং আমি বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইবরাহীমকে ইবাদতের স্থান। দ্বিতীয়তঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ভালো-মন্দ অবিবাহিতরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে কথা বলে। অতএব তাদেরকে তাদের পরিচয় গোপন রাখার নির্দেশ দিন। তাই আল্লাহ তা'আলা নারীদের পর্দা করার আয়াত এবং নারীদের পর্দা সম্বন্ধীয় কুরআন নাযিল করেছেন (কুরআন ২৪:৩১)। তৃতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সহানুভূতি আদায় করতেন এবং আমি তাদেরকে বললাম, হতে পারে যদি মহানবী (সাঃ) তোমাদের সাথে তালাক দিতেন এবং তোমাদের সাথে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী গ্রহণ করতেন। অতঃপর আয়াত (কুরআন, ৬৬:৫) নাযিল হলো। আপনি যদি এই হাদিসটি ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করেন তবে আপনি লক্ষ্য করবেন যে মুহাম্মদ কাবাকে যারা ভালবাসত তাদের খুশি করার চেষ্টা করছিলেন। শত শত বছর ধরে এটি তাদের প্রার্থনা কেন্দ্র ছিল। মুহাম্মদ জানতেন মুসলমানদের খুশি করতে হবে। তিনি এটাও জানতেন যে, যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের জন্য এটি ইসলামকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। তিনি জানতেন যে তারা যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত তা পরিবর্তন করতে চায় না!

আসল কথা হল, তিনি যে শুধু তাদের খুশি করতে চেয়েছিলেন তা নয়, অর্থনৈতিক কারণেও। মুহাম্মদ মক্কার সমস্ত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের হত্যা করার পরে, এই শহরের ব্যবসা মারা গিয়েছিল এবং কেউ বাণিজ্য করতে শহরে আসছিল না। প্রত্যেকেই মুহাম্মদ ও তাঁর সেনাবাহিনীকে ভয় পেত কারণ তারা জানত যে তিনি তাদের হত্যা করবেন (তারা ছিল কাফের)। মুহাম্মদের শহরে একটি বাণিজ্য আন্দোলন তৈরি করা দরকার ছিল এবং যেহেতু উমর যা চেয়েছিলেন তা তিনি পছন্দ করেছিলেন, তাই তিনি একটি দুর্দান্ত ধারণা পেয়েছিলেন।

১. আমি যদি মক্কাকে মুসলমানদের কেন্দ্রবিন্দু বানাই, তাহলে শহর মুমিনদের ভিড়ে ব্যস্ত থাকবে, যাদের বেড়াতে আসতে হবে;

২. বেড়াতে গেলে হোটেলে ঘুমাতে হবে এবং খাবার ও উপহার কিনতে হবে;

4. একই সময়ে, তারা বিক্রি করার জন্য তাদের সাথে জিনিস নিয়ে আসবে;

৪. এটি শহরটিকে একটি ধর্মীয় বা পবিত্র শহরের চেয়ে বেশি ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত করবে;

৫. সর্বোপরি, এটি এমন একটি সিদ্ধান্ত যা মুহাম্মদের গোত্রকে সমস্ত আরবদের উপর কর্তৃত্ব দেবে;

৬. এই সমস্ত বিষয় প্রমাণ করার জন্য আমরা কুরআনের কাছে যাব এবং নিজেরাই দেখব যে মুহাম্মদ (সাঃ) আসলে যে কাবা বা শরীফ চেয়েছিলেন তা নয়। কুরআন ২:১৪২ আয়াতে আমরা পড়িঃ "মূর্খরা লোকদের মধ্য থেকে কিবলার স্থলাভিষিক্ত হলে মূর্খরা বলবেঃ কিসে তাদেরকে কিবলার স্থলাভিষিক্ত করল? বল, 'আল্লাহর জন্যে পূর্ব ও পশ্চিমের বেঁধে রাখুন; তিনি যাকে ইচ্ছা সত্য পথে পরিচালিত করেন।

১. যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, মুহাম্মদ ইতিমধ্যেই একটি দিক ছিল যার জন্য তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। প্রথম যেদিন থেকে তিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করতেন, সেদিন থেকেই তিনি জেরুজালেমের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু আয়াত বলছে তার আসলে দরকার নেই!

২. আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, সকল দিক নির্দেশনা আল্লাহর দিকে। ব্যাপারটা কী? আসন্ন আয়াতে মুহাম্মদ (সাঃ) ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন কেন তিনি দিক পরিবর্তন করেছিলেন। কেউ কেউ তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছিল, কারণ তিনি নামাজের জন্য দিক পরিবর্তন করছিলেন। কুরআন ২:১৪৩: অতএব, আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী ন্যায়পরায়ণ জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানুষের কাছে সাক্ষ্যদাতা হতে পার এবং রসূল তোমাদের কাছে সাক্ষ্যদাতা হতে পার। আর আমি এমন বস্তুকে বানাইনি যা তোমাদের জন্য কিবলা হবে, বরং এ জন্য যে, যে ব্যক্তি রসূলের অনুসরণ করে তাকে এবং যে ব্যক্তি তার পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে চলে, তার থেকে পার্থক্য করতে পারি। নিশ্চয় এটা কঠিন ছিল তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আর আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে মূল্যহীন করে দেবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু, পরম দয়ালু। এখানে বলা হয়েছে, জেরুজালেম থেকে মক্কা পর্যন্ত নামাজের দিক পরিবর্তনের কারণ ছিল মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য করা। এখানে খুব ভুল কিছু আছে! উল্লেখ্য যে, এর অর্থ এই যে, কাবা আদৌ কোন পবিত্র স্থান নয়। কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়, তা আল্লাহর জন্য জানার উপায় মাত্র!

যদি তাই হয়, তাহলে আল্লাহ কেন বললেন যে, আমরা নোংরা এবং আমরা (অমুসলিমরা) আর মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে পারব না, যখন তা আদৌ পবিত্র নয়? মুহাম্মদ কেন কালো পাথরে চুমু খেয়েছিলেন, যখন কাবা নিজেই পবিত্র নয়? ফলে কালো পাথরটিও পবিত্র নয়, অর্থাৎ কাবা শরিফের গুরুত্ব নেই। এর অর্থ হজ্জের (মক্কায় তীর্থযাত্রা) ক্ষেত্রেও একই অর্থ। যদি কাফের ও পৌত্তলিকরা কাবার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করে এবং মুসলমানরা যদি কাবা শরিফের দিকে নামাজ আদায় করে এবং মুসলমানরাও একই কাজ করে, তাহলে আমরা কিভাবে জানব কারা মুসলমান? এটা এত স্পষ্ট যে এটি একটি ত্রুটিযুক্ত অজুহাত, এবং এমনকি একটি স্মার্ট একও নয়! পরের আয়াতে এটাও দেখা যায় যে, যিনি এই অজুহাত দিয়েছেন তিনি মোটেও বুদ্ধিমান ছিলেন না। কুরআন ২:১৪৪ : আমরা আপনাকে (মুহাম্মদ) সমাধানের সন্ধানে আপনার মুখ ঘুরিয়ে ঘুরতে দেখেছি। এখন আমি তোমাকে এমন দিকে ফিরিয়ে আনব, যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। অতঃপর আপনার মুখ সুরক্ষিত মসজিদের দিকে ফেরান। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের মুখ ঐ দিকে ফেরাও। আহলে কিতাবরা ভাল করেই জানে যে, এটা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন।

1. এখানে দেখুন! আল্লাহ মুহাম্মদকে সন্তুষ্ট করছেন। মুহাম্মদের ইচ্ছা ছিল তিনি উমরের ধারণাটি নকল করবেন।

২. মুহাম্মদ একটি সমাধান খুঁজছিলেন। তিনি কী সমাধান করতে চেয়েছিলেন? নামাজের দিক সম্পর্কে মুসলমানরা কখনো অভিযোগ করেনি। ওদের আগে থেকেই একটা ছিল!

৩. আল্লাহ তা'আলা সেই দিক বেছে নিচ্ছেন যা সবাই ব্যবহার করত!

৪. যেটি ব্যবহার করা হয়েছিল সেটিও নিখুঁত ছিল। মুহাম্মদ (সাঃ) ভুল কাজ করেছেন!

৫. সর্বোপরি আয়াতটি স্পষ্ট বলছে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) কাবার কাছেও প্রার্থনা করতেন, অর্থাৎ তিনি সারাজীবন পৌত্তলিক ছিলেন। তিনি নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবি করার আগে তার গোত্র সর্বদা যা করে আসছিল তা করে আসছিল।

ইসলামের কালো পাথর

কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড রেফারেন্সের জন্য, আমরা পুরানো বিশ্বাস ব্যবস্থা এবং ধর্মগুলিকে মিশ্রিত করে মুহাম্মদ কীভাবে একটি নতুন ধর্ম তৈরি করেছিলেন তা দ্রুত দেখে নেব। সহীহ আল-বুখারী, বই ২৬, হাদিস ৬৭৯ আমাদের বলে: যায়েদ

ইবনে ইসলাম থেকে বর্ণিত, তার পিতা বলেন: "আমি দেখেছি যে, উমর ইবনুল খাত্তাব কালো পাথরটিকে চুম্বন করছেন, অতঃপর তিনি পাথরটিকে চুম্বন করার সময় বললেন, 'আমি যদি আল্লাহর রাসূলকে তোমাকে (পাথর) চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি কখনও তোমাকে চুম্বন করতাম না। সহীহ আল-বুখারী, বই ২৬ (হজ্ব), হাদিস ১৫২০, (আরবী মুদ্রণ): মুহাম্মাদ ইবনে কাসির ও সুফিয়ান ইবরাহীম থেকে আবে ইবনু রাবি'আহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে উমর (রাঃ) বলেছেন: "উমর (রাঃ) কালো পাথরের সামনের দিকে হেঁটে গেলেন এবং তাতে চুম্বন করলেন এবং বললেন, 'আমি জানি যে তুমি একটি পাথর এবং উভয় ক্ষেত্রেই কারও উপকার করতে পারবে না বা কারও ক্ষতি করতে পারবে না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে চুম্বন করতাম না।

১. যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, উমর (রাঃ) পাথরে চুমু খাওয়া পছন্দ করতেন না, কারণ তিনি জানতেন যে এটি একটি পৌত্তলিক কাজ, কিন্তু তা করা ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না, কারণ বড় সাহেব মুহাম্মদ তা করেছিলেন!

২. উমর (রাঃ) এমনকি বলেছেন যে, এটি নিরীহ ও অকেজো, কিন্তু মুহাম্মদের অন্য কিছু বলার ছিল। এর অর্থ হযরত উমর (রাঃ) জানতেন যে, মুহাম্মদ একজন মিথ্যাবাদী, নবী নন। মুহাম্মদ "আল-তিরমিযী, হাদিস ৮৭৭, পৃষ্ঠা ২২৬" গ্রন্থে বলেন: "এই কালো পাথরটি আকাশ থেকে নেমে এসেছে এবং এটি দুধের চেয়েও সাদা ছিল, কিন্তু মানবজাতির পাপ ও ভুল এটিকে গাঢ় কালো করে দিয়েছে।

৩. এখানে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ কালো পাথরটিকে ঈশ্বরের প্রেরিত পবিত্র পাথর বলে দাবি করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে এর একটি কাজ ছিল, যা মানবজাতির পাপ চুষে খাচ্ছে। তাঁর দাবি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাপ পাথরের সাদা রঙ বদলে কালো করে দিয়েছে! এর অর্থ হ'ল মুহাম্মদের গল্পটি উমরের কাছে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না, কারণ 'উমর এটি গ্রহণ করেননি, তবে এই গ্যাং লিডারের সাথে থাকার সুবিধা অর্জনের জন্য তাকে এটি গ্রহণ করতে হয়েছিল। এদের মধ্যে একজন ঠিকই বলেছেন। দুটোই হতে পারে না। আমার মনে হয় আমরা সবাই একমত যে, উমর (রাঃ) এ ব্যাপারে সঠিক ছিলেন।

৪. মুহাম্মদ এমনকি দাবি করেছিলেন যে কালো পাথরটি একটি সাদা রুবি ছিল এবং এটি প্রতিটি মুসলমানের পাপের জন্য বিচারের দিনে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দেবে, যেমনটি সুনান আল-তিরমিযী, হাদিস 961, পৃষ্ঠা 294 এ দেখা যায়:

কুতিবা (রাঃ) জারীর (রাঃ) থেকে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন কালো পাথর

আল্লাহ তাকে জীবিত করবেন এবং তাকে পুনরুত্থিত করবেন। তার চোখ আছে, সে তাদের দ্বারা দেখে; আর কান, তাদের দ্বারা শ্রবণ! এ ছাড়া, জিহ্বা, সত্যের দ্বারা [পাথরের] দ্বারা সাক্ষ্য দেয়, এবং যে হস্ত দ্বারা তাহা ধরিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট জিহ্বা।" এই কাহিনী সম্পর্কে মুসলমানরা কোথায়? চোখ-কান আছে এমন টকিং স্টোনের বিজ্ঞান নিয়ে একটা ভিডিও বা দাবী আমি দেখিনি! এটা স্পষ্ট যে, আমাদেরকে বোকা বানানোর জন্য তারা ইসলামকে যেভাবে ভালো দেখায় সেটাই বেছে নেয়। মুহাম্মদ যদি কথা বলেন তাহলে আমাদেরকে বোকা বানানোর জন্য ইসলামকে আরো সুন্দর মনে হয় এমন কিছু বেছে নিন। মুহাম্মদ যদি বিজ্ঞানের কথা বলেন, তাহলে তিনি কি কিছু সময় সঠিক এবং কিছু সময় ডামি করেন? আসল কথা হলো, যেগুলোর ব্যাপারে তিনি সঠিক ছিলেন, সেগুলো তিনি অন্যের বই থেকে নিয়েছেন মাত্র। পাথর কথা বলে, মানুষের পাপ নিয়ে আল্লাহর জন্য কাজ করে, এই ধারণা মুহাম্মদ কোথা থেকে পেলেন?

কুরআনে বলা হয়েছে, সমস্ত নবুয়েতই ইয়াকুব (ইস্রায়েল) থেকে এসেছে। মুহাম্মদ কি তাদেরই একজন?

45:16 "আর নিশ্চয়ই আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত দিয়েছিলাম, তাদেরকে দিয়েছিলাম সুস্বাদু রিযিক এবং তাদেরকে সমগ্র মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

১. মুহাম্মদ বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত নন;

২. আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ ও নবুওয়াত দান করেছেন। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে ইস্রায়েলের সন্তানদের অর্থ যাকোবের সন্তান যেমন আদিপুস্তক 32: 28 (কেজেভি): এবং তিনি বলেছিলেন, তোমার নাম আর যাকোব নয়, ইস্রায়েল নামে ডাকা হবে: কারণ একজন রাজপুত্রের মতো তুমি ঈশ্বর ও মানুষের সাথে ক্ষমতা রাখে, এবং বিজয়ী হয়েছ।

৩. মুসলিমরা হয়তো বলবে, আল্লাহ শুধু ইসরাইলের কথাই বলছেন, আর সে কারণেই তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি। আপনি যদি ঐ অধ্যায়টি পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন যে মুহাম্মদের ঈশ্বর কোন কারণ ছাড়াই এতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন! আল্লাহ যদি জানতেন যে, শুধু ইয়াকুবের (ইসরাঈলের) সন্তানরাই নবুওয়াত লাভ করেনি, তাহলে সত্য নয় এমন কথা বলার অর্থ কী? বিশেষতঃ যেহেতু মুসলমানরা অনেক নবীকে বিশ্বাস করে যারা এমনকি আরবও নয়, যেমন

মহান আলেকজান্ডার বা নবী ইসরাস, সালেহ বা শুয়েব এবং তাদের সাথে মুহাম্মদ যোগ করুন। এর অর্থ তিনি প্রকৃতপক্ষে তাদের মাধ্যমে নবুওয়াত তৈরি করেননি;
৪. এটি কেবল একটি স্ববিরোধিতা হিসাবে প্রমাণিত হয়নি, তবে এটি দেখায় যে মুহাম্মদ নবী হতে পারেন না, কারণ তিনি ইস্রায়েলের নন। সে আসলে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু;
৫. আমাদের বক্তব্য আরো পরিষ্কার করার জন্য আমাদের কুরআন ২৯:২৭ এ যেতে হবেঃ এবং আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করেছি এবং তার বংশধরদের মধ্যে একচেটিয়াভাবে নবুওয়াত ও ওহী বানিয়েছি। তার বংশধর নবুওয়াত ও ওহী ...
৬. এখন মুসলমানরা যত খুশি অনুবাদ নিয়ে খেলতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা এতটাই পরিষ্কার যে নবুয়তটি কোথা থেকে আসতে হবে; ইসহাক ও ইয়াকুবের বংশধর;
৭. বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করার জন্য আরো একটি অধ্যায় হচ্ছে কুরআন ৩৭:১১২-১১৩:১১২ অব্রাহামকে আমি সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের কথা, যিনি নবী হবেন, আইন মান্যকারীদের একজন, 113আমরা তাকে ও ইসহাককে বরকত দান করেছি এবং তার বংশধরদের মধ্য থেকে তাদের বংশধররা নিজেদের অন্তরের জন্য অক্ষয় ভালো-মন্দ।
৮. ইসমাঈল যদি বৃদ্ধ ও নবী হয়, তাহলে আল্লাহ কেন তাঁর নাম ভুলে গেলেন? এই আয়াতটি ইসলামের বিশ্বাসের সাথে আরও সঠিক হত যদি আল্লাহ সেখানে ইসমাইলের নাম রাখতেন। খুব সহজ প্রশ্ন, কেন হয় না?
• ইসমাইল প্রাচীনতম;
• ইসমাইল ইসলামে একজন নবী;
• মুসলমানরা দাবি করে যে মুহাম্মদ ইসমাইলের বংশধর। আমি এই দাবির সাথে মোটেও একমত নই, তবে মুসলমানদের সাথে যাবো এবং বলব, ইসমাইল যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে কেন আল্লাহ তা'আলা তার অস্তিত্ব ভুলে যাচ্ছেন? কিন্তু পরে তিনি একটি আয়াত এঁকে বললেন, "ওহ, ইসমাঈলও একজন নবী!"
• আমার জন্য, মুহাম্মদ ইসমাইল থেকে হতে পারে না। দুঃখজনকভাবে, এমনকি কিছু খ্রিস্টানও মনে করে যে তিনি ইসমাইল থেকে এসেছেন, যা একটি বড় ভুল। তারা কেবল পুনরাবৃত্তি করে এবং মন্ডলীতে বলে যা অন্য কেউ তাদের বলেছে| এর একটি খুব সহজ ব্যাখ্যা আছে;
(ক) ইসমাঈলের পূর্বে আরবদের অস্তিত্ব ছিল, তাহলে তিনি কিভাবে তাদের পিতা হতে পারেন?
(খ) ইব্রাহিম আরামাইক। হাজেরা ছিলেন মিশরীয়। ছেলেটা কি আরব?

(গ) এমনকি মুসলমানদের বই (ইবনে হিশাম রচিত আল-সিরাহ আল-নববিয়ার বই, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫) বলে যে ইসমাইল জারহোম গোত্রের তাদের এক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন (তার নাম ছিল রা'লাহ, মুসলমানদের মতে আমরো আল-জোহরিমির কন্যা)। জারহোম গোত্র ইসলামের প্রায় ৪০০ বছর আগে খ্রিস্টান হয়েছিল (আল-আগানির বই ১৩:১০৯)। মুহাম্মদ (সাঃ) ঐ গোত্রের লোক নন, যার অর্থ তিনি ইসমাঈল থেকে হতে পারবেন না;

(ঘ) অনেকে হয়তো বলতে পারে, বাইবেল কি বলে না যে, ঈশ্বর তাঁর বংশধরদের সংখ্যা স্বর্গের তারা অথবা সমুদ্রতীরের বালির মতো গণ্য করবেন? আদিপুস্তক 22:17 (কেজেভি): (কেজেভি): আশীর্বাদে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব, এবং বংশবৃদ্ধি করে আমি তোমার বংশকে আকাশের তারার মতো এবং সমুদ্রের তীরে থাকা বালির মতো বৃদ্ধি করব; এবং তোমার বংশ তার শত্রুদের দরজার অধিকারী হবে;

(ঙ) কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল যে, আজকের প্রকৃত আরবরা (আরবী ভাষাভাষী নয়) সংখ্যায় চার কোটিও নয়। ইন্দোনেশিয়ানরা কি আরব? এরা কি পাকিস্তানিরা? নাকি আরও কত জনের নাম আমরা বলতে পারি? সুতরাং, এটা খুবই ভুল তথ্য যা আমাদের মন্ডলীতে প্রচার করা হচ্ছে| এর মাধ্যমে আমরা মুসলমানদের মিথ্যা প্রচারে সাহায্য করছি। সর্বোপরি, নিজেকে প্রশ্ন করুন কেন মুহাম্মদ ইসমাইলের সন্তান হিসাবে দাবি করতে চেয়েছিলেন! এটি কেবল এই কারণে যে তিনি নবীদের পিতার সাথে আইনী সম্পর্ক এবং বংশ রাখতে চেয়েছিলেন, যাতে তার একটি বৈধ দাবি থাকতে পারে;

(চ) মুহাম্মদ সহীহ বুখারীর ৫৫ নং বইয়ের ৫৫ নং হাদীসে ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ সম্মানিত ব্যক্তি সম্মানিত ইউসুফের পুত্র, ইয়াকুবের পুত্র, ইসহাকের পুত্র, ইবরাহীমের পুত্র।

(ছ) আপনি কি এখানে লক্ষ্য করেছেন যে মুহাম্মদ ইসমাঈল নামটি বাদ দিয়েছেন? আসল কথা হলো, এই হাদিসটি আরো প্রশ্নের দরজা খুলে দেয়! "সম্মানিত হলেন সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র!" আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মুহাম্মদ মাঝে মাঝে বা বেশিরভাগ সময় তার নিজের কথার বিষয়ে মনোযোগ সহকারে চিন্তা করেন না। আসুন আবার সহীহ আল-বুখারী, বই 55, হাদিস 596: ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "নবী (সাঃ) বলেছেন, সম্মানিত ব্যক্তি সম্মানিত ইউসুফের পুত্র, ইয়াকুবের পুত্র, ইসহাকের পুত্র, ইবরাহীমের পুত্র।

১. মুহাম্মদের মতে, সম্মানিত হতে হলে সম্মানিত ব্যক্তির সন্তান হতে হবে! কিন্তু মুহাম্মদ ভুলে গেলেন যে, তার পিতা ও মাতা উভয়েই কাফের এবং আল্লাহ বলেছেন কাফেররা নোংরা;
২. মনে রাখবেন "সম্মানিত" শব্দটির কেবল একটি ধর্মীয় অর্থ রয়েছে;
৩. তাছাড়া মুহাম্মদ (সাঃ) সম্মানিত পুত্র হিসেবে ঐ হাদীসে ইসমাঈলের নাম সংযোজন করেননি। কুরআন ৯:২৮ এর দিকে তাকিয়ে দেখুন: "হে ঈমানদারগণ, মুশরিক অবশ্যই নোংরা, তাদের অভ্যন্তরীণ পাপের বিবরণে তারা অবশ্যই নোংরা, সুতরাং এই বছরের পরে তাদেরকে পবিত্র মসজিদের নিকটবর্তী হতে দিও না...।
৪. মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, তিনি কাফেরদের পরিবারের কাছে প্রার্থনা করতেন। কুরআন ৯:১১৩: "নবী এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য এটা গ্রহণযোগ্য নয় যে, কাফেরদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কবুল হয় না, যদিও তারা আত্মীয়-স্বজন হয়, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।
৪. এই আয়াত আমাদের অনেক কিছু দেখায়| মুহাম্মদের পরিবার জাহান্নামের আগুনে নিমজ্জিত, কারণ তারা সম্মানিত নয়; ৬. মুহাম্মদ সম্মানিত ব্যক্তি হতে পারেন না, কারণ তিনি তাঁর নিজের কথা অনুযায়ী সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র নন। কুরআন বা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার মত হবে, সে নোংরা ও নোংরা! এটি আমরা সহীহ মুসলিম, বই ০০১, হাদীস ০৩৯৮: আনাস বলেছেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাষ্ট্রদূত, আমার পিতা কোথায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা জাহান্নামের আগুনে পতিত। অতঃপর সে যখন মুখ ফিরিয়ে নিল, তখন আল্লাহর নবী তাকে ডেকে বললেন, নিশ্চয় আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে রয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমি আমার মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করার অনুমতি চেয়ে আল্লাহর কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে তা দিতে অস্বীকার করেছেন। আমি তাঁর কাছে তার কবর জিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে তা মঞ্জুর করেছিলেন।
• মুহাম্মদ আল্লাহর কাছে তার মায়ের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে তিনি কখনও তার বাবার জন্য ক্ষমা চাননি? তিনি কখনও তার আসল বাবার সাথে দেখা করেননি, এবং আসল বিষয়টি হ'ল তিনি আসলে জানতেন না যে তিনি কে ছিলেন। কিভাবে সে তার জন্য ক্ষমা চাইতে পারে? এখন কেউ কেউ বলবে, আচ্ছা, মুহাম্মদের পিতা ছিলেন আব্দুল্লাহ। যেমনটি আমরা এই বইয়ের অন্যত্র আলোচনা করেছি, সত্যটি হ'ল, কেউ জানে না যে তাঁর পিতা কে ছিলেন, কারণ মুহাম্মদ তাঁর কথিত পিতা

আবদুল্লাহর মৃত্যুর চার বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিভাবে সে তার বাবা হতে পারে?

• ইসলামের বৈষম্য ও কুসংস্কার হলো, আপনি যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত না হন তবে আপনাকে নোংরা ও নোংরা বলে গণ্য করা হয়! বিষয়টি এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় যে, সৌদি আরবের অনেক শহরে অমুসলিমরা প্রবেশ করতে পারে না এবং যদি আপনি তা করেন তবে ভুল করেও আপনাকে হত্যা করা উচিত। কল্পনা করুন যদি সেখানে একটি চিহ্ন থাকত যেখানে লেখা থাকত, "মুসলমানদের নিউইয়র্কে প্রবেশ করার অনুমতি নেই, কারণ তারা পরিষ্কার নয়!" সবাই বলবে, খ্রিষ্টানরা কত কুৎসিত! এই একই কাজের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ কাউকে করতে দেখছি না! যোহন ৩:১৬ পদে বাইবেল বলে: "কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, তাঁহার একমাত্র পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। খ্রীষ্টের কথায়, আমরা দেখতে পাই যে, তিনি কীভাবে তাঁর অস্ত্র খুলে দেন, শুধুমাত্র তাদের জন্য নয় যারা তাঁকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু জগতের জন্য। ম্যাথু 5: 44 (কেজেভি) বলছে: "কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালবাসো, যারা তোমাকে অভিশাপ দেয় তাদের আশীর্বাদ করো, যারা তোমাকে ঘৃণা করে তাদের প্রতি ভাল করো এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করো যারা তোমাকে ঘৃণা করে এবং তোমাদের তাড়না করে; এটাকে তুলনা করুন মুসলমানদের দ্বারা লাল অন্তর্বাস চুরির দায়ে অভিযুক্ত "সম্মানিতদের" সাথে! মুহাম্মদ কখনো নিজের উপর কুরআনের বিধান মেনে নেননি, এমনকি তার নিজের হাদিসও (আদেশ বা বক্তৃতা) গ্রহণ করেননি।

মুহাম্মদ একজন আরব, ইসমাঈল কি আরবও ছিলেন?

অনেকেই, এমনকি আমাদের গীর্জাগুলিতেও, শিক্ষা দেয় যে ইসমাইল একজন আরব এবং প্রায়শই খ্রিস্টানরা তথ্য তদন্ত না করেই এই পৌরাণিক কাহিনীটি পুনরাবৃত্তি করে। আমি আপনাকে দেখাব যে এমনকি মুসলমানরা নিজেরাও তাদের বইতে (সহীহ আল-বুখারী, বই ৫৫, হাদিস ৫৮৩) এ জাতীয় দাবি করে না: "তিনি (ইসমাইলের মা) এভাবেই জীবনযাপন করেছিলেন যতক্ষণ না জুরহুম গোত্রের কিছু সম্প্রদায় বা জুরহুম গোত্রের একটি পরিবার তাকে এবং তার সন্তানের দ্বারা অতিক্রম করেছিল, যেমন তারা (জুরহুম সম্প্রদায়) কদা রাস্তা দিয়ে আসছিল। তারা মক্কার আরও নিচের অংশে অবতরণ করেছিল যেখানে তারা একটি পাখি দেখেছিল যার পানির চারপাশে উড়ে বেড়ানোর অভ্যাস ছিল এবং

দূরে না যায়। তারা বলল, 'এই পাখিটি নিশ্চয়ই জলের উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, যদিও আমরা অনুভব করছি যে এই উপত্যকায় জল নেই। তারা দু-একজন দূত পাঠাল, যারা পানির উৎস আবিষ্কার করল এবং ফিরে এসে তাদেরকে পানি সম্পর্কে অবহিত করল। তাই তারা পানির দিকে এগিয়ে গেল। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, ইসমাঈলের মা পানির কাছে বসা ছিলেন। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আমাদের এখানে তাঁবু খাটানোর অনুমতি দিচ্ছেন? তিনি হ্যাঁ বলে উত্তর দিলেন, কিন্তু জলের মালিক হওয়ার অধিকার আপনার থাকবে না। তারা তা মেনে নিয়েছে। মহানবী (সা.) আরো বলেন, ইসমাঈলের মা এ অবস্থায় আনন্দিত হয়েছিলেন কারণ তিনি মানুষের সাহচর্যে আনন্দ উপভোগ করতে পছন্দ করতেন। অতএব, তারা সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল এবং পরে তারা তাদের পরিবারকে ডেকে পাঠিয়েছিল যারা এসেছিল এবং তাদের সাথে বসতি স্থাপন করেছিল যাতে কিছু পরিবার কাছাকাছি স্থায়ী বাসিন্দা হয়। শিশুটি (ইসমাঈল) তাদের মধ্যে বেড়ে উঠল এবং তাদের (জুরহুম গোত্রের) কাছ থেকে আরবি শিখল, এবং তারা তাকে বড় হওয়ার সাথে সাথে পছন্দ করল এবং যখন সে পরিণত বয়সে পৌঁছল, তখন তারা তাকে তাদের মধ্য থেকে একজন মহিলার সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য করল।

১. "শিশু (ইসমাঈল) তাদের মধ্যে বেড়ে উঠল এবং তাদের (জুরহুম গোত্রের) নিকট আরবী শিক্ষা করল"।

২. সে আরব হলেও আরবী জানে না!

৩. তিনি তাদের একজন মহিলাকে বিয়ে করেছেন, তাহলে কি তার সন্তানরা মায়ের মতো আরব হয়ে যায়?

৪. উত্তর হচ্ছে না, আরব ঐতিহ্যে আপনি পিতার, মায়ের নয়। আর মনে রাখতে হবে, যারা এই কাহিনী প্রচার করেছে তারা হচ্ছে আরবরা;

৫. অর্থাৎ ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈলের মা উভয়েই আরবী ভাষায় কথা বলতে পারেন না। এ কারণেই তিনি জুরহুম গোত্রের কাছ থেকে এটি শিখেছিলেন, যেমনটি আমরা ১৯৯১ সালে বৈরুত থেকে মুদ্রিত আল-হাফেজ ইবনে হাজেরের আল-ফাতেহ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৩-এ পড়েছি: তিনি বললেন, "তিনি তাদের (জুরহুম) কাছ থেকে আরবি শিখেছিলেন, এটি আমাদের অবহিত করে যে ইসমাঈল (আঃ) মাতা-পিতা উভয়েই আরবী জানেন না"

• তাহলে ইসমাঈল (আঃ) কত বছর বয়সে আরবী ভাষায় কথা বলা শুরু করেন? এর উত্তর আমরা অনেক ইসলামিক বইয়ে পাই: আমরা আলীর (মুহাম্মদের চাচাতো ভাই) কাছ থেকে তার নিজের ভাষায় জানতে পারব। সহীহ আল-জামে গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৫, হাদীস ২৫৮১: তিনি বলেনঃ সর্বপ্রথম যিনি পূর্ণাঙ্গ আরবী ভাষায় কথা বলেছেন তিনি হলেন ইসমাঈল এবং তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে এ

ভাষায় কথা বলেছেন। ইমাম আলবানী বলেছেন, এটি সঠিক হাদিস। এর উপর ভিত্তি করে, মুসলমানরা সম্মত হন যে ইসমাইল আরবি বংশোদ্ভূত নন; তার পিতা-মাতা, পিতা-মাতা উভয়েই আরব নন; তারা দুজনেই আরবি ভাষায় কথা বলে না; তিনি আরবদের কাছ থেকে আরবি শিখেছিলেন; এবং তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে এটি বলেছিলেন - সুতরাং এটি তাকে আরব করে তোলে কিভাবে!

আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা দরকার তা হ'ল কোনও ব্যক্তির জাতিগত গোষ্ঠী কি একটি ভাষা শেখার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়? সেটা নিঃসন্দেহে হাস্যকর। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈলকে প্রথম আরবি মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এটি মিথ্যা, যেমন আমরা তাদের নিজেদের কিতাব থেকে প্রমাণ করেছি, যেখানে বলা হয়েছে যে তিনি জুরহুম গোত্রের কাছ থেকে আরবি শিখেছিলেন। কিন্তু তর্কের খাতিরে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরবী শিক্ষা দিলেও তাকে আরব বলা যায় না।

মুহাম্মদের মতে কাকে আরব বলা যেতে পারে?

আল-খাসা'স আল-কুবরা, লেখক আল-সেউতি, বৈরুত লেবানন, 1985, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 66: রাসূল (ছাঃ) বলেছেন: "আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে আদমের সন্তান মনোনীত করেছেন, তিনি আদমের সন্তান নির্বাচন করেছেন এবং আরব থেকে তিনি মুদার গোত্র বেছে নিয়েছেন এবং মুদার থেকে হাসিমের বংশ এবং হাশিমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। সেরাদের সেরা। এখানে আমরা মুহাম্মদের নিজের বাণীতে স্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পাই যে কীভাবে আল্লাহ মানবজাতির মধ্যে বিভক্ত করেছেন, তাদেরকে জাতিগত গোষ্ঠী ও গোত্র দ্বারা পৃথক করেছেন, ভাষা দ্বারা নয়। আপনি আরবীতে "ইবনে " শব্দের ঘন ঘন ব্যবহার লক্ষ্য করবেন, যার অর্থ "পুত্র"। শেষ হাদিসে আল্লাহ তা'আলা ভাষা দিয়ে নয়, 'এর সন্তানকে' বেছে নিয়েছেন; যা তারা যে ভাষায় কথা বলে তার চেয়ে রক্তের রেখা দ্বারা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আরব হওয়া মানে শুধু আরবি ভাষায় কথা বলা নয়, বরং যে ব্যক্তি আরব পিতার সন্তান। সব নামেই শুধু বাবাকে ব্যবহার করা হবে প্রমাণ করার জন্য আপনি কে। তোমার বাবা যতদিন তোমার বাবাকে চেনে ততদিন তোমার মা নয়। অতএব, ইসমাইলকে আরব বলা যাবে না কারণ তিনি এক পর্যায়ে আরবি ভাষায় কথা বলতেন, না আরব ঐতিহ্য বা ইসলামী আইনেও নয়, যেমনটি আমরা উপরে উপস্থাপিত রেফারেন্সে বলেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ নিজেকে ইব্রাহিমের অন্যতম বীজ হিসাবে পরিণত করার জন্য নিজেকে ইসমাইলের সাথে যুক্ত করার খুব প্রয়োজন ছিল, এভাবে তাকে নবী হিসাবে গ্রহণ

করতে সক্ষম করে। আর একটা কথা; ইসমাঈলের বারো পুত্রের নাম ছিল আরামাইক নাম। কিন্তু তিনি তো আরব! আদিপুস্তক ২৫ (কেজেভি): 12 এরা হল অব্রাহামের পুত্র ইসমাইলের বংশধর, যাকে মিশরীয় সারার দাসী হাগার অব্রাহামের কাছে জন্ম দিয়েছিল: 13 আর ইসমাঈলের ছেলেদের নাম তাদের বংশ অনুসারে: ইসমায়েলের প্রথমজাত, নবযোৎ; এবং কেদার, আদবিল, ও মিবসাম, 14 মিশমা, ডুমা, মাসা, 15 হাদার, এবং তেমা, যেতুর, নফীশ ও কেদেমা: ইসমাইল ও তার ছেলেরা কোথায় থাকতেন? আদিপুস্তক 25:16-18 (কেজেভি): 16 এরা ইশ্মায়েলের পুত্র, এবং এগুলি তাদের নাম, তাদের শহর এবং তাদের দুর্গের দ্বারা; বারোজন রাজপুত্র তাদের জাতি অনুসারে। 17 এই বছরগুলো হল ইশ্মায়েলের জীবনের একশো সাঁইত্রিশ বছর। আর তিনি সেই ভূত ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করলেন। এবং তার সম্প্রদায়ের কাছে একত্রিত হয়েছিল। 18আর তারা হাবিল থেকে শূর পর্যন্ত অর্থাৎ মিশরের আগে বাস করতে লাগল, যখন তুমি আসিরিয়ার দিকে যাচ্ছ, তখন তিনি তাঁর সমস্ত ভাইদের উপস্থিতিতে মারা গেলেন। আপনি যদি নিজের জন্য দেখতে চান যে শূর কোথায় অবস্থিত, এই সাইটটি দেখুন এবং আপনি দেখতে পাবেন যে এটি লোহিত সাগরের অপর পাশে রয়েছে এবং মক্কার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই: http://www.bible.ca/archeology/bible-archeologyexodus-route-red-seasinai.htm

মুহাম্মদ ও নৈতিকতা (মুহাম্মদ সকল মুসলিম নারীর সাথে ঘুমাতে ইচ্ছুক)

জামে আলসাগের কিতাবে (ইমাম আস-সুইয়ুতি) হাদীস ২৯৯৪, মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেনঃ যদি কোন নারী তার পিতার অনুমতি ছাড়া কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে সে বেশ্যা! একে কুরআনের ৩৩:৫০ আয়ুর সাথে তুলনা করুন, যেখানে আমরা পড়িঃ

... আর যে ঈমানদার নারী যদি নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমর্পণ করে এবং নবী তার ইচ্ছা করেন, তবে তার জন্য কেবল তোমার জন্য সৌভাগ্য রয়েছে (যাতে মুহাম্মদের পরে অন্য কোন পুরুষ তার সাথে ঘুমাতে না পারে)।

১. যে নারী নিজেকে একজন পুরুষকে বিয়ে করার জন্য নিজেকে সমর্পণ করে, সে কিভাবে বেশ্যা হতে পারে, কিন্তু যে নারী নিজেকে মুহাম্মদের কাছে সমর্পণ করে?

২. একজন নারী কেন এমন করবে? মুসলিম নারীরা আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশের জন্য মুহাম্মদের সাথে তাদের বিছানা ভাগ করে নিতে পছন্দ করতেন?

৩. মুহাম্মদের ঈশ্বর কেন এটিকে আইন হিসাবে তৈরি করছেন? মুসলমান ও আরবদের সামনে এটা কি এতই খারাপ কিছু ছিল যে, মুহাম্মদের তার মিথ্যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন একটি আয়াত দরকার ছিল যেন এটি তার নিজের ইচ্ছা নয়, তার ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল? তার ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং তার নিজের ইচ্ছা নয়?

৪. যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তাহলে আমাদের কি জিজ্ঞেস করা উচিত নয় কেন? মুসলমানদের মতে মুহাম্মদের একাধিক স্ত্রী ছিল। তেরো বউ! ১৩ জন বউ এবং যত ক্রীতদাস তিনি চেয়েছিলেন তা কি যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু তারপরও তাকে আরো যৌন আক্রমণাত্মক নারী থাকতে হতো?

৫. আমরা যদি মুসলমানদের নারীদের মুহাম্মদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, তারা এটিকে অনুবাদ করে বলে যে এটি মুহাম্মদকে বিয়ে করার জন্য মহিলাদের অনুরোধ করার বিষয়ে! তাদের মিথ্যা প্রকাশ করার জন্য, আমি তাদের বলব আমাকে একজন মহিলার নাম দিতে, মুহাম্মদের ১৩ জন স্ত্রীর মধ্যে একজন, যে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করে তার স্ত্রী হয়েছিল! তাদের উত্তর হবে শূন্য। এমনকি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে একজন স্ত্রীও ছিলেন না যারা নিজেকে মুহাম্মদের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। এটা যে বিয়ের বিষয় নয়, এটা তারই প্রমাণ। সবই যৌনতা, আর শুধুই যৌনতা! আসুন দেখি আয়েশা (মুহাম্মদের পুত্রবধূ) এবং কিভাবে তিনি মুহাম্মদের লালসা সম্পর্কে তার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) যা বলেছেন তা আমার সাথে পড়ুন। মুসলমানরা অনুবাদ নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করে এবং তিনি যা বলেছিলেন তার আসল অর্থ পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। এখানে আমরা সহীহ মুসলিমের ৬০ নং বইয়ের ৩১১ নং হাদীস থেকে পড়িঃ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ "আমি ঐ সকল নারীর প্রতি নিচু দৃষ্টিতে তাকাতাম যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছিল এবং আমি বলতাম, কিভাবে একজন নারী নিজেকে (যৌনতার জন্য) পুরুষের কাছে উৎসর্গ করতে লজ্জা পেতে পারে না?

৬. আয়েশা (রাঃ) যদি স্বাভাবিক হয় তবে কেন এ কথা বলছেন? মনে রাখবেন, মুহাম্মদ (সাঃ) সেই ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন যে, যে নারী নিজেকে পুরুষের কাছে সমর্পণ করে সে বেশ্যা! আমরা এই বইগুলিতে একই গল্প পড়তে পারি: সহীহ মুসলিম, বুকের দুধ খাওয়ানোর বই, পৃষ্ঠা 1065 হাদিস 49 বা সহীহ আল-বুখারী, তাফসীরের বই, আল আহযাব ভলিউম 3 এর অধ্যায়, পৃষ্ঠা 118, 163, 164: মুহাম্মদ উমাইমা বিনতে আন-নু'মান বিন শারাহিলকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন।

এই মহিলা ছিলেন আল নুমানের কন্যা, যিনি তার লোকদের শাসক ছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদের সেনাবাহিনী বাড়ার সাথে সাথে তার গোত্র মুহাম্মদের অধীনে আসে। মুহাম্মদকে না বলার সাহস কারো হয় কি করে? তিনি খুব সাহসী ছিলেন এবং না বলেছিলেন। কেউ কি মুহাম্মদকে না বলার সাহস দেখাবে? তিনি খুব সাহসী ছিলেন এবং না বলেছিলেন। আপনি যদি কুরআনের দিকে তাকান, সেখানে বলা হয়েছে "একজন নারী নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করেছে", কিন্তু মুহাম্মদ এখানেই থামতে পারেননি। তার এত নারী থাকা সত্ত্বেও, এবং যারা তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিল তা সত্ত্বেও, এটি যথেষ্ট ছিল না, কারণ তিনি কখনও কাউকে ধর্ষণ করতে লজ্জা পেতেন না! সহীহ আল বুখারী, ৭ম খণ্ড, বই ৬৩, হাদীস নং ১৮২:

কিতাব জামে আল-সহীহ আল-মু'খতাসার, ১৯৮৭ মুদ্রণ, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস ৪৯৫৭: সহীহ আল বুখারী, ৭ম খন্ড, বই ৬৩, হাদীস ১৮২: ... রাসূল (ছাঃ) যখন তার নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, আমাকে দাও। (তার সাথে ঘুমাতে) হাত বাড়ার মতো। তিনি বললেন, "একজন রাণী কিভাবে একজন অসভ্য লোকের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারে?" রাসূল (ছাঃ) তাকে প্রহার করার জন্য হাত তুললেন যাতে সে শান্ত হতে পারে। সে বললঃ আমি তোমার নিকট আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর তিনি বললেনঃ তুমি এমন একজনের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলে, যে তোমাকে উদ্ধার করতে পারে। এই একই কাহিনী আরো অনেক ইসলামী কিতাবে পাওয়া যায়, যার মধ্যে রয়েছে আল-সিরাহ বই, ভলিউম ৪, পৃঃ ৫৮৮/৫৯৯, বৈরুত, ১৯৫২; এবং তাফসীরে আল-কুর'তুবী, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ১৬৭, বৈরুত, ১৯৭৩। আমি আরবি ও ইংরেজি হরফে বোল্ড করে বললাম, 'একজন রানী কীভাবে একজন অসভ্য লোকের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারে? আমি এটা করেছি এ কারণে যে, ইংরেজি অনুবাদে মুসলমানরা এই লজ্জাজনক হাদীসটি ঢেকে রাখার চেষ্টা করে, শব্দ পরিবর্তন করে এমনভাবে প্রকাশ করে যেন সে তাকে বিয়ে করতে বলেছে, যখন সে তাকে যৌনতার জন্য অনুরোধ করেছিল এবং সে তাকে বর্বর পুরুষ বলে অভিহিত করেছিল। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই কিভাবে এই যৌনাসক্ত মানুষটি, আল্লাহর নবী, কোথায় থামতে পারবে বা থামতে পারবে তার কোন সীমারেখা নেই।

এই হাদিসটি পড়ার পর দেখুন তিনি তাকে কি করতে বলছেন। নিজেকে উপহার হিসেবে দিতে! এটা খুব স্পষ্ট যে তিনি এটিকে একটি বড় অপমান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নিজেকে সম্মান করা যে কোনও মহিলার পক্ষে এটি একটি বিশাল অপমান। কল্পনা করুন যে একজন পুরুষ এমন এক মহিলার ঘরে প্রবেশ করছে

যার সাথে তার আগে কখনও দেখা হয়নি এবং প্রথম সেকেন্ডে সে প্রবেশ করে, সে তাকে যৌনতার জন্য অনুরোধ করে এবং নিজেকে তাকে উপহার হিসাবে দেয়। আমরা যদি কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞেস করি যে, কোনো পুরুষ কোনো অপরিচিত নারীর ঘরে প্রবেশ করবে এবং উপহার হিসেবে তার কাছে যৌনতা চাইবে কিনা, সে বলবে, 'না! মুহাম্মদের জন্য এটা ঠিক ছিল! এটা স্পষ্ট যে, আজ মুসলমানদের নৈতিকতা মুহাম্মদের চেয়ে অনেক বেশি। আমি নিশ্চিত, মুহাম্মদ সে সময় যা করতেন আজ যদি তা করার চেষ্টা করতেন, তাহলে আরবরা নিজেরাও তার বিরুদ্ধে আগের মতো যুদ্ধ করত। ১৬টি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল মানবজাতির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছেঃ ইমাম আল-কুরতুবী রচিত তাফসীর আল কুরআন (আল জামে লে আহকাম, আল কুরআন), বৈরুত, ১৯৯২, ভলিউম ১৪, পৃঃ ২১২: এখানে মুহাম্মদকে যে ষোলটি উপায়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল তার কয়েকটি রয়েছে:

১. লুণ্ঠনের সর্বোত্তম বিধান দেওয়া;

২. লুণ্ঠনের শ্রেষ্ঠ পঞ্চম;

৩. যৌনতার মাধ্যমে পৌঁছানো (বিবাহ ছাড়া যে কোনও মহিলার সাথে);

৪. স্ত্রীর বৃদ্ধি: চারজনের অধিক স্ত্রী!

৫. কথায় কথায় যৌনতা (যে নারীরা নিজেদের উৎসর্গ করে), উপহার হিসেবে!

৬. অভিভাবক ছাড়া বিয়ে;

৭. যৌতুক ছাড়া বিবাহ;

৮. ইহরামের ক্ষেত্রে বিবাহ (মুহাম্মদ (মুহাম্মদ ছিলেন একমাত্র মুসলমান যিনি হজ্জের অনুশীলনের সময় যৌন মিলন করতে পারতেন)!

৯. স্ত্রীদের সঙ্গে শপথ নিলে তা ভঙ্গ করতে পারতেন!

9. যদি তার চোখ কোন বিবাহিত স্ত্রীলোকের উপর পড়ে, তাহলে তার স্বামীকে তাকে তালাক দিতে হবে, যাতে নবী তাকে পেতে পারেন!

আমরা এখানেই থামব এবং সমস্ত মানবজাতির উপরে মুহাম্মদের শেষ দশটি জিনিসের দিকে নজর দেব:

১. লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা তাকে যে দু'টি বিষয়ের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তা হলো যৌনতা অথবা অর্থ!

২. আল্লাহ তা'আলার বিধান থেকে তিনি ঊর্ধ্বে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, আল্লাহ মানবজাতির জন্য যা শাসন করেছেন তা নিখুঁত ছিল, যেমনটা মুসলিমরা দাবি করে থাকে, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে ঐসব বিধি-বিধান মুহাম্মদের জন্য উপযুক্ত নয়। তার আরও দরকার! ৩. আল্লাহ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল আইনের ঊর্ধ্বে। আল্লাহর আইন দু'ভাবে তৈরি করা হয়েছে। একটি মুসলমানদের

দ্বারা অনুশীলন করা এবং অন্যটি মুহাম্মদকে সুবিধা দেওয়ার জন্য। এটি মুহাম্মদকে সমস্ত মানবজাতির উপরে স্থান দেয়। এটি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক ৪৯:১৩ বলছে, "হে মানবমন্ডলী ! হে মানব ও এক নারী থেকে আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে আল্লাহর আনুগত্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

• সুতরাং সর্বোত্তম সে, যে আল্লাহর বিধান মেনে চলে, কিন্তু আমরা যেমন দেখি, মুহাম্মদ আল্লাহর আনুগত্য করেন না। কুরআনে চারজন স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মুহাম্মদ যত খুশি বিয়ে করে যান! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, বিয়েতে নারীর হাত বৈধ করার জন্য একজন অভিভাবকের প্রয়োজন হয়। মুহাম্মদ এটা পছন্দ করতেন না;

• কুরআন অনুযায়ী নারীকে বিয়ে করতে হলে টাকা দিতে হবে। মুহাম্মদ নারীকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন!

• আল্লাহ পুরুষদের বিবাহিত মহিলাদের পিছনে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ পুরুষদের আদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি যদি চান তবে তাদের স্ত্রীদের ত্যাগ করতে। হ্যাঁ, বিবাহিত হলেও!

• এত কিছুর পরেও তিনিই শ্রেষ্ঠ মানুষ। আর নবী!

• মথি ৫:২৮ পদে খ্রীষ্ট বলেছেন: কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামনার দৃষ্টিপাত করে, সে ইতিমধ্যেই তাহার হৃদয়ে ব্যভিচার করিয়াছে।

• মুহাম্মদ খ্রীষ্টের শিক্ষা সম্বন্ধে কোথায় আছেন?

মুহাম্মদের মৃত্যু তাকে মিথ্যা নবী হিসেবে প্রমাণ করে

যে ব্যক্তি প্রকৃত আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে তার জন্য আল্লাহর আযাব। আমাদের (আল্লাহ) সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলত... আমরা অবশ্যই তার জীবনের ধমনী (মহাধমনী) কেটে ফেলতাম ... এক্ষেত্রে আমরা কুরআন থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) কে মিথ্যা নবী হিসেবে কুরআনের ৬৯ নং কুরআনে বিস্ময়কর প্রমাণ দেখতে পাবো। আল্লাহ বলছেন, যে ব্যক্তি তার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে, সে তার জীবন ধমনী (মহাধমনী) কেটে ফেলবে। দয়া করে আমার সাথে পড়ুন, কুরআন 69:44-47:44 আর যদি তার কাছে আমাদের (আল্লাহ) সম্বন্ধে মিথ্যা কথা থাকত, তবে আমরা অবশ্যই তাকে তার ডান হাত দিয়ে (অথবা বল ও শক্তির মাধ্যমে)

বাজেয়াপ্ত করতাম। 46তাহলে আমরা অবশ্যই তার জীবনের ধমনী কেটে দিতাম, 47আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাকে শাস্তি দেওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। এটা আল্লাহর ওয়াদা, যে ব্যক্তি তার সম্পর্কে মিথ্যা বলে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে হত্যা করবে। বিষয়গুলো স্বাভাবিক মনে হতো যদি মুহাম্মদ (সাঃ) সেভাবে মারা না যেতেন, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন! সহীহ আল-বুখারীর বইয়ে আমরা একজন ইহুদি মহিলার গল্প পাই যিনি মুহাম্মদ ও তার লোকদের হাতে তার পরিবারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। সহীহ বুখারী থেকে, বই ৪৭, হাদীস ৭৮৬; সহীহ মুসলিম, বই ০২৬, হাদিস ৫৪৩০ ও ৫৪৩১: আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ "এক ইহুদী মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বিষ মাখানো ছাগল তা থেকে খাওয়ার জন্য প্রসব করল, ফলে সে ছাগল তা থেকে খেয়ে ফেলল। তাকে পাকড়াও করা হল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হল, এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা কি তাকে হত্যা করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, না। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের ছাদে বিষের পরিণতি দেখতে থাকলাম। পরে মহিলার শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, তবে মুহাম্মদের প্রাথমিক দ্বিধা অপেক্ষা করছিল যে তার কাছে বিষটির কোনও নিরাময় আছে কিনা। আমরা সহীহ আল বুখারীর ৫ম খন্ড, ৫৯, হাদিস ৭১৩ গ্রন্থে পড়ি: ... হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) অসুস্থতায় বলতেন, হে আয়েশা! আমি খায়বারে যে খাবার খেয়েছিলাম তার ব্যথা আমি এখনও অনুভব করি এবং এখন আমার মনে হয় যেন আমার মহাধমনী সেই বিষ থেকে কেটে ফেলা হচ্ছে।

১. লক্ষ্য করুনঃ আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "রাসূল (ছাঃ) তাঁর অসুস্থতায় যে অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন" এবং তিনি এটাও বলেছেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) বলতেন। সুতরাং আয়েশা (রাঃ) এর মতে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মৃত্যুকালে খায়বারে যে বিষাক্ত খাবার খেয়েছিলেন তা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে অভিযোগ করেননি।

২. এর অর্থ মুহাম্মদের মৃত্যুর একমাত্র কারণ ছিল বিষাক্ত খাবার।

৩. মনে রাখবেন কোরআনের ৬৯:৪৪-৪৬ আয়াতে স্পষ্ট বলা আছে, যে ব্যক্তি উপাস্যকে মিথ্যা বলবে, আল্লাহ তার ধমনী কেটে ফেলবেন। কুরআন 69:46: "অতঃপর আমি অবশ্যই তার জীবন ধমনী (মহাধমনী) কেটে দিতাম।

৪. বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে মুহাম্মদের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল!

৫. মুহাম্মদের ঈশ্বর যে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেন তার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত এই মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে যে আল্লাহ মুহাম্মদকে এভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছেন? আয়াত

অনুসারে, আল্লাহ তা'আলা কেবল তাদের জন্য যা করেন তাদের জন্য যারা তার সাথে খারাপ কাজ করে।

৬. আপনার যদি মনে থাকে, মুসলমানরা "আল কদর, القدر" নামে পরিচিত কথায় বিশ্বাস করে, যার অর্থ ভাগ্য বা ঐশ্বরিক পূর্বনির্ধারিত গন্তব্য, যেখানে একমাত্র আল্লাহই সিদ্ধান্ত নেবেন যে কেউ কীভাবে মারা যাবে, কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই।

৭. এর অর্থ নিশ্চয়ই হবে যে, আল্লাহই চেয়েছিলেন মুহাম্মদ (সাঃ) এভাবে মৃত্যুবরণ করুক। এটা নিশ্চয়ই মুহাম্মদের মিথ্যাচারের শাস্তি ছিল!

7. আমি বলি যে এটি প্রকৃত ঈশ্বর যিনি এটি করেছেন, মুহাম্মদের ঈশ্বর নয়। তিনি আমাদের দেখাতে চেয়েছিলেন যে মুহাম্মদ তার জন্য যা চেয়েছিলেন তিনি তা সত্য করবেন যিনি আসল ঈশ্বর সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন এবং একই সাথে মুহাম্মদকে তার সমস্ত মিথ্যা দিয়ে প্রকাশ করবেন।

9. একটি শেষ জিনিস। যদি মুসলমানরা দাবী করে যে, আল্লাহ ইহুদীদের হাতে ঈসা মসিহকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, তাহলে আল্লাহ কেন মুহাম্মদকে ইহুদিদের হাতে হত্যা হতে দিলেন? তার মানে কি আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে মুহাম্মদের চেয়ে বেশী ভালবাসেন? কুরআন কি বলে না যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি?

মুহাম্মদ, ঈশ্বর বা মানুষ

আমরা কুরআন ৩৩:৪৫-৪৬ পড়ি।

৪৫ হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষী, রাসূল, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং প্রদীপ প্রদীপরূপে তোমাকে নিযুক্ত করেছি। ইমাম তাবারী (৪র্থ খন্ড, ৫০১ পৃঃ) তার তাফসীরে বলেছেন: অর্থাৎ, 'নূর' বলতে মুহাম্মদকে বোঝায় কারণ মানুষ তাঁর দ্বারা পরিচালিত হয় যেমন তারা আলো দিয়ে ... কুরআন ৫:১৫ আয়াতে আমরা পাই যে, হে আহলে কিতাবগণ (খ্রিষ্টান ও ইহুদী)! নিশ্চয় আমার রসূল তোমাদের কাছে এসেছেন, তোমরা যা কিছু গোপন কর তা তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট করে দিয়ে এবং আরো অনেক কিছু ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে নূর ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কিতাবরূপে। এ আয়াতে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তা'আলা দু'টি জিনিস নাযিল করেছেন; আলো আর একটা বই। আলো বই হতে পারে না, কারণ এটি স্পষ্টভাবে বলে যে সেখানে একটি "আলো এবং একটি বই" রয়েছে, বইয়ের আলো নয়। এটাও লক্ষ্য করুন যে, আয়াতটি মুহাম্মদ সম্পর্কে কথা বলছে এবং তিনি

তাদের কাছে আসছেন। শিয়া ও সুন্নি মুসলমান উভয়ই বিশ্বাস করে যে মুহাম্মদ তাদের জন্য আলো থেকে তৈরি, যদিও তিনি একই সাথে একজন মানুষ। যখন মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মদ একটি আলো, এর মানে হল যে তিনি একই সাথে মানুষ এবং ঈশ্বর! মুসলিমরা বলবে, আমরা বিশ্বাস করি না যে, তিনি ঈশ্বর। তাহলে সে 'আলো' হলো কিভাবে, যখন কুরআন স্পষ্টভাবে বলে যে, আল্লাহও আলো?

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আদমের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাফসীর ইবনে কাসীরের কিতাবের ৩য় খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠায় আমরা পড়ি: রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, "আমি ছিলাম প্রথম নবী যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে সর্বশেষ প্রেরিত হয়েছি।

• মুহাম্মাদকে দেখুন! তার মনে হচ্ছে তিনি যিশুর বাণী নকল করছেন। মনে হচ্ছে মুহাম্মদ হলেন আলফা এবং ওমেগা! যোহন 9: 5 "যতক্ষণ আমি এই জগতে আছি ততক্ষণ আমিই জগতের আলো।

• কুরআন বলছে মুহাম্মদ (সাঃ) জগতের জন্য আলো, কিন্তু অন্যায় করলে সে কিভাবে আলো হতে পারে? কুরআনের বহু অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সে পাপ করেছে। এমনকি কুরআন বলে যে মুহাম্মদকে আল্লাহ ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন, যেমন কুরআন ৪৭.১৯: তোমার জানা উচিত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এবং তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও মহিলাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

• আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে, জগতের জ্যোতিকে নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন আছে?

• এই আয়াতটি দেখায় যে মুহাম্মদের স্মৃতিশক্তি কেমন, এবং এটি তাঁর সম্মানের মতোই। এটি আবহাওয়ার মতো, পরিবর্তনশীল, বিন্দুতে তিনি খুব স্পষ্টভাবে অন্যান্য আয়াতের বিরোধিতা করেছেন। যেমন কোরআন ৯:৮০: "(মুহাম্মদ) যদি তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তুমি যদি তাদের জন্য ক্ষমা না চাও অথবা যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে কখনই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আমরা যদি সহীহ মুসলিমের হাদিসের বই ৪, হাদিস ২১২৯ এর দিকে যাই, তাহলে আমরা পড়ি: হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি আমার মায়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি

আমাকে অনুমতি দেননি। আমি তাঁর কাছে তার কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়াও, তুহাফাত আল আ'হাওয়াজি ফে শারহ আল-তুরমিযীর বইয়ে, তাফসীর আল কুরআন, ১৯৫৩ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ৪০১: মুহাম্মদ তাঁর চাচা আবু তালিবের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন, আলী (মুহাম্মদের চাচাতো ভাই) বলেছিলেন (চিৎকার করে বলেছিলেন), "আপনি কাফেরদের ক্ষমা প্রার্থনা করছেন! মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন, ইবরাহীম কি তার পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি? একই কাহিনী আরো অনেক কিতাবে পাওয়া যায়, যেমন আসবাব আল-নুজুল, ১৯৬৩ সালের মুদ্রণ, ১ম খন্ড, পৃ. মুদ্রণ, খণ্ড 1, পি।

ইব্রাহিমের পিতার নাম

• আচ্ছা, এটা মজার। মুহাম্মদ ইব্রাহিমের পিতার নাম সম্পর্কে তথ্য কোথায় পেয়েছিলেন? ভুলে যাবেন না যে এমনকি ইব্রাহিমের পিতার নামও কুরআনে ভুল রয়েছে যা দাবি করে যে এটি আজার ছিল (কুরআন 6: 74)। তখন তেরহ কে ছিলেন? যিহোশূয় 24: 2 যিহোশূয় সমস্ত লোককে বললেন, "ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বলেছেন, প্রাচীনকালে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা জলপ্লাবনের ওপারে বাস করতেন, এমনকি অব্রাহামের পিতা তেরহ এবং নাখোরের পিতা: এবং তারা অন্যান্য দেবতাদের সেবা করেছিলেন। লূক 3:34 (কেজেভি): যা ছিল ইয়াকুবের পুত্র, যা ইসহাকের পুত্র ছিল, যা ছিল অব্রাহামের পুত্র, যিনি তেরাহের পুত্র ছিলেন, যিনি নাহোরের পুত্র ছিলেন, আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এটিকে কুরআনের অনেকগুলি ভুলের মধ্যে একটি হিসাবে যুক্ত করতে পারি। যদি মুসলিমরা বলে বাইবেল বিকৃত, এবং বাইবেল ভুল, কুরআন নয়, তাহলে আপনি কি আমাকে ইব্রাহিমের পিতার নাম পরিবর্তন করার একটি কারণ দেখাতে পারেন?

• কুরআনে মুহাম্মদ সম্পর্কে মজার বিষয় হল যে তিনি গল্পগুলি এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যেন তারা বাস্তব। আপনি বলতে পারেন যে এই লোকটি একটি দুর্দান্ত চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট লেখক তৈরি করবে। একবার মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাই' গোত্রকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছিলেন, যিনি আল-আউস এবং আল-খাযরাজ গোত্রের একজন শক্তিশালী নেতা ছিলেন। ইবনে উবাই মারা গেলে মুহাম্মদ তার কবরে নামাজ আদায় করেন। সে তার গোত্রের কাছে মুনাফিক ছিল। পরে খেয়াল করেন, এতে তার কোনো সুফল হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। তারা বিস্মিত হতে লাগল যে, কেন তিনি আল্লাহর শত্রুকে ক্ষমা করতে বললেন, যখন আল্লাহ কুরআন ৪:৪৮ এ বলেন: "আল্লাহ তাকে ক্ষমা

করেন না যে তার সাথে উপাস্যকে শরীক করে। তিনি সকল গুনাহ মাফ করে দেন, কিন্তু যে আল্লাহর সাথে শরীক করে তার জন্য নয়, নিশ্চয়ই সে মহাপাপ উদ্ভাবন করেছে। কুরআন ৯:৮০ এ, মুহাম্মদ এমন কিছু করছেন যা তার করা উচিত নয়, পৌত্তলিককে খুশি করার চেষ্টা করছেন কারণ তিনি সেনাবাহিনীবিহীন মানুষ ছিলেন। তাই তিনি কাফেরদের কবরের উপর সালাত আদায় করতেন এমন নরম ও সুন্দর খেলতেন।

ফাতেহ আল-বারী ফে শরীহ সহীহ আল-বুখারী, আল-রাইয়ান পাবলিশিং, প্রিন্ট শিরোনামের বই। 1896, ভলিউম 8, পৃষ্ঠা 334, হাদিস 4393: একই সময়ে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ্ নবীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি তাকে তার জামাটি দিতে পারেন কিনা, যাতে তিনি এটি দিয়ে তার পিতাকে আবৃত করতে পারেন, তাই নবী তাকে তার জামা দিয়েছিলেন এবং তিনি তার উপর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন তাই আল্লাহর নবী তার (মৃত ব্যক্তি) জন্য প্রার্থনা করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। অতঃপর উমর (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং নবীর কাপড় ছিনিয়ে নিলেন এবং মুহাম্মাদকে বললেনঃ তুমি কিভাবে তার উপর সালাত আদায় কর, আল্লাহ তোমাকে তার উপর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ আমাকে বলেছেন, তুমি যদি তাদের কাছে প্রার্থনা কর বা না কর, তবে যদি তুমি সত্তর বার বা তারও বেশি সালাত আদায় কর, তবে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। রাসূল (ছাঃ) নিজেকে মুনাফিক বলে চললেন, কিন্তু তিনি বললেন (বর্ণনাকারী) নবী তার উপর সালাত আদায় করেছেন! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটি আয়াত নাযিল করলেন যে, তোমরা তাদের কারো উপর সালাত আদায় করো না এবং তাদের কবরের উপর দাঁড়াবে না। কুরআন ৯:১১৩-এ, মুহাম্মদ আবার তার ঈশ্বরের আইন ভঙ্গ করেছেন কারণ মৃত ব্যক্তিটি তার চাচা ছিলেন যেমনটি আমরা সহীহ আল-বুখারীর ব্যাখ্যায় দেখতে পাই, তাফসীর আল-কুরআন, মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৭১৮, হাদিস ৪৩৯৮

যখন আবু তালিবের মৃত্যু এলো, নবী তার কাছে প্রবেশ করলেন এবং আবু জাহেল (মুহাম্মদের চাচা) সেখানে ছিলেন, তখন নবী বললেন, "হে আমার চাচা, কেন তুমি বলছ না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই? সুতরাং আমি এটাকে আল্লাহর সামনে সুপারিশ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। আবূ জাহেল বললেন, "আবু তালিব, তুমি কি তোমার পিতার ঈমান ত্যাগ করবে? মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেন, "আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর সামনে সুপারিশ করব এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব", সুতরাং আয়াতটি আপনার প্রতি এই বলে অবতীর্ণ হয়েছে,

"পৌত্তলিকদের জন্য সুপারিশ করা একজন নবীর পক্ষে নাও হতে পারে। আপনি দেখুন, মুহাম্মদ জানতেন যে তিনি আল্লাহর শত্রু, যাকে তিনি মুনাফিক বলে জানতেন তার উপর প্রার্থনা করা উচিত নয় এবং সমস্ত মুসলমান জানতেন যে এই লোকটি ইসলামের পক্ষে কতটা খারাপ। উমর (রাঃ) জানতেন যে, এটা আল্লাহর শিক্ষা ও আদেশের বিরুদ্ধে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মুহাম্মদ মুনাফিক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, এমন একজনের উপর প্রার্থনা করলেন যাকে আল্লাহ কবুল করবেন না। মুহাম্মদ যেভাবেই হোক নামাজ আদায় করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেন নামায পড়েন? মোদ্দা কথা হলো, আল্লাহর আইন পরিবর্তনশীল ও সংশোধনযোগ্য, যা মুহাম্মদের প্রতারণামূলক পরিকল্পনা ও প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল। তিনি যখন কাফেরদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন তিনি সেই ভূমিকা পালন করেন। যখন তা কার্যকর হতো না, অথবা তার আর সেটার প্রয়োজন ছিল না, অথবা এই কাজগুলো তাকে আর সাহায্য করছিল না, তখন সে এমন একটি আয়াত তৈরি করত যেন আল্লাহ তার প্রতি বিরক্ত হয়েছেন। এভাবে মুসলমানদের সামনে তাকে স্পষ্ট পথ দেখানো হয় যে, "হ্যাঁ, আল্লাহই আমাকে হেদায়েত দান করেন এবং তোমরা যেমন দেখ, আমি যদি অন্যায় করি তবে আল্লাহ আমাদের উপর নজর রাখছেন।

এটি আমাদেরকে পাপী মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদের পাপ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে খোলা লাইসেন্সের দিকে নিয়ে যায়!

৪৭:১৯: তোমার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং তোমার গোনাহের জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ জানেন আপনার মধ্যে কি পরিবর্তন হচ্ছে। ২. কুরআন ৪৮:২: "যাতে আল্লাহ তোমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেন, তোমার প্রতি আল্লাহর সহানুভূতি পূর্ণ করেন এবং আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। যেমন আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আল্লাহ মুহাম্মদকে সমস্ত ধরণের পাপের জন্য একটি দরজা উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন এবং আসন্ন পাপের জন্যও তিনি তাকে ক্ষমা করেছেন! এমনকি মুহাম্মদের ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন ছাড়াই। একই সাথে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আয়াতটি বলছে, "এবং আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করুন। আল্লাহ মুহাম্মদকে আসন্ন গুনাহের জন্য ক্ষমা করেন এবং তিনি হেদায়েতের মাধ্যমে মুহাম্মদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন! মুহাম্মদ (সাঃ) কে পাপী হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য এ ধরনের নির্দেশনা যথেষ্ট ছিল না? তার উপরে তিনি জগতের আলো। সহীহ বুখারীর হাদীসে মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন,

৯ম খন্ড, পৃঃ ৪০৩; এবং সহীহ আল বুখারী, বই ৯৩, হাদীস ৫৩৪: ... সুতরাং আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ অথবা ভবিষ্যতে যা করবো তা এবং ঐ সকল গুনাহসমূহ যা আমি গোপনে বা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন তা ক্ষমা করে দিন। তুমি ছাড়া আর কারও প্রশংসা পাওয়ার অধিকার নেই। এখানে আমরা আবার যাই! মুহাম্মদ কেন ক্ষমা চাইছেন, যখন তাকে আসন্ন পাপের জন্য ক্ষমা দেওয়া হয়েছে?! ঘটনা এখানেই থেমে থাকে না বা শেষ হয় না। এমনকি মুহাম্মদও এমন নিয়ম ও আইন তৈরি করেছেন যা আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি, যেমন কুরআনের ৬৬:১ বলছে: "হে নবী, তুমি কেন তোমার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তা হারাম কর? নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এই অধ্যায়ে মুহাম্মদকে তার এক ক্রীতদাসের সাথে তার এক স্ত্রীর (হাফসা) ঘরে যৌন মিলন করতে দেখা গেছে। স্ত্রীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। তিনি এবং তার অন্যান্য স্ত্রীরা মুহাম্মদের অধঃপতন মেনে নিতে পারেন না। অতঃপর আল্লাহ স্বয়ং (কোন মজা করবেন না, আল্লাহ মুহাম্মদ যা চান তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, এমনকি ঘরের ভিতরেও) মুহাম্মদের স্ত্রীদের হুমকি দিয়ে একটি অধ্যায় প্রেরণ করেন যে তারা যদি মুহাম্মদের যৌন জীবন এবং তার প্রিয় বিনোদনকে বিরক্ত করা বন্ধ না করে যেমন কুরআন ৬৬:৫: সম্ভবতঃ তাঁর (মুহাম্মদের) রব, যদি তিনি তোমাদের সবাইকে তালাক দেন, তবে তিনি তাকে তোমাদের পরিবর্তে আপনার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। যারা আজ্ঞাবহ, বিশ্বাসী, পরহেজগার, তওবাকারী, ধর্মভীরু, যারা ভ্রমণ করে! এবং রোজা, কুমারী এবং তালাকপ্রাপ্তা। আমি ভাবছি লড়াইটা কত বড় ছিল, তার স্বর্গের ঈশ্বর এটা নিয়ে একটা অধ্যায় বানাচ্ছেন?! এছাড়াও, কেন আল্লাহ মুহাম্মদের পক্ষ নিচ্ছেন তার স্ত্রীদের বিরুদ্ধে, যখন তারা যা বলছে তা হ'ল মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের ছাড়া অন্য কারও সাথে যৌন মিলন করুক না? আপনি যদি খেয়াল করে থাকেন, মুহাম্মদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি আর এটি করবেন না, কিন্তু পরে যখন তিনি আরও ক্ষমতা অর্জন করলেন, তখন তিনি আশেপাশের এই সমস্ত মহিলাদের সাথে ভাল সময়টি মিস করলেন। অতঃপর তিনি আয়াত ৬৬:১ বানান করে এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যেন আল্লাহ তাকে অন্য নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন। তাঁর স্ত্রীদের চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তারা আর কখনও অভিযোগ করবে না তা নিশ্চিত করার জন্য, তিনি আয়াত 66: 5 তৈরি করেছিলেন। আর কখনো অভিযোগ করবেন না, তিনি ৬৬:৫ পদ বানিয়েছেন।

বাস্তবতা হলো, মুহাম্মদ (সাঃ) কুরআনের জন্য উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে কুরআন গ্রহণ করেছেন কারণ তিনি এটি পছন্দ করেছেন, যেমনটি আমরা নিম্নোক্ত হাদীসে দেখতে পাই (উল-ইতকান ফী 'ওলুমুল কুরআনের কিতাব, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩৭): আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ আমার সর্বশক্তিমান তিনটি বিষয়ে আমার সাথে একমত হয়েছেনঃ প্রথমতঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইবরাহীম (আঃ) যেখানে নামায আদায় করতেন সেই স্থানকে যদি আপনার উপাসনাস্থল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এভাবে ঐশী প্রেরণা এলোঃ (পৃঃ ১৩৭) (কুরআন ২:১২৫) আর তোমাদেরকে ইবরাহীমের স্থান সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর। [দ্বিতীয়ত] আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ভালো-মন্দ তোর স্ত্রীদের সাথে কথা বলে, অতএব তাদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দাও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নারীদের পর্দা সংক্রান্ত নাযিল করলেন (সূরা নূর (২৪:৩১)। [তৃতীয়ত] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ রাসূলের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিল, আমি তাদেরকে বলেছিলাম, হতে পারে যদি তাঁর নবীর পালনকর্তা তোমাদের (সকল স্ত্রী) তালাক দিয়ে দিতেন এবং তোমাদের সাথে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী অদল-বদল করতেন। অতঃপর আয়াতটি নাযিল হলো (কুরআন ৬৬:৫), যেমনটি আমি বলেছি। একই কাহিনী আপনি সহীহ আল বুখারীতে দেখতে পাবেন (বই ৮, হাদীস ৩৯৫। পরবর্তীতে আমরা এই হাদিসের আরো গভীরে যাব, তবে আপাতত খেয়াল করে দেখুন উমর (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার বাণী হুবহু ব্যবহার করেছেন। এটা খুবই স্পষ্ট যে, মুহাম্মদের অনুপ্রেরণা আল্লাহর দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, বরং তার চারপাশের লোকদের মতামত, এমনকি কাবা নির্বাচন পর্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিল। এটা ছিল উমর (রাঃ) কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত, আল্লাহ নয়! মুহাম্মদ কেবল শব্দ, ধারণা, পরিকল্পনা, কবিতা, নাম এবং এমনকি গল্পগুলি হাইজ্যাক করেছেন যা আমরা আরও পড়া এবং গবেষণায় দেখতে পাব। আসুন আবার কুরআনের ৬৬:৫ আয়াতটি পাঠ করি: সম্ভবতঃ তাঁর (মুহাম্মদের) রব, তিনি যদি তোমাদের সকলকে তালাক দেন, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে তাকে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করবেন, যাদেরকে তারা আজ্ঞাবহ, বিশ্বাসী, পরহেজগার, তওবাকারী, ধর্মভীরু, ধর্মভীরু। এবং রোজা, কুমারী এবং তালাকপ্রাপ্তা। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করুনঃ

- যখন কোন ব্যতিক্রম ছাড়া কোন পুরুষের স্ত্রীরা তার বিরুদ্ধে যায়, তখন এটি খুব স্পষ্ট প্রমাণ যে মুহাম্মদ তার স্ত্রীদের কাছে ভাল মানুষ ছিলেন না, যেমন মুসলমানরা আমাদেরকে বিশ্বাস করার জন্য বোকা বানানোর চেষ্টা করে।

• আল্লাহ কেন পারিবারিক বিষয়ে জড়িত? আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হলে আল্লাহ কি তার বিরুদ্ধে আয়াত পাঠাবেন? আল্লাহ কি তার বিরুদ্ধে আয়াত প্রেরণ করবেন?

• ১১ জন স্ত্রীর কাছ থেকে ওয়ান শট ডিভোর্সের কথা শুনেছেন কখনও? সবগুলোই ভুল, কিন্তু শুধু মুহাম্মদই সঠিক?

• স্ত্রীদের বিনিময়ের ধারণা উমর (রাঃ) থেকে এসেছে। কেন মুহাম্মদের বিনিময়ের প্রয়োজন ছিল এবং পুনরায় বিয়ে না করার প্রয়োজন ছিল? এখানে বিনিময় মানে ইসলামে নারীকে যন্ত্রাংশের মতোই। ব্যক্তি হিসেবে তাদের কোনো মূল্য নেই, আছে শুধু চাকরি বা ফাংশনের মূল্য। এর বেশি কিছু নয়। এ থেকেই বোঝা যায় ইসলাম কেন নারীকে নিচু চোখে দেখে।

ইসলামে নারী

আমি মুসলমানদের লেখা অনেক লেখা দেখেছি, এমনকি মুসলিম নারীদেরও। তারা সবাই আমাদের বোকা বানানোর চেষ্টা করে এই বলে যে, আমাদের ইসলাম ও মুসলমানদের সংস্কৃতিকে আলাদা করতে হবে! আমরা সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলব না, এবং শুরু থেকেই পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমরা ইসলাম ও সংস্কৃতিকে মেশাবো না। মনে রাখবেন, মুসলমানরা যারা আমার কথাগুলো পড়েন, তারা সংস্কৃতি থেকে নয়, বরং আগত রেফারেন্স থেকে:

১. নারীর উপর কুরআনের আয়াত;
২. নারীদের সম্পর্কে মুহাম্মদের হাদীস বা উক্তি;
৩. নারীদের উপর মুহাম্মদের আইন ও আদেশ;
৪. জিরো কালচারাল টক;
৫. ইসলামী রেফারেন্স ও ইসলামী আদালত অনুমোদন করে।

মহিলাদের মুখের লোম অপসারণ করা উচিত নয়, অন্যথায় তারা জাহান্নামের আগুনে শেষ হবে।

সহীহ আল বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬০ নং বই, হাদীস ৪০৮ থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ তা'আলা ঐ নারীদের উপর অভিশাপ দেন। যারা তাদের মুখের লোম সরিয়ে দেয়, আরো সুন্দর দেখানোর জন্য আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। তার মানে কি সব মুসলিম নারীকে জাহান্নামে হত্যা করা হবে? আরব পুরুষদের মতো সব আরব নারীই লোমশ; তাই আল্লাহকে খুশি করতে হলে নারীদের দাড়ি-গোঁফ বাড়াতে হবে? মজার ব্যাপার হলো, মুহাম্মদের অজুহাত ছিল এই যে, এই মহিলারা আল্লাহ তাদের যে চেহারা দিয়েছিলেন তা পরিবর্তন করছিল, কিন্তু তখন মুহাম্মদ

ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তাদের যোনি কামানোর নির্দেশ দিলেন। এমনকি মুহাম্মদ নিজের চুলকে মেহেদি দিয়ে লাল করে রাঙিয়ে দিতেন। দেখুন সহীহ আল বুখারী, বই ৫৬, হাদীস ৬৬৮; এবং সহীহ আল-বুখারী, বই 72, হাদিস 786: হাদিস 786: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ইহুদি ও খৃষ্টানরা তাদের পাকা চুল রং করে না, সুতরাং তোমরা মুসলমানরা তাদের কৃতকর্মের বিপরীত কাজ করো, সুতরাং তোমাদের পাকা চুল ও দাড়ি রং করো। মুহাম্মদ কেন খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের বিপরীত হওয়ার জন্য কিছু করছেন? তিনি সেই মহিলাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন যারা তাদের মুখের চুল সরিয়ে তাদের চেহারা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিল, তবে একই সাথে পুরুষদের পক্ষে তাদের রঙ করা ঠিক ছিল! এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ ন্যায়পরায়ণতা বা অন্যায় বা ন্যায়ের কারণে নয়, বরং খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের বিরোধিতা করার জন্য বিধি-বিধান সৃষ্টি করছিলেন। সহীহ মুসলিম, বই ০২৪, হাদিস ৫২৪৩: ... তার মাথা ও দাড়ি এতটাই সাদা, হাইসপের মতো। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে তার চুলের রং পরিবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তাদেরকে এ বিষয়ে কিছু করার এবং তা পরিবর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুহাম্মদের দাড়ির রঙ এমন একজন ব্যক্তির কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ যার জীবনের মূল লক্ষ্য ইসলাম এবং আল্লাহ বলে মনে করা হয়? সাক্ষী হিসেবে নারী প্রথমেই আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, ইসলামে নারীরা কেবল অর্থের চুক্তি বা চুক্তির ক্ষেত্রেই আদালতে সাক্ষী হতে পারে, তবে এর মধ্যে কোন ধরনের উত্তরাধিকার বা অপরাধের জন্য সাক্ষ্য দেওয়া অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ নিম্নোক্ত সকল মামলায় নারীকে আদালতে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হয় না:

১. অপরাধঃ (হত্যা, চুরি ইত্যাদি) বুক অব বাদায়ে আল-সানায়ে, ভলিউম ৯, পৃঃ ৪০৭৯: "শাস্তিসহ সকল প্রকার অপরাধে নারীকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

২. ব্যভিচার: কুরআন ২৪:৪, আল-কুরতুবীর ব্যাখ্যা; তিনি তার ব্যাখ্যায় বলেনঃ "সর্বশক্তিমান কথার মধ্যে (ব্যভিচারের ক্ষেত্রে) চারজন সাক্ষী নিয়ে আসুন, তিনি বলেছেন যে সাক্ষী অবশ্যই পুরুষ হতে হবে এবং সমস্ত জাতি এ ব্যাপারে একমত।

৩. মূর্তিপূজা

৪। তালাক অথবা বিবাহ : ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনির কিতাব ৭/৮ খন্ড: "... কোন বিবাহ একজন পুরুষ সাক্ষী গ্রহণ করে না এবং দু'জন মহিলা ঐ নুখাঈ এবং আল-শাফেঈ ও আল-ওযাঈ এর সাথে একমত হয়। উত্তরাধিকার : কুরআন ৫:১০৬: "হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য কর্তৃপ্ত কর, যখন তোমাদের কাছে মৃত্যু আসে, তখন তোমরা সেই সাক্ষ্য দাও যা তোমাদের মধ্যে দু'জন সাক্ষী হবে। তাফসীর ইবনে কাছর, প্রকাশক তিবাহ, ২০০২, ৩য় খন্ড, পৃ.

ইবনে জারীর (রহঃ) বলেনঃ "শহরে বা সফরে অমুসলিমদের সাক্ষী রাখা জায়েয নয় বা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদ্রেস আশ-শাফেঈ রচিত ফ্রোউল ফিকহ আল-উম্বুদ, ১৯৯০ ডি.টি.
এর অর্থ স্বাধীন মুমিন (দাস নয়) এবং দুই আয়াতের ব্যাখ্যা, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

ফতোয়া (ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী উত্তর)

তারিখ ০৬-১৯-২০০১, fromwww.islamweb.net, ফতোয়া # ৫৯১: প্রশ্নঃ একজন পুরুষ ও দুইজন নারী অথবা চারজন নারীর বিয়ের সাক্ষী হতে পারবে কি? চার নারী? উত্তরঃ বিবাহ বা কোন ফৌজদারি মামলা (শাস্তি প্রয়োজন এমন মামলা) অথবা বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষী হওয়া জায়েয নয়। ইসলামিক উত্তর দেখতে পারেন এই লিংকে (আরবি): http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=591 মহসিন খানের অনুবাদ, কুরআন ৫:১০৬: হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কারো নিকটবর্তী মৃত্যু আসে এবং তোমরা ওসিয়ত কর, তখন তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ কর অথবা বাইরে থেকে আসা আরও দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ কর, যখন তোমরা দেশে ভ্রমণ করছ এবং তোমাদের উপর মৃত্যু নেমে আসে। নামাযের পর তাদের উভয়কে আটক রাখ, অতঃপর যদি তোমরা তাদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর, তবে তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বলুক, "আমরা এতে কোন পার্থিব লাভের কামনা করি না, যদিও সে (উপকারভোগী) আমাদের নিকটাত্মীয়। আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না, তাহলে অবশ্যই আমরা অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আমি এরকম আরো অনেক উদাহরণ উদ্‌ধৃত করতে পারি যেখানে দেখা যায় কিভাবে মুসলমানদের কোন কিছুতে একজন নারীকে সাক্ষী হতে প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, শুধু লিখিতভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের জন্য চুক্তির মামলা ছাড়া, অথবা এমন কিছু বিষয় যার জন্য পুরুষদের সাক্ষী হতে পারে না কারণ তারা কেবল নারীদের সম্পর্কে, যেমন একজন মহিলার ক্ষেত্রে তার পিরিয়ড সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামে ৯৯% ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। তিনি একজন ব্যক্তি হিসাবে খুব নীচু বলে মনে করা হয়, কিন্তু একজন খ্রিস্টান পুরুষের চেয়ে ভাল। ইসলামে সকল অমুসলিমকে সাক্ষী হিসেবে অগ্রহণযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য নয়, বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, যেমনটি আমরা

কুরআন ৩:২৮, ১১৮-এ দেখতে পাই; 5:51; এবং ৬০:১। মনে রাখবেন, মুসলমানরা যারা আমার কথা পড়েন, তারা সংস্কৃতি থেকে নয়, বরং কুরআন ২:২৮২ থেকে এসেছে: "যখনই তোমরা মুসলমানদের একে অপরের সাথে চুক্তি করো, অর্থের ব্যবসায়... তোমাদের লোকদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী জোগাও। আর যদি দু'জন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা, যেমন তোমরা সাক্ষী হিসেবে মনোনীত কর, যাতে তাদের একজন পথভ্রষ্ট হলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১. এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামে দু'জন পুরুষ সাক্ষ্য দেওয়ার আদর্শ। যদি সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কেবল একজন পুরুষ ও মহিলা থাকে, তাহলে নিয়মটি নিম্নরূপ: ১০,০০০,০০০,০০০ নারীকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হবে না, কারণ তাদের সাথে কমপক্ষে একজন পুরুষ থাকতে হবে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ইসলাম নারীকে কেমন চোখে দেখে। যেন তারা সাক্ষ্য দেওয়ার মতো সাধারণ কাজের জন্য উপযুক্ত নয়! কতজন আছে সেটা বিবেচ্য নয়, অন্তত একজন পুরুষ সাক্ষী না থাকলেও নারীর সংখ্যা গণনা করা হয় না, এমনকি যদি এক কোটি নারী থাকে!

B. এছাড়াও লক্ষ্য করুন যে পুরুষ বা পুরুষদের জন্য এমন কোনও শর্ত নেই যা সাক্ষী হিসাবে গৃহীত হয়। অর্থাৎ যে কোনো দুজন পুরুষ কাজটি করতে পারলে ভালো হলেও নারীদের ক্ষেত্রে তাদের অনুমোদন নিতে হবে। ইসলামে অধিকাংশ নারীর গ্রহণযোগ্যতা নেই। অন্য কথায়, "আমাদের সেগুলি বেছে নিতে হবে যাকে আমরা মহিলাদের আবর্জনার মধ্যে সেরা বলে মনে করি!"

আসুন আমরা হাদিসটি দেখি এবং দেখি কিভাবে মুহাম্মদ এই আয়াতটি ব্যবহার করে নারীদের উপর তাঁর রায়কে খারাপ এবং "বুদ্ধির ঘাটতি" বলে ঘোষণা করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, সহীহ বুখারীর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩০১ নং হাদীসে তিনি কি বলেছেন তা লক্ষ্য করুনঃ হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র দিনে মসজিদে বের হয়েছিলেন, যেদিন রমজানের সালাতের সমাপ্তি ঘটে। অতঃপর তিনি কয়েকজন স্ত্রীলোকের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন এবং তাদের বললেন, হে নারীরা! তোমরা সদকা কর, কেননা আমি দেখেছি, জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই তোমরাই নারী। মহিলারা বললঃ কেন হে আল্লাহর নবী? তিনি বললেনঃ তুমি প্রায়ই অভিশাপ দাও এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও, আর বুদ্ধিমত্তা ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে তোমার চেয়ে বেশি ঘাটতি আমি আর দেখিনি। তুমি মুমিনকে পথভ্রষ্ট করতে প্ররোচিত করেছ। অতঃপর মহিলারা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর নবী,

আমাদের বুদ্ধিমত্তা ও দ্বীনে ঘাটতি কিসের? উত্তরে তিনি বললেনঃ এটা ঠিক নয় যে, দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান? (কুরআন ২:২৮২) তারা সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিলেন। তিনি বলেন, 'এটা তার বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি। এটা কি সত্য নয় যে, একজন নারীর ঋতুস্রাবের সময় নামায পড়া বা রোযা রাখার অনুমতি নেই? মহিলারা নিশ্চিত করে উত্তর দিয়েছেন। তিনি বললেনঃ এটা তার দ্বীনের ঘাটতি। এ হাদীসে বিষয়সমূহ কুৎসিত হয়ে উঠছে এবং তা থেকে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে পারিঃ ক। সব নারীই তাদের বুদ্ধিমত্তার ঘাটতিতে ভুগছেন, ব্যতিক্রম ছাড়া। B.

জাহান্নামের আগুনে নিমজ্জিত নারীদের অধিকাংশই খারাপ বলেই সেখানে থাকে, তারা সবসময় অনেক অভিশাপ দেয় এবং তারা তাদের স্বামীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না। এর অর্থ তারা সর্বদা প্রচুর অভিশাপ দেয় এবং তারা তাদের স্বামীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না। এর অর্থ হ'ল খারাপের জন্য সর্বদা মহিলারা দায়ী, এবং পুরুষরা সর্বদা ভাল। এতটাই যে, জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী, পুরুষ নয়! গ. মহিলাদের ঋতুস্রাব (ঋতুস্রাব বা ঋতুস্রাব) হওয়ার কারণে রোজা রাখা বা নামাজ আদায় করা উচিত নয়। এতে নারীরা পুরুষের চেয়ে অধম হয়ে যায়, কারণ নারীরা আল্লাহর ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না? ঘ. ঋতুস্রাবে নারীদের নামাজ আদায় ও রোযা রাখার অক্ষমতার কথা উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, 'এটা তার দ্বীনের ঘাটতি। সময় এসেছে মুসলিমদের কয়েকটি প্রশ্ন করার। আল্লাহ যদি নারীদেরকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহ কেন তাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে শাস্তি দিবেন? যদি তাদেরকে কুরআনের দাবী অনুযায়ী সমান বুদ্ধি না দেয়া হয়, তাহলে কি সে ন্যায়বিচার হবে, নাকি মানুষের উপকারের জন্য দাবী করা হবে? ইসলাম মানুষের দ্বারা তৈরি হয়েছে মানুষের জন্য! দাবীকৃত অপূর্ণতা যদি আল্লাহর দোষ হয়, তাহলে নারীকে কেন এর খেসারত দিতে হবে?

• খারাপ হওয়া কি তাদের অসিদ্ধতার অংশ নয় নাকি তাদের নকশার কারণে? এর জন্য তারা কেন দায়ী? আল্লাহ কি নারীকে সৃষ্টির সময় এই ঘাটতির কথা জানতেন নাকি পরে জানতে পেরেছিলেন? টয়োটা মোটর কোম্পানির মতোই, তিনি যদি ঈশ্বর হন, তবে তিনি কি তাদের সবাইকে স্মরণ করে ঠিক করতে পারেন না? মস্তিষ্ক পরিবর্তন হতে পারে?

সর্বোপরি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আমার যা বলার আছে তা হলো; ইসলাম যদি মাকে সম্মান করতে শেখায়, তাহলে তোমার মাকে এমন কথা বলার সাহস তোমার হয় কি করে, যে নিজের জীবনের ক্ষতির মুখে ফেলে তোমাকে জন্ম দিয়েছে! • পার্টি থেকে ফিরে আসার পর যদি আমরা একজন স্বামী ও স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি যে তারা কোন পার্টি থেকে ফিরে আসে, আমাদের জন্য খাদ্য ও

পোশাকের বিবরণ দিতে, অথবা সেই রাতে যা কিছু ঘটেছিল তার বিবরণ বর্ণনা করতে, আমরা দেখতে পাব যে লোকটি এমনকি তার ডিনার প্লেটে কী খেয়েছিল তা মনে করতে পারে না, কিন্তু মহিলাটি এমন সব আশ্চর্যজনক বিবরণ দিতে পারে যা লোকটি খেয়ালও করেনি! বিজ্ঞানের বই না পড়লেও এটাই প্রমাণ করে যে, কুরআন মানবসৃষ্ট। পুরুষের জন্য, মানুষের জন্য তৈরি। বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, নারী-পুরুষের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। যেমন ধরুন, পুরুষরা কিছু বিষয়ে ভালো এবং নারীরা অন্য কিছুতে ভালো। আমি sciencedaily.com থেকে এটি উদ্ধৃত করব: http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080220104244.htm "সুইডেনের স্টকহোমের মনোবিজ্ঞানী অ্যাগনেটা হারলিটজ এবং জেনি রেনম্যান মানুষের প্রবণতা সম্পর্কে আরও জটিল একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন: কারও লিঙ্গ কি তার প্রতিদিনের ঘটনা মনে রাখার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে? তাদের বিস্ময়কর অনুসন্ধানগুলি আসলে এপিসোডিক মেমরিতে উল্লেখযোগ্য যৌন পার্থক্য নির্ধারণ করেছিল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এক ধরণের দীর্ঘমেয়াদী মেমরি, মহিলাদের পক্ষে। অর্থাৎ বিজ্ঞানও আল্লাহকে ভুল প্রমাণ করে। তোমার কি মনে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছিলেন, মহিলাটি আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারে না? আদালতে সাক্ষী হওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি প্রয়োজন। বিজ্ঞান বলছে এ কাজে পুরুষের চেয়ে নারীরা এগিয়ে!

জাহান্নামের আগুনে অধিকাংশই নারী

সহীহ মুসলিম, বুক ০৩৬, হাদিস ৬৫৯৬: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি আসমানের দরজায় থামলাম এবং দেখলাম, সেখানে আরোহীদের অধিকাংশই গরীব এবং ধনী ব্যক্তিদেরকে তাতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া হয়েছে। জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর আমি আগুনের দরজার সামনে থামলাম এবং তাদের মধ্যে যারা সেখানে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই ছিল নারী। মুওয়াত্তা মালিক, বই ৪৮, হাদিস ৪৮.৪.৭: ইয়াহইয়া আমাকে মালিক (রাঃ) থেকে মুসলিম ইবনে আবী মারিয়ম (রাঃ) থেকে আবু সালেহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরায়রা বলেছেনঃ নারীরা উলঙ্গ, যদিও তারা কাপড় পরিধান করে, তারা ভুল করে এবং অন্যকে বিভ্রান্ত করে, এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তারা এর সুগন্ধির গন্ধ পাবে না এবং এর ইন্দ্রিয় পাঁচশত বছরের দূরত্ব পর্যন্ত সচেতন।

হাওয়া না থাকলে স্ত্রীরা কখনোই তাদের স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত না

সহীহ আল বুখারী ৪র্থ খন্ড, ৫৫ নং খন্ড, হাদীস ৫৪৭, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যদি ইহুদি না থাকত, তবে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যদি ইহুদি না থাকত, তবে গোশত কখনো নষ্ট হতো না, আর যদি হাওয়া না থাকত, তাহলে স্ত্রীরা কখনো তাদের স্বামীদের সঙ্গে প্রতারণা করত না।

১. এই হাদীস বা মুহাম্মদের বক্তব্য থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তা হলো, তিনি গোশত পচনের জন্য ইহুদীদেরকে দায়ী করেছিলেন। এটা বলার আরেকটা উপায় হলো, এই দুনিয়ার খারাপ কিছু ইহুদীরাই করবে, এতটাই যে তোমার আলমারির মাংস পচে যাওয়ার মূল কারণ এরাই ছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, মুহাম্মদ ইহুদিদের কতটা ঘৃণা করতেন এবং কীভাবে ঘৃণার বীজ বপন করা হয়েছিল। মুহাম্মদের আগে আরবরা কখনো ইহুদিদের ঘৃণা করত না। আরব খ্রিস্টানরা তাদের সাথে শান্তিতে বসবাস করছিল। ২. হাওয়া না থাকলে কোন স্ত্রী তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত না! আমি মুসলমানদের লেখা অনেক নিবন্ধ দেখেছি যেখানে বলা হয়েছে যে বাইবেল আদমের পাপের জন্য হাওয়াকে দায়ী করেছে। আসল বিষয়টা হল, বাইবেল আদম ও হবা উভয়কেই দোষারোপ করে। দু'জনকেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রভু কখনও একা হবাকে বা একা আদমকে দোষ দেননি, কারণ উভয়ে একসাথে ঈশ্বরের অবাধ্য হতে সম্মত হয়েছিল। ইভ একা বা আদম একা ছিলেন না। উপরোক্ত হাদিসে আমরা দেখতে পাই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, হাওয়া না থাকলে দুনিয়ার সকল নারী তাদের স্বামীর প্রতি সদ্ব্যবহার করতো। কোনো কিছুর জন্য তিনি আদমের নাম উল্লেখ করেননি।

৩. মুহাম্মদ কিভাবে হাওয়াকে তার স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেন, যেখানে কুরআনও হাওয়া সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি? এভাবেই মুসলমানরা খ্রিষ্টান নারীদের ধোঁকা দেয়। তারা বলে, 'দেখো! আমাদের বইয়ে ইভের নাম ছিল না, কিন্তু আপনার বাইবেলে ছিল। আসল কথা হলো, কুরআন একটি খালি গ্রন্থ যেখানে হাদিস (মুহাম্মদের কথা ও কাজ) নেই, এবং বরাবরের মতোই, যদি আপনি গল্পটি জানতে চান তবে আপনি এটি হাদিসে পাবেন। কুরআনে নেই।

৪. হবার অপরাধ ঠিক কী ছিল? সে কি আকাশে অন্য কোন পুরুষের সাথে শয়ন করেছিল, যখন সেখানে আদম ব্যতীত অন্য কোন মানুষ নেই? তাছাড়া মুহাম্মদ কেন তাকে "বিশ্বাসঘাতকতা" শব্দটি দিয়ে অভিযুক্ত করছেন?

হাওয়ার মন্দ

তাফসীর আল-কুরআনুল বাগাভী, ১৯৯৩, বৈরুত, ১ম খন্ড, পৃ. ৮৪: মূসেবের পুত্র বলেন যে, হাওয়া আদমকে ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং তাকে তার মন হারাতে বাধ্য করেছিল (মূসেবের পুত্রের কাছে বলা হয়েছিল যে হাওয়া আদমকে ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং তাকে (গাছ থেকে খাওয়ানোর জন্য) তার বুদ্ধি নষ্ট করেছিল। ইমাম আল-কুরতুবী রচিত আহকামুল কুরআনের জামে গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, ভলিউম ১, অধ্যায় ২:৩৫-এ আমরা এই কথাগুলি পাই: "আর আমরা আদম ও তার স্ত্রীকে বললাম, যাও, আসমানে গিয়ে বসবাস কর এবং তা থেকে আহার কর এবং তা ভোগ কর..." প্রথম যে ব্যক্তি বৃক্ষ থেকে খেয়েছিল সে ছিল হবা এবং শয়তান তার ঘুমের মধ্যে তাকে ফিসফিস করে বলেছিল, এবং এটি ছিল পুরুষদের বিরুদ্ধে নারীদের বিভ্রান্ত করার প্রথম কাজ, এবং তারপরে শয়তান বলেছিল, "তিনি (ঈশ্বর) আপনাকে গাছ থেকে নিষেধ করেছেন কারণ এটি অনন্ত জীবনের গাছ। কেননা শয়তান জানত যে, তারা (আদম ও হাওয়া) অনন্ত জীবনকে ভালবাসে। অতঃপর শয়তান তাদের কাছে এলো যেখান থেকে তারা ভালবাস এবং যেখানে তোমরা বধির ও অন্ধ, তাই হাওয়া যখন আদমকে তা থেকে খেতে বলল, তখন আদম তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল এবং সে তাকে বলল, তুমি কি ভুলে গেছ আমি যে ওয়াদা করেছিলাম তা কি তুমি ভুলে গেছ? ইভ তাকে খাওয়ানোর জন্য জোর করেছিল এবং তারপরে সে বলেছিল, "আমি যদি আগে খাই এবং যদি আমার কিছু না হয় তবে তোমার কিছুই হবে না!" অতঃপর সে খেয়ে ফেলল এবং তার কিছুই হলো না, তারপর বলল, "দেখো আমার কোন ক্ষতি নেই। অতঃপর তিনিও খেয়ে ফেললেন এবং তারা পাপের অধীনে চলে গেল!

• এখন আমরা আরও ভালভাবে বুঝতে পেরেছি যে মুহাম্মদ কেন কুৎসিত সমস্ত কিছুর জন্য ইভকে দোষারোপ করছেন যা আগে ঘটেছিল বা পরে একজন মানুষের সাথে ঘটবে। এটা নিশ্চয়ই নারীদের পক্ষ থেকে এসেছে, কারণ তারা দুষ্ট এবং মুহাম্মদের চোখে প্রতারণাতে পরিপূর্ণ! ইমাম আল-কুর'তুবী রচিত আহকামুল কুরআনের জামে গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫২: অতঃপর আদম (আঃ) একটি বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে ডেকে বললেনঃ আদম (আঃ) একটি বৃক্ষের ভিতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে ডেকে বললেনঃ আদম তুমি কোথায়? আদম কহিল, "প্রভু, তোমার সম্মুখে আমি লজ্জিত। অতঃপর আল্লাহ বললেন, আসমান থেকে ভূমিতে নেমে এসো, যেখান থেকে তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আমি সাপকে অভিশাপ দিচ্ছি এবং তার পা তার ভিতরে অদৃশ্য করে দিচ্ছি এবং তোমার ও

আদমের সকল বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করছি, এজন্য আমরা তাকে (সাপকে) হত্যা করার আদেশ দিচ্ছি' এবং হাওয়াকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তুমি যেমন গাছকে রক্তাক্ত করেছ, তোমও প্রতি মাসে একবার রক্তপাত হবে, এবং তুমি গর্ভবতী হবে এবং যখন তুমি তাকে ঘৃণা করবে তখন প্রসব করবে। এবং তা করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে!"

• আমি এখানে কিছু গল্প দেখতে পাচ্ছি যেমন এটি বাইবেলে লেখা হয়েছে, যদিও বাইবেল কখনও বলেনি যে হবা পাপের কারণ ছিল। মুহাম্মদ যা শিখিয়েছিলেন তার বেশিরভাগই অন্যের বই থেকে অনুলিপি করা হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন একজন দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি যিনি গল্পগুলিকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছিলেন।

• বরং, বাইবেল আমাদের বলে যে, সাপের দ্বারা হবা প্রতারিত হয়েছিল। আদিপুস্তক ৩:১-৬ (কেজেভি):

1 প্রভু ঈশ্বর যে ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন সেই ক্ষেত্রের যে কোনও পশুর চেয়ে সাপ আরও সূক্ষ্ম ছিল| যীশু সেই নারীকে বললেন, হ্যাঁ, ঈশ্বর কি তোমাদের বলেছেন, 'তোমরা এই বাগানের কোন গাছের ফল খাবে না?
2তখন স্ত্রীলোকটি সাপকে বলল, "আমরা এই বাগানের গাছগুলোর ফল খেতে পারি: 3কিন্তু বাগানের মাঝখানে যে গাছটা আছে তার ফল থেকে ঈশ্বর বলেছেন, 'তোমরা তা খাবে না, স্পর্শও করবে না, পাছে তোমরা মারা যাবে। 4তখন সাপ সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই মরবে না৷ 5কারণ ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে সেদিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে৷ তোমরা ভাল-মন্দ বুঝতে পারবে৷ 6আর স্ত্রীলোকটি যখন দেখল যে, সেই গাছ খাদ্যের জন্য উপকারী, এবং তা চক্ষুর পক্ষে মনোরম এবং বুদ্ধিমান করার জন্য একটি গাছ দরকার, তখন সে তার ফল গ্রহণ করল এবং তার সাথে তার স্বামীকেও দিল; এবং তিনি খেয়েছেন। যেমন আমরা দেখি, বাইবেলের গল্পে ইভ মন্দকে প্রত্যাখ্যান করছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে প্রতারিত হয়েছিল; যেমনটা আজকে আমরা সবাই পাপ করি। আদম কোন কিছুই প্রত্যাখ্যান করিল না। এত তাড়াতাড়ি মেনে নিলেন! ঘটনা হল, তিনি আদমের চেয়ে বেশি লড়াই করছিলেন। কুরআন ও হাদীসের কাহিনীর সাথে এর তুলনা করুন, যেখানে আদম (আঃ) যুদ্ধ করছিল। খেতে ইচ্ছে করছিল না। বাইবেলে হাওয়া ঈশ্বরের আদেশ পালন করার চেষ্টা করছিল। যাই হোক, মোদ্দা কথা হলো, মুসলমানরা হাওয়াকে একজন মন্দ ব্যক্তি হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করে এবং তারপর পৃথিবীর প্রতিটি নারীর উপর তা প্রজেক্ট করার চেষ্টা করে।

অশুভ লক্ষণ (অশুভ)

সহীহ আল বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৫২, হাদীস ১১০: আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ তিনটি জিনিস থেকে অশুভ লক্ষণ আসেঃ নারী ঘোড়া, নারী ও ঘর। • নারীর প্রতি মুহাম্মদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিচ্যুতি সম্পর্কে এটি একটি খুব স্পষ্ট এবং দুঃখজনক দৃষ্টিভঙ্গি। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, নারীরা অশুভ শক্তি, কিন্তু একই সাথে তার ১৩ জন বউ আর শত শত ক্রীতদাসী আছে যৌনতার জন্য! তিনি নিশ্চয়ই এমন একজন মানুষ যিনি মন্দকে এত ভালবাসেন যে তিনি চেয়েছিলেন যে তার বাড়িটি এতে পূর্ণ হোক! সহীহ বুখারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, হাদীস ৪/৩৩৬ আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং আয়েশার ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখালেন এবং বললেনঃ "মন্দ এখানেই আছে", তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। সহীহ মুসলিম, আরবী গ্রন্থ, রাজদ্রোহের অধ্যায়, ১ম খন্ড, ১ম, পৃঃ ২২২৯: মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর স্ত্রী হাফসা (রাঃ)-এর কন্যা সম্পর্কে বলেন, "ব্লাসফেমির গুরু"। গল্পটি অনেক বইয়ে পাওয়া যায় যেমন ফতেহ আল-বারী ফে শরীহ সহীহ আল-বুখারী, 1986 মুদ্রণ; নূকাহ গ্রন্থ, নারীর যত্ন নেয়ার সূরা, পৃঃ ১৬০, হাদীস ৪৮৯০। সহীহ মুসলিম, বই ০০৮, হাদীস নং ৩৪৬৭: হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নারীর উৎপত্তি পাঁজরের হাড় থেকে এবং আপনার জন্য তাকে সোজা করা কোনোভাবেই অসম্ভব। সুতরাং আপনি যদি তার কাছ থেকে সুবিধা নিতে চান, তবে তাকে ব্যবহার করুন যতক্ষণ তার মধ্যে দুর্নীতি থাকবে। আর যদি তুমি তাকে সোজা করার চেষ্টা কর, তবে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে, আর তাকে তালাক দিয়ে তাকে ভঙ্গ করবে।

নারীকে পশুর মতোই সৃষ্টি করা হয়েছে

এই অংশে আমি যে বইটির রেফারেন্স দিয়েছি, আমি কেবল সেই অংশটিই অনুবাদ করব যা আমাদের বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক, তবে আমি সমস্ত পাঠ্য এমনভাবে পোস্ট করছি যাতে আরবি ভাষাভাষী মুসলমানরা না বলে যে এটি প্রসঙ্গের বাইরে। সর্বোপরি, আমি তাদের ইসলামিক জর্ডান সরকারের ওয়েবসাইটের জন্য একটি লিঙ্ক পোস্ট করব যাতে তারা সেখানে এটি দেখতে পারে। ইমাম আল রাযী রচিত তাফসীর আল কাবেরের বই মাফাতেহ আল গায়েব, কুরআন ৩০:২১: "আল্লাহ কি বলছেন দেখুন কুরআন ৩০:২১ বলেছেন: "আমি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি" এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ নারীদেরকে সেভাবে সৃষ্টি করেছেন যেভাবে তিনি পশুদের সৃষ্টি করেছেন (পুরুষের প্রয়োজনে)।

কুরআনের ৩০:২১ আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে" এটাই প্রমাণ করে যে, নারীকে পশুপাখি, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য দরকারী বস্তুর মতোই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ কুরআন ২:২৯ এ আরো বলেছেন: "তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যা কিছু পৃথিবীতে আছে" এবং নারীর এমন প্রয়োজন যা ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা যাবে না বা ঐশী আদেশ দ্বারা অভিযুক্ত করা হবে না। আমরা বলি যে, নারী সৃষ্টি করা আমাদের (পুরুষদের) উপর অর্পিত নেয়ামতসমূহের মধ্যে একটি এবং তাদেরকে ঐশী হুকুম প্রদান করা মানে আমাদের প্রতি প্রদত্ত নেয়ামত পূর্ণ করা, এমন নয় যে, তাদেরকে আমাদের (পুরুষদের) উপর অর্পিত অনুগ্রহসমূহ পূর্ণ করা। কেননা নারীকে আমাদের (পুরুষদের) মতো অনেক হুকুম দিয়ে অভিযুক্ত করা হয় না, কারণ নারীকে দুর্বল, অযৌক্তিক (নির্বোধ) বানানো হয়। অন্য কথায়, সে একটি শিশুর মতো এবং শিশুদের উপর কোন আদেশ আরোপ করা হয় না, কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ পূর্ণ হওয়ার জন্য, মহিলাদের আনুগত্য করতে হয়েছিল; যাতে তাদের প্রত্যেকে শাস্তির ভয়ে ভীত হয়, তাই সে তার স্বামীর আনুগত্য করে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় অনৈতিকতা সংঘটিত হবে।

নারী মানেই যৌন খেলনা

সহীহ বুখারীর ৫৪তম অধ্যায়ের হাদিস ৪৬০ নং হাদীসে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যদি স্বামী তার স্ত্রীকে যৌন সম্পর্কের জন্য তার বিছানায় ডাকে, আর সে অস্বীকার করে এবং রাগান্বিত হয়ে তাকে ঘুম পাড়ায়, তাহলে আল্লাহর ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকবে। সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকবে। আল-কুরতুবী গ্রন্থ / জামে আহকাম, বৈরুত, বৈরুত, 1993, আল কুরআন 30:21, ভলিউম 13, পৃষ্ঠা 17 এর মতো ইসলামী বইগুলিতে আপনি মহিলাদের কর্তব্য সম্পর্কে এই উপলব্ধি খুঁজে পেতে পারেন: "আমার প্রাণ যার হাতে রয়েছে, তার কসম, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে যৌন প্রার্থনা করে এবং সে প্রত্যাখ্যান করে, তবে আকাশে যে ব্যক্তি আছে (অর্থাৎ আল্লাহ) সে তার স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাকে তিক্ত করা হবে। (আল-কুর'তুবী এতে সংযোজিত) অন্য কথায়, স্ত্রী যদি তার জন্য বিছানায় না যায়, তবে আল্লাহর ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দেবে। মুসলিমদের যুক্তিতর্ক বা মামলার রায় দেওয়ার জন্য আমি সমস্ত মুসলিম আদালতের ব্যবহৃত প্রতিটি সুপরিচিত বইয়ে যাব। ইমাম আল মুতাকি আল হিন্দি রচিত "আইন প্রণয়ন এবং শব্দ ও কর্মের উপর শ্রমিকদের ভাণ্ডার" শীর্ষক বই, স্ত্রী

ও স্বামীর অধিকারের পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম অধ্যায় (নারীর উপর পুরুষের অধিকার): নবী মুহাম্মদ বলেছেন: 44801 – "স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার, যদি তার নাক থেকে শ্লেষ্মা, রক্ত, পুঁজ এবং ময়লা বের হয় এবং সে তার জিহ্বা দ্বারা এটি চাটে, লোকটিকে তার উপর তার অধিকার দেওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট হবে না! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনো মানুষকে কোনো মানুষকে মানুষকে সিজদা করার নির্দেশ না দিচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি স্ত্রীকে আদেশ করতে চাই, সে যেন তার স্বামীর ঘরে প্রবেশের সময় তাকে সেজদা করে, আল্লাহর গুণাবলীর উপর। "যদি কোন পুরুষ অকুমারীদের চেয়ে কোন কুমারীকে বিয়ে করে, তবে সে তার সাথে সাত দিন থাকবে, আর যদি সে কুমারীর চেয়ে কোন কুমারীকে বিয়ে করে তবে সে তার সাথে তিন দিন থাকবে। 44824 "স্বাধীন নারীদের জন্য দু'দিন থাকবে (সে তার সাথে থাকবে) এবং দাসীর জন্য একদিন। 44842- "যদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে পছন্দ করে (সে যৌন উত্তেজিত হয়ে পড়ে), যাও এবং তোমার স্ত্রীকে কর, কারণ উভয়ের হাতিয়ার একই রকম। সহীহ মুসলিমের হাদীস সম্পর্কে ইমাম নববীর ভাষ্য, বই ০০৩, সংখ্যা ০৬৮৪: আমাদের সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন যে, যদি পুরুষের মলদ্বার বা পশুর যোনি বা তার মলদ্বার ভেদ করে প্রবেশ করে তবে যাকে প্রবেশ করা হবে তা ধৌত করতে হবে জীবিত না মৃত, যুবক না বৃদ্ধ। কুরআন ২:২২৩ বলেছেন, তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য চাষ করে, সুতরাং তোমরা যেভাবে ইচ্ছা কর এবং যখন ইচ্ছা কর তোমাদের চাষ কর। তাফসীর আল কাবেরের কিতাব, মাফাতেহ আল গায়েব, মুদ্রণ ২০০৪, বৈরুত, ইমাম আল রাযী রচিত, কুরআন ২:২২৩, পৃঃ ৬১: ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, এই আয়াতটি নারীর মলদ্বার দ্বারা যৌন মিলন করা কিভাবে উত্তমঃ (আনা শ 'টম) পুরুষের জন্য তার নারীর সামনে বা পিছনে, তার যোনি থেকে করা জায়েয, অথবা তার মলদ্বার দিয়ে সামনে বা পিছনের অবস্থান থেকে, এবং দ্বিতীয় সমস্যাটি হ'ল আপনি যখন চান বা পছন্দ করেন তখন এগুলি করুন, আপনার পছন্দের যে কোনও সময়, তিনি তাকে দাঁড়িয়ে বা বসে বা তার পিঠে f___ করতে পারেন। • লক্ষ্য করুন নিকাহ শব্দটি, যা মুসলমানরা বিবাহ সম্পর্কে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে, পুরুষটি নিকাহ করার সময় কীভাবে যৌন অবস্থান সম্পাদন করতে হয় তা বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

• আমি মনে করি আমার মন্তব্য আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইসলাম নারীকে কীভাবে দেখে এবং পুরুষের যৌন পরিতৃপ্তি কীভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ধর্মের একটি বিশাল অংশ গ্রহণ করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য তাদের কথাই যথেষ্ট। ভুলে গেলে চলবে না যে, মুসলমানরা আল্লাহকে ভালোবাসে না। আল্লাহ তাদের বেহেশতে যে যৌনতা দেবেন তা তারা পছন্দ করে। সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভালোবাসে না।

আল্লাহ তাদের বেহেশতে যে যৌনতা দেবেন তা তারা পছন্দ করে। এ কারণে তারা মরতে ভালোবাসে। আর কাজ নয়, কঠিন জীবন হবে ইতিহাস, যৌনতা ও জীবনকে জয় করার নতুন যুগ।

• নারীরা দাসত্বের নিয়মের অধীনে রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য মুহাম্মদ তার ক্ষমতার মধ্যে সবকিছু করেছিলেন এবং পুরুষকে এটি করার সমস্ত আইন বা আইনী অধিকার দিয়েছিলেন।

• মুসলিমরা বলতে পারে যে, নবী বলেছেন, "তোমাদের পুরুষদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার স্ত্রীদের কাছে সর্বোত্তম।

• এটি কেবল মহিলাদের সমস্ত শর্ত পূরণ হওয়ার পরে, এবং তখন পুরুষের কর্তব্য খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। নারী যদি পূর্ণ আনুগত্যশীল হয়, তবে তার প্রতি খারাপ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আসন্ন আয়াতে আমরা তা দেখতে পাইঃ কুরআন ৪:৩৪: "পুরুষরা নারীদের নিয়ন্ত্রণকারী, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা তাদের ধন-সম্পদ থেকে নারীদের জন্য ব্যয় করে। সুতরাং সৎকর্মশীল নারীরাই পরিপূর্ণ অনুগত, আল্লাহ যা রাখতে আদেশ করেন তা গোপন রাখে। আর যাদের কাছ থেকে তুমি তাদের আজ্ঞাবহতার আশঙ্কা কর, তাদেরকে উপদেশ দাও এবং তাদেরকে তাদের বিছানায় আবদ্ধ কর এবং তাদের চাবুক মার। অতঃপর যদি তারা তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদেরকে আর শাস্তি দিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান, মহান। আপনি এই আয়াত সম্পর্কে মুসলমানদের বলতে শুনবেন যে, এটা নারীদের হালকা পেটানোর বিষয়। আসল কথা হলো, এই আয়াত থেকে বোঝা যায়ঃ

১. আয়াতে হালকাভাবে শব্দটির অস্তিত্বও নেই। এমনকি কুরআনের কোন ব্যাখ্যায়ও না। দেখুন, পশ্চিমাদের কাছে ইসলাম বিক্রি করার কথা শুধু ইংরেজি বইয়েই আছে। ঠিক যেভাবে ওবামা এবং অন্যরা আমাদের বলার চেষ্টা করেছেন যে ইসলাম শান্তি।

২. জোরে মারধর না থাকলেও দিনের শেষে পেটানো মানেই মারধর। তা যতই কঠোর বা কঠিন হোক না কেন।

৩. মারধর কতটা হালকা হতে পারে? থুতুর চেয়েও হালকা? এটি অপমানের বিষয়, কেবল শারীরিক ক্ষতি নয়। নারীরা মানুষ। অন্য মানুষের সঙ্গে এমন কাজ করার অধিকার কারো নেই।

৪. আমেরিকায় মুসলিম নারীদের চেয়ে কুকুরের অধিকার বেশি। আমেরিকায় আপনি যদি একটি কুকুরকে মারেন তাহলে আপনাকে জেলে যেতে হবে, কিন্তু আপনি যদি ইসলামী দেশে একজন নারীকে মারধর করেন, তাহলে আপনি একজন বীর যিনি তার স্ত্রীকে শেখাচ্ছেন কেমন আচরণ করতে হয়!

৫. স্ত্রীদের তাদের কক্ষে বন্দী করার বিষয়ে কী? এমনকি শাস্তির অংশ হিসেবে পুরুষ তাদের ধর্ষণ করতে পারে। এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যা আপনি হয়তো শোনেননি, যেখানে একজন পাগল, আমেরিকান বিচারক (নিউ জার্সির বিচারক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন মরোক্কোর স্বামীকে তার স্ত্রীকে বিনা শাস্তিতে ধর্ষণ করতে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তার মুসলিম ধর্ম এটি অনুমোদন করে। মুহাম্মাদ সাঈদ 'তুহফেত আল-আ'হাওযী সুয়ানা আল-তুরমজি' নামক গ্রন্থ, বইয়ের নাম আল-রিদা', পৃ.২৭২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতে চাও, তবে তা হবে নারীকে তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে, কোন নারী তার পালনকর্তার হক আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করবে। আর যদি সে তাকে [যৌন মিলনের জন্য] আত্মসমর্পণ করতে বলে, তবে সে যেন তাকে প্রত্যাখ্যান না করে, এমনকি যদি সে উটের কুঁজের উপরে থাকে। ফায়েদ আল-কাদীর ফে শরীহ আল-জামে আল-সা'গের, কায়রো থেকে মুদ্রিত, ১৯৭৪, ভলিউম ২, পৃষ্ঠা ৭: রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, "একজন নারীর উপর সবচেয়ে বেশি হকদার হলো তার স্বামী, আর যদি তার স্বামীর আলসার থাকে, তাহলে সে তা চেটে খায়। সে তখনও তাকে তার উপর তার অধিকার দেয়নি এবং যদি কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দেয় তবে তা হবে স্ত্রীলোককে তার স্বামীর কাছে সিজদা করার আদেশ দেওয়া এবং সে যেন তার সাথে প্রতারণা না করে বা তাকে তার অর্থ বা নিজেকে যৌনভাবে নিষেধ না করে, এমনকি যদি সে উটের কুঁজের শীর্ষে থাকে, আর তার অনুমতি ছাড়া সে যেন ঘর থেকে বের না হয়, এমনকি সেটা তার পিতা-মাতার জানাজা হলেও। ৬. বিবিসি নিউজ বুধবার, ১৪ জানুয়ারি ২০০৪, ১৪:৫৭ জিএমটি, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3396597.stm: 'ইমাম বউ পেটানো বইয়ের জন্য র্যাপ করেছেন। মুস্তাফা বলেছেন, তিনি নারী নির্যাতনের বিরোধী। স্ত্রীকে পেটানোর জন্য পুরুষদের পরামর্শ দিয়ে একটি বই লেখা এক মুসলিম ধর্মগুরুকে এই সাজা দিয়েছে স্পেনের একটি আদালত। অপরাধমূলক মার্কসকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিয়েছে স্পেনের একটি আদালত। আত্মপক্ষ সমর্থনে ইমাম বলেন, তিনি কোরানের আয়াতের ব্যাখ্যা করছেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমি এটি কীভাবে অনুবাদ করছি তা নয় বা সম্ভবত আমি এটি খারাপ দেখানোর চেষ্টা করছি! এটা আসলে কত কুৎসিত ও বর্বর। আগামী হাদিসে আমরা দেখবো ইসলামে প্রকৃত প্রহার কেমন।

তার ত্বক তার পোশাকের চেয়ে সবুজ

সহীহ আল-বুখারী, বই ৭২, হাদীস ৭১৫ এর আরবী গ্রন্থ আল-লিবাস (কাপড় / সবুজ কাপড়ের বই), হাদিস 5487: একরিমা থেকে বর্ণিত: "রিফা'আ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল এবং আব্দুর রহমান ইবনু আল জোবাইর তাকে বিয়ে করেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি সবুজ কাপড় পরে তার কাছে আসেন এবং তাকে তার চামড়া দেখান এবং এটি তার কাপড়ের চেয়ে সবুজ ছিল। আর নারীরা একে অপরের পক্ষ নেবে এটাই স্বাভাবিক, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আগমন করলেন, তখন আয়িশা (রাঃ) বললেনঃ আমি মুসলিম নারীদের মত নির্যাতিত কোন নারীকে দেখিনি। তার চামড়ার দিকে তাকিয়ে দেখ, এটা তার কাপড়ের চেয়েও সবুজ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কথা বলছে। কিন্তু যখন আব্দুর রহমান শুনলেন যে, তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করতে গেলেন, তখন তিনি তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে অন্য এক স্ত্রীর মাধ্যমে হাজির হলেন। সে (তার স্ত্রী) বলল, আল্লাহর শপথ! আমি তার প্রতি কোন খারাপ কাজ করিনি, কিন্তু সে যৌন প্রতিবন্ধী এবং আমার কাছে এটার মতোই অকেজো, 'তার পোশাকের দিকটি ধরে এবং দেখিয়ে দেয়। আব্দুর রহমান বললেনঃ আল্লাহর শপথ করে বলছি, হে নবী, সে যা দাবী করে তা মিথ্যা। আমি তাকে এমনভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছি যেন আমি মাটি কাঁপছি, কিন্তু সে অবাধ্য হয়ে রিফা'আ (প্রাক্তন স্বামী) এর কাছে ফিরে যেতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যদি এটাই তোমার উদ্দেশ্য হয় (পূর্বস্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া) তাহলে জেনে রাখ যে, রিফা'আকে পুনরায় বিয়ে করা তোমার জন্য হারাম, যতক্ষণ না আব্দুর রহমান তোমার সাথে যৌন মিলন করে থাকে এবং সে তোমার রসের স্বাদ গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবদুর রহমানের সাথে দু'জন ব্যক্তিকে দেখলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি তোমার সন্তান? আবদুর রহমান বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) লোকটির স্ত্রীকে বললেন, তুমি অভিযোগ করেছ এবং সে যৌন মিলন করতে পারবে না বলে জোর দিয়েছ? তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, তার সন্তান কাকের মতো দেখতে কাকের মতো। হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন না এই নারী কী করতে চাইছেন! মুহাম্মদ একটি পাগলের প্রলাপ সৃষ্টি করেছেন। রায়ে ফরমান জারি করা হয় যে, যদি কোন মুসলিম পুরুষ তার স্ত্রীকে তিনবার তালাক দেয়, তবে সে তার স্ত্রীকে ফিরে পেতে পারবে না, যতক্ষণ না সে অন্য কাউকে বিয়ে করে এবং তালাক দেয়। তারপর দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেওয়ার পর সে আবার তার সাবেক স্বামীকে আবার

বিয়ে করতে পারবে! কুরআন ২:২৩০ এ দেখা যায়: "আর যদি সে স্ত্রীকে তিনবার তালাক দিয়ে থাকে, তবে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল নয়, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করে। এরপর যদি সে (নতুন স্বামী) তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে দুজনের (স্ত্রী ও প্রাক্তন) পছন্দ হলে আবার একসঙ্গে ফিরে আসায় তাদের দুজনের কোনো সমস্যা নেই। • পরিবারকে বাঁচানোর জন্যই চেষ্টা করছিলেন ওই মহিলা। তার স্বামী ইতিমধ্যে তাকে তিনবার তালাক দিয়েছে, কিন্তু অন্য পুরুষকে বিয়ে না করলে সে তার প্রাক্তন স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে না। যেমনটি আমরা দেখি, সে ভেবেছিল যে এটি একটি বৃদ্ধ লোক, সে তাকে বিয়ে করবে, এবং তারপরে সে তাকে ঘৃণা করবে, সম্ভবত যৌন মিলন করতে অস্বীকার করে, তারপরে সে তার পরিবার এবং বাচ্চাদের কাছে ফিরে যেতে সক্ষম হতে পারে, কিন্তু লোকটি তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করার জন্য এবং বিছানা ভাগ করতে অস্বীকার করার জন্য একজন মুসলিম পুরুষ হিসাবে তার অধিকার ব্যবহার করছিল। সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে।

• এখানে এই গল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রয়েছে:

(ক) মুহাম্মদ স্বামীকে পেটানোর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি যে তার গায়ের চামড়া তার কাপড়ের চেয়েও সবুজ হয়ে গেছে!

(খ) মুহাম্মদ (সাঃ) লোকটির পক্ষ নিলেন। ফলে মহিলাকে অপমান করা হয়।

(গ) এটা এতটাই স্পষ্ট যে এই মহিলা আর এই লোকটির সাথে বিছানা ভাগ করতে চায় না। তিনি এই বিবাহ থেকে বেরিয়ে আসার কোনও উপায় খুঁজছেন, কিন্তু মুহাম্মদ তাকে বলেছিলেন যে যদি তিনি তার প্রাক্তন স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চান তবে তাকে যৌন মিলন করতে হবে যে যদি তিনি তার প্রাক্তন স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চান তবে তাকে তার দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যৌন মিলন করতে হবে।

(ঘ) মুহাম্মদ (সাঃ) তার নিকট প্রমাণ করছিলেন যে, সে তার পুরুষত্বহীন হওয়ার ব্যাপারে মিথ্যা বলছে, কারণ তার অন্য স্ত্রীর গর্ভে দুটি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সন্তান রয়েছে! যদিও আমি ভাবছি যে এর সাথে একজন পুরুষের যৌন ক্ষমতার কী সম্পর্ক। পুরুষত্বহীনতা যে কোনও সময় ঘটতে পারে, একজন পুরুষের অসুস্থতার কারণে, এমনকি দশটি সন্তান বা তার বেশি সন্তান হওয়ার পরেও। অনেক পুরুষ, এমনকি অল্প বয়সেও, গল্পের এই লোকটির মতো বৃদ্ধ নয়, যৌন সম্পর্ক সম্পাদন করতে সক্ষম নাও হতে পারে।

(ঙ) সর্বোপরি, মুহাম্মদ এই লোকটিকে কুরআন ৪:৩৪ দিয়েছেন, যাতে ইসলামে নারীর উপর সমস্ত পুরুষকে চিরতরে ক্ষমতায়িত করা যায়।

একটি মহিলা, একটি গাধা এবং একটি কুকুর প্রার্থনাকে অপবিত্র করে

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নারী, গাধা ও কুকুর নামাজকে অপবিত্র করে।

• এই হাদিসে আমরা দেখতে পাই যে, নারী, কুকুর ও গাধা সব সমান এবং পুরুষরাই কেবল মানুষ!

• এটি প্রমাণ করে যে মুহাম্মদ নারীকে পশু হিসাবে দেখতেন।

• মুসলমানরা এই হাদিসটি আচ্ছাদন করার জন্য বলতে পারে, "ওহ, এটি যৌন সম্পর্কে। সেক্স করলে অজু করতে হবে। এই মিথ্যার জবাব স্বয়ং হাদীস:

(ক) এতে বলা হয়েছে স্ত্রী, স্ত্রী নয়। এর মধ্যে যে কোনও মহিলাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; মা, বোন বা মেয়ে। মুসলমানরা কি এসব নিয়ে সেক্স করে?

(খ) মুহাম্মদ একই সারিতে পশুর পাশাপাশি নারীকে তালিকাভুক্ত করেছেন। তার মানে কি মুসলমানরা গাধা ও কুকুরের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে? দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাদের অনেকেই তা করে থাকেন।

(গ) মুহাম্মদ শূকরকে ভুলে গেলেন কেন?

(D) অন্য প্রাণীদের কী হবে? তারা কি মুসলমানদের নামাজ ধ্বংস করে দেয় না? যেমন, খচ্চরের কী হবে? নাকি ঘোড়া? ইঁদুর ভালো আছে তো?

(E) (ঙ) নারী, কুকুর ও গাধা এই তিনজনের সাথে যৌন সম্পর্ক যে মুসলমানদের নামাজকে ধ্বংস করে দেবে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো, মুহাম্মদ বলেছেন যে, "প্যাকস্যাডল তা থেকে রক্ষা করে। এর অর্থ এই যে, মুসলমান ব্যক্তির যদি তার এবং তিনজনের মধ্যে একটি প্যাকস্যাডল থাকে, অথবা তিনটির যে কোন একটি, তবুও সে পরিষ্কার! তার আর তিনজনের মাঝখানে একটা প্যাকস্যাডল আছে, নাকি তিনটার যে কোনো একজন, সে এখনো পরিষ্কার!

(F) (চ) এখন আমাকে জিজ্ঞেস করো না কেন মুহাম্মদ সুরক্ষার জন্য প্যাকস্যাডল বেছে নিল, এন্টি-ভাইরাস নয়। একমাত্র আল্লাহই জানেন! মুসলমানরা যেমন বলে যখন আপনি তাদের কোণঠাসা করেন।

নারীদেরকে পড়তে ও লিখতে শেখাবেন না

তাফসীর আল-কুর'তবী, আল-জামে লে আহকাম, আল-কুরআন, সূরা নূরের সূরা, পৃষ্ঠা ১৪৬: আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা নারীদের শুধু ঘর দিও না এবং তাদেরকে লিখতে শেখাবে না, বরং তাদেরকে সূরা নূর ও চরকা কাটা, সেলাই শেখাও। আয়েশা (রাঃ) মুহাম্মাদ (সাঃ) থেকে এ বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই তালেবানরা আফগানিস্তানে নারীদের স্কুলে যেতে নিষেধ করেছে। ইসলামে সঠিক নারী নির্বাচন করবেন যেভাবে মাজদি আল সাইদ ইব্রাহিমের বইয়ে, মহিলাদের কাল্ট এবং কিংবদন্তি (কায়রো 1922), পি। ২. তাকে সদর দরজায় (ঘরে) পুরুষদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে হবে; ৩. সে যেন সুগন্ধি পরে বাইরে না যায়; ৪. সে কাফেরদের ন্যায় ছোট পোশাক পরিধান করবে না; ৫. রাস্তার মাঝখানে হাঁটা উচিত নয়; ৬. তার উচ্চস্বরে কথা বলা উচিত নয়; ৭. সে যেন পুরুষের সাথে মেলামেশা না করে; ৮. পুরুষদের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। নারীদের কী করা উচিত/কী করা উচিত নয়, তাও ব্যাখ্যা করেছেন বইটির লেখক:

১. নিচু ও দুর্বল কণ্ঠে কথা বলা;

২. রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটা;

৩. কোনো দর্শনার্থী থাকলে কখনো ঘরের দরজায় নিজেকে উন্মুক্ত করবেন না;

৪. প্রয়োজন না হলে বাইরে যাবেন না;

৫. কোনো কারণে কখনো পর্দা খুলে রাখবেন না;

৬. বারান্দার কাছাকাছি যাওয়ার সময় আপনি কী পরছেন তা নিশ্চিত হয়ে নিন;

৭. কখনো পুরুষের সাথে করমর্দন করো না (বিয়ে করা তোমার জন্য নিষিদ্ধ এমন কারো সাথে নয়);

৮. পরিবারের পুরুষ সদস্যদের অভিভাবক ছাড়া সফর কোরো না৷ কারণ এগুলো এই দিনগুলোর একটি কাল্ট৷

৯. বোকার মতো কাজে সময় ব্যয় করো না, বরং রাস্তায় চলার সময় আল্লাহর প্রশংসায় সময় ব্যয় করো। কেউ যেন আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে না পায় এবং;

10. বাম এবং ডানদিকে তাকাবেন না, তবে সর্বদা নীচের দিকে তাকান।

নিকাহ শব্দের অর্থ কি বিয়ে? উত্তর, না!

আসুন আমরা কুরআন ২:২৩০ (উসামা দাদোক অনুবাদ) দ্বারা এটি প্রমাণ করি: সুতরাং যদি সে তাকে [তৃতীয়বার] তালাক দিয়ে থাকে, তবে তার জন্য অন্য স্বামীর সাথে সহবাস (নিকাহ) না করা পর্যন্ত তাকে পুনরায় গ্রহণ করা বৈধ নয়। এখন এই আয়াত থেকে আমরা শিখেছি যে, যদি কোন মহিলার তিনবার তালাক হয়ে থাকে

তবে সে তার পুরানো স্বামীর সাথে নতুন স্বামীর সাথে নিকাহ না করা পর্যন্ত ফিরে আসতে পারে না, যার অর্থ এই যে নতুন স্বামীর সাথে বিবাহ তাকে পুরানো স্বামীর কাছে ফিরে যেতে সক্ষম করবে না, কিন্তু নিকাহের কাজ করা। সহীহ বুখারীর এ কাহিনী থেকে আমরা এর প্রমাণ লাভ করব। আমরা ফিরে যেতে পারি সেই হাদিসে যা আমরা পূর্বে তার পোশাকের চেয়ে সবুজ শিরোনামে পোস্ট করেছিলাম; সহীহ আল বুখারী, বই ৭২, আরবীতে হাদিস ৭১৫, আল-লিবাসের বই (কাপড় / সবুজ কাপড়ের বই), হাদিস 5487: একরিমা থেকে বর্ণিত: রিফা'আ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল এবং আব্দুর রহমান ইবনু আল জোবাইর তাকে বিয়ে করেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় তার নিকট আসেন এবং তাকে তার চামড়া দেখান এবং তা তার কাপড়ের চেয়েও সবুজ ছিল। আর নারীরা একে অপরের পক্ষ নেবে এটাই স্বাভাবিক, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আগমন করলেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ আমি মুসলিম নারীদের মত এত নির্যাতিত কোন নারীকে দেখিনি। তার চামড়ার দিকে তাকিয়ে দেখো, এটা তার কাপড়ের চেয়েও সবুজ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কথা বলছে! কিন্তু আবদুর রহমান যখন শুনলেন যে, তাঁর স্ত্রী নালিশ করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেছেন, তখন তিনি তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে অন্য এক স্ত্রীর মাধ্যমে হাজির হলেন। সে (তার স্ত্রী) বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি! আমি তার প্রতি কোন খারাপ কাজ করিনি, কিন্তু সে যৌন প্রতিবন্ধী এবং আমার কাছে তার মতই অকেজো," আবদুর রহমান তার পোশাকের পাশটি ধরে এবং দেখিয়ে বললেন: "আল্লাহর শপথ, নবী, সে যা দাবি করে তা মিথ্যা! আমি তাকে এমনভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছি যেন আমি মাটি কাঁপছি, কিন্তু সে অবাধ্য হয়ে রিফা'আ (প্রাক্তন স্বামী) এর কাছে ফিরে যেতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ যদি এটাই তোমার উদ্দেশ্য হয় (পূর্বস্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া) তাহলে জেনে রেখো যে, রিফা'আকে পুনরায় বিয়ে করা তোমার জন্য অবৈধ, যতক্ষণ না আবদুর রহমান তোমার সাথে যৌন মিলন করে থাকে এবং সে তোমার রসের স্বাদ গ্রহণ না করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবদুর রহমানের সাথে দু'জন ব্যক্তিকে দেখলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি তোমার সন্তান? আবদুর রহমান বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) লোকটির স্ত্রীকে বললেন, তুমি অভিযোগ করেছ এবং সে সহবাস করতে পারবে না বলে জোর দিচ্ছ? তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, তার ছেলে সন্তানরা কাকের মতো দেখতে কাকের মতো। মুহাম্মাদ (সাঃ) যা বলেছেন তা আমার সাথে মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন, "তাহলে তুমি জেনে রেখো যে, রিফা'আকে

পুনরায় বিয়ে করা তোমার জন্য অবৈধ, যতক্ষণ না আবদুর রহমান তোমার সাথে যৌন মিলন করে থাকে এবং সে তোমার রসের স্বাদ গ্রহণ করে। সুতরাং কুরআন ২:২৩০ পদে "করণীয় শব্দটি হল সেই শর্ত যা নারীকে পূরণ করতে হবে যাতে সে তার প্রাক্তন স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে। আমাদের সামনে গল্পটি এমন এক মহিলার সম্পর্কে, যিনি ইতিমধ্যে নতুন স্বামীর সাথে বিবাহিত হয়েছেন, তবে এটি তাকে তার প্রাক্তন স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বৈধ করে তোলে না যতক্ষণ না সে নিকাহ করে, যা যৌন মিলন, এবং তাকে তার রসের স্বাদ নিতে হয়। আমি কোন মন্তব্য ছাড়াই রসের স্বাদ গ্রহণ করা ছেড়ে দেব।তোমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করো, কোন ধরনের নবী একজন নারীর সাথে এভাবে কথা বলেন? কুরআন ৩৩:৫০ এর উসামা দাকদোক অনুবাদের আরও একটি আয়াত: হে নবী, নিশ্চয়ই আমি হালাল করে দিয়েছি তোমার, তোমার স্ত্রীগণ, যাদের তুমি তাদের পারিশ্রমিক দান করেছ এবং তোমার ডান হাতের অধিকারীদেরকে আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমার চাচার কন্যাগণ, তোমার ফুফুর কন্যাগণ, তোমার নানার কন্যাগণ এবং তোমার নানার কন্যাগণ। যারা আপনার সাথে হিজরত করে। আর ঈমানদার নারী যদি নবীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য (নিকাহ (!)هحكتنسي। ইউসুফ আলীর অনুবাদে, তিনি শেষ অংশটি অনুবাদ করেছিলেন "যে কোনও বিশ্বাসী মহিলা যিনি তার আত্মাকে নবীর কাছে উত্সর্গ করেন" এটি মুসলমানদের প্রতারণার একটি উদাহরণ, যা তাদের নবীর যৌন উপহারকে নিজের কাছে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। ভেবে দেখুন, "নিজের আত্মাকে নবীর জন্য উৎসর্গ করে", মুহাম্মদ তার আত্মা নিয়ে কি করতেন এবং নিকাহ শব্দের কি হলো? যদি বিবাহ বোঝানো হয়, তাহলে মুসলমানরা কেন এই আয়াতে তা লুকানোর চেষ্টা করে? আমার মনে হয় এখন বিষয়গুলো আরো পরিষ্কার হয়েছে, কারণ যেসব নারী নিজেদেরকে যৌন উপহার হিসেবে মুহাম্মদের কাছে সঁপে দিয়েছে, তাদের কাউকেই স্ত্রী বলা হয়নি। যৌনতার জন্য মুহাম্মদের কাছে নিজেকে সমর্পণকারী কয়েকজন মহিলার নাম খাওলা বিনতে হাকিম, যায়নাব বিনতে খুযিমা এবং উম্মে শারীক। সহীহ মুসলিম, বই ০০৮, হাদিস ৩৪৫৩ : আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেনঃ আমি ঐ সকল স্ত্রীলোকের প্রতি ঈর্ষা করতাম, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজেদের সঁপে দিয়েছিল," অতঃপর যখন মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ এ ওহী নাযিল করলেন যে, 'তুমি তাদের যে কাউকে ইচ্ছা বিলম্বিত করতে পার এবং যা ইচ্ছা তা গ্রহণ করতে পার। আর যদি তোমরা চাও তবে তোমার আসনের পাশ রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমার মনে হয় তোমাদের পালনকর্তা আপনার বাসনা পূরণের জন্য ছুটে এসেছেন। মুহাম্মদ (সাঃ) এই মহিলাদের যে কোন একজনকে বিলম্বিত

করতে পারেন। মনে হচ্ছে বিছানায় মুহাম্মদকে ভীষণভাবে প্রয়োজন ছিল এমন মহিলাদের দীর্ঘ লাইন, এবং দেখুন কীভাবে আয়েশা লক্ষ্য করেছিলেন যে মুহাম্মদ একজন মিথ্যা নবী ছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন "আমার কাছে মনে হয় যে আপনার প্রভু আপনার (যৌন) আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য ছুটে যান। তিনি জানতেন যে তিনি তার যৌন পাগলামিকে জায়েজ করার জন্য কুরআন তৈরি করছেন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, যে পুরুষের ইতিমধ্যেই অনেক স্ত্রী রয়েছে, তিনি কেন এমন কিছুর অনুমতি দিলেন? তার স্ত্রীরা কি যথেষ্ট ছিল না এবং কেন এই লাইসেন্স শুধুমাত্র মুহাম্মদকে দেওয়া হয়েছিল? ভেবে দেখুন, মহাবিশ্বের অধিপতি মুহাম্মদের বিশেষ যৌন চাহিদা নিয়ে অধ্যায় তৈরিতে ব্যস্ত।

ইসলামে বহুবিবাহ

কুরআন 4:3 "যদি তুমি এতিমদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ না হওয়ার আশঙ্কা কর, তবে যাকে ইচ্ছা যৌনসঙ্গম কর, দুই, তিন অথবা চার। আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা তাদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তবে তোমাদের ডান হাতের অধিকারী একজন নারী অথবা বন্দী ও দাস-দাসীগণ। সুতরাং আপনি অসম না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

• দুই ধরনের নারী আছে যারা স্ত্রী হিসেবে ঘুমানোর জন্য স্বাধীন, এবং তৃতীয় ধরনের নারীর সাথে ঘুমানোর জন্য দাসী (নিকাহ: যৌন মিলন), কিন্তু বিবাহ নয়।

• যদি এতিমরা গরীব হওয়ার কারণে তোমার জন্য ভালো না হয় এবং তুমি যদি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে না পারো, তাহলে অন্যদের দিকে যাও।

• আপনাকে দুই বা তিন বা চারটি পছন্দ করতে হবে। কিন্তু আপনি যদি এটি সামর্থ্য না করতে পারেন তবে কেবল একটি।

• মুহাম্মদ মুসলমানদের একাধিক স্ত্রী রাখতে পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু, যদি তা না হয় তবে শেষ পছন্দ একজন মহিলা।

• কুরআন নির্দেশ করে যে মুসলিম পুরুষরা চারজন স্ত্রী রাখতে পারে, তবে কেবল যদি তারা একই সময়ে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আপনি অন্যায় (অন্যায় বা অন্যায়) হতে পারেন না!

• এর অর্থ হ'ল মুসলমানরা কখনই বিয়ে করতে পারবে না বা বিছানায় চারজনের বেশি মহিলাকে রাখতে পারবে না। তাদের থাকার শর্তের কারণে, মুসলিম পুরুষরা একটিও রাখতে সক্ষম হয় না। এটি একই অধ্যায়ের অন্যান্য আয়াতে দেখানো হবে, যেমনটি আমরা কুরআন 4:129 এ দেখতে পাই:

• আপনি আপনার স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সমানভাবে আচরণ করতে সক্ষম হবেন না, আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন!
• এটা স্পষ্ট যে মুহাম্মদের আইন নিজেই বিরোধী। চারটে বউ রাখতে হলে ওদের সবার সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে, কিন্তু পারছি না, তাহলে তুমি কেন বলছো আমি চারজনকে বিয়ে করতে পারি?

মুহাম্মদ কি ইসলামের সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন যিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতেন?

সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪৭, হাদীস ৭৫৫ : আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণ দুই দলে ছিলেন। প্রথম দলে আয়েশা, হাফসা, সাফিয়্যা ও সাওদা এবং অন্য দলে ছিলেন ওম সালামা এবং আল্লাহর নবীর অন্যান্য স্ত্রীরা। সকল মুসলমান জানত যে, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে মূর্তিপূজা ও আদর করতেন, সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ যদি কোন উপহার দিতে পছন্দ করে এবং আল্লাহর রাসূলকে তা দিতে চায়, তবে সে তা প্রেরণে আটকে রাখবে, যতক্ষণ না আল্লাহর নবী আয়েশার ঘরের দিকে চলে যেতেন এবং অতঃপর তিনি আয়েশার ঘরে আল্লাহর রাসূলকে তার উপহার পৌঁছে দিতেন। ওম সালামার পক্ষ একসাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে ওম সালামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করবেন যেন মুসলমানরা মুসলমানদের বলে দেন যে তিনি যে স্ত্রীর বাড়িতেই থাকুন না কেন যেন তারা তাদের উপহার তাঁর কাছে পাঠায়। ওম সালামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা যা চেয়েছিল এবং তারা যা বলেছিল তা জানালেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এরপর তারা (ওম সালামার দল) ওম সালামার কাছে এ বিষয়ে জানতে চায়। তিনি বলেন, 'তিনি কোনো উত্তর দেননি বা আমাকে কিছু বলেননি। তারা তাকে আবার তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে বলেছিল। সেদিন তার সাথে দেখা হলে তিনি আবার তার সাথে কথা বলেছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে উপেক্ষা করেছিলেন এবং কোনও উত্তর দেননি। তারা তাকে (ওম সালামার দলকে) জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেননি যে, তিনি কোনো উত্তর দেননি। তারা তাকে বললঃ যতক্ষণ না তিনি আপনাকে উত্তর দিচ্ছেন ততক্ষণ তাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকুন। এবং যখন তার পালা এল, তখন তিনি আবার তার সাথে কথা

বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না, কেননা আমার কাছে আয়েশার পোশাক ব্যতীত অন্য কোন প্রেরণা আসে না। উত্তরে ওম সালামা বললেন, তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি। অতঃপর ওম সালামার দলটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমাকে ডেকে পাঠাল এবং তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই বলে পাঠাল, 'তোমার স্ত্রীগণ তাদের এবং আবু বকরের কন্যার কাছে সমান শর্তে আবেদন করার অনুরোধ করছে। অতঃপর ফাতিমা তার নিকট বার্তাটি পৌঁছে দিলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আমার কন্যা! আমি যাকে ভালোবাসি তুমি কি তাকে ভালোবাসো না?' ফাতিমা ইতিবাচক উত্তর দিলেন এবং ফিরে গিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের জানালেন। কিন্তু ওম সালামার দল তাকে আবার তার কাছে যেতে বললেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর তারা জয়নব বিনতে জাহাশকে প্রেরণ করলে তিনি তার কাছে যান এবং (মুহাম্মদ) কে কঠোর বাক্য ব্যবহার করে বলেন, 'আপনার স্ত্রীরা দাবি করছে যে আপনি ইবনে আবু কু'হাফা ('আয়েশা) এর কন্যার সাথে সমান অধিকারের ভিত্তিতে তাদের কাছে আবেদন করুন। অতঃপর তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর মুখের উপর এত চিৎকার করতে লাগলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তিনি আক্রমণ প্রতিহত করবেন কিনা। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) জয়নাবকে চিৎকার করতে লাগলেন যতক্ষণ না সে তাকে চুপ করিয়ে দেয়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আয়েশার দিকে তাকিয়ে বললেন। সে নিশ্চয়ই আবু বকরের কন্যা।

১. মুহাম্মদ নিশ্চিতভাবে তার ঈশ্বরের আইন পালন করেননি। কুরআন ৪:১২৯ বলছে, "আপনি আপনার স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সমানভাবে আচরণ করতে সক্ষম হবেন না, আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন!

২. একাধিক স্ত্রী থাকা যে কত কুৎসিত তার জীবন্ত উদাহরণ এটি।

৩. এ থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীরা দলবদ্ধভাবে জড়ো হয়, যেন দুই বাহিনী!

4. বাচ্চাদের সম্পর্কে কি? তাহলে কি তারা দলবেঁধে যাবে এবং একে অপরকে ঘৃণা করবে?

৫. স্ত্রীরা মুহাম্মদের কাছে খুব বেশি কিছু চায় না। আমি বিস্মিত হই যে, যদি কোন মহিলা মুহাম্মদের কাছে এসে অভিযোগ করে যে, তার স্বামী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে একই কাজ করছে, আমি নিশ্চিত মুহাম্মদ ঐ পুরুষটিকে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে বলবেন! কিন্তু মুহাম্মদ তা করবেন না!

৬. তারা তার চারপাশে কীভাবে আচরণ করছে তাও লক্ষ্য করুন, যেন তারা বিড়াল। তাদের একজন ওম সালামা মুখ খুললে তিনি বলেন, 'আয়েশা (রাঃ)-এর

ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। এতে সে ভয় পেয়ে গেল, কারণ সে স্পষ্ট করে বলল যে এটা তাকে কষ্ট দিচ্ছে, আয়েশা নয়! সে বেচারা বিড়ালের মতো উত্তর দিল, "তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত।

৭. স্ত্রীরা তাকে তার মন পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে থাকে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে তারা কতটা ক্ষুব্ধ, কারণ সব টাকা-পয়সা আর উপঢৌকন শুধু আয়েশার বাড়িতেই যাচ্ছে, যা অন্যায়।

৮. মুসলমানরাও অসৎ ভূমিকা পালন করছিল। তারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর গৃহে থাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন, কারণ তারা জানতেন যে, যদি তারা অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে উপহার পাঠায়, তাহলে আয়েশা (রাঃ) তাদের জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দিবেন! তারা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিল যে তিনি নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। তার ক্রোধ এড়ানোর জন্য, তারা উপহারের উপকারটি পুরোপুরি পাওয়ার জন্য আয়েশার কাছে তাদের উপহারগুলি প্রেরণ করেছিল।

৯. এর অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আয়েশাকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিচ্ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ (তাঁর বাল্যকন্যা)! আশপাশের সব মুসলমানের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার ছিল। শুধু ঘরের দেয়ালের ভেতরেই নয়, ছিল ব্যাপক জ্ঞান!

10. তারপর আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি, মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যান্য স্ত্রীদের প্রতি কতটা গুরুতর অবিচার করেছিলেন; এতটাই যে, কোন ব্যতিক্রম ছাড়া সকল মুসলমান তাদের উপহার শুধু আয়েশার বাড়িতেই পাঠায়? ওম সালামার মাধ্যমে অন্য স্ত্রীরা যখন তার কাছে ন্যায্য আচরণ চেয়েছিলেন, তখন তাদের অনুরোধে সাড়া দিতে তার চিরকাল লাগল কেন? তাদের কি জবাব প্রাপ্য নয়?

11. . মুহাম্মদ আয়েশা (রাঃ) ও হাফসার যুদ্ধ দেখছিলেন| দেখার সময় তিনি আয়েশার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তাকে আক্রমণ করার জন্য সবুজ সংকেত দিচ্ছে। এটা এত স্পষ্ট যে, আয়েশা (রাঃ) একজন বড় মুখের মহিলা ছিলেন যে বলা হয়েছে, "সে তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছে। অতঃপর মুহাম্মদ হাফসাকে অপমান করে আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, "সে সত্যিই আবু বকরের কন্যা|" তার মানে সে আসলেই ভালো! আবু বকর তার পরম বন্ধু এবং ইসলাম কর্পোরেশনের অংশীদার। এমনকি তার কন্যা ফাতিমা, যাকে শিয়ারা মুহাম্মদের একমাত্র প্রকৃত কন্যা বলে দাবি করে, সেটিও সাহায্য করতে পারেনি। সর্বোপরি তিনি বললেনঃ আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়ো না, কারণ আমি কুরআন গ্রহণ করিনি কিন্তু তার পোশাক পরিহিত ছিলাম।

• মুসলমানরা 'পোশাক' শব্দের অর্থ 'আয়েশার ঘর' বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু যখন তারা এই কথা বলে; অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ) খাদিজার ঘরে কখনো কুরআন গ্রহণ করেননি! তার মানে সে মিথ্যা বলেছে!

• তারা তাদের নবীকে নারীদের পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করে না, যদিও তাদের অনেক হাদিসে তা বর্ণিত হয়েছে। আসুন আমরা তাদের অবস্থান মেনে নিই যে, পোশাক শব্দের অর্থ 'আয়েশার ঘর, কিন্তু এর অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খাদিজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় যেসব ওহী পেয়েছিলেন তা ছিল মিথ্যা। এটি বিশেষভাবে নিন্দনীয়, কারণ সেই সময় মুহাম্মদ কেবল খাদিজাকেই স্ত্রী হিসাবে পেয়েছিলেন!

সৌদা ও মুহাম্মদ

যখন সাওদা বৃদ্ধ হয়ে গেলেন, মোটা হয়ে গেলেন এবং চলাফেরায় ভারী হয়ে গেলেন, তখন মুহাম্মদ তার রাতে যৌনতার জন্য তার কাছে আসা বন্ধ করে দিলেন! সাওদা শুনতে পেল যে মুহাম্মদ তাকে তালাক দিতে পারে কারণ সে বিছানার জন্য অকেজো। তিনি কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি জানতেন যে এই বয়সে, এবং যেহেতু তার কোনও সন্তান নেই, কেউ তাকে বিয়ে করবে না। তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে কথা বললেন এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাইলেন, কারণ তিনি জানতেন আয়েশা (রাঃ) কতটা শক্তিশালী। তখন আয়েশা (রাঃ) একটা বুদ্ধি এলো। আয়েশা (রাঃ) যা বলেছেন তার রেফারেন্স আমরা অনেক জায়গায় খুঁজে পাই। এখানে সুয়ানান আবু দাউদ, নিকাহ (যৌন মিলন- যা মুসলমানরা বিবাহ হিসাবে অনুবাদ করে) এ একটি রয়েছে, পৃষ্ঠা 243, হাদিস 2135: (যৌন মিলন - যা মুসলমানরা বিবাহ হিসাবে অনুবাদ করে), পৃষ্ঠা 243, হাদিস 2135: আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "নবী (সাঃ) তার দিনে আমাদের সকলের সাথে দেখা করতে যেতেন এবং তিনি প্রত্যেক মহিলার সাথে কেবল তার দিনেই যৌন মিলন করতেন। (দেখুন তিনি কত ফর্সা ছিলেন। মনে রাখতে হবে, যিনি কথা বলছেন তিনি হলেন 'আয়েশা'। তার অভিযোগ করার কোনো উপায় নেই। আবু দাউদের সুনান সাওদা যখন বৃদ্ধ হলেন এবং নবী তাকে তালাক দেবেন বলে আশঙ্কা করলেন, তখন তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার দিন আয়েশাকে উৎসর্গ করছি। সুতরাং নবী সাওদা যা বলেছেন তা গ্রহণ করলেন এবং এই ঘটনায় আল্লাহ কুরআন 4:128 পাঠালেন: যদি কোন স্ত্রী যৌন আকর্ষণের অভাবের আশঙ্কা করে (نشوز(ام স্বামীর পক্ষ থেকে পরিত্যাগ), তবে তারা যদি নিজেদের মধ্যে মীমাংসার ব্যবস্থা করে তবে তাদের উপর কোন তিরস্কার বা তিরস্কার নেই; এবং এই ধরনের মীমাংসাই সর্বোত্তম; যদিও মানুষের আত্মা লোভের

দ্বারা পরিবর্তিত হয়। কিন্তু যদি তোমরা সৎকর্ম কর এবং আল্লাহর আনুগত্য করে আশ্রয় প্রার্থনা কর, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। মজার শব্দটি (এনশোজে, (ا)زوشن একই শব্দ যা কুরআন ৪:৩৪ এ ব্যবহৃত হয়েছে যা পুরুষটিকে তার স্ত্রী-প্রহারের একটি কারণ দেয়, কিন্তু যদি লোকটি এটি করে থাকে তবে তাকে এটি ছেড়ে দিতে হবে এবং তাকে খুশি করার জন্য তার ইচ্ছা করতে হবে! ফতেহ আল-বারী ফে শারেহ সহীহ আল-বুখারী, ১৯৮৬ মুদ্রণ, প্রকাশক আল-রাইয়ান, পৃষ্ঠা ২২৩: "সাওদা তিনি বলেছিলেন: আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে নবী তাকে তালাক দিতে পারেন, কারণ সে বৃদ্ধ ছিল, তাই সে তাকে বলেছিল, 'আমাকে তালাক দিও না এবং আমাকে তোমার স্ত্রীদের একজন হিসাবে রাখ এবং আমি আয়েশাকে আমার দিন দিচ্ছি। সুতরাং কুরআন ৪:১২৮ আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে, "হাদিসটি হিশাম (আঃ) ও আবু-দাউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং সহীহ মুসলিমে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। তাফসীর ইবনে কাসীর বৈরুত, ২০০২ সালে প্রকাশিত, ২য় খন্ড, পৃ. ৪২৮: ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত: "সাওদা বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে নবী তাকে তালাক দিতে পারেন এবং তিনি স্ত্রী হিসাবে তার পদ হারান, এবং তিনি জানতেন যে নবী 'আয়েশাকে কতটা ভালবাসেন এবং তিনি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাই তিনি তার দিন তার ('আয়েশা) দিয়েছিলেন এবং নবী গ্রহণ করেছিলেন' ফখর আদ-দ্বীন আল রাজি, আল তাফসির আল কাবের কুরআন ৪:১২৮: নবী সাওদা বিনতে জামা'আকে তালাক দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে এই শর্তে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তিনি আয়েশার কাছে তার দিন ছেড়ে দেবেন, এবং তিনি তা অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তিনি তাকে তালাক দেননি (সাওদা)। একই কাহিনী পাওয়া যাবে মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থের ২/৯৬৬, নং ৩২৩৭ সহিহ আল বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪৮ নং হাদিস, হাদীস ৮৫৩:

... সাওদা বিনতে জা'মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশাকে দিনরাত (স্ত্রী হিসেবে তার যৌন অধিকার) প্রদান করেন। আরবী হাদীসের একটি ভিন্ন সংখ্যা রয়েছে; 2454: আরবী হাদীসটির সংখ্যা ভিন্ন। 2454: মুহাম্মদ কেন এই দরিদ্র মহিলাকে তালাক দিতে এবং তার সাথে বিছানা ভাগ করা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন? আমরা সহীহ আল বুখারীর ২য় খন্ড, ২৬ নং বই, হাদিস ৭৪০ গ্রন্থে জানতে পারি: আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ "সাওদা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জামের রাতের আগে বের হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

১. আমি এই গল্পটি সম্পর্কে আরও বেশি রেফারেন্স দেখাতে পারি, তবে সবগুলি, বা কয়েকটি ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্টের চেয়ে বেশি যে মুহাম্মদ কখনই তাঁর স্ত্রীদের সাথে ন্যায়পরায়ণ ছিলেন না।
২. ইসলামের শ্রেষ্ঠ পুরুষ যদি তার স্ত্রীদের সাথে সুবিচার না করে, তাহলে অন্য মুসলমানরা কি পারবে?
৩. উত্তম মানুষ স্বার্থপর মানুষ। তিনি এই মহিলাকে বছরের পর বছর ধরে ব্যবহার করেছিলেন যতক্ষণ না তিনি বৃদ্ধ এবং মোটা হন, তারপরে তিনি তাকে তার ট্র্যাশ বাক্সে ফেলে দেন!
৪. আল্লাহ সব সময় মুহাম্মদের যৌন লালসার সাথে হুবহু খাপ খায় এবং তিনি যে কোন সময় এটাকে পবিত্র বিধানে পরিণত করতে প্রস্তুত থাকেন!
৫. মুসলমানরা বলে যে একজন মুসলিম পুরুষের তার স্ত্রীদের সাথে সর্বদা ন্যায়বিচার করা উচিত, কিন্তু তারপরে তারা কোনও মহিলাকে তার বয়স এবং সৌন্দর্য ব্যতীত অন্য কোনও দোষ ছাড়াই বিবাহবিচ্ছেদের হুমকি দেয়। এটা কি ন্যায্য?
৬. আল্লাহ কেন তাকে বললেন না, 'এই বৃদ্ধা যখন ছোট ছিল তখন তাকে ব্যবহার করতে তোমার লজ্জা হয় এবং এখন তুমি তাকে লাঞ্ছিত করছ?'
৭. যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ) তার মা, বোন বা কন্যার সাথে একই আচরণ করবে, তার কি কোন মুসলমান তার প্রশংসা করবে?
৮. আয়েশা (রাঃ) মুহাম্মদ (সাঃ) এর গৃহ অর্থাৎ কর্তৃত্বের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য আসন্ন সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়া কতটা নিকৃষ্ট ছিল।
৯. পবিত্র কোরআনের আয়াতে বলা হয়েছে, নারীরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করলে আল্লাহ ঠিক আছেন। এটা কি সব মুসলমানের জন্য, নাকি শুধু মুহাম্মদের জন্য? আসল কথা হলো, এটা বরাবরের মতোই শুধু মুহাম্মদের জন্য! এটা কি আসলেই কোনো চুক্তি ছিল, নাকি বেচারা বৃদ্ধাকে শুধু খাবার ও আশ্রয়ের বিনিময়ে বাধ্য করা হয়েছিল? খাদ্য ও আশ্রয় বিনিময়?

নশোজে শব্দটি

এই আয়াতে নশোজ শব্দের অর্থ বিছানায় স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করা বা তাকে বা তাকে আর পছন্দ না করা। এটি স্বামী মহিলাদের বিছানায় যাওয়ার আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রেও অবাধ্যতা সম্পর্কে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই একই শব্দ ৪:৩৪ আয়াতে আছে। নোশোজে হল শাস্তি হিসাবে পুরুষকে তার স্ত্রীকে পেটানোর অধিকার দেওয়ার অজুহাত, কারণ সে বিছানায় তার স্বামীকে খুব বেশি পছন্দ করে না, বা

তাকে বিছানায় যেতে বাধ্য না করার জন্য (যৌন মিলন করা), বা অন্য কোনও কারণে। যদি পুরুষটি তার স্ত্রীর সাথে "নশোজ" করে কারণ সে আর তার সাথে ঘুমাতে পছন্দ করে না, তবে আল্লাহ পুরুষকে (প্রহারের অধিকার) নারীদের যে অধিকার দিয়েছেন সেই অধিকার দেন না। যদিও এটি একই শব্দ এবং একই ক্রিয়া, এটি কার উপর নির্ভর করে সবকিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। ১. পুরুষ নারীর প্রতি নশোজ করছে = পুরুষ উত্তম এবং আল্লাহ এর সাথে ঠিক আছেন, আল্লাহ তা'আলা সেই আমলকে বরকত দান করেন এবং একটি সূরা দিয়ে সমর্থন করেন। ২. নারী পুরুষের কাছে নশোজ করছে = মারধর, জেল ও লাঞ্ছনা এর উত্তর। এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর একই কাজের জন্য দুটি ভিন্ন বিধান রয়েছে। লিঙ্গ পরিবর্তন হলে নিয়ম বদলে যায়। এটা উত্তম ও উত্তম, এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতময়, যদি কোন পুরুষ তা করে, তবে তা নিন্দনীয়, প্রত্যাখ্যান এবং প্রহার দ্বারা শাস্তিযোগ্য যদি নারী তা করে।

কুরআন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 4:34

উক্ত আয়াতে মুসলিমরা 'ওহজরোইন' শব্দের অনুবাদ করলে দেখা যায়, "তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ বিছানায় ছেড়ে দাও", কিন্তু আমরা দেখেছি যে, 'নশোজে' শব্দটি হচ্ছে স্বামী বা স্ত্রীর শয্যা ত্যাগকারী ব্যক্তি। এটা পরিষ্কার যে মুসলমানরা সত্য বলছে না, কারণ যদি একজন মহিলা আপনার বিছানা ছেড়ে চলে যায় তবে এটি তার সাথে আপনার সমস্যা। সুতরাং আপনি কীভাবে তাকে বিছানায় রেখে বিছানা ভাগ করতে বাধ্য করতে পারেন? আসল কথা হলো, লোকটিকে প্রত্যাখ্যান করার শাস্তি হিসেবে তাদের জেলে ঢোকানো, বেঁধে রাখা এবং ধর্ষণ করা। আমি বরাবরের মতো তাদের ইসলামিক কিতাব থেকে প্রমাণ দেখাব। মুহাম্মদ যে নিয়মগুলো প্রণয়ন করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল পুরুষকে খোলাখুলি পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া যে কখন নারীরা মার খাওয়ার যোগ্য এবং এমনকি স্বামীর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার কারও নেই, যেমনটি আমরা নিম্নলিখিত হাদিসে দেখতে পাই। সুনানে আবু দাউদ, বই ১১, হাদিস নং ২১৪২: মার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ কোন পুরুষকে প্রশ্ন করা যাবে না এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না, কারণ সে তার স্ত্রীকে কিভাবে এবং কেন প্রহার করেছে। সুনানে আবু দাউদ, বই ১২, নম্বর ২২২০: 'হাবিবা সাহেলের কন্যা ছিলেন, তিনি থাবেতের স্ত্রী ছিলেন, তাই তিনি তাকে প্রহার করেছিলেন যতক্ষণ না তিনি তার কিছু অংশ ভেঙে ফেলেন! অতঃপর সে ন্যায়বিচার চাইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিল, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন, যখন তিনি এলেন, তখন নবী

তাকে বললেন, "তার কিছু টাকা নিয়ে যাও এবং তাকে ছেড়ে দাও। থাবেত কহিল, "ঠিক আছে তো?! যৌতুক হিসেবে আমি তাকে দুটি বাগান দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং তাকে ছেড়ে দাও।

বউ পেটানো নিয়ে শেষ কথা

• মুহাম্মদ সেই মহিলাকে বাধ্য করেছিলেন, যার হাড়গুলি মারধরের ফলে ভেঙে গিয়েছিল, এই বিয়ের জন্য তিনি যে অর্থ পেয়েছিলেন তা হারাতে বাধ্য করেছিলেন।
• এর অর্থ তিনি এই লোকটিকে বিয়ে করার জন্য মহিলাকে শাস্তি দিচ্ছেন। ভাঙা হাড়গোড়, টাকা-পয়সা নেই, ঘরবাড়ি নেই, বিয়ে ছেড়েছেন তিনি; তাই তিনি সব হারিয়েছেন।
• মুহাম্মদ লোকটিকে একটি কথাও বলেননি যে তিনি তাকে কতটা মারাত্মকভাবে প্রহার করেছিলেন, এমনকি তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসাও করেননি যে কেন তিনি এটি করেছিলেন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম অনুসারে যদি কোন নারী তার স্বামীকে প্রহার করার জন্য আদালতে নিয়ে যায় তবে সে সর্বস্ব হারাবে এবং সে কিছুই হারাবে না। তিনি তার পুরো টাকা ফেরত পাবেন। তাহলে তিনি নতুন বউ কিনতে পারবেন!
• ইসলামে পুরুষ যে নারীর উপর ঈশ্বর, আর মুসলমানরা হালকা পেটানো সম্পর্কে যা বলে তা একটি বড় মিথ্যা কথা!

ইসলামে যৌনতা

ইসলামের একটি বড় বৈপরীত্য হচ্ছে যৌনতা সম্পর্কে এর আদেশ ও শিক্ষা। একদিকে ইসলাম শিক্ষা দেয় নৈতিকতা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। অন্যদিকে ইসলাম একটি প্লেবয় বই। মুহাম্মদ যৌন প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুরুষদের প্রলুব্ধ করেন এবং কখনও কখনও এই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবে পূরণ করা যেতে পারে এমন প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে নিছক কল্পনা হয়। ইমাম আল-কুরতুবী (রহঃ) এর তুহফাতুল হাবীব 'আলা শরীহ এল খাতেব' গ্রন্থে ইমাম আল-কুরতুবী (তলোয়ারের বই) এর ৩৫৬ পৃষ্ঠায় বলেন: সংক্ষেপে, পূর্ববর্তী পাঠ্যাংশে বলা হয়েছে যে আপনার মা ও কন্যা ব্যতীত বেহেশতে আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে যৌন সম্পর্ক করা বৈধ। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যৌন সম্পর্ককে অজাচার হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, কারণ এটি প্রজননের ফলস্বরূপ হবে না। এটি পায়ূ সেক্স করার মতো খারাপ নয় বলেও মনে করা হয়। অধিকন্তু, মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে আল্লাহ

প্রত্যেক পুরুষকে একটি খেজুর গাছের আকারের একটি লিঙ্গ দেবেন যার শেষ প্রান্তটি দেখা যায় না। আমরা যখন পাঠ্যাংশটি পড়তে থাকি, তখন একজন পুরুষকে তার পরিবারের সকল নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কেবল ইসলামী স্বর্গে তার মা ও কন্যা ছাড়া। এর অর্থ হল মুসলিম পুরুষরা তাদের বোন, দাদী, খালা এবং ভাগ্নির সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। মুহাম্মদ পুরুষদের অন্য সবার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দিয়ে সেই কর্তৃত্বও প্রসারিত করেছিলেন। এর মাধ্যমে মুহাম্মদ বেদুইন পুরুষদের যৌন কল্পনা ও চাহিদা পূরণ করছেন। আরব জাতি, যারা মরুভূমিতে বাস করত, তারা একটি সাধারণ জীবনযাপন করত। তাদের জীবনের সবকিছু সম্পদ (পশু, স্বর্ণ এবং মহিলা) উপর ভিত্তি করে ছিল। অফুরন্ত যৌন তৃপ্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুহাম্মদ তাদের স্বপ্নের কথা বলেছিলেন এবং এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। এর ফলে, তিনি তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং এই প্রতিজ্ঞাগুলো নিয়ে চিন্তা করার জন্য তাদেরকে যথেষ্ট জায়গা দেননি—অর্থাৎ, সেগুলো পূর্ণ করা যাবে কি না—অর্থাৎ সেগুলো পূর্ণ করা যাবে কি না—কারণ সেগুলো উপেক্ষা করা যায় না।

একটি লিঙ্গ একটি অন্তহীন খেজুর গাছের অনুরূপ

মুহাম্মদ মুসলিম পুরুষদের যা চায় তা দিয়ে এটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। তারা খুব বড় প্রাইভেট পার্টস রাখতে চায়। পুরুষের পুরুষাঙ্গ হবে খেজুর গাছের আকারের যার শেষ দেখা যায় না। মুহাম্মদ قوحس শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ শেষ দেখা যায় না। উপরন্তু, আল্লাহ পুরুষদের এমন একটি মহিলা দেবেন যার যোনি পুরুষের অতিরিক্ত আকারের লিঙ্গের সাথে মানানসই হবে।

যৌন নৈতিকতা

কুরআনে প্রাপ্ত নৈতিকতা তুলে ধরার কয়েকটি আয়াত দিয়ে শুরু করা যাক। কুরআন ২৩:৫-৭:৫ আর যারা স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাযত করে 6 তাদের স্ত্রী অথবা দাস-দাসী ব্যতীত 7 আর যে কেউ এসব ব্যতিক্রমের বাইরে যাবে সে আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করবে৷ এ থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তা হলো, মুসলিম পুরুষদের কাছে তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের বিভিন্ন উপায় রয়েছে: ১. সে একই সময়ে চারজন বিয়ে করতে পারে এবং নতুন স্ত্রীর জন্য জায়গা করে দেওয়ার জন্য তাদের যে কোনো একজনকে তালাক দিতে পারে।

২. তিনি অস্থায়ী বিবাহে যৌনতার জন্য একজন মহিলাকে ভাড়া করতে পারেন, যা মু'আ নামে পরিচিত। মুত'আ কেবল একজন পুরুষ ও মহিলার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট

সময়ের জন্য একটি বিছানা ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি চুক্তি যেখানে চুক্তির দৈর্ঘ্য এবং পারিশ্রমিকের পরিমাণ পূর্বনির্ধারিত হয়।
৩. তার সকল দাসের সাথে তাদের সংখ্যা নির্বিশেষে যৌন মিলন করার অধিকার তার রয়েছে। তারা লক্ষ লক্ষ হতে পারে কিন্তু যতক্ষণ তিনি তাদের মালিক, তিনি তাদের সব সঙ্গে ঘুমানোর অধিকার আছে। এটি তার সর্বাধিক সংখ্যক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেওয়ার বিপরীতে। ইসলামে 'বিয়ে' শব্দটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে বৈধতা দেয়া। এটি একটি প্রকৃত বিবাহ নয়:
• যৌনতার জন্য মহিলাদের শোষণ করা হয়।
• তাদের উপর কোন আনুগত্য দেওয়া হয় না।
• তাদের উপর কোন আনুগত্য দেওয়া হয় না।
• একজন পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রী বা স্ত্রীকে তালাক দেওয়া সহজ।
• বিয়ে তো ঢিলেঢালা। এটা পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী করা হয়, উভয়ের (পুরুষ ও মহিলা) ইচ্ছানুযায়ী করা হয় না।
• আইন দ্বারা, একটি চুক্তি বিবাহ চুক্তি শুরু এবং শেষ সহ উভয় পক্ষকে সমান অধিকার প্রদান করে। যাইহোক, কুরআন এবং মুহাম্মদ অনুসারে, অধিকারটি কেবল লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে - অর্থাৎ, পুরুষরা বিশেষ চিকিত্সা পান। এটি পুরুষদের চুক্তির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। এটি নারীকে একজন নিছক কর্মচারীর সাথে তুলনা করে যে পুরুষকে যতক্ষণ প্রয়োজন বা ইচ্ছা করে ততক্ষণ সেবা প্রদান করে। যে কোনো সময় চুক্তি বাতিল করতে পারেন তিনি।
তিনি বলতে পারেন, 'তোমাকে আমার আর দরকার নেই। বেরিয়ে যাও!" এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে বিবাহের সামগ্রিক ধারণা পুরুষকে সুখী করার একটি উপায় মাত্র। নারী শুধুই একটি যৌন খেলনা। চুক্তিতে যা বিধান করা আছে তা ব্যতীত তার কোনও অধিকার নেই, যা অর্থ প্রদান ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলমানরা দাবি করেন যে মুসলিম মহিলারা সেই সমস্ত অধিকার পেয়েছেন যা এর আগে অন্য কোনও মহিলারা পাননি। তবে বাস্তবতা হলো, তারা যে অধিকারের কথা বলছেন তা প্রাণীদের দেওয়া একই অধিকার ছাড়া আর কিছুই নয়; অর্থাৎ তাদেরকে খাওয়ানো ও আশ্রয় দেয়া। মানুষটি, "সরবরাহকারী", তার পশুদেরও একই "অধিকার" সরবরাহ করে। এছাড়াও, ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার অধিকার দিয়েছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু তারা আমাদের বলে না যে তার পুরুষ প্রতিপক্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে যা পাবে তার মাত্র অর্ধেক সে পাবে। আমি ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে যে অংশে আলোচনা করব সেই অংশে আমি এ বিষয়ে আরও আলোচনা করব। এই ধরনের শিক্ষা মথি 19: 5-6 (কেজেভি) তে খ্রীষ্ট যা বলেছিলেন তার বিপরীত: "এই কারণে একজন মানুষ তার পিতা ও

মাতাকে ত্যাগ করবে এবং তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে, এবং তারা দুজন একাঙ্গ হবে। তাই, তারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর যাহা একত্রিত করিয়াছেন, মনুষ্য যেন পৃথক না হয়। খ্রিস্টান বিবাহ ঈশ্বরের দ্বারা একটি ঐক্য, যৌনতার জন্য একটি চুক্তি নয়।

কুরআন ৪:২৪ আয়াতে কিভাবে এ ধরনের যৌন চুক্তি করতে হয় তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের একজন পুরুষ ও মহিলা একটি মু'আ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছেন। আমরা লোকটিকে আহমাদ এবং মহিলাটিকে ফাতিমা বলে ডাকব।

আহমাদ : .... সালাম তোমাকে, ফাতিমা।

ফাতেমাঃ .... আর তোমাকেও! কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

আহমেদ:।।।।।।।। আল্লাহর হুকুম মোতাবেক আপনার সাথে আধা ঘণ্টা শয্যা ভাগাভাগি করে বিয়ের প্রবল ইচ্ছা অনুভব করছি।

ফাতিমা : .... আমি তার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু আপনি আমাকে কত টাকা দেবেন?

আহমেদ:।।।।।।।। আমি আপনাকে তিন ডলার এবং 50 সেন্ট দেব।

ফাতেমাঃ .... ঠিক আছে, আমি আপনার আগে দশ ডলারের জন্য একটি লোক করেছি।

আহমেদ:।।।।।।।। ঠিক আছে, আমি এটি পাঁচ করব। হয়তো তিনি ধনী ছিলেন। আমি নই!

ফাতেমাঃ .... ফাইন। আমরা আধ ঘন্টা সেক্স করব, আর আমার ঘাম শুকানোর আগেই তুমি আমাকে টাকা দেবে, যেমনটা নবী বলেছিলেন।

আহমেদ:।।।।।।।। চুক্তি সম্পন্ন। চল আমরা বিছানায় যাই।

আধা ঘন্টার চুক্তি শেষ হয়ে গেলে, মুত'আ বিবাহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়, যার অর্থ কোনও বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া প্রয়োজন হয় না (অর্থাত্ লোকটির জন্য "আমি তোমাকে তালাক দিলাম" তিনবার পাঠ করার প্রয়োজন নেই)। আপনি এখানে যে বিষয়টি খেয়াল করেননি তা হলো, মুত'আ এমন একটি বিবাহ যাতে সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ ইসলামী আইনে ব্যভিচারকে নিন্দনীয়। যদি একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে অবৈধ যৌন সম্পর্ক চারজন পুরুষ সাক্ষী দ্বারা আবিষ্কৃত হয় এবং সত্যায়িত হয় (কুরআন ২৪:৪ অনুযায়ী ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য কমপক্ষে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন), তবে দম্পতিকে যা করতে হবে তা হল দাবি করা যে তারা মুত'আ বিবাহে জড়িত। কেউই এটি অস্বীকার করতে পারে না, কারণ দম্পতির এই অস্থায়ী বিবাহের সাক্ষী

থাকার প্রয়োজন নেই। আসুন আমরা ইমাম আল-বাহবুদি রচিত সহীহ আল কাফির কিতাবে, ভলিউম ৩, সংখ্যা ৪৬: মুহাম্মদের পুত্র আল-হুসাইন আহমদ থেকে, ইসহাকের পুত্র, সা'দান থেকে, আউবিদ থেকে জারাহের পুত্র, তার পিতা আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: আমি তাকে মু'আ উল্লেখ করেছি এবং জিজ্ঞাসা করেছি যে এটি চারটি (অনুমোদিত যৌন সম্পর্কের ধরণ) এর মধ্যে একটি কিনা। তিনি বললেনঃ তাদের মধ্য থেকে বিবাহ কর এক হাজার। তারা ভাড়ার জন্য নারী। এর অর্থ হ'ল আপনি যৌনতার জন্য যত খুশি মহিলাকে ভাড়া দিতে পারেন। আয়াতে উল্লেখিত এক হাজার সংখ্যাটির অর্থ এই যে, পুরুষের একটি সংখ্যা আছে, এক হাজার, আয়াতে উল্লেখিত অর্থ এই যে, পুরুষদের নারীদের (পড়ুন: পতিতা) ভাড়া দেওয়ার সীমাহীন লাইসেন্স রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে অর্থ থাকে।

আমি আরও অবাক হই যে তারা কীভাবে "বিবাহ" শব্দটি ব্যবহার করে পার পেয়ে যেতে পারে যখন তারা আসলে নিয়োগ দিচ্ছে! মুসলিমরা যাকে বলে 'বিয়ে', আমরা বলি 'পতিতাবৃত্তি'- আর তাদের বিয়ে যদি পতিতাবৃত্তি হয়, তাহলে তাতে তাদের ব্যভিচারের অর্থ কী? আমরা যদি মনোযোগ সহকারে পড়ি তবে আপনি লক্ষ্য করবেন যে এটি মু'আ হিসাবে একই; টাকা থাকলে মেয়েদের কিনে তাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। যদি সে একজন স্বাধীন মহিলা হয়, তবে এটি উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি, তার এবং অস্থায়ী স্বামী; অন্যথায় এটি দাস ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে একটি ক্রয় চুক্তি, তবে এটি যৌনতা সম্পর্কিত। সুন্নি মুসলিম বই থেকে আমরা ব্যাখ্যা পাই। ইবনে হাযম রচিত 'আল-মুহাল্লা, খণ্ড ৬, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪৬৭, আহলু-সুন্নাহর ইমাম' শিরোনামে গ্রন্থে তিনি বলেন: "কেউ চারজনের বেশি মহিলা একত্রে রাখতে পারবে না, তবে তাদের ছাড়াও, তাকে যতজন ইচ্ছা ততজন মহিলা ক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটি ব্যভিচার সম্পর্কে ইসলামী আইনের উপরিভাগের দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। আমরা যদি আরও গভীরভাবে খনন করি তবে আমরা দেখতে পাব যে এটি যতটা দেখায় তার চেয়ে জটিল। গত আয়াতে আমি আপনাকে যা দেখিয়েছি তা হ'ল বৈধ যৌন সম্পর্কের সংজ্ঞা, তবে ইসলাম খুব বেশি কুৎসিত আচরণকে নিষিদ্ধ করে না: কুরআন 4:23, উসামা দাকদোক অনুবাদ: তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যাদের, তোমাদের বোনদের, তোমাদের ফুফুকে, ফুফুকে, তোমাদের ভাইয়ের কন্যাদের, বোনের কন্যাদের এবং মায়েদের যারা তোমাদেরকে লালন-পালন করেছে। অন্ততঃ পাঁচবার তার মা হয়) এবং বুকের দুধ খাওয়ানো অবস্থায় তোমাদের বোনেরা (যে মেয়েকে কমপক্ষে পাঁচবার পুরুষের মা বুকের দুধ খাওয়ায় সে তার বোন হয়ে যায়) এবং তোমাদের স্ত্রীদের মা (স্ত্রী) এবং তোমাদের সৎ কন্যারা যারা

তোমাদের কোলে রয়েছে, তোমাদের স্ত্রীদের (স্ত্রীদের) জন্ম নিয়েছে, যাদের সাথে তোমরা যৌন মিলন করেছিলে। সুতরাং যদি তোমরা তাদের মধ্যে প্রবেশ না করে থাক (তাদের সাথে সহবাস না কর), তাহলে তোমাদের কোন দোষ নেই এবং তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীদেরও দোষ নেই যারা তোমাদের মেরুদণ্ড থেকে বের হয়ে আসে (এটি মানুষের শুক্রাণুর উৎপত্তি বলে মনে করা হয়) এবং দুই বোন একত্রিত হয়, তবে যেখানে তা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তোমার উপর কোন বিবাহিত নারী হারাম কর, সে দাসী ব্যতীত, যেমনটা আল্লাহ তোমার উপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এগুলো ব্যতীত অন্য সবই হালাল, যদি তোমরা আল্লাহর আইন ভঙ্গ না করে তোমাদের সম্পত্তি থেকে তাদের কাছে চুক্তিবদ্ধ অর্থের বিনিময়ে তালাশ কর। সুতরাং তুমি তাদের কাছ থেকে যা ভোগ করেছ, তুমি যা দিতে রাজি হয়েছ তা তাদেরকে দাও। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এর অর্থ হলো, ইসলাম মুসলিম পুরুষ ও তার নিজের বিবাহিত দাসীর মধ্যে যৌন সম্পর্ককে বৈধতা দিয়েছে। এ হাদীস আমাদের জন্য আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়; সহীহ আল-বুখারী, ভলিউম 7, বই 62, নম্বর 137: আমরা যুদ্ধের লুণ্ঠন থেকে মহিলাদের বন্দী করেছি এবং আমরা তাদের সাথে ঘুমাতাম। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সাথে যৌন মিলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তুমি কি সত্যিই এরূপ কর? প্রশ্নটি তিনবার ব্যাখ্যা করে তিনি বললেনঃ এমন কোন সত্তা নেই যাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত অস্তিত্বে থাকবে।

ইসলামে বিবাহিত নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ, অর্থাৎ বিবাহিত মুসলিম নারীর সঙ্গে। অমুসলিম নারী যারা বিবাহিত তারা ন্যায্য খেলা। প্রথমে স্বামীর কাছ থেকে অপহরণ করা হোক বা না হোক, অমুসলিম স্ত্রীরা মুসলিম পুরুষের জন্য জোর করে গ্রহণ করতে পারে। অপহরণ ঐচ্ছিক, কারণ এটি ধর্ষণকে "বৈধ" করে না। অমুসলিম বউ ধর্ষণ ইতিমধ্যেই বৈধ বা অনুমোদিত। উপরন্তু, মুসলমানদের তাদের অপহৃত অমুসলিম মহিলাদের পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়। তারা তাদের অপহরণকারীর সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তাই, ব্যবসায়ের সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা সাপেক্ষে।

ইসলামে নারীর দাসত্ব

ইসলাম দাসত্বকে কেবল অনুমোদনই করে না, একে প্রত্যেক মুসলিমের অর্থনৈতিক, সামরিক ও যৌন জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত করে, যেমনটি আমরা কুরআনের ৩০:২৮ পদে দেখতে শুরু করি: তিনি (আল্লাহ)

তোমাদেরকে তোমাদের নিজের জীবন ও নিজের জীবন থেকে একটি কল্পকাহিনী দান করেছেন। আমি তোমাদেরকে যে রিয্যা, ক্ষমতা, সম্মান ও ধন-সম্পদের রূপে দিয়েছি, তোমরা কি সে বিষয়ে তোমাদের বান্দাদেরকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করছ? তবে তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা একে অপরকে যেমন ভয় পাও, তেমনি তারা তোমাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের সাথে ভাগ করে না। এভাবেই করুন। যারা বোঝে তাদের জন্য আমরা একটা ব্যাখ্যা তৈরি করি। এই তথাকথিত উপমায় আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর কাছ থেকে সম্পদ ও ক্ষমতা প্রাপ্ত মুসলমানদের তাদের দাস-দাসীদের সাথে সম্পদ ও সম্মান ভাগাভাগি করতে নিষেধ করছেন। আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে, মুসলমানদের কাছে তিনি ঈশ্বর এবং মুসলমানরা তাদের দাসদের কাছে ভগবান। আল্লাহ চান না শরীকরা তাঁর ক্ষমতার অংশীদার হোক। সুতরাং মুসলমানরা তাদের সম্পদ ও সম্মান দাস-দাসীদের সাথে ভাগ করে নেবে না। আপনি এই অনুবাদটি নিশ্চিত করে ইংরেজিতে ইসলামিক ব্যাখ্যা পড়তে পারেন। http://www.altafsir.com যান; স্ক্রিনের বাম দিকে, পৃষ্ঠার নীচে "এখানে ক্লিক করুন" নির্বাচন করে "ইংরেজিতে তাফসির আল-জালালাইন" নির্বাচন করুন; সুরার জন্য, "30 আর-রাম" নির্বাচন করুন এবং শ্লোক নং এর জন্য, "28;" নির্বাচন করুন অবশেষে "প্রদর্শন" নির্বাচন করুন।

স্লাভেরি

দাসত্ব ও খ্রিস্টান ধর্ম

অনেকে বাইবেলের আইনগুলোকে আজকের ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে তুলনা করে বিচার করার চেষ্টা করে। এতে আমার কোনো সমস্যা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার জন্য একটি আইনের নাম বলতে পারে, যা আজ আমাদের অনুসরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা আজকের মানবাধিকার আইনের সাথে খাপ খায় না। হাজার হাজার বছর আগে যা তৈরি হয়েছিল তা সেই সময়ের জন্য উপযুক্ত করা হয়েছিল, এমন এক সময়ে যখন সকলেই তরবারির দ্বারা বেঁচে ছিল এবং এর দ্বারা মারা গিয়েছিল। স্বয়ং ইস্রায়েল জাতি (সমগ্র জাতিকে) দাস করা হয়েছিল। তখনকার লাইফস্টাইল ছিল; এর মধ্যেই তাদের বেঁচে থাকতে হবে, কিন্তু ভালোবাসতে হবে না। সেই সময় আপনার কাছে খুব বেশি বিকল্প ছিল না। আপনি ক্রীতদাসের মালিকানা পছন্দ করেন বা না করেন, আপনি শেষ পর্যন্ত একজন হতে পারেন! আমার জন্য, খ্রীষ্টের শিক্ষা শুধুমাত্র একটি বেদনাদায়ক ইতিহাসের সমাধান নয় যা মানুষ অতিক্রম করেছে, কিন্তু এটি ভয়ঙ্কর সমস্যাগুলির একটি সর্বজ্ঞ সমাধান যা থেকে মানুষ ক্ষুধা, যুদ্ধ, ঘৃণা, সহিংসতা এবং দাসত্বের মতো

ভোগ করে। ইহাই খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং এইজন্যই আমি খ্রীষ্টিয়ান; ম্যাথু 5: 44 "কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালবাসো, যারা তোমাদের অভিশাপ দেয় তাদের আশীর্বাদ করো, যারা তোমাদের ঘৃণা করে তাদের প্রতি ভাল করো এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করো, যারা নিন্দা করে এবং তোমাদের তাড়না করে; দাসদের সঙ্গে সম্বন্ধীয় মামলাগুলোর সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, সেই বিষয়ে বাইবেল বিভিন্ন আইন জোগায়। প্রকৃতপক্ষে, এই আইনগুলি দাসকে রক্ষা করেছিল। Exodus 21: 20 বলছে, "যদি কোন ব্যক্তি তার পুরুষ বা মহিলা দাসকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং সে তার হাতে মারা যায়, তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। বাইবেল দাসকে মুক্ত করার সমস্ত কারণ জোগায়, সেইসঙ্গে প্রভুর দাসের দাঁত ভেঙে দেওয়ার মতো অপরাধও রয়েছে! তার মানে, 'তুমি যদি আমার দাঁত ভাঙো, আমি মুক্ত'। যাত্রাপুস্তক 21: 26: 26 যদি কোন পুরুষ তার পুরুষ বা দাসীর চোখে আঘাত করে এবং তা ধ্বংস করে, তবে সে তার চোখের জন্য তাকে মুক্ত করে দেবে। 27 আর যদি সে তার পুরুষ বা দাসীর দাঁত কেটে ফেলে তবে সে তার দাঁতের জন্য তাকে ছেড়ে দেবে| বাইবেল এমনকি সেই দাসকে সুরক্ষা করার আদেশ দেয়, যে স্বাধীনতা খোঁজার জন্য তার প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিবরণ 23: 15: "আপনি তার মনিবের কাছে এমন একজন দাসকে তুলে দেবেন না যিনি তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছেন। যদি দাসের মালিক তার দাসকে পিটিয়ে মেরে ফেলে তবে সে তার অপরাধের জন্য শাস্তি পাবে। Exodus 21: 20: "যদি কোন ব্যক্তি তার পুরুষ বা মহিলা দাসকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে এবং সে তার হাতে মারা যায়, তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। বাইবেলে ক্রীতদাসের মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। Exodus 21:12 বলছে, "যে কেউ একজন মানুষকে আঘাত করে যাতে সে মারা যায় তবে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। আগেকার দিনে মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেলে নিজেকে দাস হিসেবে বিক্রি করতে পারত। এ ছাড়া, বাইবেল এইরকম ব্যক্তিকে সুরক্ষাও জুগিয়েছিল। Leviticus 25:39-43: "যদি তোমাদের কোন স্বদেশের লোক তোমাদের ব্যাপারে এত দরিদ্র হয় যে সে নিজেকে তোমাদের কাছে বিক্রি করে, তবে তুমি তাকে দাসের সেবার বশীভূত করবে না। সে তোমাদের সঙ্গে থাকবে ভাড়াটে লোকের মতো, যেন সে একজন পরিব্রাজক; তিনি জুবিলী বছর পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে সেবা করবেন। অতঃপর সে তোমার কাছ থেকে বের হয়ে তার পুত্রদের সাথে নিয়ে তার পরিবারবর্গে ফিরে যাবে, যাতে সে তার পূর্বপুরুষদের সম্পত্তিতে ফিরে যেতে পারে। কারণ তারা আমার দাস, যাদেরকে আমি মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি; দাস বিক্রির টাকায় এগুলো বিক্রি করা যাবে না।

তুমি তার উপর কঠোরভাবে শাসন করবে না, কিন্তু তোমার ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করবে। এ ছাড়া, বাইবেল দাসদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধেও সাবধান করে এবং যে-কেউ এইধরনের অপরাধ করবে, তাকে এর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। বাইবেল এমনকি দাসদের প্রতি পারিবারিক প্রেম দেখাতে উৎসাহিত করে। হিতোপদেশ ২৯:২১: "যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে আপন দাসকে আদর করে, সে শেষ পর্যন্ত তাহাকে পুত্র বলিয়া পাইবে। দাসপ্রথা মানবিক ট্র্যাজেডির একটি অংশ ছিল এবং আছে। ইহুদি জাতি নিজেই শ্বেতাঙ্গ (ব্যাবিলনীয়) এবং আফ্রিকান (মিশরীয়) উভয়ের দ্বারা ক্রীতদাস ছিল। এটি আমাদের বলে যে দাসত্ব রঙের বিরুদ্ধে অপরাধ ছিল না বরং অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ ছিল। সাদারা সাদাদের ক্রীতদাস বানিয়েছে, কালোরা কালোদের দাস বানিয়েছে এবং কালো ও সাদারা কালো ও সাদাদের দাস বানিয়েছে। বাইবেলে আমরা যাত্রাপুস্তক ২১:১৬ পদ পাই, যা অনেকে উল্লেখ করতে পছন্দ করে না: "যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অপহরণ করে, সে তাকে বিক্রি করুক বা তার অধিকারে পাওয়া যাক, তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এর অর্থ হ'ল কোনও ব্যক্তিকে ক্রীতদাস হিসাবে মালিকানা বা বিক্রি করার জন্য অপহরণ করা অপরাধ। মৃত্যুদণ্ডের কথা এত স্পষ্টভাবে বলা আছে, কিন্তু দাসপ্রথা বন্ধ করার জন্য কি তা যথেষ্ট ছিল? নিশ্চয়ই তা হয়নি, কারণ মানুষের লোভ সীমাহীন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাইবেল সবসময় এক দিকে কাজ করে, যা হল মানুষকে আরও মানবিক করে তোলা, যেমন ১ তীমথিয় ৬:১-২ পদে দেখানো হয়েছে: "যারা জোয়ালের অধীনে দাস হিসাবে রয়েছে তারা সকলে তাদের নিজেদের প্রভুদের সমস্ত সম্মানের যোগ্য বলে মনে করবে, যাতে ঈশ্বরের নাম এবং আমাদের মতবাদের বিরুদ্ধে কথা না বলা হয়। যারা ঈমানদারকে তাদের প্রভু হিসাবে রেখেছে তারা যেন তাদের প্রতি অসম্মান না করে কারণ তারা ভাই, কিন্তু তাদের আরও বেশি সেবা করতে হবে, কারণ যারা উপকারের অংশ নেয় তারা বিশ্বাসী এবং প্রিয়। এই নীতিগুলি শিক্ষা দিন এবং প্রচার করুন। যারা খ্রীষ্টধর্মকে ঘৃণা করে তারা একই আয়াত ব্যবহার করে বোঝানোর চেষ্টা করে যে বাইবেল খ্রীষ্টিয়ানদের ভাল দাস হওয়ার আদেশ দিচ্ছে! পক্ষান্তরে এটা স্পষ্ট যে, আয়াতে মনিব ও দাসকে ভাই হিসেবে আহ্বান করা হয়েছে- সমান হিসেবে। একে অপরের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে বলছেন। এটাই হল খ্রীষ্টের মিশন- শান্তি এবং প্রেম। এটা সম্পূর্ণ লড়াইয়ের বিরুদ্ধে। কিছু লোক যুক্তি দেখায়, "সাদা মানুষ যদি খ্রিস্টান হয় তবে কেন সে অন্যদের দাস করে? সহজ উত্তর হলো লোভ। এই একই কারণে আফ্রিকানরা তাদের সহ-আফ্রিকান এবং ইস্রায়েলীয়দের দাস বানিয়েছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মানুষের পরিবর্তন খুব ধীর গতিতে চলে এবং সে কারণেই সমস্ত ধরণের দাসত্ব আজও বিদ্যমান। খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি।

বাইবেল বার বার বলেছে যে, ঈশ্বরের কাছে আমরা সবাই সমান। আমরা সবাই তাঁর সন্তান। গালাতীয় ৩:২৮ পদ: "যিহূদী কি গ্রীক আর হইতে পারে না, দাস নাই স্বাধীন মনুষ্য আর নাই, নরও নাই, স্ত্রীলোকও নাই; কারণ তোমরা সকলে খ্রীষ্ট যীশুতে এক। আবার কলসীয় 3:11 এ: একটি পুনর্নবীকরণ যেখানে গ্রীক এবং ইহুদি, সুন্নত এবং অছিন্নত্বক, বর্বর, স্কুথীয়, দাস এবং স্বাধীন মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু খ্রীষ্ট সব, এবং সমস্ত। খ্রীষ্ট সেই ধনীদের সম্বন্ধেও বলেছিলেন, যারা ভক্তিহীন। ম্যাথু 19: 24 "এবং আমি আবার তোমাদের বলছি, একজন ধনী ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা সহজ।

দাসত্ব ও ইসলাম

ইসলামে দাসপ্রথার উৎসঃ

১. অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। খ্রিস্টান, ইহুদি এবং সাফিয়া ও জুরিয়ার মতো কাফেররা যাদের মুহাম্মদ তাদের পুরো গোত্রকে হত্যা করার পরে দাস বানিয়েছিল।

২. উপহার, যেমন মারিয়া দ্য কপ্টের ক্ষেত্রে। তাকে তার চাচাতো ভাইদের সাথে মুহাম্মদের কাছে উপহার হিসাবে পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি তাদের গ্রহণ করেছিলেন।

৩. ক্রয়-বিক্রয়। মুহাম্মদ ক্রীতদাস বিক্রি ও ক্রয় করতেন।

৪. বংশধর। ক্রীতদাসের সন্তান একজন ক্রীতদাস।

৫. এক ধরনের শাস্তি। একজন স্বাধীন নারীর পুত্র যে ব্যভিচার করে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাসী হয়ে যায়। মুহাম্মদ (সাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, নারীর ব্যভিচারী সম্পর্কের ফলে সদ্যোজাত সন্তান স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাসীতে পরিণত হবে।

৬. উত্তরাধিকার। হাজার হাজার উদাহরণের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণই এই বিষয়গুলো প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট।

যুদ্ধ থেকে দাসত্ব

সহীহ আল বুখারী, ৩য় খন্ড, বই ৪৬, হাদিস ৭১৭: ... আল্লাহর নবী অপ্রত্যাশিতভাবে আল-মুসতালিক গোত্রের উপর আক্রমণ করেছিলেন কারণ তারা কোনও সতর্কতা ছাড়াই এবং যখন তারা তাদের পশুদের পানি পান করাতে ব্যস্ত ছিল। তাদের যোদ্ধা পুরুষদের হত্যা করা হয়েছিল এবং তাদের মহিলা ও শিশুদের দাস হিসাবে নেওয়া হয়েছিল; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন জুরাইয়া (মুসতালিক গোত্রের নেতার কন্যা) পেয়েছিলেন... আদাউয়া

আল-বাঈনের বই, ৩য় খণ্ড, সংখ্যা ৩৮৭: মানুষকে দাস হিসেবে গ্রহণ করার কারণ হলো, আল্লাহ যদি কাফিরদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের অর্থ ও শক্তি উৎসর্গকারীদের বিজয় দান করেন, তাহলে আল্লাহর বাণী যদি বিজয় ঘোষণা করে তবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের (শত্রুদের) দাস বানিয়ে দেন, যদি নেতা তাদের জন্য মুক্তিপণ গ্রহণ করতে চায়। মুহাম্মদ তার শত্রুদের পরাজিত করার পর, তিনি তাদের দাস বানিয়েছিলেন এবং তাদের তার পক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি তাদের শক্তিশালী শরীর ব্যবহার করে তাকে যুদ্ধে বিজয় এনে দিয়েছিলেন। ক্রীতদাস যুদ্ধে দক্ষতা ও নেতৃত্ব দিলে মুহাম্মদ তাকে মুক্ত জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে বাধ্য করেন। হাস্যকরভাবে, যদিও দাস যোদ্ধাকে মুহাম্মদের সেনাবাহিনীতে একটি সম্মানজনক পদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি একজন দাস ছিলেন। ফতেহ আল-বারী ফি শরীহ সহীহ আল-বুখারীর কিতাবে (পৃঃ ১৩১) পাওয়া একটি গল্পে দেখা যায়, ইথিওপীয় বিলাল তাদের নেতৃত্ব দেবে শুনে কিছু শ্বেতাঙ্গ আরব লোক বিচলিত হয়ে পড়ে। যখন তারা মুহাম্মদের কাছে গেল, তখন দলের পক্ষে বক্তব্য রাখা আবু জার বললেন, "আমি একজন কালো দাসের আনুগত্য করতে অস্বীকার করি। মুহাম্মদের উত্তর পাওয়া যায় সহীহ আল-বুখারী, বই 11, হাদিস 662: রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, "তোমাদের নেতাকে বিবেচনা কর এবং তার কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ কর, এমনকি যদি সে ইথিওপীয় হয় যার মাথা কিশমিশের মতো হয় তবে তোমাকে নেতা বানিয়েছে। আবু দাউদের সহীহ গ্রন্থ, হাদীস ২১৫৮ এবং আল-আলাবানীর কিতাব (সহিহ আবু দাউদ, নম্বর ১৮৯০) দ্বারা অনুমোদিত হাদিস: "নবী বলেছেন যে, কোন মুসলমানের জন্য দাসীর সাথে যৌন মিলন করা বৈধ নয় যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হয় যে সে গর্ভবতী নয়। তবে বরাবরের মতোই মুহাম্মদ এমন কিছু বলেছেন যা তিনি বোঝাতে চাননি। যেদিন তিনি পুরো খায়বার গোত্রকে হত্যা করেন, সেদিনই মুহাম্মদ নিজে সাফিয়াসহ তাদের নারীদের ধর্ষণ করেন। তিনি একজন যুবতী স্ত্রী ছিলেন যার স্বামী জবাইয়ে নিহত হয়েছিল। সাফিয়া অন্তঃসত্ত্বা কিনা তা জানার জন্য মুহাম্মদ প্রথমে অপেক্ষা করেননি।

খাইবার গোত্রের উপর আক্রমণ (ইহুদি উপজাতি)

আল-ওয়াকিদী রচিত আল-মাগাজীর বই, পৃঃ ৭০৮: আবু আইয়ুব তাঁর তরবারি হাতে নবীর তাঁবুর পাশে পাহারায় দাঁড়িয়ে রাত কাটান। যখন সকাল হলো, রাসূল (ছাঃ) বের হলেন তখন বললেন, আল্লাহ আকবার। মুহাম্মাদ (সাঃ) তাকে বললেন, কি হয়েছে আবু আইয়ুব? আবু আইয়ুব বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এই দাসীর (সাফিয়া) সাথে শুয়েছিলেন এবং আপনি কেবল তার বাবা, ভাই, তার স্বামী

এবং তার গোত্রের সবাইকে হত্যা করেছিলেন, তাই আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে সে তোমাকে হত্যা করতে পারে। নবীজী হাসলেন এবং বললেন, "আমি এই অনুগ্রহ তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। একই কাহিনী 'যাদুল মা'আদ ফে হুদা খায়ের আল-এবাদ, মুদ্রণ ১১৯৮, প্রকাশক দার আল-রিসালাহ, খায়বারের গোত্রকে আক্রমণ করার অধ্যায়: পশ্চিমের মুসলমানরা একটি হাদিস উদ্‌ধৃত করতে পছন্দ করে যেখানে উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেন বলে দাবি করা হয়েছে, "আপনি কীভাবে মানুষকে দাস বানাতে পারেন যখন তাদের মায়েরা তাদের স্বাধীন মানুষ হিসাবে জন্ম দিয়েছে? এই আখ্যানটি আসলে সত্য। যাইহোক, এটি শুধুমাত্র শ্রোতাকে প্রতারিত করার একমাত্র উদ্দেশ্যে রিপোর্ট করা হয়। আমরা সহজেই দেখাতে পারি যে প্রতিবেদনটি দাসত্ব সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে কোনও সত্যতা উপস্থাপন করে না। গল্পের বাস্তব প্রেক্ষাপট উমর ইবনুল খাত্তাব ও আমর ইবনুল আসের মধ্যকার বৈরিতাকে কেন্দ্র করে। আল-খাত্তাব যখন উপরে উদ্‌ধৃত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি আল-আসকে ক্রীতদাস থাকার জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন না - পরিবর্তে, তিনি আল-আসকে অপমান করার চেষ্টা করছিলেন এবং নিজেকে আল-আসের চেয়ে নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ দেখানোর চেষ্টা করছিলেন। 'গাধা। আল-'আস বলেছিলেন যে তিনি দাসত্বকে ঘৃণা করেন, তাই আল-খাত্তাব তাকে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য করছিলেন যে কেন দাসত্ব সম্পর্কিত কুরআনের সমস্ত আয়াত গ্রহণ করতে তার কোনও সমস্যা নেই। আল-'আস নিজেও হাজার হাজার ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন। সে তার দাসদের ধর্ষণ ও মারধর করত এবং তার কোন দাসকে মুক্ত করল না। আল-খাত্তাবের প্রশ্নটি দাসত্বের নিন্দা করার প্রশ্ন ছিল না। এটি ছিল তার ঘৃণ্য শত্রুকে ভণ্ড হিসাবে আক্রমণ এবং উন্মোচন করার জন্য একটি প্রশ্ন। এটা মনে রাখা কৌতূহলোদ্দীপক যে, আল-খাত্তাবের প্রশ্নটি যদি দাসত্বের নিন্দা করার উদ্দেশ্যে করা হতো, তাহলে এর অর্থ কি এই নয় যে তিনি মুহাম্মদকে একজন খারাপ মানুষ মনে করতেন, যেহেতু মুহাম্মদ নিজেই ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন এবং সানন্দে পুরুষ ও নারী ক্রীতদাসকে গ্রহণ করেছিলেন, কেবল যুদ্ধের লুণ্ঠন হিসাবে নয়, বরং উপহার হিসাবেও? আল-খাত্তাবের বহুল উদ্‌ধৃত প্রশ্নটি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থানের একটি উদাহরণ বলে যে দাবি করা হয়েছে তা একটি কৌতুক। যখন এর যথাযথ প্রেক্ষাপটে রাখা হয়, প্রশ্নটি আসলে দুটি মানুষের মধ্যে ঘৃণা এবং ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্রীতদাসদের মুক্ত করার সাথে আখ্যানটির নিজস্ব কোনও সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গত, মুহাম্মদ কখনই দাস মুক্ত করার নির্দেশ ও শর্ত দেননি। আমি যখন বলি কখনোই না, মানে কখনোই না! আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে কোন মুসলমান একটি আয়াত উদ্‌ধৃত করুক যাতে মুসলমানদেরকে

তাদের দাস মুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়। একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করা মালিকের উপর নির্ভর করে যে সে কি করবে না। এটা ঐচ্ছিক। প্রকৃতপক্ষে, তিনি একজন মুক্ত দাসকে পুনরায় দাস করেছিলেন। সহীহ আল বুখারী, বই ৮৫, হাদিস ৮০ (আরও দেখুন সহীহ আল বুখারী, বই ৪১, হাদিস ৫৯৮):

আনসারের একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ তার দাসকে তার দাসকে তার স্বাধীনতা দিয়েছিল এবং তার দাসকে মুক্ত করে দিয়েছিল এবং তার অন্য কোনও সম্পত্তি ছিল না। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কে আমার নিকট থেকে এ দাস কিনবে? অতঃপর নু''ইম বিন আবদুল্লাহ আল-না'হাম তাকে ৮০০ দিরহামের বিনিময়ে কিনে নেন। জাবির আরো বলেন, ওই বছরই কপটিক ক্রীতদাস মারা যায়। এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে মুহাম্মদ কীভাবে ব্যবসা হিসাবে দাসত্বের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। এমনকি তিনি যে কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিছু করতে পারতেন। যখন এক ব্যক্তি তার দাসকে মুক্ত করে দিত, তখন মুহাম্মদ দাসকে আবার দাস হিসেবে নিক্ষেপ করতেন এবং তার কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করতেন। একই সময়ে, তিনি সেই দরিদ্র দাসের প্রতি কোনও দয়া দেখাননি যিনি সারা জীবন মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আরও দেখুন যে ক্রীতদাসটি আবার বিক্রি হওয়ার পরে মারা গিয়েছিল। আমি অবাক হব না যদি এটি হতাশার কারণে হয়। হতাশার কারণে হলে মুহাম্মদ কী হারাবেন? মুহাম্মদ যদি লোকটিকে ছেড়ে দিতেন তবে তিনি কী হারাতেন? তিনি লোকটির মালিকও ছিলেন না, কিন্তু অর্থ ছিল মুহাম্মদের ঈশ্বর। দাসের মালিক দরিদ্র ছিল এবং তার একমাত্র সম্পত্তি ছিল তার দাস, কিন্তু তবুও তিনি তার দাসকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মুহাম্মদ কেন ক্রীতদাসের মুক্তি বাতিল করেছিলেন? তিনি জানতেন, সবাই যদি তাদের ক্রীতদাস মুক্ত করা শুরু করে, তাহলে দাসবাজার বাড়তে পারবে না? সহীহ আল-বুখারী, বই ৮, ভলিউম ৮২, হাদীস ৮২২: আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ অবিবাহিত দাসী যখন অবৈধ সহবাসের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতামত চাওয়া হয়। এই যুক্তিতে তিনি জবাব দিলেন, "যদি সে অবৈধ যৌন মিলন করে, তবে তার পঞ্চাশটি বেল্ট চাবুক মারবে, এবং যদি সে অন্য সময় অবৈধ যৌন মিলনে লিপ্ত হয়, তবে তার পরে তার পঞ্চাশটি বেল্ট বেত্রাঘাত করবে এবং যদি সে তৃতীয়বার অবৈধ যৌন মিলন করে, তবে তার পরে তার পঞ্চাশটি বেল্ট বেত্রাঘাত করবে এবং এমনকি তার টাইয়ের মূল্যের বিনিময়ে তাকে বিক্রি করবে। এমন নিয়ম করে তার মালিক তাকে একই সময়ে ধর্ষণ করতে পারে, কিন্তু সে অবৈধ যৌন মিলন করতে পারে না। এর উপর

ভিত্তি করে, যদি দাসটি তার মনিবের প্রতি বিরক্ত হয়, তবে সে এখন এমন আচরণ করতে বাধ্য হয়, যাতে সে নতুন মনিবের সাথে থাকার জন্য সেই মনিবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

বিলাল ইথিওপিয়ান

আমরা সব সময় মুসলমানদের বিলাল সম্পর্কে বলতে শুনি, যে কিনা মুহাম্মদের একজন দাস ছিল। মুসলমানরা আফ্রিকান আমেরিকানদের বোকা বানানোর চেষ্টা করে যে ইসলামে কোন বর্ণবাদ নেই এই বলে যে বিলালই প্রথম প্রার্থনার আজান দিয়েছিলেন। মুসলিমরা যা বলবে না তা হলো, বিলাল কেবল তার মনিব মুহাম্মদের আদেশ পালন করছিল। মুসলিমরা আমাদের যেভাবে ভাবতে চায় বিলালকে সেভাবে সম্মানের জায়গা দেয়া হয়নি। বিলাল (রাঃ) তার মনিবের হুকুম অনুসরণ করে একজন দাস মাত্র। দেখা যাক বিলালের কোন জীবন ছিল না। তিনি এমন একজন ক্রীতদাস ছিলেন যার কী করতে হবে তা বেছে নেওয়ার অধিকার ছিল না।

বিলাল ও নামাজের আজান

আমি বিলাল (রাঃ) সম্পর্কে শত শত হাদীস দেখাতে পারি যেগুলো তার জন্য আদেশ-দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে তাকে আজান দেয়ার আদেশও দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলালকে দাঁড়িয়ে নামাযের জন্য আযান উচ্চারণ করার নির্দেশ দিয়েছেনঃ ১. সহীহ আল বুখারী, বই ১১, হাদীস ৫৭৮ ২। সহীহ আল বুখারী, বই ১১, হাদিস নম্বর, ৫৭৯ ৩। সহীহ আল বুখারী, বই ১১, হাদিস নম্বর ৫৮০। সহীহ আল বুখারী, তাফসীর হাদীস নং ৫৬, হাদীস নং ৬৬৩ ৫। সহীহ আল বুখারী, তাফসীর হাদীস নং ৫২, হাদিস নং ৬। সুনানে আবু দাউদ, বই ১, হাদিস ০১৯৩ অতঃপর তিনি বিলালকে সালাতের জন্য আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, মুহাম্মদ নিজে কেন নামাজের জন্য আহ্বান করেননি বা কেন তিনি আবু বকর, আলী বা অন্য কাউকে আদেশ দেননি। শুধু এই বেচারা ক্রীতদাসকে খুব ভোরে উঠে সবার আগে প্রস্তুত হতে হতো, তারপর চিৎকার করে পুরো মক্কাকে জাগিয়ে তুলতে হতো! কেউ তা করতে চায়নি বলেই তাকে নামাজের জন্য আজান দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। এটা দাসের কাজ।

বিলাল দ্য নিউজ স্লেভ

সহীহ আল বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৫২, হাদীস নং ২৯৭: ... বিলাল (রাঃ)-কে জনগণের মধ্যে এ সংবাদ প্রচার করার নির্দেশ দেয়া হলো। আল্লাহ কি দুষ্ট লোকদের সাথে

ইসলাম ধর্মকে সমর্থন করুন? সহীহ আল বুখারী, ৮ম খন্ড, বই ৭৭, হাদীস ৬০৩) : ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বেলাল! ওঠো এবং উম্মতের মধ্যে প্রচার কর, বান্দা ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর আল্লাহ ইনহেনীয়। তিনি দুষ্ট লোকদের সাথে এই ধর্ম ইসলামকে সমর্থন করেন।

বিলাল বাড়িতে এবং বাইরে খাদ্য কর্মচারী

সহীহ আল বুখারী, ৫ম খন্ড, ৫৯, হাদিস নম্বর, ৫২৪: ... রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার কার্পেট বিছিয়ে দিতে বললেন, যার উপর খেজুর, পানিশূন্য দই ও মাখন রাখা হয়...

বিলাল টাকার ব্যাগ

সহীহ আল বুখারী, ৩য় খণ্ড, বই ৩৮, হাদিস ৫০৪: ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওহে বেলাল, তাকে উটের মূল্য দাও এবং তাকে বোনাস টাকা দাও..." এমনকি অন্যরাও বিলালকে আশপাশে হুকুম দিলেন; সুনানে আবু দাউদ, বই ২, হাদিস ৪৯৮: ... অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে বেলাল, উঠে দাঁড়াও, দেখ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ তোমাকে যা করতে আদেশ করেছেন, অতঃপর তা কর। মুহাম্মদ আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, একজন দাস, এমনকি যদি সে মুসলমানও হয়, তবুও আদালতে সাক্ষী হতে পারে না, যেমনটি আমরা কুরআনের ৫:১০৬ আয়াতে দেখতে পাই, তাফসীর ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা: আল-মিকবাস মিন তাফসীর ইবনে আব্বাস: হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে ও মধ্যে সাক্ষী থাকুক, চুক্তিবদ্ধ হোক বা সফরে, সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মারা যায়, তখন মৃত ব্যক্তির দু'জন সাক্ষী যেন তার ইচ্ছার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তখন তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন স্বাধীন পুরুষ (কোন দাসী গ্রহণ করা হয়নি)।

বিলাল আবু বকর থেকে মুক্তি চাইছে

আসন্ন হাদিসে আমরা দেখতে পাই যে ক্রীতদাস বিলাল মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তার মুক্তির জন্য ভিক্ষা করছিল এবং সে এখনও তা পায়নি (সহীহ বুখারী, ৫ম খন্ড, ৫৭, হাদিস ৯৯) কায়েস (সহীহ বুখারী, ৫ম খন্ড, ৫৭, হাদীস ৯৯) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল আবূ বকরকে বললেন, "আপনি যদি আমাকে নিজের জন্য কিনে থাকেন তবে আমাকে আপনার সেবা করার জন্য রাখুন, আর যদি আপনি আমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিনে থাকেন, অতঃপর আমাকে আল্লাহর জন্য

কাজ করার অনুমতি দাও। এই লোকটি এত পরিষেবা দেওয়ার পরেও কেন তাকে তার স্বাধীনতার জন্য ভিক্ষা করতে হবে? তিনি কি এখনই উত্তম নবী মুহাম্মদ বা উত্তম সাহাবী আবু বকরের কাছ থেকে তা পাবেন না? মুহাম্মদ কেন আবু বকরকে তা করার নির্দেশ দেননি? এই লোকটি তাদের বিশ্বস্ত দাস ছিল। তাদের হয়ে মারামারি ও অপহরণ করেছে। তিনি পশুদের খাওয়াতেন এবং বণিক হিসাবে তাঁর মনিবদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। তিনি সবই করেছেন। আল্লাহর ভালো লোকেরা কেন তার মুক্তির জন্য ভিক্ষা করার জন্য অপেক্ষা করেছিল?

উমর ইবনুল খাত্তাব ও দাসপ্রথা

যতদিন আমরা উমর ইবনুল খাত্তাবের হাদীস দিয়ে শুরু করব, ততদিন আমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু কাহিনী দেখাবো এবং দেখবো তার চরিত্র কত কুৎসিত। উমর ইবনুল খাত্তাবের চুক্তি গ্রন্থে এ হাদীসটি পাওয়া যায়। দেখা যাক এই লোকটি ক্রীতদাসদের সাথে কেমন আচরণ করত। ইমাম আল-বায়হাকী "আল-সুন্নান আল-কোবরা" গ্রন্থে (২য় খন্ড, পৃঃ ২২৭: মালিকের পুত্র আনাসের দাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাবের দাসীরা তাদের চুল অনাবৃত রেখে এবং তাদের চুলের স্পর্শে তাদের স্তন কাঁপিয়ে আমাদের সেবা করত। আপনি লক্ষ্য করবেন যে, উমর আল-খাত্তাব (রাঃ) এর বহু দাসী ছিল। শুধু তাই নয়, পরবর্তী হাদিসে আপনি লক্ষ্য করবেন যে, আল-খাত্তাব দাসীদের নিজেদের ঢেকে রাখলে তাদের মারধর করত। তিনি চেয়েছিলেন যে তারা যখন নিজেকে ঢেকে রাখে তখন তারা তার এবং তার দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। তিনি চেয়েছিলেন যে তারা তার এবং তার দর্শকদের দেখার উপভোগ করার জন্য উন্মোচিত হোক। কানেস আল-উমাল ফী সুয়ানান আল-আকওয়ালের বই, হাদীস ৪১৯২৫: আনাস থেকে বর্ণিত: "উমর ইবনুল খাত্তাব এক দাসীকে তার হিজাব পরিহিত অবস্থায় দেখলেন, তাই তিনি তাকে মারধর করলেন এবং চিৎকার করে বললেন, 'তুমি নিজেকে একজন স্বাধীন মহিলার মতো কাপড় পরিধান করো না। একই বর্ণনাটি আপনি নিম্নোক্ত কিতাবসমূহে পাবেনঃ • তাবাকাত ইবনে সাদ, ৭ম খন্ড, পৃ. • তারিখ দামিশক, ৫৮ খন্ড, পৃ. ১৯১ কানেযুল উমাল ফী সুয়ানান আল-আকওয়ালের কিতাব, ১৫তম খণ্ড, হাদীস ৪১৯২৮, পৃঃ ৪৮৬: আল-মুসীব ইবনে দারাম থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি উমর (রাঃ)-কে লাঠি দ্বারা এক দাসীর মাথায় আঘাত করতে দেখেছি যতক্ষণ না তার আবরণ নিচে পড়ে যায় এবং তিনি তাকে পোশাক পরিধান না করতে বা তাদের পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেন একজন স্বাবলম্বী নারী'। আরবীতে হাদীসের লিংকঃ http://al-eman.net/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=582

উমর (রাঃ) আল্লাহর প্রশংসা করেন যে, কালো সন্তান তার নয়

ইবনে কুদামাহ রচিত আল-মু'গনির বই, ১০ম খন্ড, পৃঃ ৪১২: সুফিয়ান কর্তৃক ইবনে আবু নাজেহ (রাঃ) থেকে মদীনা নগরীর এক ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ণনা করেছেনঃ উমর (রাঃ) এক দাসীর সাথে যৌন মিলনের সময় প্রচণ্ড উত্তেজনা হওয়ার পূর্বে তার পুরুষ অঙ্গ বের করে নিতেন। একদিন তিনি তাকে বললেন যে তিনি গর্ভবতী, তখন উমর (রাঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, "হে আল্লাহ, আমার পরিবারে এমন কাউকে বানিও না, যে আমার দলভুক্ত নয়, কারণ আমার পরিবারের কেউ লাঞ্ছনাকারী বংশের নয়। অতঃপর দাসী একটি কালো ছেলের জন্ম দিল। উমর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, শিশুটির পিতা কে? তিনি বললেন, উটের রাখাল, অতঃপর উমর (রাঃ) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন যে, তিনি পিতা নন। এ হাদিসে আমরা দেখতে পাই যে, দাসী একটি যৌন খেলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মনিব এবং তার বন্ধুরা তাকে ভাগ করে নিয়েছিল। বর্ণনাটি থেকে স্পষ্ট যে, উমর (রাঃ) তাঁর বন্ধুগণের বিনিময়ে ক্রীতদাসদের ব্যবহার করতেন। বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, উমর (রাঃ) দাস-দাসীদের শুধু যৌনতার জন্য ব্যবহার করতেন, বংশবৃদ্ধির জন্য নয়। যাইহোক, মনে রাখবেন যে মুসলমানরা দাবি করে যে ইসলাম ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, তবুও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটি দাসী ভাগ করা অনুমোদিত। একটি দাসী মেয়েকে এতটা মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না যে তার সাথে যৌন সম্পর্ককে ব্যভিচার হিসাবে নিন্দা করা হবে। সহীহ আল বুখারী, বই ৫৮, হাদীস নং ১৯৭: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি এবং তাঁর সাথে কেবল ইসলাম গ্রহণকারী, পাঁচজন ক্রীতদাস, দু'জন মহিলা ও আবু বকর ছিলেন। বরাবরের মতোই আমরা দেখি মুহাম্মদ (সাঃ) ক্রীতদাসদের মালিক এবং তাঁর ঘর তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ। বর্ণনায় আরো লক্ষ্য করুন যে, প্রথমে তার বান্দাদের মাধ্যমে অনুমতি না নিয়ে কেউ তার গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না। সহীহ আল বুখারী, বই ৭২, হাদিস নম্বর ৭৩৪: ... ঘরের দরজায় একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস ছিল, যার কাছে আমি হেঁটে গিয়ে বললাম, আমি নবীর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইছি। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি কার্পেটের উপর শুয়ে থাকতে দেখলাম যা তার খোদাই করা অংশটি তার পাশে রেখে গেছে ... কেনজ এল-উমাল ফে সুনান আল-আকুয়ালের বই, হাদীস 44824 (http://www.aleman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=629): তুমি

স্বাধীন নারীকে দু'রাত এবং দাসী নারীকে এক রাত (যৌনতার জন্য) দান কর। আওন আল-মা'বুদ ফে শারীহ আবু দাউদ এর বই, পৃঃ ১৯০: ইমাম সু'ইতি বলেছেন: "তুমি তোমার স্ত্রীকে সেভাবে প্রহার করো না, যেভাবে তুমি দাসীদের প্রহার করেছো। • এর অর্থ আপনি তাদের উভয়কে পরাজিত করতে পারেন তবে আপনি দাসী মহিলার প্রতি কঠোর হতে পারেন। কাউকে হত্যা করলে সবসময় মৃত্যুদণ্ড হয় না। মুহাম্মদের মতে, হত্যাকারী পরিশোধ মুক্তিপণ দিতে পারে। ভুক্তভোগীর জীবন একটি দাসী বা নবজাতক শিশু পুরুষের সাথে বিনিময় করা হয় (সহীহ আল-বুখারী, বই ৮৩, হাদিস ৪১): আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "হাজাইল গোত্রের দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা যুদ্ধ করেছিল এবং তাদের মধ্যে একজন অন্য মহিলার দিকে একটি পাথর নিক্ষেপ করেছিল যার ফলে তার গর্ভপাত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ফয়সালা দিয়েছেন যে, ভ্রূণের হত্যাকারী গর্ভপাত হওয়া নারীকে মুক্তিপণ হিসেবে ক্রীতদাসের নবজাতক শিশু, পুরুষ হোক বা নারীকে দেবে। এই হাদীসটি আরবীতে পাওয়া যায় সহীহ আল বুখারী, হাদীস ১৬৮১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৯১০:

আসুন কয়েক মুহুর্তের জন্য এই গল্পটি নিয়ে চিন্তা করি।

নিজেকে একজন দাসী মহিলা কল্পনা করুন এবং আপনার মহিলা মনিব কারও গর্ভপাত ঘটিয়েছেন। নিজেকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করুন:

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রহমতে কি সেই দাসী যে কোনো অপরাধ করেনি, সে তার সন্তানকে অপরিচিত নারীর কাছে হারাবে, যেন তার বাচ্চা একটি কুকুরছানা যে কোন সময় কাউকে দিয়ে দেবে?

২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রহমত থেকে এটা কি ন্যায়সঙ্গত যে, তার নিজের কোনো অপরাধ ছাড়াই শিশুটি তার জৈবিক মা ছাড়া বেড়ে উঠবে?

৩. মুহাম্মদ যদি ক্রীতদাস হতেন, তাহলে কেউ যদি তার নবজাতক পুত্র বা কন্যাকে এমন অপরাধের বিনিময়ে গ্রহণ করত যা সে করেনি তবে কি তিনি তা পছন্দ করতেন? মুহাম্মদ কুরআনের উপর ভিত্তি করে ভ্রূণের মৃত্যুর বিষয়ে তার রায় দিয়েছেন (ةرقبلا ةروس, আল-বাকারা, কুরআন ২:১৭৮): হে ঈমানদারগণ! হত্যার ক্ষেত্রে এটি তোমাদের নিজেদের উপর একটি আদেশ: স্বাধীনদের জন্য স্বাধীন, দাসীর জন্য দাস এবং নারীর জন্য নারী। কিন্তু মুহাম্মদ এই আয়াতের আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি একটি অনাগত শিশুকে হত্যা করে এমন মামলার কোন উত্তর কুরআনে ছিল না, তাই তিনি একটি নতুন নিয়ম তৈরি করেছিলেন। তিনি শরীয়ত হিসেবে কুরআনে আরো সংযোজন

করেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে মুক্তিপণ দাসের নবজাতক শিশু। আসল কথা হলো, মুহাম্মদ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ক্রীতদাস হত্যার শাস্তি নেই।

দাস হত্যার দায়ে মুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না (মুত্তা' মালিক, বুক ৪৩, হাদীস ২১১৫)

আল্লাহর কোরআন মোতাবেক পাল্টা আক্রমণের ক্ষেত্রে যত উঁচু মহিমান্বিত, খুনের ক্ষেত্রে তা আপনার জন্য লেখা হয়েছে। স্বাধীন মানুষের জন্য স্বাধীন মানুষ এবং দাসের জন্য দাস। মালিক বলেন, যাকে খুন করা হয়েছে, যে খুন করেছে তার বিরুদ্ধেই অধিকার আছে। যে খুনি খুন করেছে, সে যদি মরে যায়, যাকে খুন করা হয়েছে তার আর খুনিদের বিরুদ্ধে কোনো অধিকার নেই, রক্তের টাকাও নেই। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কোন স্বাধীন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আঘাতের জন্য বান্দা কর্তৃক কোন শাস্তির বিধান নেই। স্বাধীন ব্যক্তির জন্য ক্রীতদাসকে হত্যা করা হয় যখন সে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করে। দাসকে হত্যা করার অপরাধে মুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না, এমনকি সে খুন করলেও। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছেন। এটাই আমার শেখা সবচেয়ে সঠিক উপায়। আরও লক্ষ্য করুন যে, আয়াতটি মানব জাতিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে এবং প্রতিটি শ্রেণীর বিচার একচেটিয়া। যদি একজন মুক্ত মানুষ আরেকজন মুক্ত মানুষকে হত্যা করে, তবে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। যদি কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসকে হত্যা করে, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় না। এর পরিবর্তে স্বাধীন দাসদের একজনকে হত্যা করা হবে অথবা সে অন্য দাসের সাথে দাসের মালিককে অর্থ প্রদান করবে। যদি একজন নারীকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে আরেকজন নারীকে হত্যা করা হয়। এটা কোন ধরনের ন্যায়বিচার? মুসলমানরা আমাদেরকে দয়াময় আল্লাহ এবং করুণাময় মুহাম্মদ সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়, কিন্তু এই ধরনের বিবরণগুলি দেখায় যে ইসলাম কীভাবে দাসদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণের উদাহরণ দেয়, নিছক পণ্য এবং যৌন খেলনা হিসাবে। ক্রীতদাসদের গান গাওয়ার অনুমতিও নেই, যেমনটি আমরা নিম্নোক্ত হাদিসে দেখতে পাই। যদি কোন দাসের মালিক মারা যায় এবং তার দাসী তার জন্য গান গায়, তবে মুসলমানদের তার জন্য প্রার্থনা না করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলাম গান গাওয়া নিষিদ্ধ, ফলে মৃত ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিন্দা করা হবে। আহকামুল কুরআনের কিতাব ইবনুল আরাবী রচিত ৩য় খন্ড, ৫২৫ নং আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তার জন্য একটি দাসী থাকে যে তার জন্য গান গায়, তবে তার জন্য দু'আ করো না। তবে মুহাম্মদের ভণ্ডামির শেষ

নেই। এই নিষিদ্ধ শিল্প সত্ত্বেও, তিনি তাঁর দাসদের গান গাওয়ার নির্দেশ দিতেন (সহীহ আল-বুখারী, বই ১৫, হাদিস ৭০): আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার বাসস্থানে উপস্থিত হলেন যখন দু'জন দাসী আমার নিকটবর্তী বু'আতের গান গাইছিল (যা ইসলামের আগে যুদ্ধ সম্পর্কে একটি গান) আমার নিকটবর্তী বু'আথের গান (যা দুটি গোত্রের মধ্যে ইসলামের আগে যুদ্ধ সম্পর্কে একটি গান, খাযরাজ ও আওস)। দূত বিছানায় শুয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। অতঃপর আবূ বকর (রাঃ) এসে কর্কশ স্বরে বললেন, আল্লাহর রাসূলের নিকট শয়তানের বাঁশিসহ বাদ্যযন্ত্র? অতঃপর দূত তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, ওদের ছেড়ে দাও। পরে আমি মেয়েদের বাইরে যাওয়ার জন্য চোখ টিপে দিলাম এবং তারা চলে গেল। আজ ছিল পবিত্র দিন... আপনি দেখছেন, ক্রীতদাসীরা মুহাম্মদের মনোরঞ্জনের জন্য গান গাইছে, এমন গান যার সাথে আল্লাহ বা ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তারপরও তিনি তা পছন্দ করেন? আর এটা খুবই স্পষ্ট যে, আবু বকর মুহাম্মদের আচরণ ও ভণ্ডামির কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কারণ একজন মুসলমান যদি গান শোনে তবে সে জাহান্নামে যাবে যেমনটি পূর্ববর্তী হাদিসে নির্দেশ করা হয়েছে। আল-বিদাইয়া ও আল-নিহাইয়ার কিতাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.২২৪

আবু দাউদ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বলেন, তিনি বলেন, "সাফিয়াকে দা'ঈযুল কালবীর অংশ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সাফিয়া হলেন সেই ইহুদি নারী যাকে মুহাম্মদ তার গোত্রের সকল পুরুষকে হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস বানিয়ে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আল-বিদাইয়া ও আল-নিহাইয়ার কিতাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৯: খায়বার গোত্রের সকলের প্রতি একই কাজ করা হয়েছিল। আল-যুহরি বলেন, নবীর অংশ খায়বার গোত্রের এক পঞ্চমাংশ। মুহাম্মদ খায়বার শহর থেকে লুটতের এক-পঞ্চমাংশ (১/৫) এবং বাকি মুসলমানদের কাছে ৪/৫% লুটপাট নিয়ে যান। যদি এই গোত্রে ৫০০০ জন নারীকে ক্রীতদাস হিসেবে বণ্টন করা হতো, তবে মুহাম্মদের ভাগে হতো ১০০০ নারী ক্রীতদাস। যদি ২০,০০০ সন্তান থাকত, তাহলে মুহাম্মদ একাই ৪০০০ শিশু ক্রীতদাস অর্জন করতেন।

দাসত্বের ক্ষেত্রে মুসলিম, সুন্নি বা শিয়া আলাদা নয় বিহার আল-আনোয়ারের বই, ভলিউম 101, নম্বর 58: তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ কবুল করেননি। যে দাস তার মনিবের আনুগত্য করে না, যে তার মনিবের আনুগত্য করে না, যে ইমামকে পছন্দ করে না এমন লোকদের জন্য নামাজের ইমামতি করে এবং যে তার স্বামীকে রাগান্বিত হয়ে ঘুমাতে দেয়। আল-ইস্তব'সার গ্রন্থের ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩৬:

আল-তোসে আবু জাফর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তি কি তার ভাইকে তার দাসের যোনি দিতে পারে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, সে তাকে তার সাথে যা করার অনুমতি দিয়েছে তা করা জায়েয। নিম্নোক্ত হাদিসে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে একজন পুরুষ তার দাসীকে যৌনতার জন্য ঋণ দিতে পারে (তাহদীব আল আহকামের বই, ৭ম খন্ড, ২৪৪; পৃঃ ২৪৪)। আল-কাফির কিতাব, ৫ম খন্ড, ৩০০ অধ্যায়, হাদীস ১৬: এক ব্যক্তি এসে ইমাম জাফর আল-সাদিককে জিজ্ঞাসা করল যে, কোন মহিলাকে সাময়িকভাবে অন্য পুরুষের কাছে ঋণ দেওয়া জায়েয আছে কিনা। ইমাম বললেন, "এটা জায়েয নয়", কিন্তু তারপর তিনি কিছুক্ষণের জন্য থামলেন এবং ইমাম জাফর যোগ করলেন, "কেউ যদি তার কোন ভাইয়ের সাথে তাকে হালাল করে তবে কোন ক্ষতি নেই। কেউ হয়তো আমাদের কাছে এসে বলবেন যে, দাসপ্রথা তখন ব্যাপক ছিল এবং এটাকে স্বাভাবিক হিসেবেই মেনে নেয়া হতো। তিনি বলেন, আসলে নতুন কিছু নেই। এটা স্বাভাবিক প্র্যাকটিস ছিল। আমি আপনাদেরকে এমন একটি ফতোয়া দেখাতে যাচ্ছি যা দাসপ্রথার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরে, যা আজও সত্য। ফতোয়াটি ২০০৫ সালের ২২ মে। যারা জানেন না, তাদের জন্য ফতোয়া হচ্ছে মুসলিম নেতৃবৃন্দের দেয়া একটি জবাব, যা কুরআন ও সুন্নাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর আদেশের (শরিয়া আইন) উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত। ফতোয়া নং ৬২৩৪৪৪: যে মুসলিমের চারজন স্ত্রী রয়েছে তার জন্য দাসী নারীকে যৌনভাবে ভোগ করা কি জায়েয? ২২ মে, ২০০৫ (১৪২৬ ইসলামী বছরের বসন্তের প্রথম মাসের ১৩তম দিন শনিবারের সমতুল্য)। ইসলামী বছর 1426)। প্রশ্নঃ "তোমার ডান হাতে যা কিছু আছে, দাসীর ন্যায়, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে" (ةروس আল-আ'হযাব, কুরআন ৩৩:৫০) এই আয়াতটির ব্যাখ্যা চাই। এর অর্থ কি এই যে, একজন পুরুষের জন্য তার চারজন স্ত্রী ছাড়াও দাসী নারীদের বিয়ে করা জায়েয? উত্তরঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের নবী ও তাঁর পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের উপর সালাত বর্ষিত হোক। একই সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা জায়েয নয়, তবে যৌন উপভোগের জন্য চারটির অধিক দাসী থাকা জায়েয এবং তাদের সংখ্যা নির্বিশেষে বহু ক্রীতদাসী থাকা এবং তাদের সকলকে যৌন আনন্দ উপভোগ করা জায়েয। ইমাম আল-কাসাঈ তার গ্রন্থ জাওয়ামে'আ আল-ফুয়াওয়িদে বলেছেন যে বিদেশী মহিলাদের একত্রিত করার দুটি কারণ রয়েছে: একটি তাদের বিয়ে করা এবং অন্যটি তাদের যৌনভাবে উপভোগ করা। তবে চারজন স্ত্রী থাকলে বিয়ের জন্য তাদের একত্রিত করা জায়েয নয়। তবে বিবাহ নয়, কেবল যৌনতার জন্য চারজনের বেশি বিদেশী নারী থাকা জায়েজ। এটি তার দাস হিসাবে তাদের উপর মানুষের অধিকারের উপর ভিত্তি করে। কুরআন ৪:৩ (ءاسنلا ةروس, আন-নিসা, ৪:৩) এ বর্ণিত সর্বোচ্চ

সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ করে এমন কোন শর্ত ছাড়াই যৌনতার জন্য বহু নারীকে দাসী করা সর্বদা জায়েয। আরবি ভাষায় ইসলামিক ফতোয়া সাইটটি এখানে পাওয়া যাবে: http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=62344&Option=FatwaId

এই ফতোয়া (নং ৬২৩৪৪) থেকে আমরা যা পাই তা হলো, ইসলাম কিছুই পরিবর্তন করেনি। ইসলাম দাসপ্রথা বন্ধ করার পরিবর্তে তা গ্রহণ করেছে। নারী-পুরুষের লাঞ্ছনা চলতে থাকে। ইসলাম শুধু দাসপ্রথাকে অনুমোদনই দেয়নি, মুসলমানদের জন্য তা চিরকাল পালন করাকে বৈধ করেছে। দাস মালিকানা এবং নির্যাতন আজও অনুমোদিত, কারণ দাসত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের অন্য কোনও উত্স নেই। তাদের কাছে শুধু কুরআন ও মুহাম্মদের কর্ম ও অনুসরণীয় হাদীস রয়েছে। এটি একজন মুসলিমকে অমুসলিম নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ করার এবং যতদিন তারা বেঁচে থাকবে ততদিন যৌনদাসী হিসাবে ব্যবহার করার চিরস্থায়ী অধিকার দেয়। আমি উল্লেখ করতে চাই যে, একমাত্র এই ফতোয়াই পাশ্চাত্যের মুসলমানদের ভণ্ডামি প্রমাণ করে। তারা শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা কালোদের দাসত্বের দিকে ইঙ্গিত করে আফ্রিকান-আমেরিকানদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে। ইসলাম দাসপ্রথাকে নিন্দা করে বলে মুসলমানদের দাবি দাসপ্রথা সম্পর্কে ইসলামের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আপনার চাকরের সাথে যৌন মিলন অনুমোদিত

ইবনে হাজেম রচিত আল-মুহালা গ্রন্থ। আহমদ শাকেরের দার আল-ফিকর কর্তৃক প্রকাশিত: আহমদ শাকেরের রচিত ভলিউম ১১, পৃঃ ২৫১: ... তার মনিব যদি তার সাথে সহবাস করে তবে কোন সমস্যা নেই!
একজন মহিলা একজন মহিলার সাথে যৌন মিলন করছে

আল-জাজেরী রচিত চারটি ইসলামী সম্প্রদায়ের বই, আল-হুদুদের বই, হাতে হস্তমৈথুন অধ্যায়, পৃ. "যদি কোন পুরুষ তার হাতে নুকাহ করে (আক্ষরিক অর্থে তার হাত/হস্তমৈথুন F___), অথবা যদি কোন মহিলা এমন কোন মহিলার সাথে যৌন মিলন করে যাকে সমকামী বলা হয়, তবে সকল পণ্ডিত একমত হবেন যে এর উপর কোন শাস্তি নেই কারণ আনন্দ আংশিক, এমনকি যদি এটি নিষিদ্ধও হয়, তবে অবশ্যই সতর্ক করতে হবে যে যে এটি করছে তাকে সতর্ক করতে হবে এবং তাকে সতর্ক করতে হবে যে ইসলাম এই ধরনের কাজ অপছন্দ করে। এখানে

লক্ষ্য করুন যে, ৪:১৫ অধ্যায়ে একজন নারীর সাথে একজন নারীর থাকার বিষয়ে কুরআনে যা বলা হয়েছে এটি তার বিরুদ্ধে, যেখানে নারীকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চিরতরে কারাগারে থাকতে হবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ অনেক নিয়ম তৈরি করেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে তাঁর আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে ছিল। মুহাম্মদ এমনকি এটি মনে করতে পারেননি, কারণ তিনি একটি পবিত্র গ্রন্থ তৈরি করছিলেন; আর এভাবে গতকাল তিনি যা বলেছেন বা করেছেন তা আজ তিনি যা বলেছেন বা করেছেন তা বাতিল (বিস্মৃত) হয়ে গেছে।

ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ইসলামে অনুমোদিত

ইমাম আল-সারখাসী রচিত আল-মাবসুতের কিতাব, মুদ্রণ বছর ১৯৮৫ প্রকাশক দার তিবা, ভলিউম ৫, অধ্যায় ১০, পৃষ্ঠা ১৫৫: এবং যখন এটি একটি নাবালিকা মেয়ের সাথে যৌন আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তির কথা আসে যা সাধারণত তার খুব অল্প বয়সের কারণে তার প্রতি যৌন আকাঙ্ক্ষা করে না, তখন এটি করা ঠিক আছে যে এমনকি তার শরীরের জন্য স্পর্শ করেও এখনও ব্যক্তিগত অংশে পূর্ণ বলে মনে করা হয় না। আল-মাবসুত আল-সারখাসী, ভলিউম ৯, পৃঃ ৭৫: যদি কোন পুরুষ একটি ছোট মেয়ের সাথে সহবাস করে এবং তাকে তার কুমারীত্ব হারাতে বাধ্য করে, তবে কোন শাস্তি নেই, কারণ সেই কাজটি একটি ছোট মেয়ের জন্য করা হয়েছিল, তাই আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না (সে নারীর মতো আনন্দ দেয় নি)।

দুগ্ধপোষ্য মেয়েকে বিয়ে করা ইসলামে উত্তম

ইমাম আল-সারখাসী রচিত 'আল-মাবসু'তের সংকলন' শীর্ষক গ্রন্থ, ১৫তম খণ্ড, পৃঃ ১০৯: ... যদি পুরুষটি বিবাহের মতো এটি থেকে উপকৃত হয় তবে বিবাহটি সঠিক হওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট কারণ হবে, একইভাবে, যেন তিনি একটি শিশুকে বিয়ে করেছেন। ইমাম খোমেইনী রচিত তাহের আল-ওয়াসেলাহর কিতাব, পৃঃ ২৪১, প্রশ্ন ১১/১২: ... আপনি একটি শিশুর সাথে সব ধরনের যৌন সম্পর্ক করতে পারেন, তবে সহবাস ছাড়াই, যেমন আলিঙ্গন বা স্পর্শ বা চুম্বন, এবং যদি কোনও মুসলিম নয় বছরের কম বয়সী কোনও মেয়ের সাথে যৌন-মিলন করে তবে সেই কারণে কোনও শাস্তি নেই। হারুন ইয়াহইয়ার উত্তরে www.harunyahya.com হারুন সাহেব কুরআন সম্পর্কে অনেক দাবী করেছেন। আমি দেখাবো কিভাবে প্রত্যেকটি মিথ্যা এবং জনাব হারুনের মিথ্যা দাবী ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারণার জন্য

ব্যবহৃত হয়। নিচে তার সাইট থেকে নেয়া কিছু দাবী তুলে ধরা হলো। আমি কুরআনে এই আয়াতগুলোর আসল অর্থ উন্মোচন করব, যা দিয়ে হারুন সাহেব মানুষকে প্রতারিত করার চেষ্টা করছেন। মুসলমানরা যেমন দাবি করে, এটি তাদের ঈশ্বর কীভাবে জানতেন তা সম্পর্কে। যদি তিনি ঈশ্বর না হন, তাহলে তিনি কীভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানবেন?

১. আমরা একটি প্রসারমান মহাবিশ্বে বাস করি

২। আমাদের ওডিসি

৩-এর প্রস্থানের বিন্দু।

৪। শূন্য থেকে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। গ্যাসীয় অবস্থায় মহাবিশ্ব

৫. পারফেক্ট অরবিট

৬। পরমাণু এবং সাবোটমিক কণা

৭ব্ল্যাক হোল: মাইটি ওথ

৮। পালসার

৯। আকর্ষণ এবং গতি

১০. সবগুলোই কক্ষপথে ভাসমান

১১. জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

১২। ১৪০০ বছর আগে ঘোষিত সময়ের আপেক্ষিকতা

১৩। সূর্যও বরাবর চলে।

১৪ ।সূর্য ও চাঁদের মধ্যে পার্থক্য

১৫. চাঁদের কক্ষপথ

১৬। চাঁদের পথে যাত্রা

১৭। আকাশের স্তর, পৃথিবীর স্তর

১৮. ভাল সুরক্ষিত ছাদ

১৯. আকাশে ফিরে এসেছেন

২০। স্বর্গ স্তম্ভ দ্বারা সমর্থিত নয়

২১. বিশ্বের ভূগোলীয় রূপ

২২ দিন ধরে রাতভর গড়াগড়ি খাচ্ছে।

২৩ পৃথিবী ও মহাকাশের ব্যাস

২৪। পৃথিবী ঘুরছে যদিও আমরা এটি সম্পর্কে সচেতন নই

২৫। ঝোড়ো হাওয়া

২৬. মেঘ এবং বৃষ্টির প্রক্রিয়া

২৭. বৃষ্টিতে যথাযথ ব্যবস্থা

২৮। ভূগর্ভস্থ জল এবং জলচক্র

29. সমুদ্রের অন্ধকার এবং সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ তরঙ্গগুলির মধ্যে বাধা
30। পেগ হিসাবে পর্বতমালা
৩১। পৃথিবী পৃষ্ঠের চ্যুতি
৩২। ভূমিকম্পের বার্তা এবং ভারী বোঝা
33. পেট্রোলিয়াম গঠন
34. শ্বসন এবং সালোকসংশ্লেষণ
35. আকাশে ওঠার কষ্ট
৩৬। মানুষ ও দূষণ
৩৭ উদ্ভিদে যৌনতা
38. যে মাটি প্রাণের সাথে সাথে স্পন্দিত হয় এবং ফুলে ওঠে
39. স্ত্রী মৌমাছি, তার নিজের কোষ
৪০ এর নির্মাতা। স্ত্রী মৌমাছির পেট এবং মধুর নিরাময় শক্তি
৪১. দুধের গঠন
৪২। পাখিদের মধ্যে যোগাযোগ
43. স্ত্রী পিঁপড়া এবং প্রাণীদের মধ্যে যোগাযোগ
44. মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি ও পানি থেকে
৪৫। বীর্য একটি যৌগ
46. একটি পঞ্চম সারাংশ এবং শিশুর যৌনতা থেকে সৃষ্টি
47. জরায়ু
৪৮ এর দেয়ালে ঝুলছে। চিবানো মাংসপিণ্ড
৪৯. হাড় গঠন ও মাংস দিয়ে হাড়ের পোশাক
৫০। তিন অন্ধকারে সৃষ্টি
৫১. আঙুলের ডগায় পরিচয়
৫২. ভাষা ও মানুষ
53. নিজেদের মধ্যে নিদর্শন
৫৪. টেলিওলজিকাল কার্যকারণ
55. ইতিহাসের একরৈখিক প্রগতিশীল ধারণার ত্রুটি
56. প্রত্নতত্ত্ব এবং সাবার লোকদের উপর ভিত্তি করে অলৌকিক ঘটনা
57. আদ জাতি ও ইমাম শহর
58. হামান নামের পেছনের রহস্য
৫৯। প্রাচীন মিশর ও ফেরাউনের লাশ
৬০. ওল্ড টেস্টামেন্টে লক্ষণ
61. নিউ টেস্টামেন্টে চিহ্ন

62. বিজয়ী রোমানরা এবং পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্থান
৬৩। পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্থান
৬৪। বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব, বিদ্যুৎ, উপাদানের দ্রুত সংক্রমণ এবং যোগাযোগের নতুন মাধ্যম
65. যারা বিশ্বজগতের শেষকে অস্বীকার করে,
৬৬. বিগ ব্যাং থেকে বিগ ক্রাঞ্চ পর্যন্ত তারার মৃত্যু এবং সূর্য
67. পঙ্গপালের মতো এখন এগুলোই বেশির ভাগ দাবি, অথবা হয়তো সবগুলোই, যা মুসলমানরা নিয়ে এসেছে। সত্য দেখতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য, আমি দুটি উপায়ের একটিতে এগিয়ে যেতে পারি।
1. এই দাবিগুলির প্রত্যেকটির উত্তর দিন, বা
2. কুরআনের ভুলগুলো তুলে ধরুন। আমি মনে করি সবচেয়ে কার্যকর উপায় ত্রুটিগুলি দেখাচ্ছে, কারণ এটি যদি ঈশ্বরের একটি বই হয় তবে এটি নিখুঁত হওয়া উচিত। একই সঙ্গে এসব ত্রুটি দেখিয়ে তাদের করা সব মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচিত হবে। তো চলুন শুরু করা যাক। আমরা কুরআনকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাব। কুরআনের ভুল ক. কুরআন ও বিজ্ঞানের ত্রুটি পৃথিবী ও মহাকাশ বিজ্ঞান
১। জ্যোতির্বিজ্ঞান
২। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান
৩। ভূগোল
৪। ভূতত্ত্ব
৫। জিওফিজিক্স
৬। জীববিজ্ঞান
৭. গণিত
৮। ঔষধ খ. কুরআন ও ঐতিহাসিক ভুল গ. কুরআন ও রূপকথা এই বইয়ে আমি বিষয়গুলোকে খুব জটিল করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব। আমি জানি যে অনেক পাঠকদের জন্য এটি প্রথমবারের মতো এই বিষয় সম্পর্কে পড়া হয়েছে এবং তারা সত্যিই ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানে না। আমি একবারে একটি পদক্ষেপ এগিয়ে যাব।

কুরআন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান, ভূগোল

উত্তরঃ হারুন ইয়াহায়া

প্রথম মুসলিম দাবীঃ 'বোনা' কক্ষপথের আকাশ (নিম্নে মুসলিম যুক্তি তুলে ধরা হলো)

কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত (৫১), ৭: "আকাশের কসম, পথ দ্বারা সজ্জিত; আরবি শব্দ "আলহুবুকি", সূরা আযযারিয়াতের (অধ্যায় ৫১) ৭ নং আয়াতে "পথ দিয়ে সজ্জিত" হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে, "হুবেকে" ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে, যার অর্থ "ঘনিষ্ঠভাবে বুনন করা, বুনন করা, একসাথে বাঁধা। আয়াতে এই শব্দটির ব্যবহার বিশেষভাবে জ্ঞানগর্ভ এবং দুটি দিক থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বর্তমান অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথমটি হল: মহাবিশ্বের কক্ষপথ এবং পথগুলি এত ঘন এবং আন্তঃসংযুক্ত যে তারা কাপড়ের টুকরোতে থ্রেডগুলির মতো ছেদ করা পথ গঠন করে। আমরা যে সৌরজগতে বাস করি তা সূর্য, গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহ এবং উল্কা এবং ধূমকেতুর মতো ধ্রুবক গতিতে স্বর্গীয় বস্তু দ্বারা গঠিত। সৌরজগৎ মিল্কিওয়ে নামে পরিচিত ছায়াপথের মধ্য দিয়ে চলাচল করে, যার মধ্যে ৪০০ বিলিয়ন তারা রয়েছে। ঘন্টায় হাজার হাজার কিলোমিটার বেগে ঘুরতে থাকা মহাজাগতিক বস্তু এবং সিস্টেমগুলি একে অপরের সাথে সংঘর্ষ ছাড়াই মহাকাশের মধ্য দিয়ে চলে। জ্যোতির্বিজ্ঞান নক্ষত্রের অবস্থান এবং কোর্স ম্যাপিংয়ের লক্ষ্যে বিকশিত হয়েছিল, যখন এই জটিল গতিগুলি নির্ধারণ করার জন্য অ্যাস্ট্রোমেকানিক্স তৈরি করা হয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধরে নিতেন যে কক্ষপথগুলি পুরোপুরি গোলাকার। তবে সত্যটি হ'ল স্বর্গীয় দেহগুলি গাণিতিক আকারগুলি অনুসরণ করতে পরিচিত, যেমন গোলাকার, উপবৃত্তাকার, প্যারাবোলিক বা হাইপারবোলিক কক্ষপথ। পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কার্লো রোভেলি বলেছেন, "আমাদের স্থান যেখানে আমরা বাস করি তা কেবল এই অত্যন্ত জটিল স্পিন নেটওয়ার্ক। দ্বিতীয় দিকটি হলো, কোরআনে আকাশের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে "বোনা" শব্দের অর্থ পদার্থবিজ্ঞানের স্ট্রিং থিওরির রেফারেন্স হতে পারে। (আল্লাহ সত্য জানেন)। এই তত্ত্ব অনুসারে, মহাবিশ্বের মৌলিক উপাদানগুলি বিন্দুর মতো কণা নয়, তবে ক্ষুদ্র বেহালার তারগুলির মতো স্ট্রিং। এই ক্ষুদ্র, অভিন্ন এবং একমাত্রিক স্ট্রিংগুলি ফিলামেন্টের আকারে দোলন করে চেহারাতে লুপের মতো বলে মনে করা হয়। ধারণা করা হয় যে মহাবিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের উৎপত্তি এই স্ট্রিংগুলি যেভাবে বিভিন্ন কম্পনে স্পন্দিত হয়, একইভাবে বেহালার স্ট্রিংগুলি বিভিন্ন কম্পনের সাথে বিভিন্ন শব্দ তৈরি করে। সূরা

আয-যারিয়াতের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ যেভাবে মহাবিশ্বকে পথ ও কক্ষপথে বোনা বলে বর্ণনা করেছেন তা প্রমাণ করে যে, কুরআন বিজ্ঞানের সাথে অসাধারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যান্য অনেক দৃষ্টান্তে দেখা যায়, ১৪০০ বছর আগে কুরআনে অবতীর্ণ সকল তথ্য যেভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে তা অত্যন্ত চিন্তা উদ্রেককারী। কুরআন ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মধ্যে এই নিখুঁত সামঞ্জস্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন আমাদের পালনকর্তার, যিনি এর স্রষ্টা এবং যিনি সব কিছু সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না ? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি খুঁজে পেত। (কুরআন, সূরা আন-নিসা (৪, ৮২)

এই দাবির প্রতি আমার জবাব

১. জনাব হারুনের দাবী "হয়তো!" এর উপর ভিত্তি করে। এবং আমি উদ্ধৃত করছি, "আকাশের কুরআনে "বোনা" শব্দের অর্থ ব্যবহার করে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা পদার্থবিজ্ঞানের স্ট্রিং থিওরির একটি রেফারেন্স হতে পারে। বিজ্ঞান কবে থেকে 'হয়তো' নিয়ে কথা বলছে?

২. পড়তে পড়তে হারুন সাহেব শব্দ পথ দিয়ে একটা গল্প বানিয়ে দিলেন! এটি বিজ্ঞানে পরিণত হয় এবং তারপর কক্ষপথ আবিষ্কারের সাথে সাথে মুহাম্মদ একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন! এসবই 'পথ' শব্দের উপর ভিত্তি করে।

৩. আসল কথা হলো, মুহাম্মদ (সাঃ) পথ শব্দটি ব্যবহার করছেন, কারণ তিনি মনে করেন বালু দিয়ে তৈরি বেহেশতে যাওয়ার রাস্তা আছে। এটি ইসলামিক আরবি অভিধান: লিসান আল আরবের বই: আবু আলফাদেল দ্বারা মুদ্রণ বছর 2003, পৃষ্ঠা 19/20 এ দেখানো হয়েছে: "আলহুবুকি" (হুবিকাহের বহুবচন) শব্দের অর্থ "নক্ষত্রের পথ"। (আল ফারা') বলেন, 'যে আকাশে আলহুবুকি আছে তা হাবক, তা ভাঙা বালির মতোই (এর উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নরম হয়ে যায়), যদি তার উপর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়, তবে তা বাতাসের সাথে চলে।

১. এটা এত স্পষ্ট যে মুহাম্মদ বালুকাময় রাস্তার কথা বলছেন যা আপনাকে আল্লাহর স্বর্গে নিয়ে যাবে।

২. আমরা সহীহ আল বুখারীর হাদিসে পড়ি, বই ৫৮, হাদিস ২২৭, (মূল গ্রন্থ আল-মানা'কেব (আরবি ভাষায়), হাদিস ৩৪৬৭, পৃ. ১৪১০-১৪১২—ইংরেজি অনুবাদ আরবি অনুসরণ করে:

মুহাম্মাদ উড়ন্ত খচ্চরের উপরে চড়ে আল্লাহর কাছে যাচ্ছেন (হাদিস অনুবাদ, সহীহ আল বুখারী, বই ৫৮, হাদিস ২২৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাতের অভিযানের বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন, "আমি যখন আমার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে কেউ আমার কাছে এসে আমার দেহ কেটে এখান থেকে এই জায়গায় কেটে ফেলল। আমি আমার পাশে থাকা আলজারোদকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (নবী) কী বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি বলেন, "এর অর্থ তার গলা থেকে তার পিউবিক অঞ্চলে," বা বলেছিলেন, "থ্রটল ভালভ থেকে তার পিউবিক অঞ্চলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, অতঃপর তিনি আমার অন্তর কেড়ে নিলেন। অতঃপর আমার নিকট ঈমানের একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হল, তিনি আমার অন্তর ধৌত করলেন। অধিকন্তু, আমার হৃদয় বিশ্বাস ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ ছিল এবং এর পরে তিনি এটিকে তার আসল জায়গায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর একটি সাদা জন্তু আমার কাছে আনা হল, যা খচ্চরের চেয়ে খাটো এবং গাধার চেয়ে বড়। এ সম্পর্কে আল-জারোদ জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কি আল বুরাক, আবু হামযা? আমি ইতিবাচক উত্তর দিলাম। অতঃপর নবী প্রকাশ করলেন যে, প্রাণীটির পদক্ষেপ এত বড় যে তা প্রাণীটির দৃষ্টিসীমার মধ্যে দূরতম স্থানে পৌঁছে যায়। আমাকে তার উপর বহন করা হল এবং জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে এর চূড়ায় রওনা হলেন, যতক্ষণ না আমরা সর্বনিম্ন আকাশে পৌঁছলাম। সেখানে তিনি (জিবরাঈল) যখন দরজা খোলার অনুরোধ করলেন, তখন জিজ্ঞেস করা হলো, ওখানে কে আছে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সাথে কে আছে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ইনি মুহাম্মাদ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মাদকে আসতে বলা হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাকে আসার জন্য ডাকা হয়েছিল। কথার পর তারা বলল, 'তাকে স্বাগতম। কী অসাধারণ আগন্তুক!' অতঃপর দরজা খুলে দেয়া হলো, পাশাপাশি আমি প্রথম আকাশে গেলাম, সেখানে আদমকে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম, তাঁকে সালাম দিন। অতঃপর আমি তাকে সালাম দিলাম এবং তিনি আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, 'আপনাকে স্বাগতম হে আন্তরিক পুত্র ও আন্তরিক নবী। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে আরোহণ করলেন। জিবরাঈল (আঃ) দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'ওখানে কে আছে?' জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সাথে কে আছে? জিবরাঈল (আঃ) পাল্টা জবাব দিলেন, ইনি মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, 'আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে?' জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাকে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

অতঃপর তারা বলল, তাকে স্বাগতম করা হয়েছে। কী চমৎকার সফর তাঁর!' এরপর গেট খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর আমি যখন দ্বিতীয় আকাশের উপর দিয়ে গেলাম, তখন আমি ইয়াহইয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-কে দেখলাম। জিবরাঈল আমাকে বললেন, "এরা হলেন যোহন ও ঈসা; আপনার সালাম দিয়ে তাকে সালাম করুন। অতঃপর আমি তাদেরকে সালাম দিলাম এবং উভয়ে আমার সালামের জবাব দিলাম এবং বললাম, হে আন্তরিক ভাই ও আন্তরিক নবী, আপনাকে স্বাগতম। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে তৃতীয় আসমানে আরোহণ করলেন এবং (জিবরাঈল) দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'ওখানে কে?' জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আমি, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সাথে কে আছে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ইনি মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, মুহাম্মাদকে ডাকা হয়েছে?জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাকে আসার জন্য ডাকা হয়েছিল। অতঃপর তারা বলল, তাকে স্বাগতম করা হয়েছে। কী অসাধারণ অতিথি তিনি!' দরজা খুলে গেল এবং তৃতীয় আকাশে উঠে ইউসুফকে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, ইনি ইউসুফ, তাঁকে সালাম দিন। অতঃপর আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি আমাকে পাল্টা সালাম দিলেন এবং তিনি আমাকে বললেন, "আপনাকে স্বাগতম, হে আন্তরিক ভাই ও আন্তরিক নবী। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে চতুর্থ আসমানে আরোহণ করলেন এবং (জিবরাঈল) দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'ওখানে কে?' জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আমি, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সাথে কে আছে? জিবরাঈল (আঃ) পাল্টা জবাব দিলেন, ইনি মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগমন করতে বলা হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাকে আসার জন্য ডাকা হয়েছিল। অতঃপর ফেরেশতারা বললেন, তাকে অভ্যর্থনা জানানো হলো, তিনি কতই না অসাধারণ অতিথি! দরজা খুলে গেলে চতুর্থ আকাশে উঠে ইদরীসকে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, ইনি ইদরীস, তাঁকে সালাম দিন। অতঃপর আমি তাকে সালাম দিলাম এবং তিনি আমাকে পাল্টা সালাম দিলেন এবং বললেন, আপনাকে স্বাগতম হে আন্তরিক ভাই ও আন্তরিক নবী। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আকাশে আরোহণ করলেন এবং (জিবরাঈল) দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'ওখানে কে?' জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আমি, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সাথে কে আছে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ইনি মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগমন করতে বলা হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাকে আসার জন্য ডাকা হয়েছিল। অতঃপর তারা বলল, তাকে স্বাগতম করা

হয়েছে। কী অসাধারণ অতিথি তিনি!' গেট খুলে দেওয়া হলো। অতঃপর আমি যখন পঞ্চম আসমানে গেলাম, যেখানে হারূনকে দেখতে পেলাম, তখন জিবরাঈল আমাকে বললেন, ইনি হারুন, আপনার সালাম দিয়ে তাঁকে সালাম দিন। আমি তাকে সালাম দিলাম এবং তিনি আমাকে সালাম দিলেন এবং বললেন, 'আপনাকে স্বাগতম, আন্তরিক ভাই এবং আন্তরিক নবী। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ করলেন। জিবরাঈল (আঃ) দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'ওখানে কে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আমি, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সাথে কে আছে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ইনি মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, মুহাম্মাদকে ডাকা হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাকে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। অতঃপর তারা বলল, তাকে স্বাগতম করা হয়েছে। কী চমৎকার আগন্তুক তিনি!' গেট খুলে দেওয়া হলো। আমি যখন ষষ্ঠ আসমানে উঠলাম, তখন সেখানে মূসা (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, ইনি মূসা, তাঁকে সালাম দিন। অতঃপর আমি তাকে সালাম দিলাম এবং তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, আপনাকে স্বাগতম, আন্তরিক ভাই ও আন্তরিক নবী। আমি যখন তাকে ছেড়ে দিলাম, তখন মূসা খুব কেঁদে ফেলল। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার দুঃখ কিসের? মূসা (আঃ) বললেন, আমি এটা দেখে কাঁদছি যে, আমার পরে নবী হিসেবে একজন যুবক প্রেরিত হয়েছে, যার অনুসারীরা আমার অনুসারীদের চেয়ে বেশী সংখ্যায় বেহেশতে প্রবেশ করবে। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে গেলেন। জিবরাঈল (আঃ) দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'ওখানে কে?' জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সাথে কে আছে? জিবরাঈল (আঃ) পাল্টা জবাব দিলেন, ইনি মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগমন করতে বলা হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাকে আসার জন্য ডাকা হয়েছিল। অতঃপর বলা হলো, 'তাকে স্বাগতম। কী চমৎকার আগন্তুক তিনি!' অতঃপর আমি যখন সপ্তম আসমানে উঠলাম, তখন সেখানে ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, ইনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম করুন। অতঃপর আমি তাকে সালাম দিলাম এবং তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, আপনাকে স্বাগতম হে আন্তরিক পুত্র ও আন্তরিক নবী। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সুদরাতুল মুনতাহা (আসমানের বড় গাছ, আল্লাহর বৃক্ষ) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দেখুন, এর ফল হাজেরার (মক্কা থেকে খুব বেশি দূরে নয়) মাটির জগের মতো এবং এর পাতাগুলি হাতির শীষের মতো বড় দেখায়।

জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এটি সুদরাতুল মুনতাহা (আল্লাহ বৃক্ষ)। আর চারটি প্রবাহমান নদী ছিল; দুটি নদী নীচে এবং অদৃশ্য ছিল এবং দুটি নদী দৃশ্যমান ছিল। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, এ দুটি নদী কী? তিনি বললেনঃ গুপ্ত নদী দু'টি জান্নাতের নদী এবং দৃশ্যমান নদী হচ্ছে নীল নদ ও ইউফ্রেটিস। অতঃপর আল-বাইতুল মা'মর (আল্লাহর ঘর) আমার কাছে উঠানো হল, এবং একটি পাত্র ভর্তি দ্রাক্ষারস, আরেকটি পূর্ণ দুধ এবং এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ মধু আমার কাছে পান করার জন্য আনা হল। আমি দুধ পান করলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এটি সেই ইসলাম ধর্ম যা আপনি এবং যারা অনুসরণ করেন তারা অনুসরণ করছেন। অতঃপর আমাকে নামাযের আদেশ দেয়া হলো। দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত। যখন আমি ফিরে এলাম, তখন আমি মূসার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ আপনাকে কী করার নির্দেশ দিয়েছেন? আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার আদেশ করা হয়েছে। মূসা (আঃ) এর জবাবে বললেন, আপনার উম্মতীরা দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারে না, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আপনার পূর্বে আমার উম্মতের উপর আল্লাহর নির্দেশ পরীক্ষা করেছি এবং আমি বনী ইসরাঈলের সাথে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাও এবং তোমার অনুসারীদের ফরয লাঘব করার জন্য ছাড় প্রার্থনা কর। ফলে আমি পেছনে চলে গেলাম এবং আল্লাহ আমার জন্য দশ সালাত কমিয়ে দিলেন। এরপর আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম, কিন্তু তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন এবং আমাকে আগের কথামতো কাজ করতে বললেন। অতঃপর আমি আল্লাহর নিকট ফিরে গেলাম এবং তিনি আরো দশটি সালাত (নামায/নামাজ) কমিয়ে দিলেন। যখন আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে এলাম, তখন তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন এবং আমাকে পূর্বের মত কাজ করতে বললেন। আমি আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম এবং তিনি আমাকে দশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। যখন আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে এলাম, তখন তিনি পুনরায় বললেন এবং আমাকে পূর্বের কথামত কাজ করতে বললেন, তখন আমি আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার আদেশ পেলাম। আমি যখন মূসার কাছে ফিরে এলাম, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ আপনাকে কী ব্যবস্থা দিয়েছেন? আমি বললাম, আমাকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, আপনার অনুসারীরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারবে না, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি আপনার সামনে আমার লোকদের অভিজ্ঞতা পেয়েছি এবং আমি ইস্রায়েলের সন্তানদের সাথে যথাসাধ্য করেছি।

অতএব, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও এবং তোমার অনুসারীদের বোঝা হালকা করার জন্য অধিক ছাড় প্রার্থনা কর। আমি বললাম, আমি আমার রবের কাছে অনেক অনুরোধ করেছি যে, আমি যেন লজ্জিত বোধ করি, কিন্তু এখন আমি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। ফলস্বরূপ, যখন আমি চলে গেলাম, তখন আমি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'আমি আমার আদেশ নিশ্চিত করেছি এবং আমার বান্দাদের প্রতিশ্রুতি কমিয়ে দিয়েছি।

• যেমন আমরা এই রূপকথার গল্পে দেখেছি, মুহাম্মদ তার গাধার পিঠে চড়ে বেহেশতের পথে নেমেছিলেন। (প্রাণীটির পদচারণা এত দীর্ঘ ছিল যে এটি প্রাণীটির দৃষ্টিসীমার মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তী বিন্দুতে পৌঁছেছিল। এই প্রাণীটি এত তাড়াতাড়ি স্বর্গে যেতে সক্ষম, কারণ এর পদক্ষেপ এতদূর যায়!

• এমনকি ফেরেশতাও আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য গাধাটিকে ব্যবহার করছেন। "জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে এর চূড়ায় রওয়ানা হলেন, যতক্ষণ না আমরা সর্বনিম্ন আকাশে পৌঁছলাম" মুসলিমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলছে, ততক্ষণ এটা বলা কি বৈজ্ঞানিক যে আমরা গাধার পিঠে চড়ে আকাশে যেতে পারি, নাকি এটি এমন কোনো আবিষ্কার যা এখনো অর্জিত হয়নি? মনে রাখতে হবে, এটা কোনো রূপক গল্প নয়। এটা কি অর্জন করার কথা? মনে রাখতে হবে, এটা কোনো রূপক গল্প নয়। এটাকে আক্ষরিক অর্থেই নিতে হবে!

• মুহাম্মদ যে স্বর্গের কথা বলছেন তা কোনও স্থান নয়, এটি একটি শারীরিক স্বর্গ। এমনকি এটি পৃথিবীর সাথে শারীরিকভাবে সংযুক্ত, কারণ আমরা দেখতে পাই, দুটি নদী রয়েছে যা পার্থিব নদী যা তিনি নাম দিয়েছেন, নীল নদ এবং ইউফ্রেটিস। "চারটি প্রবাহমান নদী ছিল, দুটি নীচে এবং অদৃশ্য এবং দুটি দৃশ্যমান ছিল, আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দুই ধরণের নদী কী? তিনি বললেনঃ গোপন নদী দু'টি জান্নাতের নদী এবং দৃশ্যমান নদী হচ্ছে নীল নদ ও ফোরাত। নীল নদ ও ইউফ্রেটিস নদী আল্লাহর আসমানে ও যমীনে একই সময়ে কি করছে তা কি কোন মুসলমান বলতে পারবে? উত্তর হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের রাস্তা রয়েছে।

• এর মানে হল যে পথটি ভ্রমণের জন্য স্বাভাবিক রাস্তা সম্পর্কে।

• যতক্ষণ আমি এই গল্পটি উল্লেখ করেছি, আমি চাই যে আপনি পঞ্চাশ নামাজ সম্পর্কে একটি নোট নিন এবং কীভাবে মুহাম্মদ মূসার সাহায্যে প্রার্থনার সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে পাঁচ এ পরিবর্তন করেছিলেন। এই গল্পের সবচেয়ে অদ্ভুত অংশ হল, কেন আল্লাহ শুরু থেকে মুহাম্মদকে পাঁচটি সময় দেননি? কেন তিনি প্রথমে

পঞ্চাশ, তারপর চল্লিশ, তারপর দশ এবং তারপর পাঁচজনকে বেছে নিলেন? আল্লাহ কি জানেন না যে, মূসা (আঃ) মুহাম্মদের জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছেন?

• এমনকি মুসাও চেয়েছিলেন মুহাম্মদ যেন শূন্য নামাজ আদায় করতে ফিরে যান!
• আমি আপনাকে মজার অংশটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যেখানে কেউ মুহাম্মদের বুকে বিশ্বাসের একটি থালা (বিশ্বাস) স্থাপন করেছিল, যেমনটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি: "'আমি যখন আমার বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে কেউ আমার কাছে এসে আমার দেহটি কেটে এখান থেকে এই জায়গায় কেটে ফেলল' আমি আলজারোদকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার পাশে কে ছিল, 'তিনি (নবী) কী বোঝাতে চেয়েছেন?' তিনি বললেন, 'এর অর্থ তার গলা থেকে তার পিউবিক এরিয়া পর্যন্ত' বা 'থ্রটল ভালভ থেকে তার পিউবিক এরিয়া পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, অতঃপর তিনি আমার অন্তর কেড়ে নিলেন। অতঃপর আমার নিকট ঈমানের একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হল, তিনি আমার অন্তর ধৌত করলেন। অধিকন্তু, আমার হৃদয় বিশ্বাস ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ ছিল এবং এর পরে তিনি এটিকে তার মূল স্থানে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।
• যদি বিশ্বাসের একটি থালা সম্পর্কে হয়, তবে কেন তিনি তার পিউবিক অঞ্চলে সমস্ত পথ কেটে ফেললেন? দ্রষ্টব্য: এগুলি একাধিক দাবি, তবে আমি সেগুলি একসাথে রাখব এবং এই সমস্ত দাবির উত্তর দেব, কারণ সবগুলি আসলে একটি বিষয়। দ্বিতীয় মুসলিম দাবীঃ
বায়ুমণ্ডলের স্তর সুরক্ষিত ছাদ
আকাশ একটা গম্বুজ বানিয়েছে
ফেরার আকাশ
বায়ুমণ্ডলের স্তর
(নিম্নে মুসলিমদের দাবী তুলে ধরা হলো)
কুরআনের আয়াতসমূহে অবতীর্ণ মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটি সত্য এই যে, আকাশ সাতটি স্তর দ্বারা গঠিত। তিনিই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাঁর মনোযোগ আসমানের দিকে পরিচালিত করেছেন এবং তাকে সাতটি নিয়মিত আকাশে বিন্যস্ত করেছেন। তিনি সব বিষয়ে জ্ঞাত। (কুরআন, ২:২৯) অতঃপর ধোঁয়া উঠলে তিনি আসমানের দিকে ফিরে গেলেন। দু'দিনে তিনি সেগুলোকে সপ্ত আকাশ নির্ধারণ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার নিজস্ব হুকুম নাযিল করলেন। (কুরআন, ৪১:১১-১২) "আকাশ" শব্দটি যা কুরআনের অনেক আয়াতে দেখা যায়, পৃথিবীর উপরের আকাশের পাশাপাশি সমগ্র মহাবিশ্বকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির এই অর্থ

দেওয়া, এটি বোঝা যায় যে পৃথিবীর আকাশ বা বায়ুমণ্ডল সাতটি স্তর দ্বারা গঠিত। আজ, এটি জানা যায় যে বিশ্বের বায়ুমণ্ডল একে অপরের উপরে অবস্থিত বিভিন্ন স্তর নিয়ে গঠিত। রাসায়নিক উপাদান বা বায়ু তাপমাত্রার মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে, তৈরি সংজ্ঞাগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে সাতটি স্তর হিসাবে নির্ধারণ করেছে। "লিমিটেড ফাইন জাল মডেল (এলএফএমএমআইআই)" অনুসারে, বায়ুমণ্ডলের একটি মডেল যা ৪৮ ঘন্টা আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুমান করতে ব্যবহৃত হয়, বায়ুমণ্ডলও ৭ স্তর। আধুনিক ভূতাত্ত্বিক সংজ্ঞা অনুসারে বায়ুমণ্ডলের সাতটি স্তর নিম্নরূপ:

১. ট্রপোস্ফিয়ার

২। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার

৩। মেসোস্ফিয়ার

৪। থার্মোস্ফিয়ার

৫। এক্সোস্ফিয়ার

৬। আয়নোস্ফিয়ার

৭। চৌম্বকমণ্ডল পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক আকাশে তার নিজস্ব হুকুম নাযিল হয়েছে' সূরা ফুসসিলাত (অধ্যায় ৪১), ১২ অধ্যায়। অন্য কথায়, আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি প্রত্যেক আকাশকে তার নিজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সত্যিই, যেমন পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখা যাবে, স্বর্গের প্রত্যেকের নিজস্ব কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, যেমন পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখা যাবে, এই স্তরগুলির প্রত্যেকটির মানব প্রকার এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জীবের উপকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য রয়েছে। প্রতিটি স্তরের একটি নির্দিষ্ট ফাংশন রয়েছে, বৃষ্টি গঠন থেকে শুরু করে ক্ষতিকারক রশ্মি প্রতিরোধ করা, রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলিত করা থেকে শুরু করে উল্কার ক্ষতিকারক প্রভাব এড়ানো পর্যন্ত। নীচের আয়াতগুলি বায়ুমণ্ডলের সাতটি স্তরের আবির্ভাব সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে: তোমরা কি দেখ না কিভাবে তিনি সপ্ত আকাশকে সুবিন্যস্তভাবে সৃষ্টি করেছেন? (কুরআন ৭১:১৫) যিনি সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন সুবিন্যস্তভাবে... (কুরআন ৬৭:৩) বায়ুমণ্ডল কেবল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছাতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, অতিবেগুনী রশ্মি কেবল আংশিকভাবে পৃথিবীতে আসে। উদ্ভিদকে সালোকসংশ্লেষণ করতে এবং অবশেষে সমস্ত জীবন্ত জিনিসের বেঁচে থাকার জন্য এটি সবচেয়ে উপযুক্ত পরিসীমা। এই আয়াতগুলিতে আরবি শব্দ "তিবাকান", ইংরেজিতে "স্তর" হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে যার অর্থ "স্তর, কোনও কিছুর জন্য উপযুক্ত আবরণ বা আচ্ছাদন" এবং এইভাবে উপরের স্তরটি নীচের স্তরের পক্ষে কীভাবে উপযুক্ত তার উপর জোর

দেয়। শব্দটি এখানে বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়: "স্তর"। আয়াতে বর্ণিত আকাশ নিঃসন্দেহে বায়ুমণ্ডুলের সবচেয়ে নিখুঁত অভিব্যক্তি। এটি একটি বিরাট অলৌকিক ব্যাপার যে, এই বিষয়গুলো, যা বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি ছাড়া আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না, তা ১৪০০ বছর আগেই কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত ছাদ

কুরআনে আল্লাহ আকাশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন: আমি আকাশকে করেছি সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু তারা আমার নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (কুরআন ২১:৩২) আকাশের এই বৈশিষ্ট্যটি বিংশ শতাব্দীতে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে: পৃথিবীর চারপাশের বায়ুমণ্ডল জীবনের ধারাবাহিকতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। পৃথিবীর কাছাকাছি আসার সাথে সাথে বড় এবং ছোট অনেক উল্কা ধ্বংস করার সময়, এটি তাদের পৃথিবীতে পতিত হতে এবং জীবন্ত জিনিসগুলির ক্ষতি করতে বাধা দেয়। উপরন্তু, বায়ুমণ্ডল মহাকাশ থেকে আসা আলোক রশ্মিকে ফিল্টার করে যা জীবন্ত জিনিসগুলির জন্য ক্ষতিকারক। বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল এটি কেবল নিরীহ এবং দরকারী রশ্মি-দৃশ্যমান আলো, অতিবেগুনী আলো এবং রেডিও তরঙ্গের কাছাকাছি যেতে দেয়। এই সমস্ত বিকিরণ জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। কাছাকাছি অতিবেগুনী রশ্মি, যা শুধুমাত্র আংশিকভাবে বায়ুমণ্ডল দ্বারা প্রবেশ করা হয়, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ এবং সমস্ত জীবিত প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের বেশিরভাগ সালোকসংশ্লেষণ এবং সমস্ত জীবের বেঁচে থাকার জন্য। সূর্য থেকে নির্গত তীব্র অতিবেগুনী রশ্মির অধিকাংশই বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর দ্বারা ফিল্টার করা হয়। অতিবেগুনী বর্ণালীর শুধুমাত্র একটি সীমিত এবং অপরিহার্য অংশ পৃথিবীতে পৌঁছায়। বায়ুমণ্ডলের প্রতিরক্ষামূলক ফাংশন এখানে শেষ হয় না। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে মহাকাশের হিমশীতল ঠান্ডা থেকেও রক্ষা করে, যা প্রায় -270 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এটি কেবল বায়ুমণ্ডল নয় যা পৃথিবীকে ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে। বায়ুমণ্ডল ছাড়াও, ভ্যান অ্যালেন বেল্ট - পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র দ্বারা সৃষ্ট স্তর - আমাদের গ্রহকে হুমকিস্বরূপ ক্ষতিকারক বিকিরণের বিরুদ্ধে ঢাল হিসাবেও কাজ করে। এই বিকিরণ, যা সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র দ্বারা ক্রমাগত নির্গত হয়, জীবন্ত জিনিসগুলির জন্য মারাত্মক। যদি ভ্যান অ্যালেন বেল্টের অস্তিত্ব না থাকত, তবে সূর্যে ঘন ঘন ঘটে যাওয়া সৌর শিখা নামক শক্তির বিশাল বিস্ফোরণ পৃথিবীর সমস্ত জীবনকে ধ্বংস করে দিত। পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র দ্বারা গঠিত চৌম্বকমণ্ডল স্তরটি মহাজাগতিক বস্তু, ক্ষতিকারক মহাজাগতিক রশ্মি এবং

কণা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য একটি ঢাল হিসাবে কাজ করে। উপরের ছবিতে এই ম্যাগনেটোস্ফিয়ার স্তর, যাকে ভ্যান অ্যালেন বেল্টসও বলা হয়, দেখা যাচ্ছে। পৃথিবী থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার উপরে অবস্থিত এই বেল্টগুলি পৃথিবীর জীবন্ত জিনিসগুলিকে মারাত্মক শক্তি থেকে রক্ষা করে যা অন্যথায় মহাকাশ থেকে এটি পৌঁছাবে। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রমাণ করে যে পৃথিবী একটি বিশেষ উপায়ে সুরক্ষিত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চৌদ্দশত বছর আগেই "আমি আকাশকে সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি" আয়াতে কুরআনে এই সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। ভ্যান অ্যালেন বেল্টের গুরুত্ব সম্পর্কে ডঃ হিউ রস বলেছেন:

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সৌরজগতের যে কোনও গ্রহের মধ্যে পৃথিবীর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। এই বৃহত নিকেল-লোহার কোর আমাদের বিশাল চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য দায়ী। এই চৌম্বকীয় ক্ষেত্র ভ্যান-অ্যালেন বিকিরণ ঢাল তৈরি করে, যা পৃথিবীকে বিকিরণ বোমাবর্ষণ থেকে রক্ষা করে। এই ঢাল না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হতো না। একমাত্র পাথুরে গ্রহ যার চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে বুধ - তবে এর ক্ষেত্রের শক্তি পৃথিবীর চেয়ে 100 গুণ কম। এমনকি আমাদের ভগিনী গ্রহ শুক্রেরও কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। ভ্যান-অ্যালেন বিকিরণ ঢাল পৃথিবীর জন্য অনন্য একটি নকশা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সনাক্ত হওয়া এই বিস্ফোরণগুলির মধ্যে কেবল একটিতে সঞ্চারিত শক্তি 100 বিলিয়ন পারমাণবিক বোমার সমতুল্য বলে গণনা করা হয়েছিল, প্রতিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে হিরোশিমায় ফেলা একটির সমান। বিস্ফোরণের আটান্ন ঘণ্টা পর দেখা যায়, কম্পাসের চৌম্বকীয় সূঁচগুলো অস্বাভাবিক নড়াচড়া প্রদর্শন করে এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে ২৫০ কিলোমিটার উপরে তাপমাত্রা হঠাৎ করে বেড়ে দাঁড়ায় ২৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা বেশিরভাগ মানুষই বায়ুমণ্ডলের প্রতিরক্ষামূলক দিকটি নিয়ে ভাবেন না। তারা প্রায় কখনই চিন্তা করে না যে এই কাঠামোটি বিদ্যমান না থাকলে পৃথিবীটি কেমন জায়গা হবে। উপরের ছবিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় পড়া একটি উল্কা দ্বারা সৃষ্ট একটি দৈত্যাকার গর্তের। যদি বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব না থাকত, তবে লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে পড়ত এবং পৃথিবী একটি বসবাসের অযোগ্য স্থানে পরিণত হত। তবুও, বায়ুমণ্ডলের প্রতিরক্ষামূলক দিকটি জীবন্ত জিনিসগুলিকে নিরাপদে বেঁচে থাকতে দেয়। নিঃসন্দেহে এটা মানুষের হেফাজত এবং কুরআনে ঘোষিত একটি অলৌকিক ঘটনা। সংক্ষেপে, পৃথিবীর উপরে একটি নিখুঁত সিস্টেম কাজ করছে। এটি আমাদের বিশ্বকে ঘিরে রেখেছে এবং বাইরের হুমকির বিরুদ্ধে এটি রক্ষা

করে। শত শত বছর আগে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল একটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে।

আকাশ একটা গম্বুজ বানিয়েছে

তিনিই সেইজন যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা এবং আকাশকে গম্বুজ বানিয়েছেন। তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তার দ্বারা তোমাদের রিজিকের জন্য ফলমূল উৎপন্ন করেন। অতএব তোমরা জেনেশুনে অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ করো না। (কুরআন ২:২২) প্রতি বছর ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে জেমিনিড উল্কাবৃষ্টি তার সর্বোচ্চ তীব্রতায় দেখা যায়। পাশের ছবির ছোট ছোট লাইনগুলি তারার চিহ্ন; লম্বাগুলো উল্কাপিণ্ডের অন্তর্গত। ছবিতে (ওয়েবসাইটে) দেখা ঝরনার উল্কাগুলি প্রতি ঘন্টায় 58 পর্যন্ত ঘনত্বে পড়ে। এখানে আকাশের আরবি শব্দ 'আসসামা বিনান'। "গম্বুজ" বা "সিলিং" এর অর্থের পাশাপাশি এটি বেদুইনদের দ্বারা ব্যবহৃত এক ধরণের তাঁবুর মতো আচ্ছাদনকেও বর্ণনা করে। এখানে তাঁবুর মতো কাঠামোর উল্লেখের মাধ্যমে যা জোর দেওয়া হচ্ছে তা হ'ল বাহ্যিক উপাদানগুলির বিরুদ্ধে সুরক্ষার একটি রূপ। এমনকি যদি আমরা সাধারণত এটি সম্পর্কে অসচেতন থাকি, তবুও বিপুল সংখ্যক উল্কা পৃথিবীতে পড়ে, যেমন তারা অন্যান্য গ্রহের মতো করে। এগুলি অন্যান্য গ্রহে বিশাল গর্ত তৈরি করে তবে পৃথিবীতে কোনও ক্ষতি করে না তার কারণ হ'ল বায়ুমণ্ডল একটি পতনশীল উল্কার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ গড়ে তোলে। উল্কাটি একটি পতনশীল উল্কার যথেষ্ট প্রতিরোধ সহ্য করতে অক্ষম। উল্কা দীর্ঘ সময়ের জন্য এটি সহ্য করতে অক্ষম এবং ঘর্ষণের কারণে জ্বলন থেকে তার বেশিরভাগ ভর হারায়। এই বিপদ, যা অন্যথায় ভয়ানক বিপর্যয় ঘটাতে পারে, বায়ুমণ্ডলের জন্য এইভাবে প্রতিরোধ করা হয়। উপরে উল্লেখিত বায়ুমণ্ডলের রক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আয়াতগুলোর পাশাপাশি নিম্নোক্ত আয়াতে বিশেষ সৃষ্টির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে: তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ নিজ আদেশেই পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন? তিনি আকাশকে আটকে রাখেন, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তা মাটিতে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখেন। আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু, পরম দয়ালু। (কুরআন ২২:৬৫) পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা যে বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষামূলক সম্পত্তি আলোচনা করেছি তা পৃথিবীকে মহাকাশ থেকে রক্ষা করে - অন্য কথায়, বাহ্যিক উপাদান থেকে। উপরোক্ত আয়াতে আকাশের প্রতি "গম্বুজ" শব্দটি উল্লেখ করে আকাশের এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা সম্ভবত আমাদের নবী (সাঃ) এর

সময় জানা ছিল না। ১৪০০ বছর আগে যখন কোনো মহাকাশযান বা দৈত্যাকার টেলিস্কোপ ছিল না, তখন কুরআনে এই তথ্য দেওয়া হয়েছিল, যা প্রমাণ করে যে, কুরআন আমাদের রব সর্বজ্ঞের প্রত্যাদেশ।

বায়ুমণ্ডল এবং সুরক্ষিত ছাদ আমার উত্তর

তিনি দাবী করেন যে, আল্লাহ কিভাবে জানতেন যে আকাশ একটি সুরক্ষিত ছাদ (বায়ুমণ্ডল)। প্রথমেই দেখা যাক কুরআন এ ব্যাপারে কি বলে, তারপর আমরা জানতে পারব এটা কি আসলেই কোন অলৌকিকতা, ভুলের কথা বলছে, নাকি মিথ্যার কথা বলছে মুসলিমরা তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যবহার করে। এখন, ইসলামের অলৌকিকতার দাবি অনুযায়ী সর্বনিম্ন স্বর্গ কোনটি? কুরআন ২১:৩২ বলেছেন: আর আমি আকাশকে বানিয়েছি নিরাপদ ছাদ। অথচ এসব নিদর্শনের পর তারা অকৃতজ্ঞ হয়। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব, আল্লাহ আকাশ রক্ষার কথা বলছেন, পৃথিবী নয়। আমি সহীহ মুসলিম, বই ৪, হাদিস ৯০২ (আরও দেখুন সহীহ আল-বুখারী, বই ৬০, হাদিস ৪৪৩) থেকে এই অংশটি পড়ার সময় আমি আরও স্পষ্ট প্রমাণ সহ প্রমাণ করতে পারি (আরও দেখুন সহীহ আল-বুখারী, বই 60, হাদিস 443) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো জিনদের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করেননি এবং তাদের কাউকে দেখেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কয়েকজন সাথীকে নিয়ে উকাজের বাজারে যাওয়ার নিয়তে বের হলেন। তার কয়েকজন সহযোগী উকাজ বাজারে যাওয়ার নিয়ত করে। যাইহোক, শয়তান এবং স্বর্গ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে বাধা ছিল (গুপ্তচরবৃত্তি দ্বারা), এবং তাদের উপর আগুনের শিখা চালানো হয়েছিল। অতঃপর শয়তানরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং বললঃ তোমাদের কি হয়েছে? তারা বললঃ আমাদের মধ্যে এবং আসমান থেকে সংবাদ আসার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। সহীহ মুসলিম, বই ০০৪, হাদীস ০৯০২, আরবীতে উদ্‌ধৃতাংশ:

১. কুরআনের ৬৭:৫ আয়াতে বলা হয়েছে, নক্ষত্রসমূহ সর্বনিম্ন আকাশে বিদ্যমান। 67:5 – আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং তাদেরকে শয়তানদের জন্য ভাঁওতা বানিয়েছি এবং তাদের জন্য আগুনের শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।

২. আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, জনাব হারুন তার দাবীতে এই আয়াতটি পোস্ট করেননি, বরং এর আগে একটি আয়াত পোস্ট করেছেন? "যিনি সাত আসমানকে

স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন..." (কুরআন ৬৭:৩)। কেন? কারণটি হ'ল তিনি এই সত্যটি পছন্দ করেন না যা তার দাবিকে ধ্বংস করে দেবে।

৩. এ ছাড়া কুরআনের ৬৭:৩ আয়াতে সাতটি স্তরের কথা বলা হয়নি, বরং সাতটি আকাশের কথা বলা হয়েছে। আপনি অন্যান্য মুসলিম অনুবাদ চেক করতে পারেন এবং আপনি অবিলম্বে জনাব হারুন ইয়াহিয়ার প্রতারণা লক্ষ্য করবেন। তিনি আকাশ শব্দটি স্তরে পরিবর্তন করেছেন এবং আমি নিশ্চিত যে আপনি জানেন যে পার্থক্যটি বিশাল।

৪. মুসলমানরা যেমন দাবি করে, যদি এটি বায়ুমণ্ডলকে বর্ণনা করে, তবে এর অর্থ হবে যে আমাদের সমস্ত নক্ষত্র বায়ুমণ্ডলে রয়েছে! বিশেষত, সর্বনিম্ন আকাশে (স্তর) যে আমাদের সমস্ত নক্ষত্র বায়ুমণ্ডলে রয়েছে! বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন আকাশে।

5. বায়ুমণ্ডলের সাতটি স্তর সম্পর্কে কী বলা যায়? সাতজন আছে? এখানে আমরা আবার যাই! তারা এই দাবিতে মিথ্যাও বলেছে। বায়ুমণ্ডলে মাত্র চারটি (4) স্তর রয়েছে। পরে বিস্তারিত জানাবো। নিচের লেখাটি NASA থেকে নেয়া: (12/features/912_liftoff_atm.html) পৃথিবী বাতাসের চাদর দ্বারা বেষ্টিত, যাকে আমরা বায়ুমণ্ডল বলি। এটি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে 600 কিলোমিটার (372 মাইল) কাছাকাছি বা তার বেশি পৌঁছায়।

6. ১. ট্রপোস্ফিয়ার:

ট্রপোমণ্ডল পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে শুরু হয় এবং 8 থেকে 14.5 কিলোমিটার উঁচু (5 থেকে 9 মাইল) প্রসারিত হয়।

২. স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার: স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ট্রপোস্ফিয়ারের ঠিক উপরে শুরু হয় এবং ৫০ কিলোমিটার (৩১ মাইল) উঁচু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ৩. মেসোস্ফিয়ার: মেসোস্ফিয়ার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ঠিক উপরে শুরু হয় এবং ৮৫ কিলোমিটার (৫৩ মাইল) উঁচু পর্যন্ত প্রসারিত। ৪. থার্মোস্ফিয়ার: থার্মোস্ফিয়ারটি মেসোস্ফিয়ারের ঠিক উপরে শুরু হয় এবং 600 কিলোমিটার (372 মাইল) উঁচু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এটা এতই স্পষ্ট যে, মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের মত করে দেখেছে যে, বায়ুমণ্ডল সাতটি স্তর দিয়ে তৈরি! কুরআনের ৬৭:৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি, অতঃপর শয়তানদের জন্য ভাঁওতার বিষয় বানিয়েছি এবং তাদের জন্য আগুনের শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। এটা স্পষ্ট যে, কোনো শয়তান যদি মাটি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে তবে আল্লাহ তাকে নক্ষত্র দিয়ে গুলি করে মারবেন। তাফসীর আল-জালালাইন, কুরআন, আল-মুলক (৬৭): "আমি পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং শয়তানরা যদি শোনার চেষ্টা করে তবে গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য

তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র বানিয়েছি, যেমন আগুনের একটি উল্কা নক্ষত্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, যেমন আগুন থেকে একটি স্পর্শ সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং হয় ঐ জিনকে হত্যা করবে অথবা তাকে পাগল করে তুলবে। নক্ষত্র নিজেই তার অবস্থান থেকে সরে যাবে না; আর আমি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। সহজভাবে, যে শয়তান তার গোপনীয়তার উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার চেষ্টা করবে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এটি সুরক্ষিত ছাদ। হয়তো কেউ কেউ এখনও আমার প্রমাণের সাথে একমত নন। সেক্ষেত্রে আমি বাড়তি প্রমাণ দেখাব। কুরআন 15:16-18: 16 আমরাই আকাশে রাশিচক্রের প্রতীকগুলি স্থাপন করেছি এবং সমস্ত দর্শকদের জন্য তাদের সুশোভিত করেছি। 17উপরন্তু আমি প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে তাদের রক্ষা করব। 18 তবে যে কেউ (শয়তান) লুকোচুরির মাধ্যমে শ্রবণে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে, সে জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা তাড়া করা হয়, যা উজ্জ্বল ও দৃশ্যমান। কুরআন 37:6-7, 10:6 আমি নিচের আকাশকে সৌন্দর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা সুশোভিত করেছি। ৭ এ ছাড়া, আমরা শূকরের মাথাওয়ালা অবাধ্য শয়তানের হাত থেকে নীচের আকাশকে রক্ষা করতাম। 10যে ব্যক্তি অপহরণ করে (আল্লাহর উপর গুপ্তচর) তাকে বাদ দিলে সাথে সাথে তাকে আগুনের তীর দ্বারা তাড়া করা হবে। কুরআন 72:8-9: 8 – অতঃপর আমি আকাশ স্পর্শ করলাম; কিন্তু আমরা দেখেছি এটি কঠোর দেহরক্ষী এবং উজ্জ্বল আগুনে ভরা। 9আর আমরা সেখানে [উঁচু স্থানে] বসে শুনতাম। অতঃপর যে ব্যক্তি শ্রবণকারী, সে তার জন্য অপেক্ষা করছে অগ্নিশিখা দেখে; কুরআন 55:33 বলছে, হে জিন ও মানুষের দল, যদি তোমরা আসমান ও যমীনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে সক্ষম হও, তবে পার হয়ে যাও। আপনি কর্তৃপক্ষ ব্যতীত পাস করবেন না। কুরআনের ৬৭:৫ আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বেহেশতে যাওয়ার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে গুলি করে মারবেন। সর্বোপরি আমরা কুরআন ৫৫:৩৩, আল-জালালাইন, আর-রহমান (৫৫), ৩৩ সম্পর্কিত মুসলিম তাফসীরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি:

হে জিন ও মানুষ, যদি তোমরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিসীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হও, তবে পার হয়ে যাও। তারা যা করতে অক্ষম (জিন ও মানুষ) তার প্রতি চ্যালেঞ্জ করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করা হয়েছে। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ব্যতীত তোমরা পার হতে পারবে না এবং এরূপ কাজ করার ক্ষমতা তোমার নেই। কুরআনের উভয় অধ্যায় থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এর সাথে বায়ুমণ্ডলের কোন সম্পর্ক নেই। আসল কথা হলো, এটা তাদের উপাস্য আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রমাণ করে।

১. এটা স্পষ্ট যে, কুরআন আকাশ রক্ষার কথা বলছে, পৃথিবী নয়।

২. আমরা জানি যে মানুষ আকাশে এবং এমনকি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সীমানার বাইরেও গিয়েছিল। আল্লাহর মিসাইল কোথায় ছিল? আর মজার ব্যাপার হলো, সেখানে যারা গিয়েছিল তারা ছিল কাফের, মুসলমানরা নয়!
৩. কুরআন পৃথিবীর সীমানা ত্যাগ করার জন্য একটি ব্যতিক্রমের কথা বলেছে (আপনি একটি কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অতিক্রম করবেন না)।
৪. এই বিধান আল্লাহ তা'আলা ঈসা ও মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মত তাঁর নবীদেরকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু আমেরিকানদের নয়! এসব বৈজ্ঞানিক তথ্য সত্ত্বেও হারুন সাহেবের দাবি, সবচেয়ে নিচের আকাশ হলো বায়ুমণ্ডল। তাঁর ঈশ্বরের বিজ্ঞান প্রমাণ করে যে, আল্লাহ জানতেন না নক্ষত্রগুলো কোথায় অবস্থিত। তিনি মনে করেন তারা কেবল নীচের আকাশে রয়েছে, যখন বিজ্ঞান প্রমাণ করে যে আমাদের অনেকগুলি ছায়াপথ রয়েছে এবং প্রতিটি একটি আকাশ। একেকটি কোটি কোটি নক্ষত্রে পরিপূর্ণ। কুরআনের ৬৭:৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত করেছি এবং তাদের (তারারাজিকে) শয়তানদের জন্য ভাঁওতা বানিয়েছি এবং তাদের জন্য আগুনের শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।
আল্লাহ কি ছয়, সাত অথবা আট দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন?

নিম্নোক্ত বর্ণনাটি একটি অনুমোদিত হাদীস যা পৃথিবী সৃষ্টির বিবরণ দেয় (সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খন্ড, ২১৫০ পৃষ্ঠা ২১৫০ [আরবি]): রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আল্লাহ শনিবারে মাটি সৃষ্টি করেছেন, রবিবার পাহাড় সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি মঙ্গলবারে মন্দ বস্তু সৃষ্টি করেছেন, বুধবারে আলো সৃষ্টি করেছেন এবং বৃহস্পতিবার চলাচলকারী জন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং শুক্রবার বিকেলে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। শুক্রবার বিকেল থেকে রাতের মাঝামাঝি সময়ে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ সৃষ্ট। হাদীস সংশোধন ও অনুমোদিত আল-আলাবানী, ভলিউম ৪, হাদীস ১৮৩৩; (এছাড়াও আল-মিশকাতের কিতাব, হাদীস ৫৭৩৫, মুখতাসার আল-উলু আল-জাহবির বই, হাদীস ৭৩; এবং কিসমুল মুসফ্রাকের বই, পৃষ্ঠা ৬৬৪): আরবি সংস্করণের জন্য, যান: http://www.alalbany.net/books_view.php?id=1833&search=
ةبـــرتلا&book=সহীহ মুসলমানদের ইংরেজি অনুবাদের জন্য, যান: http://www.qtafsir.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=1243&Itemid=62, or http://tafsir.com/default.asp?sid=7&tid=17982 একই কাহিনী পাওয়া যাবে

'তিবা প্রকাশনা কোম্পানি' থেকে প্রকাশিত তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭ম খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠায়। http://islamport.com/d/1/tfs/1/27/1244.html। হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা ছয়দিনে এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যাই হোক, আমরা উপরের সহীহ মুসলিমের উদ্‌ধৃতিতে পড়েছি যে, তিনি শনিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে কাজ শেষ করেছেন, সৃষ্টির মোট সাত দিন। তারপরও আমরা পৃথিবীর ছয় দিনের সৃষ্টিকে কুরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হতে দেখি, যেমন সূরা ৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ২৫:৫৯, ৩২:৪, ৫০:৩৮ এবং ৫৭:৪। আসুন আমরা কুরআনের ৪১:৯-১২ (মুহাম্মদ পিকথাল অনুবাদ) বিবরণটি পরীক্ষা করে দেখি: 9 বলুন (মুহাম্মদগণ), তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তাঁর সাথে তোমরা সমকক্ষ সাব্যস্ত করছ? তিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। 10তিনি তাতে উহার উপরে উঠে আসা দৃঢ় পাহাড় স্থাপন করলেন এবং তাতে বরকত করলেন এবং তাতে চার দিনে তার রিযিক পরিমাপ করলেন, যা প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে হবে। 11অতঃপর তিনি ধোঁয়া ওঠার সময় আকাশের দিকে ফিরে গেলেন এবং তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় আসো অথবা অলসভাবে এসো। তারা বলল, আমরা এসেছি, বাধ্য হয়ে। 12অতঃপর তিনি তাদের দু'দিনে সপ্ত আকাশ নির্ধারণ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার হুকুম জারি করে দিলেন। অতঃপর আমি আকাশকে প্রদীপ দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং তাকে অলঙঘনীয় করে তুলেছি। এটাই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের মাপকাঠি। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা দু'দিনে মাটি সৃষ্টি করেছেন; চার দিনে গাছপালা, পানি, পাহাড়; আর দু'দিনের মধ্যেই আকাশ। পৃথিবী সৃষ্টি করতে আল্লাহর কত দিন লেগেছিল তা যদি আমরা যোগ করি, তাহলে আমরা ছয় নয়, মোট আট দিন পাই। এটা আমাদের কী বলে? সূরা ৪১:৯-১২ এ সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিবরণ আমি উপরে উল্লেখিত কয়েকটি আয়াতের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক, যেখানে বলা হয়েছে যে সৃষ্টি ছয় দিনে সম্পন্ন হয়েছিল। এটি হাদীসের সাথেও সাংঘর্ষিক, যদিও সৃষ্টির ক্রমানুসারে তা কিছুটা মিলে যায়।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে মুসলমানরা পৃথিবীর বয়স নিয়ে অনেক দাবী করে, এবং আমি তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বলতে শুনেছি যে, কুরআন পৃথিবীর চেয়ে বেশি নির্ভুল, এবং আমি তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বলতে শুনেছি যে, ছয় (৬) দিন সৃষ্টির ক্ষেত্রে কুরআন বাইবেলের চেয়ে বেশি নির্ভুল, কারণ কুরআন জানায় না এই দিনগুলো কত দীর্ঘ। আসল কথা হলো, মুহাম্মদ (সাঃ) বরাবরের মতই মুসলমানদের মিথ্যা বিজ্ঞান উন্মোচন করতে আমাদের সাহায্য করেন। সহীহ আল-বুখারীতে (বই ৫৯, হাদিস ৬৮৮) বলেছেন, "আল্লাহর নবী বলেছেন, 'সময়

তার অস্তিত্ব ও আকৃতি পেয়েছে, যা এখন রয়েছে, যেহেতু আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। মুহাম্মদের কথা থেকে এটা এতটাই স্পষ্ট যে, সৃষ্টির সময়কাল বর্তমানের মতোই। অধিকন্তু, তারা তাদের মিথ্যা দাবী উন্মোচন করে যে ইসলাম কখনই বলেনি যে আল্লাহর সৃষ্টির ছয় দিন আজকের দিনের মতোই, যেমনটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটি হুবহু একই। যাইহোক, বিজ্ঞানের মতে, পৃথিবীর শুরুর দিনগুলি আজকের চেয়ে ছোট ছিল এবং দিন দীর্ঘতর হচ্ছে। দেখুন:http://helios.gsfc.nasa.gov/qa_earth.html#earthslow কিন্তু অন্যদিকে মুহাম্মদ বলেছেন, আল্লাহর জন্য একদিন আমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান, যেমনটি আমরা কুরআন ২২:৪৭ এ দেখতে পাই; "তবুও তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। তবে আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার খেলাপ করেন না। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার কাছে একটি দিন তোমাদের হিসাব গ্রহণের এক হাজার বছরের সমান। সুতরাং যদি সময় কখনো পরিবর্তন না হয়, তবে তা সেই আকারে ছিল যেমনটি মুহাম্মদ উপরের হাদিসে বলেছেন ("সময় তার অস্তিত্ব ও আকৃতি পেয়েছে যা এখন রয়েছে, যেহেতু আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ..."), আল্লাহ তা'আলা তাদের নামকরণ করেছেন আমাদের একই নাম, এবং তিনি তাদের ডেকেছেন দিবস, এটি মুহাম্মদের বাণী এবং তাঁর ঈশ্বরের বাণীতে আরও বৈপরীত্য প্রমাণ করে। সুতরাং তাদের মধ্যে একজন মিথ্যা বলছে যার অর্থ শেষ পর্যন্ত তারা উভয়েই মিথ্যা বলছে, কারণ প্রথম ব্যক্তি (মুহাম্মদ) একটি মিথ্যা বলেছে, সুতরাং আল্লাহ যা বলেছেন তা সবই মিথ্যা কারণ এটি মিথ্যা সাক্ষী (মুহাম্মদ) দ্বারা বলা হয়েছিল।

মুসলিমদের দাবী- মহাকাশ গবেষণা

১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর সোভিয়েত স্যাটেলাইট স্পুটনিকের মাধ্যমে মানবজাতির মহাকাশ অনুসন্ধান ত্বরান্বিত হয়েছিল, যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছেড়ে যাওয়া প্রথম মানুষকে বহন করেছিল: সোভিয়েত মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন। ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই মার্কিন নভোচারী নিল আর্মস্ট্রং প্রথম মানুষ হিসেবে চাঁদে পা রাখেন। বস্তুত কুরআন নাযিল হয়েছে যে, এ ধরনের উন্নয়ন ও সাফল্য একদিন বাস্তবায়িত হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা আগামী দিনে এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেনঃ হে জিন ও মানুষের দল। যদি তোমরা আসমান ও যমীনের সীমানা ভেদ করতে সক্ষম হও, তবে তা ভেদ কর। সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব ব্যতীত তোমরা ভেদ করতে পারবে না। (কুরআন ৫৫:৩৩) আরবি শব্দ সুলতান, এখানে "একটি স্পষ্ট কর্তৃপক্ষ" হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে, এর অন্যান্য অর্থও

রয়েছে: বল, ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব, আধিপত্য, আইন, পথ, অনুমতি, ছুটি দেওয়া, ন্যায়সঙ্গত করা এবং প্রমাণ। সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে উপরের আয়াতটি জোর দেয় যে মানবজাতি পৃথিবী এবং আকাশের গভীরে যেতে সক্ষম হবে, তবে কেবল একটি উচ্চতর শক্তির সাথে। সমস্ত সম্ভাবনায়, এই উচ্চতর শক্তি বিংশ শতাব্দীতে নিযুক্ত উচ্চতর প্রযুক্তি, কারণ এটি বিজ্ঞানীদের এই মহান কীর্তি অর্জন করতে সক্ষম করেছে।

আকাশে উঠছে স্পুটনিক

১৯৫৭ সালে প্রথম স্যাটেলাইট 'স্পুটনিক ১' উৎক্ষেপণ করা হয়। কুরআনের ১৯:৫৭ (সূরা মারইয়াম, ৫৭) আশ্চর্যজনকভাবে উত্থান ও পুনরুত্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তাকে একটি উঁচু স্থানে উন্নীত করলাম। (সূরা মারইয়ামঃ ৫৭) এই আয়াতে "রেফানাহু" শব্দটি "রেফিয়া" ক্রিয়াপদ থেকে উদ্‌ভূত, যার অর্থ "উত্থাপন, উত্তোলন বা উঁচু করা"। অন্যদিকে আয়াতে 'আলীয়্যান' শব্দটি 'মহান' ছাড়াও 'উঁচু, অনেক উঁচু' অর্থ বহন করে। তাই, আমরা যখন এই পদটি নিজে বিবেচনা করি, তখন এর অর্থ "অতি উচ্চ স্থানে উত্থিত হওয়া"। সেদিক থেকে ১৯:৫৭ পদটি ১৯৫৭ সালে মহাকাশযান স্পুটনিক ১ এর আকাশে উৎক্ষেপণের একটি উল্লেখ হতে পারে। (আল্লাহ সত্য জানেন)। কুরআনের ১৯:৫৭ আয়াতে "উচ্চ স্থানে উঠার" কথা বলা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে প্রথম মনুষ্যবিহীন স্যাটেলাইট 'স্পুটনিক ১' উৎক্ষেপণ করা হয়।

আমার উত্তর

অভিযোগ: আল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন মানুষ মহাকাশে যাবে

হারুন সাহেব বলেছেন, 'কুরআনের ১৯:৫৭ আয়াতে 'উচ্চ স্থানে উঠার' কথা বলা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে প্রথম মনুষ্যবিহীন স্যাটেলাইট 'স্পুটনিক-১' উৎক্ষেপণ করা হয়। তিনি ১৯:৫৭ আয়াতকে ১৯৫৭ সালের সাথে তুলনা করেছেন। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে মুসলমানরা ইসলামের পক্ষে প্রমাণ পেতে কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই আমার উত্তর।

১. আয়াতে ইদ্রিস নামক একজন মুসলিম নবীর কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা তাকে বড় করেছি। এটা অতীতের কথা, ভবিষ্যতে নয়। ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে তা করা হয়েছে। ইদ্রেস নবী কি স্যাটেলাইট?

২. তাকে উত্থাপনের কথা বলা আয়াতটি একজন মানুষের কথা বলে, কিন্তু স্পুটনিক ১ একটি উপগ্রহ ছিল! তাহলে কি আল্লাহ তাকে স্যাটেলাইট বলছেন? আচ্ছা আমি হারুন সাহেবকে বলি, আপনার আল্লাহ কি স্যাটেলাইটকে মানুষ মনে করেন? ইউসুফ আলীর অনুবাদ, কুরআন ১৯:৫৬-৫৭: ৫৬ এছাড়াও কিতাবে ইদরীসের কথা উল্লেখ করঃ তিনি ছিলেন সত্যবাদী, (এবং) নবীঃ ৫৭ আর আমি তাঁকে উঠিয়ে তুললাম এক সুউচ্চ স্থানে। তাফসীর ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাকে জান্নাতে উচ্চ স্থানে উন্নীত করেছি।

৩. 'আমরা উত্থাপিত হয়েছি' শব্দটি 29 বারের বেশি প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে কুরআনের ৩:৫৫ আয়াতে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ দেখো! আল্লাহ তাআলা বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে যাব এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে ধরব... জনাব হারুনের যুক্তি ব্যবহার করে তার মানে কি ৩৫৫ = আয়াত ৩:৫৫ এ একটি স্যাটেলাইটও মহাকাশে গিয়েছিল? আর খেয়াল করুন, এই আয়াতটি হারুন সাহেবের জন্য বাছাই করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে কারণ এটি ভবিষ্যতের বিষয়।

৪. ১৯:৫৭ আয়াতের আয়াতটি যদি প্রথমবার পৃথিবী থেকে কোন কিছু বের হওয়ার কথা হয়ে থাকে, তাহলে কুরআনের ৩:৫৫ আয়াতের সাথে কি এই আয়াতের মিল থাকা উচিত নয়?

৫. আরো মজার ব্যাপার হলো, আল্লাহ কি এই আয়াতগুলো এই আয়াতগুলো আদৌ পাঠিয়েছেন? মুহাম্মদের উত্তরাধিকারী উসমান কি তাঁর নির্দেশে এরূপ বাণী করেননি? নাকি আল্লাহ?

৬. উসমান (রাঃ) আয়াতসমূহের ক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করেন। যেমন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম যে আয়াত দেয়া হয়েছিল তা ছিল, 'পড়ুন'। কিন্তু তা কুরআনে আছে, ৯৬ নং সূরায়! কুরআনের আয়াতগুলোকে আল্লাহ বা মুহাম্মদ কখনো সংখ্যা দেননি!

৭. তাহলে এটাই প্রমাণ হবে যে, উসমান ঈশ্বর। ৮. এর উপরে, কুরআন নিজেই স্ববিরোধী, কারণ এটি বলে যে খারাপটি পৃথিবীর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না, যেমন ৫৫:৩৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। মন্দ ব্যক্তি পৃথিবীর অঞ্চল থেকে বাইরে যেতে পারে না, যেমন অধ্যায় 55:33 এ। আমরা যতক্ষণ ৫৫ অধ্যায়ের কথা বলছি, ততক্ষণ আমি এই অধ্যায়ে চাঁদ সম্পর্কে হারুন ইয়াহইয়ার আরেকটি দাবি যুক্ত করতে চাই। কুরআন ৫৫:৩৩, ৩৫, মহসিন খানের অনুবাদ: ৩৩ হে জিন ও মানুষের সমাবেশ! যদি তোমরা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সীমা অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখো, তবে [তাহাদের] অতিক্রম কর। কিন্তু [আল্লাহর পক্ষ থেকে] কর্তৃত্ব ব্যতীত আপনি কখনই তাদের অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন না। 35তোমাদের

উভয়ের বিরুদ্ধে আগুনের তাপ ও পিতলের ঝলকানি পাঠানো হবে, তাহলে তোমরা পালাতে পারবে না। যেমন আমরা একই অধ্যায়ে দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ বলছেন যে তোমরা উভয়ের (মানুষ ও জিন) বিরুদ্ধে তাঁর আগুন থেকে পালাতে বা মুক্ত হতে পারবে না। তাহলে আমরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে বের হব কিভাবে, যদি আল্লাহ আমাদের গুলি করেন? তিনি কি খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেননি যে আপনি পালাতে পারবেন না?

আমি অবশ্যই উল্লেখ করতে ভুলব না যে যারা আকাশে গিয়েছিল তারা ছিল তারা ছিল যারা অবশ্যই ইসলাম দ্বারা খারাপ হিসাবে বিবেচিত হবে, কারণ তারা কাফের (রাশিয়ান, আমেরিকান এবং চীনা)। এটি কোনও অলৌকিক ঘটনা নয় কারণ মুসলমানরা এটিকে দেখতে চেষ্টা করে। এটা উল্টো, এবং একটি বড় ভুল। আল্লাহর দাবি সত্ত্বেও মানুষ এরই মধ্যে মহাকাশে যেতে সক্ষম হয়েছে। আর এখন যারা তার অনুসারী তারা মিথ্যা দাবি করে ভুলকে আরও বাড়িয়ে তোলে। --

হারুনের দাবি

চন্দ্র ভ্রমণ কুরআন 84:18-20:

আর [আমি শপথ করছি] যখন চাঁদ পূর্ণ হবে, তখন তুমি পর্যায়ক্রমে উপরে উঠবে! তাদের কি হল যে, তারা ঈমানী নয়? চাঁদের কথা উল্লেখ করার পর উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে বলা হয়েছে যে, মানুষ পর্যায়ক্রমে ধাপে উপরে উঠবে। তারকাবুন্না শব্দটি ক্রিয়াপদ রাকিবা (আরোহণ করা, পথে হাঁটা, অনুসরণ করা, যাত্রা করা, যাত্রা করা, অংশগ্রহণ করা বা শাসন করা) থেকে এসেছে। এই অর্থগুলির আলোকে, খুব সম্ভবত "আপনি পর্যায়ক্রমে উপরে উঠবেন" অভিব্যক্তিটি আরোহণের জন্য একটি যানবাহনকে বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে, মহাকাশচারীদের মহাকাশযান একে একে বায়ুমণ্ডলের প্রতিটি স্তরের মধ্য দিয়ে যায় এবং তারপরে চাঁদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যেতে শুরু করে। এইভাবে, পৃথক স্তরগুলির মধ্য দিয়ে সরে চাঁদে পৌঁছানো হয়। উপরন্তু, সূরা আল-ইনশিকাক ১৮-এ চাঁদের শপথ এই গুরুত্বকে আরও জোরদার করে, যার অর্থ এই আয়াতটি মানবজাতির চাঁদে ভ্রমণের একটি চিহ্ন হতে পারে। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

(মুসলিম দাবীর সমাপ্তি) ---

আমার উত্তর

আসুন আমরা দাবির শেষ থেকে পড়ি এবং আপনি দেখতে পাবেন যে এটি কতটা মিথ্যা। হারুন সাহেব বললেন; "ভাল একটি লক্ষণ হতে পারে," তাই এই হতে পারে

বিজ্ঞান! হারূন এই আয়াতগুলোর এই অনুবাদ ব্যবহার করে এটাকে তার দাবীর সাথে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তার অনুবাদও প্রমাণ করে যে দাবীটি মিথ্যা। কিভাবে? কুরআনের ৮৪:১৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তুমি পর্যায়ক্রমে উপরে উঠবে। আসুন আমরা এই আয়াতের আল-জালালাইন তাফসীর (ব্যাখ্যা) পাঠ করি: আপনাকে পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে পুনর্গঠন করা হবে, রাষ্ট্রের পর অবস্থা, যথা, মৃত্যু, পরকাল, তারপর কিয়ামতের সময় রাষ্ট্রগুলির পরে যা আসবে। • যদি আমরা কুরআনের সমস্ত ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করি, তবে তারা সকলেই আল-জালালাইন যেমন বলেছেন তেমন একই কথা বলবে। আজ মুসলমানরা এই দাবী কোথা থেকে পেল? যারা আরবি ভাষায় কথা বলে না তাদের বিভ্রান্ত করার এটা একটা প্রতারণার খেলা মাত্র! প্রথমত, এটি বলছে "আপনি রাষ্ট্রের পরে রাজ্যে যান। এটা পরকালে আল্লাহর বেহেশতের কথা। এটা স্বর্গে যাওয়ার অঙ্গীকার। প্রকৃতপক্ষে, এটি সাত আসমান সম্পর্কে কুরআনের 67: 3 এর অনুরূপ, যেখানে মুহাম্মদ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে আল্লাহর আসমান সাত তলা রয়েছে। পুরো অধ্যায়টি পড়ুন এবং আপনি দেখতে পাবেন যে আল্লাহ আপনাকে সতর্ক করছেন। ঈমান আনুন এবং আপনি জান্নাতে যাবেন, কিন্তু যদি তা না হয় তবে আল্লাহ আপনাকে শাস্তি দেবেন। এর সঙ্গে চাঁদে যাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। ঠিক আছে, তর্কের খাতিরে আমরা জনাব হারুনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সাথে একমত হব, কিন্তু এটা যদি চাঁদে যাওয়া নিয়ে হয় তাহলে আমাদের একটা বড় সমস্যা আছে। পরের অধ্যায়ে স্বর্গে যাওয়া এবং নরকে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখন আমরা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি যেখানে আল্লাহ ভুল করছেন এবং জনাব হারুন ঠিকই বলেছেন! এবার আসুন কুরআনের ৮৪:১-২০ (ইবনে কাসীরের ব্যাখ্যা) দিকে তাকাইঃ ১ যখন আকাশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, (সকল মুসলমান একমত যে, এই দিনটিকে বিচার দিবস হিসেবে উল্লেখ করা হয়), ২ এবং সময় শেষ হলে তার রবের কথা শোনে এবং তার প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করে। 3আর যখন পৃথিবী ছড়িয়ে দেওয়া হবে, তখন তার ভিতরে যা কিছু ছিল তা বের করে দিতে হবে এবং তা শূন্য হয়ে গেল। 5আর তার পালনকর্তার সেবা করে ও তার আনুগত্য করে। 6হে মানুষ, নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হয়ে উঠছ তোমাদের আমলপত্র ও কাজকর্ম দ্বারা, অবশ্যই ফিরে আসবে এবং তোমরা তোমাদের কর্ম দ্বারা তোমাদের পালনকর্তার সাক্ষাৎ লাভ করবে। 7 নিশ্চয়ই সে দুশ্চিন্তামুক্ত বিচার পাবে৷ 8এবং খুশি মনে তার পরিবারের কাছে ফিরে যাবে (সে আবার স্বর্গে তার পরিবার সংগে বাস করবে)। 9যদি যাকে তার পিঠের পিছনে তার রেকর্ড দেওয়া হয় তবে সে তার ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করবে, 11 সে জ্বলন্ত আগুনের ভেতর প্রবেশ করবে এবং তাতে দগ্ধ হবে।

12নিশ্চয়ই তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে খুব সুখে বাস করতে লাগলেন। 13সে মনে করেছিল যে, সে আর আল্লাহর কাছে ফিরে আসবে না। 14 তাই আমি সূর্যাস্তের পর প্রতিজ্ঞা করছি; 15আর রাত্রির দিব্যি এবং এর ভিতরে যা কিছু আছে তা এর অন্ধকারে, ১৬ আর যখন তা পূর্ণ হয়, তখন চাঁদের দিব্যি। 17 তোমরা অবশ্যই এক কাল থেকে অন্য সময়ে ভ্রমণ করবে। 18আর যখনই তাদের উপর কুরআন ঘোষণা করা হয়। তারা মাথা নত করে না। 19 অতএব তুমি তাদের কাছে এক যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট প্রকাশ কর। 20যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও কৃতজ্ঞ প্রতিদান।

তোমরা নিজেরাই দেখুন ইবনে কাসীরের ব্যাখ্যায় (ইবনে কাসীরের ব্যাখ্যা) : http://www.qtafsir.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=1211&Itemid=140 আমি মনে করি ঘোষিত অলৌকিক ঘটনাটি উন্মোচিত হয়েছে, কারণ অধ্যায়টি নিজেকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে। এটি এমন কিছু সম্পর্কে যা বিচারের দিনে ঘটবে। হারুন ইয়াহিয়া এমনভাবে বুঝিয়েছেন যেন চাঁদে যাওয়ার কথা। বিশ্বাস করুন, আমি একশো ভাগ নিশ্চিত যে তারা এই অধ্যায়ের আসল অর্থ জানেন, কিন্তু মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে বিজ্ঞানকে সাবজেক্ট করে ইসলামের মিথ্যা উপস্থাপনার সাথে মিশ্রিত করে সত্যের সাথে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যেতে পারে। এ কারণেই আমি আমার বইটির নাম দিয়েছি আল্লাহর প্রতারণা।

যতক্ষণ আমরা আল্লাহর আকাশকে সম্বোধন করছি, ততক্ষণ আমি এটি সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা করব এবং একই সময়ে, এই দাবির উত্তর দেওয়ার জন্য আরও শক্তিশালী প্রমাণ দেখাব। আল্লাহ তা'আলা আকাশকে মেঝের মতো সৃষ্টি করেছেন; "সাত আসমান কুরআন ১৫:৪৪ এর জন্য সাতটি দরজা রয়েছে, কারণ প্রত্যেকের জন্য তার পাপের কারণে সেই দরজাগুলো বিভক্ত। অর্থাৎ উত্তম মুসলমানগণ উঁচু তলায় এবং উত্তম বেহেশতে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, আল-কায়েদা ৬ তলায় থাকতে পারে, যা সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী। কুরআন ২৩:৮৬:৮৬ আয়াতে আমরা একই জিনিস দেখতে পাই, মুমেনন-আল, نونمؤملا ةروس তিনি সাত আসমানের প্রতিপালক। 1. সুতরাং, সাতটি বিভাগ (স্তর) রয়েছে, তবে সকলেই এখনও স্বর্গ। ২. কুরআন ৬৭:৩ এ আমরা শব্দটি দেখতে পাই (اقابـط, ত্বাকান): তিনিই আকাশকে মেঝের মতো সৃষ্টি করেছেন; সাত আসমান, একটার উপর আরেকটা। উল্লেখ্য, এখানে 'মেঝে' শব্দের অনুবাদ আরবিতে 'তাবাকান'। ৩. আয়াতটি চাঁদে যাওয়ার বিষয়ে নয়, কারণ আল্লাহর আসমান চাঁদে নেই। ৪. (সহীহ বুখারী, ৫৮, হাদীস ২২৭) মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে ২২৫ পৃষ্ঠায় সাত আসমানে গমন করার কথা পড়ুন এবং আপনি দেখতে পাবেন

যে, এই আসমানের প্রত্যেকটিতে প্রহরী সহ একটি করে দরজা রয়েছে। ৫. কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, "জনাব হারুন ইয়াহইয়া অনূদিত আয়াতে (কুরআন ৮৪:১৮-২০) আল্লাহ চাঁদের নামে শপথ করলেন কেন? ৬. এর উত্তর হলো, আল্লাহ কসম খেয়ে বলেছেন, যখন চাঁদ পূর্ণ হবে তখন তুমি জীবনের পর আসমানে যাবে। মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। আল্লাহ শুধু চাঁদের কসম খেতেন না, পূর্ণিমার শপথ করতেন, যেমনটা হারুনের অনুবাদে বলা হয়েছে। আমার নয়। "আর আমি শপথ করে বলছি, চাঁদ যখন পূর্ণ হবে, তখন তুমি পর্যায়ক্রমে উপরে উঠবে। ৭. পরকালের জন্য চাঁদ পূর্ণ হলে এমনটা ঘটবে, কারণ যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'চাঁদ পূর্ণ হলে আমরা সেখানে যেতে পারব না'। এটা কি ওয়ান টাইম ট্রিপ এবং আর কখনও না, নাকি চাঁদ পূর্ণ হওয়ার তারিখ সম্পর্কে! এটি কি ওয়ান টাইম ট্রিপ এবং আর কখনও নয়, বা এই ট্রিপগুলি কখন শুরু হবে তার তারিখগুলি সম্পর্কে? নিশ্চয়ই মুসলমানরা বলবে, এটা তো শুরু! ৮. আল্লাহ বলেন, চাঁদ পূর্ণ হলে এমনটি ঘটে। যা দাবিটিকে হাস্যকর করে তোলে। 9. প্রথম মহাকাশযান কখন চাঁদে গিয়েছিল? 10. আমরা নাসা থেকে এটি খুঁজে পেতে পারি: লুনা 1, লঞ্চ তারিখ: 1959-01-02। লুনা ১ ছিল চাঁদে পৌঁছানো প্রথম মহাকাশযান এবং সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় আন্তঃগ্রহ স্টেশনগুলির একটি সিরিজের প্রথমটি সফলভাবে চাঁদের দিকে চালু হয়েছিল। 11. ১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারি, যখন এই মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল, তখন পূর্ণিমা ছিল না! ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসের পূর্ণিমা ছিল ২৪ জানুয়ারি। আমরা দেখতে পাই, মহাকাশে যাওয়ার বিষয়ে আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী (যেমনটি তারা দাবি করে), পূর্ণিমার তারিখের সাথে মেলে না!

13. মুসলমানরা বলতে পারে, "ওহ, এটি মানুষের সেখানে যাওয়ার বিষয়, কোনও স্পেসশিপ নয়!" ফাইন। দেখা যাক প্রথম মানুষ কবে চাঁদে গিয়েছিল। এখানে লিঙ্ক: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/apollo11info.html অ্যাপোলো 11 চালু হয়েছে: 16 জুলাই 1969 ইউটি 13:32:00 (09:32:00 এএম ইডিটি) চাঁদে অবতরণ: 20 জুলাই, 1969 ইউটি 20:17:40 (04:17:40 অপরাহ্ন ইডিটি) অবতরণ সাইট: মেরে ট্র্যাঙ্কুইলিটাটিস - প্রশান্তির সমুদ্র (0.67 এন, 23.47 ই) পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন: 24 জুলাই 1969 ইউটি 16:50:35 (12:50:35 অপরাহ্ন ইডিটি) নীল এ আর্মস্ট্রং, কমান্ডার মাইকেল কলিন্স, কমান্ড মডিউল পাইলট এডউইন ই অলড্রিন, জুনিয়র, লুনার মডিউল পাইলট যেমনটি আমরা দেখি, এটি: "চাঁদে অবতরণ: 20 জুলাই," তবে 1969 সালের জুলাইয়ের পূর্ণিমার তারিখটি ছিল 29 জুলাই। আপনি নিজেই একটি চাঁদ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারেন: http://www.webmagician.com/cgi-bin/fullmoon_calc.pl 14. আল্লাহ

আবার হেরে গেলেন। সর্বোপরি, মুসলিমদের দাবি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক, যেমনটি আপনি কুরআনের ৫৫:৩৩ এ দেখতে পাবেন: হে জিন ও মানুষের দল, যদি তোমরা আসমান ও যমীনের সীমানা অতিক্রম করতে সক্ষম হও, তবে পার হয়ে যাও! কর্তৃত্ব ব্যতীত আপনি পাস করবেন না। আমরা ইসলামী পণ্ডিতদের দ্বারা ব্যাখ্যায় এটি নিশ্চিত করতে দেখি, তাফসীর আল-জালালাইন, কুরআন 55:33 এর জন্য: "হে জিন ও মানুষ, যদি তোমরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিসীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হও, তবে অতিক্রম কর। তারা (জিন ও মানুষ) যা করতে অক্ষম সে বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক একটি চ্যালেঞ্জ। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ব্যতীত তোমরা পার হতে পারবে না এবং এরূপ কাজ করার ক্ষমতা তোমার নেই। যথারীতি যারা আল্লাহকে মারধর করে তারাই কাফের। বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলমানরা বিমান তৈরি করতে পারে না। তাদের কাছে শুধু উড়ন্ত গালিচা আছে যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা এতটাই পরিষ্কার যে, মুহাম্মদ (সা.) এবং তার মিথ্যা ঈশ্বর কখনো ভাবেননি যে মানুষ কখনো চাঁদে যাবে। আমরা যদি মুহাম্মদকে তার কুরআন পুনরায় লিখতে বলতে পারতাম, তিনি আল্লাহর নবী হিসাবে নীল এ আর্মস্ট্রংয়ের নাম যুক্ত করতেন!

মুসলিমদের দাবী

আমি একই সময়ে দুটি দাবি উপস্থাপন করব কারণ তারা উভয়ই একই বিষয়কে সম্বোধন করে। (নিম্নে মুসলিমদের দাবী তুলে ধরা হলো) দাবি # ১

পৃথিবীর ভূগোলক আকৃতি ও সূর্যকেন্দ্রিক ব্যবস্থা

অতঃপর তিনি পৃথিবীকে মসৃণ করে দিলেন। (কুরআন, ৭৯:৩০) উপরোক্ত আয়াতে মূল আরবীতে "দাহা" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি "মসৃণ আউট" হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে, "ডাহভ" শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ "ছড়িয়ে দেওয়া"। যদিও "দাহভ" শব্দটির অর্থ আচ্ছাদন করা বা সেট আউট করা, ক্রিয়াটির অর্থ কেবল একটি গদ্যময় সেটিংয়ের চেয়ে বেশি, কারণ এটি একটি বৃত্তে সেট আউট করার বর্ণনা দেয়। গোলাকার ধারণাটি "ডাহভ" থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য শব্দেও উপস্থিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, "ডিএইচভি" শব্দটি বাচ্চাদের মাটির একটি গর্তে একটি বল ফেলে দেওয়াকেও বোঝায়, গর্তে পাথর নিক্ষেপ করা এবং আখরোট দিয়ে খেলা খেলা। সেই মূল থেকে উদ্ভূত শব্দগুলি উটপাখির বাসা তৈরি করতে, যেখানে এটি শুয়ে থাকতে চলেছে সেখান থেকে পাথর পরিষ্কার করতে, যেখানে এটি তার ডিম দেয় এবং ডিমটি নিজেই ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবী গোলাকার, এমনভাবে একটি ডিমের স্মরণ করিয়ে দেয়। পৃথিবীর সামান্য চ্যাপ্টা গোলাকার আকৃতিটি ভূগোলক হিসাবে পরিচিত। সেই বিন্দু থেকে পৃথিবীর চ্যাপ্টা

গোলাকার আকৃতি ভূগোলক হিসাবে পরিচিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, "দাহা" শব্দের ব্যবহারে আল্লাহ পৃথিবীকে যে আকৃতি দিয়েছেন সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। শত শত বছর ধরে, মানুষ পৃথিবীকে সম্পূর্ণ সমতল বলে কল্পনা করেছে এবং কেবল প্রযুক্তির জন্য সত্যটি শিখেছে। অথচ চৌদ্দশত বছর আগেই কুরআনে এ সত্য নাযিল হয়েছে।
দ্বিতীয় দাবিটি যা এর সাথে যুক্ত তা হ'ল দাবি

2 সূর্যকেন্দ্রিক সিস্টেম

তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সত্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের চারপাশে আবৃত করেন এবং রাত্রিকে আবৃত করেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অধীন করে রেখেছেন, প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য দৌড়ায়। তিনি কি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল নন? (সূরা আয-যুমারঃ ৫) উপরোক্ত আয়াতে পৃথিবীর গতিবিধি "ইউকাওভিরু" শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, যা মূল ক্রিয়া "তাকভির" থেকে এসেছে, যার অর্থ "গোলাকার দেহকে ঢেকে রাখা", যেভাবে পৃথিবীর ঘূর্ণন পাগড়ির বাঁকের মতো রাত ও দিনের জন্ম দেয়। পৃথিবীর গোলাকার আকৃতি ছাড়াও, শব্দটি সূর্যের চারপাশে তার চলাচলের সবচেয়ে সঠিক অভিব্যক্তি। পৃথিবীর গোলাকার আকৃতি এবং সূর্যের চারদিকে তার চলাচলের কারণে, সূর্য সর্বদা পৃথিবীর এক দিককে আলোকিত করে এবং অন্যটি অন্ধকারে থাকে। ছায়ায় ঢাকা দিকটি রাতের অন্ধকারে ঢেকে যায়, সূর্য ওঠার সময় দিনের উজ্জ্বলতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। সূরা ইয়া সিনে সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থান নিম্নরূপ প্রকাশ পায়ঃ আর সূর্য তার বিশ্রামের স্থানের দিকে ধাবিত হয়। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর হুকুম। আর আমরা চাঁদের জন্য পর্যায়ক্রম নির্ধারণ করে দিয়েছি, যতক্ষণ না তা একটি পুরানো খেজুর গাছের মতো দেখায়। সূর্যের পক্ষে চাঁদকে ছাড়িয়ে যাওয়া নয়, রাত্রির জন্য দিনকে ছাড়িয়ে যাওয়া নয়; একেকজন একেকটা গোলকের মধ্যে সাঁতার কাটছে। (সূরা ইয়া সিন, ৩৮-৪০) সূরা ইয়া সিনের ৪০ নং আয়াতে সূর্য ও চন্দ্রের গতিবিধি আরবি শব্দ "ইয়াসবাহুনা" দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ "প্রবাহিত, অতিক্রম করা বা সাঁতার কাটা"। এই শব্দটি তাদের নিজের দ্বারা সঞ্চালিত একটি কর্ম বোঝায়। এই ক্রিয়া অনুসারে অভিনয় করা কেউ অন্য কারও হস্তক্ষেপ ছাড়াই একা এটি সম্পাদন করে চলেছে। সুতরাং উপরের আয়াতগুলি মহাবিশ্বে সূর্যের স্বাধীন গতির কথা উল্লেখ করতে পারে, যা অন্য কোনও স্বর্গীয় দেহ থেকে স্বতন্ত্র। (আল্লাহ সত্য জানেন)। সূর্যের গতিবিধি নিজ চোখে দেখা বা অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সূর্যকে নিজের চোখে ব্যবহার করেই সেই গতিবিধি নির্ণয় করা সম্ভব। বিশেষ প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ব্যবহার করে কেবল সেই

আন্দোলন নির্ধারণ করা সম্ভব। সূরা ইয়া সিনের ৩৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, প্রতি ২৬ দিনে একবার নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরতে থাকা ছাড়াও সূর্যও তার নিজস্ব গতিপথে চলে। এই আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে সূর্যকে "চাঁদকে অতিক্রম করার" অনুমতি নেই এবং কুরআন এভাবে বলে যে সূর্য এবং চাঁদ একই দেহের চারদিকে ঘোরে না, যেমনটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন। একই সাথে আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে, রাত ও দিনের গতির সাথে সূর্য ও চন্দ্রের গতির কোন সম্পর্ক নেই। (আল্লাহ সত্য জানেন)। ষোড়শ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত ধারণা করা হতো পৃথিবীই মহাবিশ্বের কেন্দ্র। এই দৃশ্যটি গ্রীক শব্দ জিও (পৃথিবী) এবং সেন্ট্রন (কেন্দ্র) থেকে "ভূকেন্দ্রিক মডেল" হিসাবে পরিচিত।

এই বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস ১৫৪৩ সালে তার বই De Revolutionibus Orbium Coelestium (স্বর্গীয় গোলকের বিপ্লবের), যেখানে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কিন্তু ১৬১০ সালে গ্যালিলিও গ্যালিলি কর্তৃক সম্পাদিত একটি টেলিস্কোপ ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণের ফলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। যেহেতু এতদিন ধারণা করা হত যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, তাই তৎকালীন অধিকাংশ পণ্ডিত কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস কেপলারের গ্রহগুলোর গতিবিধি নির্ধারণের মতামত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে সূর্যকেন্দ্রিক মডেলকে নিশ্চিত করে। এই মডেলে, যার নাম হেলিওস (সূর্য) এবং সেন্ট্রন (কেন্দ্র) শব্দ থেকে এসেছে, সূর্য পৃথিবীর পরিবর্তে মহাবিশ্বের কেন্দ্র। অন্যান্য স্বর্গীয় বস্তুও সূর্যের চারদিকে ঘোরে। অথচ এ সবই আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই কুরআনে নাযিল হয়েছে। পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে উল্লেখ করে প্রাচীন গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি শত শত বছর ধরে প্রচলিত মহাবিশ্বের ভূকেন্দ্রিক ধারণার জন্য দায়ী ছিলেন। এ কারণে কুরআন নাযিলের সময় কেউ জানতো না যে, সূর্যের গতিবিধির নিরিখে দিন ও রাতের গঠনের জন্য পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেল সঠিক নয়। বিপরীতে, সমস্ত নক্ষত্র এবং গ্রহগুলি পৃথিবীর চারপাশে ঘূর্ণায়মান হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। সময়ের এই প্রচলিত ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও, কুরআনে এমন অনেক অভিব্যক্তি রয়েছে যা দিন ও রাত সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে একমত : সূর্য এবং তার প্রভাতের উজ্জ্বলতা, এবং চন্দ্র যখন এটি অনুসরণ করে, এবং যেদিন এটি এটি প্রদর্শন করে, এবং রাত্রি যখন এটি গোপন করে (সূরা আশশামস, ১-৪) উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, দিন, সূর্যের উজ্জ্বলতা, পৃথিবীর গতির ফলাফল। এটি সূর্যের গতিবিধি নয় যা পৃথিবীর গতির জন্য দায়ী। রাত ও দিনের জন্য সূর্যের গতি দায়ী নয়। অন্য কথায়, সূর্য রাত

এবং দিনের দিক থেকে অচল। কুরআনের তথ্য এই থিসিসকে খণ্ডন করে যে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য তার চারদিকে ঘোরে। কুরআন সুস্পষ্টভাবে আমাদের প্রতিপালকের উপস্থিতি থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি স্থান ও কালের দ্বারা অবাধ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্যের আরও বেশি উদাহরণ সামনে আসছে। কুরআনের অপর এক আয়াতে এ কথা বলা হয়েছেঃ তাদের কাহিনীসমূহে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এটা কোন আয়াত নয় যা উদ্ভাবিত হয়েছে, বরং পূর্ববর্তী সব কিছুর সত্যায়ন, সবকিছুর ব্যাখ্যা এবং ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (সূরা ইউসুফ আলীঃ ১১১) ১৭৫০-এর দশকের উপরের পাণ্ডুলিপিটি (ওয়েবসাইটে দেখা) মহাবিশ্বের ভূকেন্দ্রিক (পৃথিবীকেন্দ্রিক) মডেল দেখায়। এটি পরিত্যাগ করতে এবং সূর্যকেন্দ্রিক মডেল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে অনেক বছর সময় লেগেছিল।

পৃথিবীর বৃত্তাকার সম্পর্কে আমার উত্তর

প্রথমতঃ কুরআনে পৃথিবী কি গোলাকার? আমরা জনাব হারুন সাহেবের দেয়া আয়াতটি দেখে নিতে পারি, কুরআন ৩৬ (ইয়া সিন) : ৩৮-৪০। আর সূর্য ছুটে যায় তার বিশ্রামের স্থানে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর হুকুম। আর আমি চাঁদের জন্য পর্যায়ক্রম নির্ধারণ করে দিয়েছি, যতক্ষণ না তা একটি পুরানো খেজুর গাছের মতো দেখায়। সূর্যের জন্য চাঁদকে ছাড়িয়ে যাওয়া নয়, রাত্রির জন্য দিনকে ছাড়িয়ে যাওয়া নয়; একেকজন একেকটা গোলকের মধ্যে সাঁতার কাটছে। উপরের আয়াতে একটি সুস্পষ্ট ভুল রয়েছে: সূর্য যায় এবং ঘুমায়। এই আয়াতটি আসলে কী বোঝায় তা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, আমাদের এই আয়াতটি পড়া চালিয়ে যেতে হবে (কুরআন 39: 5): তিনিই সত্যের দ্বারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনে রাতকে গুটিয়ে রাখেন, আর দিনকে গুটিয়ে রাখেন রাতে… মুসলমানদের দাবি, এটি পৃথিবীর গোলতার কথা উল্লেখ করছে। "মোড়ক" শব্দটি দেখুন যা মুসলমানরা তাদের বেশিরভাগ অনুবাদে ব্যবহার করতে পছন্দ করে। রাত ও দিন যদি শারীরিকভাবে না থাকে, তাহলে আমরা কীভাবে তাদের মুড়িয়ে রাখতে পারি? মোড়ানো শব্দটি কেবল এমন কোনও কিছুর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যার শারীরিক আকার রয়েছে। তার উপরে, একটিকে অন্যটির সাথে মোড়াতে সক্ষম হওয়ার জন্য অন্যটির চেয়ে বড় হতে হবে। আমি নিশ্চিত নই যে অন্যটির চেয়ে বড় হতে হবে কিনা যাতে একটিকে অন্যটির সাথে মোড়ানো যায়। আমি নিশ্চিত নই যে আপনি এখনও আমার পয়েন্টটি বুঝতে পেরেছেন কিনা। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনাকে একটি 7 "x 7" বাক্স মোড়াতে হয় তবে আপনার কমপক্ষে 8" x 8" মোড়ানো কাগজের প্রয়োজন হবে। পেইন্ট যে ব্রাশ করা হয় তা

নয়! তাছাড়া দিন ও রাত দুটোই ভৌত বস্তু হলেও তাদের দৈর্ঘ্য সমান নয়! একে অপরকে জড়িয়ে রাখতে পারে না। এটা প্রমাণ করার জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা দিনের পাশাপাশি রাতকেও একটি বস্তু মনে করতেন, আসুন আমরা প্রবাহিত বস্তু পাঠ করি।

দিন ও রাত দৈহিক সৃষ্টি

সহীহ বুখারীর ৫৯ নং বইয়ের ৬৮৮ নং হাদীসে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পর থেকে সময় তার অস্তিত্বের বিন্যাস লাভ করেছে... মুহাম্মদের বাণী হয়তো যথেষ্ট নয়। আসুন দেখি কুরআন এ ব্যাপারে কি বলে (কুরআন ২১:৩৩): তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। এরা প্রত্যেকেই একেকপথে ভাসছে। মুসলমানরা যখন এই আয়াত সম্পর্কে কথা বলে তখন তারা সেই সত্যকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করে যা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে:

• রাত্রি সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে কি? রাতকে কে সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ রাত্রি সৃষ্টি করেন কিন্তু রাত অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নয়, আর অন্ধকার হচ্ছে আলোর অনুপস্থিতি। সুতরাং যতক্ষণ আল্লাহ রাতের পর দিন সৃষ্টি করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দিন সৃষ্টির পূর্বে নূর ছিল? তাছাড়া আলোর সৃষ্টি ছাড়া দিনের সৃষ্টি আর কী? এটি আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক এবং এটি একটি সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ভুল।

• কিন্তু বাইবেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি পুরোপুরি স্পষ্টভাবে আসছে।

ঈশ্বর অন্ধকার সৃষ্টি করেন নি, কারণ এটি তৈরি করার দরকার নেই, এটি কেবল আলোর অনুপস্থিতি যেমন আমরা আদিপুস্তক 1: 1-5: 1 এ দেখি যে ঈশ্বর প্রথমে স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ২ আর পৃথিবী ছিল আকারহীন ও শূন্য; আর অন্ধকার নেমে এসেছে গভীর অন্ধকারের মুখে। আর ঈশ্বরের আত্মা জলের মুখের উপর চলে গেলেন। 3তারপর ঈশ্বর বললেন, "আলো হোক; তাতে আলো হল। 4ঈশ্বর সেই আলো দেখলেন, সেটা ভাল এবং ঈশ্বর সেই আলোকে অন্ধকার থেকে আলাদা করলেন৷ 5আর ঈশ্বর আলোর নাম দিলেন আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত। আর সন্ধ্যা ও সকাল ছিল প্রথম দিন। • উপরের কুরআন ২১:৩৩ আয়াতে লক্ষ্য করুন, আমি "তারা ভাসমান" শব্দটি আন্ডারলাইন করেছি। দয়া করে এটি আবার পড়ুন এবং লক্ষ্য করুন যে "তারা ভাসে" শব্দটি চারটি (রাত + দিন + সূর্য + চাঁদ) বোঝায়। তার মানে আল্লাহ বলছেন, দিন ও রাত, তারাও ভেসে বেড়ায়। এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো, আল্লাহ মনে করেন দিন ও রাতকে ভৌত বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সূর্য ও চাঁদের মতোই! দিন ও রাত কিভাবে হয় তা নিয়ে

সুস্পষ্ট ভুল ও ভুল বোঝাবুঝি। মহসিন খানের অনুবাদ, কুরআন ১৬:১২ পদটি নিম্নরূপ: আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে; আর নক্ষত্রগণ তাঁরই হুকুমের অধীন। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা বোঝে। দিন ও রাত্রি যদি শারীরিকভাবে বিদ্যমান না থাকে, তাহলে তারা কীভাবে বশীভূত হতে পারে? এই মিথ্যা দাবিগুলি প্রকাশ করা কত সহজ। সূর্য ও চন্দ্র দিন ও রাত। তারা একে অপরকে ধরতে পারে না। কুরআন ৩৬:৪০: সূর্যের জন্য চাঁদকে ধরার অনুমতি নেই, দিনের আগে রাতও যেন আসে না এবং তারা প্রত্যেকে একটি কক্ষপথে অবস্থান করছে এবং সাঁতার কাটছে।

১. এখানে খেয়াল করুন, রাত্রি (অন্ধকার) দিনের আগে আসতে পারে না, যখন আসল কথা হলো রাতই আদি পর্যায় এবং দিন সবসময় পরে আসে।

২. যদি এটি সত্যিই সত্য হয় তবে "ধরা" শব্দটি কি শারীরিকভাবে বোঝায়? এটাকে আমরা দু'ভাবে নিতে পারি। একটি। সূর্য, চন্দ্র, দিন, রাত একে অপরকে শারীরিকভাবে ধরতে পারে না।

এর অর্থ হ'ল দিন এবং রাত শারীরিকভাবে একে অপরকে ধরতে পারে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে আমরা এর ঠিক পূর্বে যে আয়াতের কথা বলেছি, যা প্রমাণ করে কুরআন আবার ভুল করেছে। যদি এর অর্থ শারীরিকভাবে না ঘটে তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই গ্রহণ নামক একটি জিনিস ভুলে গেছেন! তিনি হয়তো জানেন না যে গ্রহণের সময় দিন-রাত একই সময়ে মিলিত হয়! ভুলে যাবেন না যে গ্রহণটি চারটি নামের সাথে জড়িত (দিন + রাত + চাঁদ + সূর্য)। B. যদি "তারা ভাসমান" শব্দটি শারীরিকভাবে ধরার সাথে সম্পর্কিত না হয় তবে এর অর্থ হ'ল সূর্য এবং চাঁদ শারীরিকভাবে তৈরি হয়নি এবং এটি আবার ভুল হবে।

১। যেভাবেই হোক, সেখানে একটি বড় ভুল আছে। আল্লাহ কি সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে জানতেন? ইসলামের আল্লাহ (মুহাম্মদ) যা বলেছেন তা খুবই স্পষ্ট। দিন-রাত যেন একে অপরকে ধরতে না পারে, সেজন্য তৈরি করছেন তিনি। গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি সত্য নয়।

২. মনে রাখবেন, যখন গ্রহণ হয়, তখন দিন ও রাত একে অপরকে ধরে ফেলে।

৩. এই কারণেই মুহাম্মদ কুরআন ৫৪:১ আয়াতে বলেছেন যে, বিচারের দিন নিকটবর্তী। চাঁদ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি এই বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন যে এটি একটি গ্রহণ। তিনি ভেবেছিলেন যে চাঁদ বিভক্ত হচ্ছে এবং একটি মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে বিচারের দিন শুরু হয়েছে, এই ভেবে যে গ্রহণ এর একটি চিহ্ন। এ কথা বলে আমরা চাঁদ ভাঙার মিথ্যা কাহিনীসহ কুরআনের আরো কিছু ভুল প্রমাণ করেছি। ফাতেহ আল-বারীর কিতাবে, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬:

"নবী মুহাম্মদ (সাঃ) গ্রহণ শব্দটি ৪০০০ বার বা তারও বেশি উল্লেখ করেছেন। যাইহোক, কুরআনে আল্লাহকে ২,৬৯০ বার উল্লেখ করা হয়েছে, তাই নিঃসন্দেহে একটি গ্রহণ মুহাম্মদের জন্য খুব ভীতিকর। এতটাই ভীতিকর যে, তিনি মুসলমানদের নির্দেশ দিতেন যে, পারলে আল্লাহর ক্রোধ নিবারণের জন্য দাস মুক্ত করে দিতে। এটি নথিভুক্ত করা হয়েছে যে আল্লাহর নবী সূর্যগ্রহণের সময় জনসাধারণকে দাস মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী, বই ১৮, হাদীস ১৬৩) অধিকন্তু, মুহাম্মদ গ্রহণের সময় একটি বিশেষ প্রার্থনা করতেন, কারণ তিনি মনে করতেন যে এটি এমন কিছু যা ঈশ্বর একটি সতর্কতা হিসাবে করছেন, যেমনটি আমরা সহীহ আল-বুখারি, বই 18, হাদিস 158 এ দেখি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অলৌকিকত্বের মধ্যে দুটি অলৌকিক ঘটনা, এবং তারা কারও মৃত্যুর কারণে গ্রহণ করে না তবে আল্লাহ তাদের সাথে তাঁর অনুসারীদের ভয় দেখান। আবার সহীহ মুসলিম, বই ৪, হাদিস ১৯৮৫-এ আমরা পড়ি: ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণ সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করতেন। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করলেন এবং উঠে দাঁড়ালেন এবং তারপর রুকু করলেন। অতঃপর তিনি আবার কুরআন তিলাওয়াত করলেন, কুরআন তিলাওয়াত করলেন এবং উঠে দাঁড়ালেন এবং তারপর রুকু করলেন। অতঃপর তিনি আবার কুরআন তিলাওয়াত করলেন, অন্যদিকে রুকু করলেন। অতঃপর নবী পুনরায় তিলাওয়াত করলেন এবং পুনরায় রুকু করলেন এবং পুনরায় রুকু করলেন এবং পুনরায় রুকু করলেন, অতঃপর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং দ্বিতীয় রুকু করলেন এবং তোমরা যেমন দেখছ তেমনই হলো।

মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিজ্ঞান কেন তাকে গ্রহণ দেখেই প্রার্থনা করতে বাধ্য করেছিল? এটা খুব স্পষ্ট যে মুহাম্মদের কোনও ধারণা ছিল না যে গ্রহণটি কী ছিল। আমি অবাক হই যে মুসলমানরা কেন গ্রহণ করার সময় মুহাম্মদ যা করেছিল তা করে না। আমি দেখতে চাই মুসলিমরা এখন এই চর্চা করুক। তারা এখন জানে যে এটি অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, তাই তারা আর সেই প্রার্থনা করে না! মুসলমানরা তাদের দাবী অব্যাহত রেখেছে কুরআনের ভুলের প্রতি আরো বেশি করে চোখ খুলে দিচ্ছে, যা আমরা আগামী দাবিতে দেখতে পাব।

মুসলমানরা সময়ের আপেক্ষিকতা দাবি করে

বর্তমানে সময়ের আপেক্ষিকতা একটি প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দ্বারা এটি প্রকাশিত হয়েছিল। তখন পর্যন্ত এটা জানা ছিল না যে সময় আপেক্ষিক, বা পরিস্থিতি অনুযায়ী এটি পরিবর্তিত হতে পারে। অথচ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করে এই সত্য প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে সময় ভর এবং বেগের উপর নির্ভরশীল। অথচ কুরআনে সময়ের আপেক্ষিক হওয়ার তথ্য আগেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে! এ বিষয়ে কিছু আয়াত ছিলঃ ... তোমাদের পালনকর্তার কাছে এক দিন গণনায় এক হাজার বছরের সমান। (কুরআন ২২:৪৭) তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমগ্র বিষয়াদি পরিচালনা করেন। অতঃপর তা আবার তাঁর নিকট আরোহণ করবে এমন এক দিনে, যার দৈর্ঘ্য তোমরা পরিমাপ করলে হাজার বছর। (কুরআন ৩২:৫) ফেরেশতা ও রূহ এমন এক দিনে তাঁর কাছে আরোহণ করেন যার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাজার বছর। (কুরআন ৭০:৪) ৬১০ সালে নাযিল হতে যাওয়া কুরআনে সময়ের আপেক্ষিকতার বিষয়টি এত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি যে একটি ঐশী গ্রন্থ তার অধিকতর প্রমাণ।

আমার উত্তর

এটা যদি সময়ের আপেক্ষিকতা প্রমাণ করে, তাহলে এর মানে দাঁড়ায় ইসলাম সৃষ্টির অনেক আগে খ্রিস্টানদের এটা ছিল। এই মুসলমানের নিজের কথার উপর ভিত্তি করে, তিনি তাদের বইয়ের জন্য কোনও কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না যতক্ষণ না এই একই তথ্য অন্যান্য অনেক পুরানো বইয়ে বিদ্যমান ছিল। এটা পরিষ্কার যে মুহাম্মদ আবার বাইবেল কপি করছেন। মুসলমানরা দাবী করে যে, কুরআন সময়ের আপেক্ষিকতার কথা বলে। এটা কি সত্যি? এখানে তার প্রমাণ। 22:47 –তোমাদের পালনকর্তার জন্য তোমরা যে দিন গণনা কর সেভাবে এক হাজার বছরের সমান। এর পরে, মুসলমানরা আপনার জন্য বিজ্ঞানের রেফারেন্স পোস্ট করবে যে কীভাবে সময় পরিবর্তন করা যায়, বা এটি স্থানের সাথে আপেক্ষিকতা। আমি কোনোভাবেই এ বিষয়ে বিজ্ঞান যা বলে তার বিরোধিতা করছি না, বরং এটাও উল্লেখ করছি যে, মুসলমানরা তাদের আয়াতকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ করার চেষ্টায় তাদের আয়াতকে অ-রূপক করে নিজেদেরকে একটি খারাপ ফাঁদে ফেলে। চলুন দেখি কিভাবেঃ

১. প্রথমত, মুহাম্মদ বাইবেল থেকে যে আয়াতগুলো চুরি করেছেন সেগুলো এখানে তুলে ধরা হলোঃ 2 পিতর 3: 8 কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা, এই কঠাটা ভুলে যেয়ো না যে, প্রভুর কাছে এক দিন এক হাজার বছরের সমান এবং এক হাজার বছর এক দিনের সমান৷ গীতসংহিতা ৯০:৪ পদ: "তোমার দৃষ্টিতে এক হাজার বৎসর গতকালের ন্যায়, রাত্রির প্রহরীর ন্যায়। বাইবেল শুধু আমাদের বলে যে কিভাবে ঈশ্বরের জন্য সময় কোন অর্থ রাখে না। এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বরের একটি দিন আছে এবং তাঁর দিন নির্দিষ্ট কোন কিছুর সমান, কারণ তিনি আমাদের প্রভু এবং সময়ের বাইরে। যেমন বাইবেল যোহন 1: 1-3 পদে বলে: 1 শুরুতে শব্দ ছিল, এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, এবং শব্দ ঈশ্বর ছিল। 2 শুরুতে ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও একই কথা হয়েছিল৷ ৩ তাঁর মধ্য দিয়েই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে; এবং তাকে ছাড়া এমন কোনও জিনিস তৈরি হয়নি যা তৈরি করা হয়েছিল। "আদিতে" শব্দগুলি আদিপুস্তক 1: 1 এর মতো একই শব্দ: শুরুতে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন।

এখানে 'শুরু' তাঁর সৃষ্টির সময়ের সূচনাকে নির্দেশ করে। এর আগে সময় ছিল না। বিজ্ঞানও এ ব্যাপারে একমত। একটা কথা বলে রাখি, সময় ছিল না। বিজ্ঞানও এ ব্যাপারে একমত। আমি এটা পরিষ্কার করতে চাই, আমাদের প্রভু আমাদের সময়সীমার বাইরে, এবং তিনি এটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন। সময়ের শুরু তার সৃষ্টির জন্য, তার জন্য নয়।

২. আল্লাহর জন্য একটি দিন যদি আমাদের সময়ের এক হাজার বছরের সমান হয়, তাহলে এর অর্থ হলো আল্লাহ সময় ব্যবস্থার ভেতরেই আছেন।

৩. যতক্ষণ মুসলমানরা আল্লাহর জন্য সময় গণনা করছে, ততক্ষণ এর অর্থ হবে যে সময়ের সূচনার আগে আল্লাহর অস্তিত্ব ছিল না, কারণ তিনি সময় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মনে রাখতে হবে, আমি এটাকে রূপক প্রেক্ষাপট থেকে বের করে আনিনি, মুসলমানরাই নিয়েছি। তারা আর তাদের দাবি পরিবর্তন করতে পারবে না।

৪. তাদের নিজস্ব ধারণা অনুসরণ করে যে তাদের আয়াতগুলি সময়ের আপেক্ষিকতার সাথে সম্পর্কিত, যা অবস্থান পরিবর্তন এবং বস্তুর শারীরিক অস্তিত্বের উপর ভিত্তি করে, এর অর্থ হ'ল আল্লাহ শারীরিকভাবে বিদ্যমান ছিলেন এবং একটি অবস্থানে বিদ্যমান ছিলেন এবং সেখানে সময় খুব ধীরে চলছে!

৫. এর অর্থ এটাও হবে যে, আল্লাহ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের অধীন। এটা কি প্রমাণ করে যে, সে সৃষ্টিকর্তা নয় বরং একটি প্রাণী?

৬. এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যদি আমরা আল্লাহকে পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করি তবে তিনি দ্রুত বৃদ্ধ হবেন এবং তিনি আমাদের মতো ২৪ ঘন্টা দিন পাবেন। তিনি তখন পরীক্ষার অংশ হবেন এবং সময় তার জন্যও পরিবর্তনযোগ্য হবে!
৭. যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে স্বাভাবিক দিন আছে এবং আমাদের দিনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, তার মানে তারও এক মাস এবং এক বছর রয়েছে। তিনি আদিকালের গণ্ডির বাইরে নন।
৮বাইবেল আদিপুস্তক 1: 1 (কেজেভি) বলছে: শুরুতে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।
9. এটা ছিল সময়ের শুরু, যেমন আমরা জানি, যখন ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছিলেন; কিন্তু সেই শুরুর আগে থেকেই তার অস্তিত্ব ছিল। পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ তা'আলা সময়ের সীমার মধ্যেই আছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা হতে পারেন না! আল্লাহ যদি পদার্থবিজ্ঞান বুঝেই থাকেন, তাহলে মুসলমানরা কেন এই বলে যে, 'সপ্ত আসমান' শব্দের অর্থ বায়ুমণ্ডলের সাতটি স্তর? সাত আসমান যদি বায়ুমণ্ডলের স্তর হয়, তাহলে বিজ্ঞান কি বলে যে বায়ুমণ্ডলে গেলে সময় বদলে যায়? তাহলে এটা পরিষ্কার, মুসলমানরা মিথ্যা বলেছে যখন তারা বলেছে যে সাত আসমান বায়ুমণ্ডল! এখন আমি মিথ্যাবাদীদেরকে তাদের নবীর বাণী পাঠ করে আরো মুখোশ উন্মোচন করবো কিভাবে আমি মিথ্যাবাদীদের আরো মুখোশ উন্মোচন করবো তাদের নবীর বাণী পড়ে যে সময় কিভাবে আল্লাহর জন্য কাজ করে।

মুহাম্মদের শিক্ষায় স্পষ্ট ভুল : পৃথিবীতে কত রাত আছে?

সহীহ আল বুখারী, রাতের সালাতের কিতাব, নং ১০৮১, আবু হুরায়রা (অথবা পড়ুন সহীহ আল বুখারী, বই ২১, হাদীস ২৪৬) থেকে বর্ণিত: এ হাদীসটি সঠিক প্রমাণিত। উপরের আরবী আয়াত দিয়ে দেখছি যে, তা সঠিকঃ ১. বুকারী ১/৩৮৪, নং ১০৯৪ (আরবি) ২। মুসনাদে আহম্মদ ২/৪৮৭, নং ১০৩১৮ (আরবি) ৩। সহীহ মুসলিম ১/৫২১, নং ৭৫৮ (আরবি) ৪। আবু দাউদ ২/৩৪, নং ১৩১৫ (আরবি) ৫। আল-তিরম'যী ৫/৫২৬, নং ৩৪৯৮ (আরবি) ৬। ইবনে মাজাহ ১/৪৩৫, নং ১৩৬৬ (আরবি) সহীহ আল-বুখারীর ইংরেজি অনুবাদ, বই ২১, হাদিস ২৪৬: মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "আমাদের মহান রব প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয় সময়ে আমাদের নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন এবং ডেকে বলেন, 'উপস্থিত কেউ আমাকে ডাকবে, যাতে আমি তার সুপারিশের জবাব দিতে পারি? এমন

কোন হাজিরা আছে কি, যে আমার কাছে চাইবে, যাতে সে আমার কাছে যা চায় তা আমি তাকে দিতে পারি? কেউ কি আমার ক্ষমার জন্য সংগ্রাম করে, যাতে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি?

১. এই পৃথিবীতে শেষ "তৃতীয় রাত্রি" কয়টি আছে? আপনি যে কোন মুসলিমকে জিজ্ঞেস করতে পারেন এবং তিনি আপনাকে বলবেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি শহরের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নিজস্ব ওয়াক্ত রয়েছে।

২. রাতের তৃতীয় ভাগে আল্লাহ কিভাবে অবতরণ করবেন?

৩. পরিষ্কার করে বলতে গেলে রাতের তৃতীয় ভাগটা রাত ২টায়।

3. সারা বিশ্বে আমাদের কত রাত 2 টা? ২৪টি টাইম জোন রয়েছে।

৫. তাই আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ২৪ বার অবতরণ করবেন।

৬. আল্লাহ কোথায় নেমে আসেন? সর্বনিম্ন আসমানের দিকে।

৭. এর অর্থ এই যে, আল্লাহ কখনো নেমে আসেননি। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি সর্বদা নিচে থাকেন। রাতের শেষ তৃতীয়াংশ তাকে নিচে নামতে হবে। তাকে চব্বিশ ঘণ্টা নিচে থাকতে হবে!

৮. এই গল্পের একমাত্র উত্তর হল যে ইসলামের মতে পৃথিবী কেবল একটি সময় সেট করে এবং রাতের শেষ এক তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ পৃথিবী সমতল হতে হবে)।

৯. আল্লাহ সময় এখন আর আমাদের সময় থেকে আলাদা নয়, কারণ মনে রাখবেন, মুসলমানরা "সময়ের আপেক্ষিকতা" তে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ আমাদের এত নিকটবর্তী কারণ তিনি শারীরিকভাবে নেমে আসেন। বলা হচ্ছে, আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন? আমরা জানি, মুসলমানরা দাবী করে যে, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির অন্তরে থাকতে পারেন না। এই দাবিটি সাধারণত একটি কারণে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা প্রমাণ করা যে ঈসা মসিহ ঈশ্বর (ঈশ্বর) হতে পারেন না। যতক্ষণ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ভিতরে না থাকেন, ততক্ষণ আল্লাহ কীভাবে তাঁর সাত আসমানের ভিতরে এবং মধ্যবর্তী স্থানে চলাচল করেন, যেমনটি আমরা অতীতের হাদিসে দেখেছি? আবারো পড়া যাক সহীহ আল বুখারী, রাতের সালাতের কিতাব, হাদীস ১০৮১: আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেনঃ আমাদের রব প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন এবং ডেকে বলেন, 'উপস্থিত কেউ আমাকে ডাকে, যাতে আমি তার সুপারিশের উত্তর দিতে পারি? এমন কোন হাজিরা আছে কি, যে আমার কাছে চাইবে, যাতে সে আমার কাছে যা চায় তা আমি তাকে দিতে পারি? কেউ কি আমার ক্ষমার জন্য সংগ্রাম করে, যাতে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি?

১. আল্লাহ তা'আলা দুই স্থানের মধ্যে বিচরণ করেন; ক ও খ

২। A হল সপ্তম (সর্বোচ্চ) স্বর্গ।
৩. খ সর্বনিম্ন স্বর্গ।
৪. তাকে সাত আসমানের মধ্য দিয়ে যেতে হবে অতঃপর সর্বনিম্ন আসমানে অবস্থান করতে হবে।
৫. এর অর্থ এই যে, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির অভ্যন্তরে নেই বলে মুসলমানদের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। সাত আসমানের মাঝখানে সে থাকবে কিভাবে, যদি সে আসমানের ভিতরে না থাকে?

আল্লাহ কি তার পায়ের ভিতরে নাকি পায়ের বাইরে? 68:42: যেদিন আল্লাহ তার শিম নাকচ নাভিশ করেন... আমি মুসলমানদের বহুবার জিজ্ঞেস করেছি, আল্লাহর শিন আছে নাকি পা আছে? তারা উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, সে করে, কিন্তু তার পা আমাদের মতো নয়। ১. যতক্ষণ আল্লাহর একটি পা, হাত, মুখমণ্ডল ও আঙ্গুল থাকবে ততক্ষণ এটি একটি শারীরিক বৈশিষ্ট্য। রূপক নয়। ২. আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ কি তাঁর দেহের ভিতরে আছেন? উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ভেতরে থাকতে পারেন। যদি উত্তর হয়, "না, আল্লাহ তার দেহের অভ্যন্তরে নেই", তাহলে তিনি যদি দেহের বাইরে থাকেন তবে আমরা কীভাবে তাকে তার দেহ বলব? ৩. তার মানে কি আল্লাহ ও তাঁর দেহ পৃথক হয়ে গেছে? এতে আল্লাহ দু'জন ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আল্লাহ রূহ এবং দেহ আল্লাহ। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ! যদি আল্লাহ এক হন এবং দু'জন (দেহ ও আত্মা) এক হয়, তাহলে মুসলিমরা কেন এই তিনটি (পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা) এক হিসেবে মেনে নিতে পারবে না? 5. তাদের জন্য এটা মেনে নেওয়া ভাল যে ঈশ্বর একটি বাস্তব দেহের একটি রূপ আছে, কিন্তু তারা মেনে নিতে পারে না যে ঈশ্বর খ্রীষ্টের মানুষের মধ্যে থাকতে পারেন।

আল্লাহর দেহ ও তাঁর একক সাদৃশ্য

যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির অভ্যন্তরে থাকতে পারবেন না, যদিও আমি ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছি যে এটি মিথ্যা ছিল এবং তাকে অবশ্যই তাঁর পা, হাত, আঙ্গুল এবং মুখমণ্ডলের ভিতরে থাকতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর সংখ্যা বহুগুণে বাড়িয়ে তুলব, ততক্ষণ আমি তর্কের খাতিরে তাদের সাথে একমত হব। এর অর্থ হবে:
১. আল্লাহর দেহ আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টি হতে পারে না, কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টির ভিতরে থাকতে পারেন না।
২. একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি আল্লাহর দেহ সৃষ্টি করেছেন!

৩. আল্লাহর দেহ যদি কারো সৃষ্টি না হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো আল্লাহ নিজেই বিগ ব্যাং!
৪. যাই হোক, আল্লাহর দেহ থাকতে হবে কেন?
৫. যখন তিনি বলেন, "আমার একটি পা আছে," এটি দেখতে বা এটি যে উপাদান থেকে তৈরি তা নির্বিশেষে, এটি এখনও একটি পা! যেহেতু আল্লাহ পা শব্দ দ্বারা এটি বর্ণনা করেছেন, তাই এটি একটি পা। মনে রাখবেন, আল্লাহই সেই ব্যক্তি যিনি কুরআন ২:৩১ অনুসারে এই পৃথিবীর জিনিসগুলির নামকরণ করেছেন: আর তিনি, আল্লাহ, আদমকে শিখিয়েছিলেন সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম।
৬. যতক্ষণ পর্যন্ত এই নামগুলো আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্য তৈরি করেছেন, ততক্ষণ এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেভাবে ব্যবহার করা হয় তার জন্য পা বলছেন, চেহারা নির্বিশেষে। একটি উদাহরণ হিসাবে; গাধার পা পিঁপড়ার পায়ের মতো নয়, তবে কার্যকারিতার কারণে উভয়কেই পা বলা হয়, চেহারা নয়। উভয়কেই কার্যকারিতার কারণে একটি পা বলা হয়, চেহারা নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা একে পা বলেছেন কারণ এটি পা হিসেবে ব্যবহৃত হয়! 7. তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, যদি খ্রীষ্ট ঈশ্বর হতে না পারেন কারণ তাঁর একটি শরীর আছে, বা পা বা হাত আছে, এবং তিনি তাদের ব্যবহার করেছেন, তাহলে কেন ঈশ্বর তাঁর পা দিয়ে চলার জন্য ব্যবহার করছেন? এটা কি মুসলমানদের সমস্যা নয়? আল্লাহ যখন আসমানের মাঝখানে অবস্থান করেন, তখন কি তার পা সাথে রাখেন, না ওখানেই রেখে দেন? পা, মুখ, হাত এবং আঙুল হাতিয়ার। তারা একটি প্রয়োজনের জন্য বিদ্যমান। তারা শারীরিক। যে কোনও শারীরিক শরীর একটি স্থান বা অঞ্চল গ্রহণ করে এবং দখল করে। অর্থঃ
১. আল্লাহর আকার আছে, যার অর্থ তাকে পরিমাপ করা যায়।
২. যদি তার আকার থাকে এবং পরিমাপ করা যায়, তবে এর অর্থ হ'ল সে তার চেয়ে বড় কিছুর চেয়ে ছোট, কারণ আপনি অন্য কোনও কিছুর ভিতরে থাকতে সক্ষম না হয়ে শারীরিক আকারের হতে পারবেন না!
৩. যতক্ষণ আল্লাহ দুই নন, কিন্তু এক, ততক্ষণ তিনি দেহ ও আত্মা। তাহলে সর্বত্র থাকতে হলে তাকে তার শরীর নিয়ে সর্বত্র থাকতে হবে! কিন্তু সেটা অসম্ভব, কারণ যদি তার আকার থাকে, পরিমাপ করা যায় এবং সর্বত্র থাকে, তাহলে আমরা তাকে দেখতে, অনুভব করতে এবং এমনকি তাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হব।
৪. একই সাথে আল্লাহ যদি সর্বত্র বিরাজমান থাকেন এবং তাঁর সৃষ্টির অভ্যন্তরে না থাকেন, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কুরআন আল্লাহর প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল। যাই হোক, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে ঈশ্বর বলে দাবী করে, সে মিথ্যা।

আল্লাহর চেয়ার আসমান ও যমীনের সমান

ফাতেহুল বারী ফে শারেহ এর কিতাব, সহীহ আল-বুখারী, তাওহীদের কিতাব (অধ্যায় ১১২), পৃঃ ৪২৫:

হজরত ইবনে মাসউদ (রহ.) বলেন, 'নিম্ন আকাশ থেকে এর চূড়ায় আসমানের দূরত্ব ৫০০ বছর, যা সপ্তম আসমান পর্যন্ত প্রত্যেকের দূরত্বের সমান। প্রতিটি আকাশের পুরুত্ব ৫০০ বছর, আর সপ্তম আকাশ থেকে আল্লাহর চেয়ারের মধ্যবর্তী স্থান ৫০০ বছর। অধিকন্তু, আল্লাহর চেয়ার থেকে পানির মধ্যবর্তী সময়সীমা ৫০০ বছর, আর তোমরা আল্লাহর সাথে যা করছ সে বিষয়ে কিছুই গোপন থাকে না। পানির পরিমাণ ৫০০ বছর, আর তোমরা আল্লাহর সাথে যা করছ সে বিষয়ে কিছুই গোপন থাকে না। উপরের চিত্র অনুসারে, আমরা নিম্নলিখিত চিত্রটি কল্পনা করতে পারি: যদি চেয়ারটি গোলাকার হয়, তবে এর অর্থ হ'ল স্বয়ং আল্লাহও গোলাকার। আর যতক্ষণ আমরা আল্লাহর চেয়ারে আছি, ততক্ষণ আমরা আল্লাহর চেয়ারটি তাঁর সাথে ভাগাভাগি করে নিচ্ছি! এটা আসলেই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা জানি মুহাম্মদ (সাঃ) সমতল পৃথিবীর কথা বলছিলেন। এছাড়াও কুরআনে আমাদের অনেক অধ্যায় রয়েছে যা স্পষ্ট শব্দ সহকারে বলা হয়েছে, যেমন কুরআনের ৭৯:৩০ এ বলা হয়েছে: অতঃপর তিনি পৃথিবীকে চ্যাপ্টা করে দিলেন। এই সত্যটি বিবেচনা করে, চিত্রটি এইভাবে প্রদর্শিত হবে: সাত আকাশ x 500 বছরের দূরত্ব প্রতিটি = 3500 বছর পরে আমরা মহাকাশের বাইরে থাকব, সাত আকাশ x 500 বছরের দূরত্ব প্রতিটি = 3500 বছর পরে আমরা মহাকাশ থেকে বেরিয়ে যাব, তারপরে জল! এখন আমার সাথে ধৈর্য ধরুন এবং আমরা এর অর্থ কী তা দেখার জন্য কিছু গণনা করব। মুহাম্মদের সময়ে তারা উটের সাহায্যে দিন দিয়ে দূরত্ব মাপত। একটি উটের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৪০ মাইল। আল্লাহর আরশ ও পানির মধ্যবর্তী দূরত্ব ৫০০ বছর, অতএব:

• পানির শীর্ষে 3500 বছরের দূরত্ব + 500 বছর = 4000 বছর এবং আপনি আল্লাহর দর্শন করবেন। • একটি উটের সর্বোচ্চ গতি 40 মাইল প্রতি ঘন্টা x 24 ঘন্টা = 960 মাইল প্রতিদিন।

• মুসলিম চন্দ্র ক্যালেন্ডার 354 দিন x 960 মাইল প্রতি দিন = 339.840 মাইল প্রতি বছর আমরা ভ্রমণ করতে পারি। ৩৩৯.৮৪০ মাইল x ৪০০০ বছর = আল্লাহর কাছে ১৩,৫৯,৩৬০,০০০ মাইল।

• সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব প্রায় 92,935,710 মাইল।

• আল্লাহর কাছে ১৩,৫৯,৩৬০,০০০ মাইল / ৯২,৯৩৫,৭১০ (সূর্য থেকে পৃথিবী) = ১৫

• আল্লাহ ও আমাদের মধ্যকার দূরত্ব সূর্য থেকে ১৫ গুণ দূরত্ব। এবার আসা যাক নিকটতম ছায়াপথের দূরত্ব। শু তার দ্য ফিজিক্যাল ইউনিভার্স: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যাস্ট্রোনমি (ক্যালিফোর্নিয়া: ইউনিভার্সিটি সায়েন্স বুকস, ১৯৮২: ২৯১) গ্রন্থে লিখেছেন, "এই দূরত্বের আধুনিক মান ২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে, যা এটিকে মিল্কিওয়ের সীমানার বাইরে ভালভাবে রাখে। অর্থাৎ অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি থেকে দুই (২) মিলিয়ন আলোকবর্ষ।

• এক বছরের আলোর গতি 5,865,696,000,000 মাইলের সমান।

• এর মানে হল যে পৃথিবী থেকে অ্যান্ড্রোমিডা হয়; 2 আলোকবর্ষ x 5,865,696,000,000 মাইল।

• আবারো প্রমাণ করে ইসলাম মিথ্যা প্রমাণ করে বিজ্ঞানের প্রমাণ থেকে। আসলেই কি প্রতিটি আকাশের মধ্যে ৫০০ বছর, নাকি একাত্তর, বাহাত্তর বা এমনকি তিয়াত্তর বছর? সুনানে আবু দাউদ, বই ৪০, হাদিস ৪৭০৫:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, '... তুমি কি জানো আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কি? তারা উত্তর দিল, 'না। আমরা জানি না। অতঃপর তিনি বললেনঃ তাদের ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্ব একাত্তর, বাহাত্তর বা তিয়াত্তর বছর। এর উপরে যে আকাশ রয়েছে তা তিন বছর পর্যন্ত একই দূরত্বে রয়েছে। এর উপরে যে আকাশ রয়েছে তা সময়ের সমান দূরত্বে রয়েছে, তিনি সমস্ত সাত আসমান গণনা করেছেন। সপ্তম আসমানের উপরে একটি সমুদ্র রয়েছে, যার শীর্ষ ও তলদেশের মধ্যবর্তী দূরত্ব এক আসমান ও নিকটতম আকাশের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান, ঐ আটটি পাহাড়ি ছাগলের উপরে, যার খুর ও কুঁজের মধ্যবর্তী দূরত্ব এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্বের সমান, তাহলে মহান আল্লাহ তার উপরে।

১. এখানে লক্ষ্য করুন মুহাম্মদ নাম্বার চেঞ্জ করেছেন এবং তিনি ওআর ব্যবহার করছেন!

২. আল্লাহ কি তাকে বলেছেন, অথবা? স্বয়ং আল্লাহও নিশ্চিত নন!

৩. "সপ্তম আসমানের উপরে সমুদ্র আছে। সহীহ আল বুখারী, বই ৬০, হাদিস ২৩৬: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, জান্নাতের দুই প্রবেশপথের মধ্যবর্তী দূরত্ব মক্কা ও বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। লক্ষ্য করুন এটি স্পষ্টতই একটি মিথ্যা বিবৃতি, কারণ সিরিয়ার মক্কা এবং বুসরার মধ্যে দূরত্ব মাত্র 821 মাইল (1,321 কিমি)। ফলস্বরূপ, দুটি বিকল্পের মধ্যে একটি রয়েছে:

• স্বর্গের দরজায় যাওয়ার পথটি সমতল ভূমিতে রয়েছে।

• অন্যদিকে, স্বর্গের দরজায় যাওয়ার রাস্তাটি পরবর্তী আকাশে উঠছে, যেমনটি প্রায়শই মুহাম্মদ দ্বারা নির্দেশিত হয় যিনি প্রায়শই "উপরে সুতরাং দিকটি উপরে উঠছে" শব্দগুলি উচ্চারণ করেছিলেন।

• তাহলে কিভাবে ৫০০ বছর লাগবে, যেমনটি তিনি তিরমিযী, হাদীস ৫৭৩৫ এ বলেছেন, অথবা তিয়াত্তর বছর লাগবে, যেমনটি তিনি সুয়ানা আবু দাউদে বলেছেন, বই ৪০, হাদিস ৪৭০৫?

• স্কাই গেটগুলির মধ্যে দূরত্ব 821 মাইল। অতএব, 821 মাইল x 7 স্কাই গেট = 5,747 মাইল মোট উচ্চতা। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ২৩৮,৮৫৪ মাইল (৩,৮৪,৩৯৯ কিমি)। ২৩৮,৮৫৪ মাইল/৫৭৪৭ মাইল = ৪১। চাঁদ আল্লাহর চেয়ে ৪১ গুণ এগিয়ে! সুতরাং চাঁদ আল্লাহর পেছনে রয়েছে।

• তাহলে আমরা কি তুলনামূলকভাবে স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণ করে আল্লাহর সাথে থাকতে পারি?

• ৮২১ মাইল / ৫০০ বছর = ১.৬৪২ মাইল প্রতি বছর ভ্রমণের গতি এক বছরে সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে। • এই হারে মুসলমানরা দিনে প্রায় ১৩৬ মিটার সরবে!

• তিন পায়ের আলস্য মুসলমানদের চেয়ে অনেক দ্রুত চলে!

আমরা দূরত্ব শিখেছি, এবং একবার আমাদের দূরত্ব ছিল আমরা অবস্থান গণনা করতে পারে। এখন অবস্থান একটি শারীরিক স্থান এবং সেই শারীরিক স্থানে, আল্লাহ তাঁর চেয়ারের শীর্ষে বসে আছেন, যা একটি শারীরিক আইটেম। কুরআন ২:২৫৫ : ... আসমান ও যমীনের প্রস্থ ও উচ্চতায় আল্লাহর চেয়ার। আল্লাহর কি কোনো শারীরিক চেয়ার আছে? মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করি! সহীহ আল বুখারী, বই ৫৮, হাদিস ২২৭: "(...) অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সুদরাতুল মুনতাহা (আসমানের বড় গাছ, আল্লাহর বৃক্ষ) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দেখো! এর ফল হাজেরার (মক্কা থেকে খুব দূরে অবস্থিত আরবের একটি অবস্থান) মাটির জগের মতো এবং এর পাতাগুলি হাতির কানের মতো বড় দেখায়। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এটি সুদরাতুল মুনতাহা। আর চারটি প্রবাহমান নদী ছিল, দুটি নদী ছিল নীচে এবং অদৃশ্য এবং দুটি নদী দৃশ্যমান ছিল। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, এ দুটি নদী কী? তিনি বললেনঃ অদৃশ্য নদী। জান্নাতের নদী দু'টি এবং দৃশ্যমান নদী হলো নীল নদ ও ফোরাত। অতঃপর আল-বাইতুল মা'মর (আল্লাহর ঘর)..." সহীহ আল বুখারী ৫২, হাদিস নম্বরঃ ৪৮... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'এর উপরে রয়েছে আল্লাহর আরশ এবং তা থেকে প্রবাহিত জান্নাতের নদী। উপরের শব্দটির অর্থ একটি নির্দিষ্ট স্থান এবং এটি নীচের বিপরীত। এ হাদীস আল্লাহকে সঠিক অবস্থান দান করে। এটি শারীরিক এবং

রূপক নয়, কারণ কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহর আরশ আটজন ফেরেশতা বহন করবেন (ক্যারিবু)। কুরআন 69:17 – আর ফেরেশতাগণ থাকবে আরশের চারপাশে এবং আট জন সেদিন তোমার প্রতিপালকের আরশকে তাদের উপরে বহন করবে। তাফসীরে আত-তাবারী ব্যাখ্যা, ২৩তম খণ্ড, ৫৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৬৯৭০: ইমাম হুসাইন (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ মা'আয (রাঃ) আওবিদ (রাঃ) থেকে আমাকে অবহিত করেছেনঃ তিনি বলেছেনঃ তাঁর মহা বাণী (সেদিন আপনার প্রতিপালকের আরশ আটজন ফেরেশতা বহন করবেন এবং তাদের উপরে আল্লাহ থাকবেন}, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন এর আট সারি ফেরেশতা, তারা ক্যারিবুর চেহারা পেয়েছে। কুরআনের তাফসীর আল-জালালাইন ৬৯:১৭ এর ব্যাখ্যা: "ফেরেশতাগণ থাকবে এর সীমানার পার্শ্বে, আসমানের সীমানা এবং ফেরেশতাদের উপরে, যাদের কথা বলা হয়েছে, সেদিন আল্লাহর সেরা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে আটজন তোমার প্রতিপালক আল্লাহর আরশ বহন করবে। আল্লাহর আরশের অস্তিত্ব আছে কিনা তা প্রমাণ করার জন্য আমরা এটি পড়তে পারি: তাফসীর জামে আল-বাইয়ান রচিত আল-তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪: মুজাহ (রাঃ) থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "রব তাকে পদমর্যাদার স্থান দান করুন;" তিনি বললেন, "আল্লাহ নবীকে তাঁর সাথে তাঁর আরশের উপরে বসিয়ে দেবেন। সহীহ আল বুখারী, বই ৫৪, হাদিস ৪১৪: "... একই সময়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম এমন সময় বনী তামিম থেকে কিছু লোক নিকট এলো। " তাই তারা বলল, আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি এই মহাবিশ্বের শুরু কি ছিল? রাসূল (ছাঃ) বললেন, "আল্লাহর পূর্বে আর কিছুই ছিল না, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন এবং সবকিছু কিতাবে লিখে রাখলেন।

ফাতহুল বারীর কিতাব, সহীহ আল-বুখারীর ব্যাখ্যা, সৃষ্টির সূচনা, পৃঃ ৩৩৪: আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, পানি বা সিংহাসন বা অন্য কিছু ছিল না, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, অর্থাৎ তিনি প্রথমে পানি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর পানির উপর সিংহাসন সৃষ্টি করেছেন, এর অর্থ এই যে, তিনি প্রথমে পানি সৃষ্টি করেছেন, তারপর সিংহাসন সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি কলম সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি কলমকে বললেন, সব কিছু লিখে রাখ, তারপর তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন! মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বাণী এবং সহীহ আল-বুখারীর ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই:

১. আল্লাহর আরশ সৃষ্টি করা হয়েছে, সুতরাং এটি একটি দৈহিক সিংহাসন।

২. আল্লাহ যতক্ষণ শারীরিকভাবে আরশের ঊর্ধ্বে থাকেন, ততক্ষণ তিনি দৈহিক অধিকারী। অতএব, তিনি উপরে এবং তার একটি শরীর আছে, যেমন আমি প্রমাণ করেছি।
৩. উপরে বসা বা দাঁড়িয়ে থাকা কোনো ব্যাপার না, কিন্তু এখন খুব স্পষ্ট যে তিনি চেয়ারে বসেছেন। আল্লাহ যখন এর উপরে থাকেন, তার আকার যাই হোক না কেন, এটি এখনও একটি চেয়ার এবং আকার আছে। যেমন আমি আপনাকে দেখিয়েছি, আটজন ফেরেশতা এটি বহন করবে, যার অর্থ হ'ল ইসলামের ঈশ্বরের সিংহাসন স্বয়ং আল্লাহর চেয়ে বড়।
৪. যেহেতু আল্লাহ আরশের ঊর্ধ্বে, আরশের নিচে নন, সেহেতু মুসলমানরা যেভাবে দাবী করে তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন।
৫. তিনি এর ঊর্ধ্বে। ডান দিকে, বাম দিকে, পিছনে বা সামনে নয়, সিংহাসনের উপরে।
৬। তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, কেন ঈশ্বরের একটি শারীরিক সিংহাসন প্রয়োজন? উত্তরঃ
৭। কারণ সে শারীরিকও বটে। যেহেতু আল্লাহ একজন দৈহিক ঈশ্বর, তাই ঈসা মসীহের ব্যক্তিত্বে ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য মুসলমানদের কোন দাবি বা ন্যায্য যুক্তি নেই।
৮. সমগ্র ইসলাম মিথ্যা ঈশ্বরের উপর ভিত্তি করে মিথ্যা দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ কেবল তাঁর নাম, একমাত্র প্রভু, খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য করা হয়।
৯. আমি যে হাদিস উপস্থাপন করেছি তার উপর ভিত্তি করে কিছু বিষয় আছে যা উপেক্ষা করা যাবে না। আপনার যদি স্বল্প স্মৃতি থাকে তবে দয়া করে এটি আবার পড়ুন। ফাতহুল বারীর কিতাব, পৃঃ ৩৩৪ এর ব্যাখ্যায় আপনি খুব আকর্ষণীয় শব্দের লাইন পাবেন: ফাতহুল বারীর কিতাবের ব্যাখ্যায় শব্দের আকর্ষণীয় লাইন, পৃঃ ৩৩৪: তিনি প্রথমে পানি সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি সিংহাসন সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি কলম সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি কলমকে বললেন, সব কিছু সত্তা লিখে রাখ, তারপর তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন! এই ব্যাখ্যা থেকে আমরা কী পাই?
১. সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয় পানি।
২. আল্লাহ কি সর্বপ্রথম পানির জন্য মহাকাশ সৃষ্টি করতেন না? জল কোথায় অবস্থিত হবে?
৩. যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পানির জন্য কোনো স্থান সৃষ্টির প্রয়োজন না হতো এবং তিনি সর্বপ্রথম পানি সৃষ্টি করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অন্য কারো সৃষ্টি করা

উচিত ছিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ নয়। হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যা প্রথম ছিল, তবে এটি প্রথমে স্থান বা ধারণ করার মতো কিছু ছাড়া তৈরি করা উচিত নয়।
৪. এর অর্থ এই যে, নিশ্চয়ই অন্য কোন স্রষ্টা আছেন যিনি মহাকাশের মত বস্তু সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ কোন কিছু সৃষ্টি করার আগেই।

তারপর আমরা কলম তৈরির দিকে যাই

ফাতহুল বারী ফে শারহ, সহীহ আল-বুখারী, পৃঃ ৩৩৪: তিনি প্রথমে পানি সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশ সৃষ্টি করেছেন, তারপর কলম সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি কলমকে বললেন, সব কিছু সত্তা লিখে রাখ, তারপর তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন!
১. আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করলেন কেন?
২. কেন তার কলম প্রয়োজন?
৩. কেন তাকে কিছু লিখতে হবে?
৪. এই কলম কি কোন জীবন্ত প্রাণী, যার মস্তিষ্ক আছে? কলম কিভাবে সব লিখতে পারে, যখন তাকে, কলমকে, এখনও কিছুই বলা হয়নি! আল্লাহ ও কলম কিভাবে পরস্পরকে বোঝেন? আল্লাহ কি কলমকে আরবিতে লিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন? কলম কি আরবি ভাষায় কথা বলে? এই কলম কি ভুল করে? অন্যদিকে, তিনি কি ঈশ্বরের মতো সিদ্ধ! তাহলে কি আল্লাহ প্রুফরিডিং করবেন?
৫. মুহাম্মাদ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম, যা আমরা ইতিপূর্বে 'আল-খাসা'স আল-কুবরা, বৈরুত, লেবানন, লেখক আল-সিউতি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৬: রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে আদমের সন্তান মনোনীত করেছেন। তিনি মুদার গোত্রকে মনোনীত করলেন এবং মুদার থেকে হাসিম বংশের সন্তান এবং হাশিমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করলেন, যা শ্রেষ্ঠদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মুহাম্মদ একজন পাপী, যেমন কুরআনের ৪৮:২ আয়াতে: "এটা হোক যাতে আল্লাহ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন; তোমার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ কর; আর তোমাকে সরল পথে পরিচালিত কর'। 40:55 "অধ্যবসায়ী ও ধৈর্য্য ধারণ কর, কেননা আল্লাহর ওয়াদা সত্য, আর তোমার গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তোমার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর রাতের বেলায় ও ভোরে। ইউসুফ আলীর অনুবাদ, কুরআন ৯৪: "আমি কি তোমার বক্ষ প্রসারিত করিনি? 2 আর তোমার ভার তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দাও, 3 যা তোমার পিঠ থেকে পিঠ ছেড়েছে?" 47:19 বলছে, "জেনে রাখ যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং

তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের পাপের জন্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তোমরা কি কর এবং তোমরা কোথায় যাও।
৬. মুহাম্মদ যদি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন এবং তিনি পাপ করে থাকেন, যার অর্থ তিনি ভুল করেছেন, তাহলে কলমের কী হবে? এতে আল্লাহর কলম মুহাম্মদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে, কিন্তু তা মুহাম্মদের নিজের সম্পর্কে মুহাম্মদের কথার বিপরীত হবে। যদি মুসলমানরা মেনে নেয় যে কলম মুহাম্মদের চেয়ে ভাল নয় এবং আল্লাহর কলম ত্রুটি করে, তবে এর অর্থ হ'ল আল্লাহর পাণ্ডুলিপিতে ত্রুটি রয়েছে কারণ এটি কলম দ্বারা লেখা যা নিখুঁত নয়। কারণ এটি কলম দ্বারা লেখা যা নিখুঁত নয়।
৭. মুহাম্মদ কি খেয়াল করেননি যে, তিনি ভুলে গেছেন যে, আল্লাহ কলম সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর তা লেখার নির্দেশ দিয়েছেন? আমার প্রশ্ন, কিসের উপর লিখুন?
৮. যদি পানি আর চেয়ার ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি না হয়ে থাকে, তাহলে কলম আল্লাহর হুকুম কোথায় লিখেছে?
৯. মানুষ হিসেবে আমরা দুটি কারণে লিখি: ক। জ্ঞান এবং ধারণাগুলি অন্যদের এবং অন্যান্য প্রজন্মের কাছে স্থানান্তর করা। B. যাতে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার কারণে তথ্য হারিয়ে না যায়।
(১০) আল্লাহ কি মনে করেন যে, তিনি মারা যাবেন, তাই তিনি তার আদেশ লিখতে চেয়েছিলেন?
(১১) তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা যে কিতাব লিখেছেন তা যেহেতু কেউ দেখতে পায় না, সেহেতু আল্লাহ কি একমাত্র পাঠক ছিলেন? (১২) সেক্ষেত্রে আমি জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ কেন তাঁর আদেশ পাঠ করলেন?
১৩এটি অবশ্যই হতে হবে যে তার স্মৃতিশক্তি কম, এবং ডিমেনশিয়া এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাসের ভয় পায়।
14. মুসলমানরা বলে যে আল্লাহ তা'আলা কিতাবকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন, তাই তিনি তার কথা ও আদেশ লিখেছিলেন।
15. তার মানে কি ঈসা (আঃ) এর কিতাব সংরক্ষিত আছে?
16. কেন তিনি আমাদের একটি অনুলিপি পাঠান না?
17. এর অর্থ হ'ল ইঞ্জিলটি কখনই কলুষিত হয়নি, কারণ এটি আল্লাহর কাছে রয়েছে, তাই মুহাম্মদ মিথ্যা বলেছেন।
18. মুহাম্মদ কেন তাঁর ঈশ্বরের কাছে খ্রীষ্টের বইয়ের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি চাইলেন না?
19. সম্ভবত আল্লাহর অনুলিপিটিও বিকৃত হতে পারে?

20. যতক্ষণ আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে সবকিছু লিখে রেখেছেন, তার মানে কি তিনি এই পৃথিবীতে আমাদের জন্য তাঁর ভাগ্য লিখে রেখেছেন?

21. --

মুসলমানরা নিয়তির সত্য দাবি করে

কুরআন 76:30: "কিন্তু তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১৯৭৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোফিজিওলজিস্ট অধ্যাপক বেঞ্জামিন লিবেট প্রকাশ করেছিলেন যে আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং পছন্দগুলি আগে থেকেই সেট করা থাকে এবং সবকিছু নির্ধারিত হওয়ার আধা সেকেন্ডের পরেই চেতনা কার্যকর হয়। এটি অন্যান্য নিউরোফিজিওলজিস্টদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় যে আমরা আসলে অতীতে বাস করি এবং আমাদের চেতনা একটি মনিটরের মতো যা আমাদের অর্ধ সেকেন্ড পরে সবকিছু দেখায়। অতএব, আমরা যে অভিজ্ঞতাগুলি উপলব্ধি করি সেগুলির কোনওটিই বাস্তব সময়ে নয়, তবে বাস্তব ঘটনাগুলি থেকে অর্ধ সেকেন্ড পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। লিবেট বাস্তব ঘটনা থেকে আধা সেকেন্ড পর্যন্ত তার কাজ চালিয়ে যান। লিবেট তার গবেষণাটি এই সত্যটি ব্যবহার করে চালিয়েছিলেন যে মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার নারকোসিস ব্যবহার না করেই করা যেতে পারে, অন্য কথায় যখন বিষয়টি সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। লিবেট তার বিষয়গুলির মস্তিষ্ককে ছোট বৈদ্যুতিক স্রোত দিয়ে উদ্দীপিত করেছিল এবং যখন তারা অনুভব করেছিল যে তাদের হাত স্পর্শ করা হয়েছে তখন বিষয়গুলি বলেছিল যে তারা প্রায় অর্ধ সেকেন্ড আগে "স্পর্শ" অনুভব করেছিল। তার পরিমাপের ফলস্বরূপ, লিবেট নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: সমস্ত উপলব্ধি সাধারণত মস্তিষ্কে প্রেরণ করা হয়। যেহেতু এগুলি অবচেতনভাবে মূল্যায়ন এবং ব্যাখ্যা করা হয়, অহং কিছুই সম্পর্কে অজ্ঞ। যে তথ্য আমাদের মনের সামনে উপস্থিত হয়, অন্য কথায় যা আমরা সচেতন হতে পারি, তা একটি নির্দিষ্ট বিলম্বের পরে চেতনার আসন কর্টেক্সে প্রেরণ করা হয়। এ থেকে উপসংহার নিম্নরূপ সংক্ষেপে বলা যেতে পারে: একটি পেশী সরানোর সিদ্ধান্ত যে সিদ্ধান্ত চেতনা পৌঁছানোর আগে সঞ্চালিত হয়। একটি স্নায়বিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রক্রিয়া এবং এটি প্রতিনিধিত্ব করে এমন চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, উপলব্ধি বা আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়ার মধ্যে সর্বদা বিলম্ব হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা কেবল সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই কোনও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সচেতন হতে পারি। অধ্যাপক লিবেটের পরীক্ষায়, এই বিলম্বটি 350 এবং 500 মিলিসেকেন্ডের মধ্যে পরিবর্তিত হয়, যদিও যে সিদ্ধান্তটি উদ্ভূত হয় তা কোনওভাবেই এই পরিসংখ্যানগুলির উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ,

লিবেটের মতে, সেই বিলম্বের দৈর্ঘ্য যাই হোক না কেন- তা বড় হোক বা ছোট, এক ঘণ্টা বা এক মাইক্রোসেকেন্ড স্থায়ী হোক তাতে কিছু যায় আসে না- আমাদের বস্তুগত জীবন সর্বদাই অতীত। এটি দেখায় যে প্রতিটি চিন্তাভাবনা, আবেগ, উপলব্ধি বা আন্দোলন আমাদের চেতনায় পৌঁছানোর আগেই ঘটে এবং এটি প্রমাণ করে যে ভবিষ্যত সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অন্যান্য পরীক্ষায়, প্রফেসর লিবেট কখন বিষয়গুলি তাদের আঙ্গুলগুলি তাদের কাছে সরিয়ে নেবে তার পছন্দটি ছেড়ে দিয়েছিলেন।তাদের আঙ্গুলগুলি সরানোর মুহুর্তে বিষয়গুলির মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল এবং এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে বিষয়গুলি আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রাসঙ্গিক মস্তিষ্কের কোষগুলি কার্যকর হয়েছিল। এটিকে অন্য উপায়ে বলতে গেলে, "করুন!" আদেশটি ব্যক্তির কাছে পৌঁছায় এবং মস্তিষ্ক ক্রিয়াটি সম্পাদন করার জন্য প্রস্তুত হয়; ব্যক্তি কেবল আধা সেকেন্ড পরে এটি সম্পর্কে সচেতন হয়। তিনি অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নেন না এবং তারপরে সেই ক্রিয়াটি সম্পাদন করেন, বরং তার জন্য পূর্বনির্ধারিত একটি কর্ম সম্পাদন করেন। তবুও, মস্তিষ্ক একটি সামঞ্জস্য করে, ব্যক্তিটি আসলে অতীতে বাস করছে এমন কোনও স্বীকৃতি সরিয়ে দেয়। যে কারণে, যে মুহূর্তে আমরা "এখন" হিসাবে উল্লেখ করি, আমরা আসলে অতীতে নির্ধারিত কিছু বাস করছি। আগেই আলোচনা করা হয়েছে, এই গবেষণাগুলো এই সত্যকে স্পষ্ট করে যে, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে, যেমনটি সূরা আলআনসান ৩০ এ অবতীর্ণ হয়েছে

আমার উত্তর

আমাদের একটি বিষয় পরিষ্কার করা উচিত, আমরা খ্রিস্টান হিসাবে বেঁচে আছি এবং আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা পছন্দ দ্বারা বিচার করা হবে। কিন্তু, আমাদের চারপাশের সবকিছুর মতো, আমরা প্রকৃতির আইন বা সার্বজনীন আইনগুলির অধীনে রয়েছি যা ঈশ্বরের দ্বারা তৈরি। কিন্তু আমরা কি শুধু আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় চিরকাল বেঁচে থাকতে পারব? এর উত্তর হলো, না, এটা আল্লাহর ইচ্ছায়। তারপরে আমরা যা নিয়ে কথা বলব তা মৃত্যু এবং বৃদ্ধ হওয়ার মতো সর্বজনীন আইন নয়, বরং আমাদের জীবনে আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলি ভাল বা খারাপ, আইনের আজ্ঞাবহ বা অবাধ্য, অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত বা অবিশ্বস্ত হিসাবে আমাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে। আমি খুশি যে হারুন ইয়াহিয়া এই দাবি করেছে, কারণ এখন মুসলমানরা আর বলতে পারে না যে তারা মুসলমানদের ভাগ্যের দাস বলে বিশ্বাস করে না। ইসলামের ভাগ্য নিয়ে কথা বলার আগে চলুন দেখি গবেষণাটি আসলে কী বিষয়ে। তবে এই সমস্যাটি সমাধান করার আগে, আমাদের জানা উচিত যে

নিয়তিবাদ তত্ত্বের একটি পরিবার, বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। ওয়েবস্টারের অভিধান বলে যে এটি "মতবাদ যে সমস্ত ঘটনা, মানুষের পছন্দ এবং সিদ্ধান্তগুলি সহ, পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে। এমনকি এই তত্ত্বের সঙ্গে হারুনের দাবির কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা যদি ড. বেঞ্জামিন লিবেটের গবেষণাটি পড়ি, তাহলে দেখতে পাব কিভাবে মুসলিমরা তাদের নিজস্ব উপায়ে এটি থেকে উদ্‌ধৃতি দেয়। গবেষণায় এমন একটি দাবি বা তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, কোনো সত্য নয়, যেখানে মস্তিষ্কের চেয়ে মন এগিয়ে। আরেকটি উপায় এটি বলতে দুটি অপারেটিং সিস্টেম আছে; স্ব-সচেতন (অশারীরিক) মন এবং মস্তিষ্ক। তদতিরিক্ত, এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা আপনি পরীক্ষা হিসাবে ঘটতে পারেন, তবে এর অর্থ এই নয় যে জিনিসগুলি সাধারণত এভাবেই ঘটে। হারুন সাহেবের উদ্‌ধৃতি দিচ্ছি; "লিবেট তার বিষয়গুলির মস্তিষ্ককে ছোট বৈদ্যুতিক স্রোত দিয়ে উদ্দীপিত করেছিল এবং যখন তারা অনুভব করেছিল যে তাদের হাত স্পর্শ করা হয়েছে তখন বিষয়গুলি বলেছিল যে তারা প্রায় আধা সেকেন্ড আগে এই 'স্পর্শ' অনুভব করেছিল। সুতরাং এটি প্রতিক্রিয়ার বিষয়, কর্মের নয়। এর সঙ্গে নিয়তির কোনও সম্পর্ক নেই। যখন তারা অর্ধ-সেকেন্ড বিলম্ব দিয়ে আমাদের বোকা বানানোর চেষ্টা করে, তখন এটি আমাদের বড় শারীরিক পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি মোটেও চলাফেরা সম্পর্কে নয়, এটি অনুভূতি সম্পর্কে, এটি আমাদের সিস্টেমের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া জিনিসগুলি সম্পর্কে। যেমন ত্বক মস্তিষ্কের সংকেত ত্বকে আসার আগেই কাজ করতে পারে, এমন নয় যে হাত নড়বে বা হয়তো আঘাত করবে, বা এই জাতীয় কিছু! আপনি ডাঃ লিবেটের গবেষণা সম্পর্কে এই লিঙ্কটি পরিদর্শন করে আরও পড়তে পারেন: www.learningmethods.com/downloads/pdf/on.benjamin.libetfree.will.and.determinism.pdf। আপনি এই নিবন্ধটি পড়তে পারেন; "স্বাধীন ইচ্ছা একটি বিভ্রম নয়," ডঃ রেমন্ড টালিস, সেপ্টেম্বর 13, 2007: http://www.spiked-online.com/index.php?/site/article/3893

আপনি যদি দার্শনিক এবং দর্শন পছন্দ করেন তবে আপনি নিজেও বিষয়টি অনুসন্ধান করতে পারেন। এখানে একটি নাম আপনি অনুসন্ধান করতে পারেন এবং তার কিছু অধ্যয়ন পড়তে পারেন: টেড হন্ডেরিখ (জন্ম 30 জানুয়ারী 1933) একজন কানাডিয়ান বংশোদ্‌ভূত ব্রিটিশ দার্শনিক, মন এবং যুক্তির দর্শনের গ্রোট অধ্যাপক ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন এবং ভিজিটিং অধ্যাপক, বাথ বিশ্ববিদ্যালয়। আমি তার কথা থেকে উদ্‌ধৃত করছি: "স্বাধীন ইচ্ছার নীতির ধর্মীয়, নৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মীয় রাজ্যে, স্বাধীন ইচ্ছা বোঝায় যে একটি সর্বশক্তিমান দেবতা তার ক্ষমতা জাহির করে না। তবে যাই

হোক, ধরে নেওয়া যাক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দার্শনিক বলেছেন আপনার স্বাধীন ইচ্ছা নেই। এবং তিনি একটি আঙুল সরানোর উপর ভিত্তি করে! আমি কয়েক মুহূর্তে তাকে ভুল প্রমাণ করতে পারি। এই মুহুর্তে, আমি লন্ডনে যাওয়ার জন্য একটি টিকিট কেনার ধারণা পেয়েছি এবং আমি এখন থেকে এক বছরের জন্য আমার বিমানটি রিজার্ভ করি! আমি এখনো উড়তে পারিনি। ডঃ বেঞ্জামিন লিবেটের অর্ধ-সেকেন্ড কী করবে? আমি হয়তো পরিবারের সদস্যের মতো কারও কাছ থেকে ফোন পেয়েছি যে আমি আমার বিমানে ওঠার এক সেকেন্ড আগে তিনি অসুস্থ। আমি তখন সিদ্ধান্ত নেব যে আমার ভ্রমণ বাতিল করব কি করব না! তাহলে এই সব নিয়তিবাদের অস্তিত্ব থাকে না। এটা নিছকই একটা কৌতুক। আপনি কেবল সকালে ঘুম থেকে উঠে যা করার জন্য নির্ধারিত তা করেন না। আল-কায়েদা ৯/১১ এর নৃশংসতা চালানোর জন্য প্রায় ছয় বছর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, এটি অর্ধসেকেন্ডের সিদ্ধান্ত ছিল না। তাদের ব্যাপক পরিকল্পনা করতে হয়েছিল, ভিসা পেতে হয়েছিল, ফ্লাইট স্কুলে যেতে হয়েছিল, টিকিট পেতে হয়েছিল, বিমানে উঠতে হয়েছিল এবং তারপরে পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। নিয়তি একজন ব্যক্তিকে প্রতিটি কাজকে এই বলে জাস্টিফাই করার অনুমতি দেবে যে এটি আমি নই, এটি আল্লাহর ভাগ্য। আল্লাহ তা'আলা আইন প্রেরণ করে কি লাভ, যদি তা পূর্বনির্ধারিত থাকে যে, তোমরা তা পালন করবে না? যদি তারা সত্যিকার অর্থে ভাগ্যে বিশ্বাস করে, যেটাকে মুসলিমরা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে কেন তারা একজন ব্যক্তিকে নামাজ না পড়ার জন্য বা ইসলাম ত্যাগ করার জন্য শাস্তি দেবে? এটা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। মনে রাখবেন, মিঃ হারুন বলেছিলেন, এবং আমি উদ্ধৃত করছি: "এটি দেখায় যে প্রতিটি চিন্তা, আবেগ, উপলব্ধি বা গতিবিধি আমাদের চেতনায় পৌঁছানোর আগেই ঘটে এবং এটি প্রমাণ করে যে ভবিষ্যত সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

১. খেয়াল করে দেখুন এটা ডঃ লিবেট যা বলেছেন তা নয়, এটা মিঃ হারুনের আবিষ্কার!

২. তাহলে কেন একজন মুসলমানকে পুরস্কৃত করা হবে যখন এটি তার পছন্দও নয়?

৩. আল্লাহ যদি আমাকে ধর্মান্তরিত করেন তবে আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করব? এটা তার সিদ্ধান্ত, আমার নয়? পছন্দ, আমার নয়? ৪. কেন একজন খ্রিস্টানকে জাহান্নামে পাঠানো হবে, যেমনটি ইসলাম শিক্ষা দেয়, কারণ এটি আল্লাহর ইচ্ছা?

৫. সবই যদি ভাগ্যের উপর ভিত্তি করে হয়, তাহলে একজন মুসলমান কেন নামায পড়বে? উত্তরগুলো ইতিমধ্যেই পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত। আমি এটাকে ইসলাম ধর্মের অন্যায় ও পাগলামি বলি। ভাগ্যের এই বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ষণ, চুরি, ঘৃণা, হত্যা ও

শিশু নির্যাতনসহ দুনিয়ার সব অপরাধের পেছনে আল্লাহ রয়েছেন। অতঃপর তারা বলে আল্লাহ আল্লাহ! যা তাকে কন্ট্রোল ম্যানিয়াক করে তোলে। এই কথাটি হচ্ছে যে, আল্লাহ আমাদেরকে তার শিকারে ব্যবহার করে দাবা খেলা খেলছেন। কী কুৎসিত, স্বার্থপর ঈশ্বর!

তাহলে আসুন আমরা ইসলামের ভাগ্য দেখি

কে মুসলমান হবে আর কে মুসলমান হবে না তা আল্লাহই নির্ধারণ করেন। কুরআন সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে কাফেরদের বানিয়েছেন অথবা মানুষকে কাফেরদের বানিয়েছেন। সহীহ আল বুখারী, বই ৫৫, হাদিস ৫৪৯: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের সৃষ্টির ব্যাপারে তোমাদের প্রত্যেকে প্রথম চল্লিশ দিন তার মায়ের গর্ভে (শুক্রাণু হিসেবে) শান্ত থাকবে, অতঃপর সে রক্ত জমাট বেঁধে থাকবে, অতঃপর তোমরা আসন্ন চল্লিশ দিন রক্ত জমাট বেঁধে থাকবে। এবং এর পরে আরও চল্লিশ দিনের জন্য এক টুকরো মাংসে রূপান্তরিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠান এবং তাকে চারটি শব্দ লিখতে আদেশ করা হবে। সে তার (শিশুর) আমল, তার মৃত্যুর সময়, তার জীবিকার উপায়-উপকরণ এবং সে কৃপণ (কাফের) হবে নাকি ধর্মীয় অর্থে বরকতময় হবে তা লিখে রাখে। অতঃপর তার দেহে আত্মা ফুঁকে দেয়া হবে। অতঃপর মানুষ আসমানের লোকদের আমল করবে এবং তার ও আকাশের মধ্যবর্তী একটি বাহুর দূরত্ব থাকবে, অতঃপর ফেরেশতা যা লিখেছে তা ছাপিয়ে যায় এবং এভাবে সে জাহান্নামের লোকদের আমল শুরু করে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি জাহান্নামের আমল ও কাজ করতে পারে৷ পরবর্তীতে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তার প্রতি যে আমল লেখা হয় তা অতিক্রম করার নির্দেশ দেয়া হবে৷ ফলে সে জান্নাতবাসীদের কাজ করার জন্য পরিবর্তন করবে৷ ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে৷ আমি মনে করি এটি একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা, যা মুহাম্মাদ নিজেই তৈরি করেছেন, যা দেখায় যে আপনার সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তা আপনি সারা জীবন যা করবেন তার উপর কার্যকর হবে। মানুষ হিসেবে আপনি যতই খারাপ বা শালীন হোন না কেন, শেষ পর্যন্ত আপনার জন্য যা লেখা হয়েছে সেটাই হবে চূড়ান্ত নকশা, আপনার খারাপ বা ভালো কাজ নয়। এটা এই বিশ্বাসের একটা পাগলামি। এটা পড়ার পর কে আল্লাহর উপর ভরসা করবে? ন্যায়বিচার কোথায়? খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইহুদীকে হত্যা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ যখন প্রার্থনা করে, দান করে বা সৎকর্ম করে কী লাভ? শেষ পর্যন্ত আপনি যা করেন তা নয়, এটি আল্লাহ পছন্দ করেন। কুরআন 6:148

(উসামা দাকদোক অনুবাদ): যারা মুশরিক তারা বলবে, "যদি আল্লাহ চাইতেন, আমরা না মুশরিক হতাম, আমাদের পিতৃপুরুষ হতাম না এবং কোন কিছুরই নিষেধ করতাম না। অনুরূপভাবে তাদের পূর্বে যারা এসেছিল তারা আমাদের তীব্রতার স্বাদ গ্রহণ না করা পর্যন্ত মিথ্যা বলেছিল। বলুনঃ তোমাদের কি কোন জ্ঞান আছে যে, তোমরা তা আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ? তোমরা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করছ এবং তোমরা তো শুধু মিথ্যাই বলছ।

সুতরাং এই আয়াত অনুসারে, যারা বহু উপাস্যে বিশ্বাস করে তথা মুশরিকগণ বলছিল যে, আল্লাহই তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে বহু-ঈশ্বরবাদী বানিয়েছেন এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন ৬:১০৭ এর নিম্নোক্ত আয়াতে (উসামা দাকদোক অনুবাদ) ঠিক বিপরীত কথা বলা হয়েছে: আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা মুশরিক হতো না। আমি তোমাকে তাদের উপর রক্ষক বানাইনি এবং তুমি তাদের উপর রক্ষকও নও। আমি নিশ্চিত যে এটি আপনার কাছে এক ধরণের শকিং। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কিভাবে সম্ভব? কুরআন ৪:৮২ আয়াতে আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে, যদি এই বইটি তাঁর কাছ থেকে না আসে তবে আপনি প্রচুর বৈপরীত্য খুঁজে পাবেন। একই অধ্যায়ে স্ববিরোধিতা চলতে থাকে। কুরআন দাকদোক : ১১১ (উসামা দাকদোক ভাষায়): আর যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বলত, আর যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা তাদের সাথে কথা বলত এবং আমি তাদের সামনে সবকিছু একত্রিত করতাম, তবে তারা ঈমান আনত না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। কুরআন 6:125 (উসামা দাকদোক অনুবাদ) : সুতরাং আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করতে চান, তাকে ইসলামের জন্য তার বন্দুক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে পথভ্রষ্ট করতে ইচ্ছা করেন, তার বুক অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দেন যেন তিনি কেবল আসমানে আরোহণ করছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ অপবিত্রতা সৃষ্টি করেছেন তাদের উপর যারা ঈমান আনে না। 4:88- তোমরা মুনাফিকদের কাছ থেকে কি চাও? তাদের হাতের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। তোমরা কি তাদেরকে পথ দেখাতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাদেরকে প্রতারিত করেছেন তাদের জন্য কোন হেদায়েত নেই এবং আপনি তাদের জন্য কোন পথ খুঁজে পাবেন না। দেখুনঃ "আল্লাহ তা'আলা তাদের হাত যা করেছে তার জন্য অভিশাপ দিয়েছেন। তোমরা কি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ কিভাবে বলেন যে, তিনি মুনাফিকদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য অভিশাপ দিয়েছেন, অথচ তিনি স্বীকার করেন যে, তিনিই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন? খেয়াল করে

দেখুন, আল্লাহ এক নিঃশ্বাসে নিজেই নিজের বিরোধিতা করছেন। উপরন্তু মুনাফিকদের হেদায়েতের চেষ্টা করায় আল্লাহ মুহাম্মদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তাহলে মুহাম্মদের কাজ কি? আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্টদের হেদায়েত করার অনুমতি দেন না, যার অর্থ মুহাম্মদের নবী হওয়ার কোন অধিকার নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কোন এখতিয়ার নেই যে, যারা কাফের হয়ে যায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনা। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ তাদের পরিত্রাণের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, কারণ স্বয়ং আল্লাহই তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, আল্লাহ কেন মুহাম্মদকে মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করার ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করলেন? কারণ এটা আল্লাহর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছিল এবং আমরা এটা জানি কারণ মুহাম্মদ তাকে রাগান্বিত করেছিল যে মুহাম্মদ আল্লাহর মুনাফিকদের প্রত্যাখ্যানের বিপরীত করার চেষ্টা করেছিলেন। ইসলাম, কুরআন ও মুহাম্মদ মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য প্রেরিত হয়েছে এমন ধারণা মিথ্যা ও অর্থহীন। একবার আল্লাহ যখন সিদ্ধান্ত নেন যে আপনি মুসলিম হওয়ার যোগ্য নন, তাহলে আপনার পরিত্রাণের সম্ভাবনা শূন্য হয়ে যায়। আগামী আয়াতগুলোতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে এই বইটি একজন ভারসাম্যহীন, পাগল মানুষের তৈরি। নিজের কথায় কান দেননি তিনি। কুরআন 81:28-29:

২৮ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সঠিক পথে চলতে চেয়েছিল, (মুসলিম হওয়া) তাদের জন্য। 29আর তোমরা ইচ্ছা করবে না দুই জগতের (মানুষ ও জিন) পালনকর্তা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। অতএব, এই আয়াতটি বলছে যে মুসলমান হওয়া বা না হওয়া আপনার উপর নির্ভর করে। এটা ভালো এবং বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উল্টো কথা বলেছেন! এই ঈশ্বর তার মনের বাইরে চলে গেছে। এটা কি আমাদের উপর নির্ভর করে নাকি তার উপর নির্ভর করে? এটা যদি তার ব্যাপার হয়, তাহলে আগের আয়াতে তিনি কেন বললেন যে এটা আমাদের ব্যাপার? সহজ কথায়, আল্লাহ বলছেন এটা আল্লাহর ব্যাপার, তুমি বোকা। আপনি এটি কী হতে চান তা বিবেচ্য নয়!

শয়তানকে কে শত্রু বানিয়েছে? ইনিই আল্লাহ

এই আগমন পাঠে আপনি লক্ষ্য করবেন যে এমনকি শয়তানও আল্লাহর ভাগ্যের শিকার। কুরআন ৪৩:৩৬ (মুহাম্মদ পিকথাল অনুবাদঃ আর যার দৃষ্টি পরম করুণাময়ের স্মরণে ম্লান, আমি তাকে এমন এক শয়তান অর্পণ করি, যে তার সঙ্গী হয়; আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট হুমকি দিচ্ছেন যে, যদি তোমরা তাঁর ইবাদত না কর

এবং তাঁর ইবাদত না কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য শয়তান নির্ধারণ করবেন। কিন্তু, আপনি কি খেয়াল করেছেন যে এর অর্থ কী? এর অর্থ এই যে এর আগে (আল্লাহ আপনার বিরুদ্ধে তার শয়তান প্রেরণ করেছিলেন), আপনার জীবনে শয়তান ছিল না! এর মানে আপনি একজন ভালো মানুষ। আপনার জীবনে যদি শয়তান থেকে থাকে, তাহলে সে কেন তাকে আপনার কাছে পাঠাবে? আপনি যদি ইতিমধ্যে ভুল করে থাকেন এবং আপনি আল্লাহর উপাসনা না করেন তবে শয়তান আর কী করতে পারে? ফলে শয়তান তোমাদের বিরুদ্ধে থাকবে। এর অর্থ এই হবে যে, তিনি আপনাকে আল্লাহ ত্যাগ করা থেকে আল্লাহর কবুলের দিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন। কার উপকারের জন্য সে তোমাকে খারাপ কাজ করতে বাধ্য করবে? মানবজাতি, হয়তো! প্রকৃতপক্ষে, এর অর্থ আল্লাহ বলছেন, "আমার শয়তান আমার দূত, এবং আপনাকে আমার কাছে চালিত করার জন্য আমার সর্বোত্তম হাতিয়ার। এটা কি আল্লাহ, শয়তান স্বয়ং এবং হতে পারে শয়তানের রাজা বানাবে না? কুরআন ৬:১১২ (উসামা দাকদোক অনুবাদ) এবং অনুরূপভাবে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু তৈরি করি, মানুষ ও জিনদের শয়তান; তারা প্রতারণার জন্য যুখরুফ (অত্যন্ত অলঙ্কৃত) বক্তৃতা দিয়ে একে অপরকে প্রকাশ করে। তারা প্রতারণার জন্য যুখরুফ (অত্যন্ত অলঙ্কৃত) বক্তৃতা দিয়ে একে অপরকে প্রকাশ করে। আর তোমার পালনকর্তা ইচ্ছা করলে তারা এরূপ করত না। সুতরাং তারা যা তৈরি করে তা তাদের ছেড়ে দাও। এই আয়াত থেকে আমরা যা বুঝি তা নিম্নরূপঃ

১. শয়তান বা শয়তান দুই প্রকার: মানুষ ও জিন। (বিঃদ্রঃ মুসলমানরা একজন নয়, অনেক শয়তানে বিশ্বাস করে।

২. আল্লাহই তাদেরকে নবীদের শত্রু বানিয়েছেন।

৩. এর অর্থ এই যে, সৃষ্ট শয়তানরা শয়তান নয়। আল্লাহ, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, তিনিই শয়তান। শয়তানরা কেবল সেই দায়িত্ব পালন করছে যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের পাঠিয়েছেন। এর ফলে তারা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং উত্তম বান্দা হয়ে যায়।

৪। 4. আর যদি তাদের হাতে থাকত, তাহলে তারা ভাববাদীদের শত্রু না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারত।

৫. এই শয়তানদের একটাই কাজ—যুখরুফ (সোনার অলঙ্কৃত শব্দ) উচ্চারণ করে প্রতারণার জন্য কিছু বলা। আল্লাহ যদি সতর্কতার সাথে তাঁর প্রিয় নবীদের বাছাই করে থাকেন, তাহলে কেন তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের অশুভ প্রভাব দ্বারা লক্ষ্যবস্তু করলেন?

আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে হেফাজত করেন

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নবীদের সাথে আল্লাহর উদ্দেশ্যকে আরো অস্পষ্ট করে তোলে: কুরআন ১৫:৪২ (উসামা দাকদোক অনুবাদ): নিশ্চয় আমার বান্দাগণ, তাদের উপর তোমাদের কোন আধিপত্য নেই, কেবল তারাই যারা তোমার অনুসরণ করে প্রলুব্ধদের মধ্য থেকে। কুরআন ১৬:৯৮-১০০ (উসামা দাকদোক অনুবাদ): ৯৮ সুতরাং যখন তোমরা কুরআন পাঠ করবে, তখন পাথর ছুড়ে মারা শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। 99নিশ্চয় তার কোনো আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের পালনকর্তার উপরেই নির্ভর করছে। 100নিশ্চয়ই তাঁর আধিপত্য কেবল তাদের উপর, যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং যারা তাকে শরীক করে। আমরা দেখব যে, আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মদের বাণী বিষয়টিকে মজার করে তোলে। সহীহ বুখারী (সহীহুল বুখারী, বই ৬০, হাদীস ২৬০) থেকে আমার সাথে এই হাদীসটি পাঠ করুন (আরো দেখুন সহীহ মুসলিম, বুক ০৩৩, হাদীস ৬৪১১) হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আদম ও মূসা একত্রিত হয়েছিলেন। তখন মূসা আদমকে বললেন, "তুমিই তো সেই ব্যক্তি, যে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট সহকারে জীবন যাপন করিয়েছে এবং তাদেরকে স্বর্গ থেকে বের করে দিয়েছে। হযরত আদম (আঃ) মূসাকে বললেন, তোমরাই তো সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাঁর বাণীর জন্য মনোনীত করেছেন এবং যাকে তিনি নিজের জন্য অনুগ্রহ করেছেন এবং যার উপর ও তার বাইরেও তাওরাত নাযিল করেছেন। মূসা (আঃ) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আদম (আঃ) বললেনঃ তুমি কি আমার মূসা (আঃ) এর মধ্যে লেখা দেখতে পেয়েছ (আঃ) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আদম (আঃ) বললেন, তুমি কি আমার সৃষ্টির পূর্বে আমার ভাগ্যে লেখা আছে কি? মূসা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আদম এই যুক্তি দেখিয়ে মূসাকে পরাজিত করলেন। সহীহ বুখারীর ৭৭ নং বইয়ের ৬১১ নং হাদীসে আদম ও মূসা (আঃ) আবার কথা বলছেনঃ হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আদম ও মূসা পরস্পর বিতর্ক করছিল। মূসা (আঃ) আদমকে বললেন, তোমার জন্য আদম! আপনি আমাদের পূর্বপুরুষ যিনি আমাদের অসন্তুষ্ট করেছেন এবং স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করেছেন। অতঃপর আদম (আঃ) মূসাকে বললেন, হে মূসা! আল্লাহ তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের সাথে কথা বলেছেন (তাঁর কন্ঠস্বর দ্বারা, কোন ফেরেশতার মাধ্যমে নয়) এবং ফলকলিপিতে তোমাদের জন্য তাওরাত লিখে দিয়েছেন স্বহস্তে । সুতরাং চল্লিশ বছর পূর্বে আমার সৃষ্টির সময় পর্যন্ত আল্লাহ আমার ভাগ্যে যে কর্ম লিখে রেখেছেন, তার জন্য তোমরা

আমাকে অস্বীকার করছ কিভাবে? তাই আদম মূসাকে অস্বীকার করলেন। হযরত আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-কে নবী বলে তিরস্কার করলেন। অতঃপর আদম (আঃ) পুনরায় তার অভিযোগ তিনবার বললো। সহীহ আল-বুখারী, বই ৯৩, হাদীস ৬০৬: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আদম ও মূসা (আ.) পরস্পর তর্ক করতেন এবং মূসা (আ.) বললেন, তোমার কারণে তোমার সন্তান আকাশ থেকে বের হয়ে গেছে। আদম (আঃ) বললেন, আপনি মূসা (আঃ), যাকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং তাঁর বাণীর জন্য মনোনীত করেছেন এবং আপনার সাথে কথা বলেছেন। একের পর এক তুমি আমার পাপের জন্য আমাকে দোষারোপ করছ, যা আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার জন্য নির্ধারিত ছিল?" তাই, আদম তার যুক্তি দিয়ে মোশিকে অভিভূত করেছিলেন।

১. আদম (আঃ) আল্লাহর অবাধ্যতা করেননি, বরং আদম (আঃ)-এর প্রত্যেকটি আমল আল্লাহর ইচ্ছা ছিল?

২. আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে তাঁর ভাগ্য পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।

৩. এই বাস্তবতার ভিত্তিতে, আল্লাহ যা চেয়েছেন তা করার জন্য কাউকে কেন শাস্তি দেওয়া হবে!

৪. ইসলামের মূর্খতায় আপনাকে স্বাগতম।

কুরআন ১৫:৪২ আয়াতে আল্লাহ তাঁর বান্দা শয়তানদের বলেছেন যে, আল্লাহর সুশিক্ষিতদের উপর তাদের কোন ক্ষমতা নেই। কুরআন ১৬:৯৮-১০০ পদে নবীগণকে আরও আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নিকটবর্তী থাকবে এবং সুরক্ষার জন্য তাঁর উপর নির্ভর করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা শয়তানের মন্দ প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা নিজের আমল বাতিল করে দেন

আল্লাহ প্রত্যেক নবীর জন্য একজন শত্রু (শয়তান) সৃষ্টি করেছেন এবং শয়তানের কাজ হচ্ছে নবীকে ধোঁকা দেওয়া (কোরান ৬:১১২)। যাইহোক, আল্লাহ নিজেকে শয়তান ও নবীর মাঝখানে রাখেন এবং শয়তানকে বলে দেন যে আল্লাহর নবীর উপর তার ক্ষমতা নেই (কুরআন ১৫:৪২)। আল্লাহ নির্দিষ্ট কর্তব্য দিয়ে শত্রু সৃষ্টি করেন, কিন্তু দান করেন না (কুরআন ১৫:৪২)। আল্লাহ সুনির্দিষ্ট কর্তব্য দিয়ে শত্রু সৃষ্টি করেন, কিন্তু নবীদের উপর তাদের প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করেন না। মনে হচ্ছে আল্লাহ নিজের জন্য শত্রু সৃষ্টি করেছেন, অথবা তিনি শয়তানকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে বলতে পারে যে, সে অভিভাবক, কিন্তু অভিভাবক কার কাছ থেকে এবং কার কাছ থেকে? তিনি তার সৃষ্টিকে রক্ষা করছেন নিজের সৃষ্টি থেকে।

আল্লাহর হেফাজত ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য, প্রতিরোধের জন্য নয়

আল্লাহ যদি এমন করে থাকেন যে, আল্লাহর ভালো অনুসারীদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা না থাকে, তাহলে শয়তান কিভাবে মুহাম্মদের উপর কালো জাদু আরোপ করতে সক্ষম হলো? কুরআন ৫৩:১৯-২৩ পদে শয়তান মুহাম্মদকে শয়তানের আয়াত পাঠ করাতে সক্ষম হয়েছিল, যেখানে সে আল্লাহর তিন কন্যার প্রশংসা করেছিল। তার মানে কি এই নয় যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর উত্তম অনুসারীদের একজন নন? মুহাম্মদ যদি একজন ভালো অনুসারী হন, তাহলে আল্লাহর রক্ষাকবচ কেন তার উপর কাজ করেনি? আল্লাহ শয়তানকে মুহাম্মদকে পরাভূত করা থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হন। আল্লাহ তা'আলা শুধু সংশোধন করতে পারতেন। কুরআন ২২:৫২ (উসামা দাকদোক অনুবাদ) আমি আপনার পূর্বে কোন রাসূল বা নবীকে এ ব্যতীত প্রেরণ করিনি যে, যখন সে পাঠ করে, তখন শয়তান তার তিলাওয়াত করে, ফলে আল্লাহ শয়তান যা নিক্ষেপ করে তা বাতিল করে দেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহ স্থির করে দিলেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। হয় শয়তানের উপর আল্লাহ্ সত্যিকার অর্থে কোন ক্ষমতা রাখেন না, অথবা তার আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা।

আল্লাহ হেফাজত করেন না

মুহাম্মদ একমাত্র নবী নন যাকে আল্লাহ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য যে তার 'রব' তা বিশ্বাস করা থেকে আল্লাহ ইব্রাহিমকে রক্ষা করতেও ব্যর্থ হন।

● কুরআন ৬:৭৫ এ ইব্রাহীম মনে করতেন যে, আকাশের গ্রহসমূহ নিশ্চয়ই তার রব হবে, কারণ সেগুলো আখবার (অপেক্ষাকৃত বড়)।

● কুরআন ৬:৭৭ এ ইব্রাহিম চাঁদ দেখে তার মন পরিবর্তন করে। তিনি ভেবেছিলেন চাঁদ নিশ্চয়ই তার প্রভু, কারণ এটি গ্রহের চেয়ে আখবার বা বড়।

● কুরআন ৬:৭৮ এ ইব্রাহীম আবার সূর্যোদয় দেখে তার মন পরিবর্তন করলেন এবং ভাবলেন যে নিশ্চয়ই এবার সূর্য তার পালনকর্তা, কারণ এটি আখবার বা চাঁদের চেয়ে বড়। এখন স্মরণ কর, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যকে 'আমার পালনকর্তা' বলে সম্বোধন করে ইব্রাহীম তাদেরকে আল্লাহর শরীক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবতা হলো, ইব্রাহিম মূর্তিপূজা করতেন, চাঁদকে দেবতা হিসেবে পূজা করতেন, ঠিক যেভাবে মুহাম্মদ আল্লাহর তিন কন্যার প্রশংসা করে মূর্তিপূজা করতেন (কুরআন ৫৩:১৯-২০)। ইবনে কাসীরের ব্যাখ্যা দেখুন)। মনে রাখতে হবে, কুরআন অনুযায়ী ইব্রাহিম ও মুহাম্মদ উভয়েই আল্লাহর নবী। নবী ও আল্লাহর প্রিয়

ব্যক্তি হিসেবে কেন তাদেরকে 'আল্লাহর সাথে শরীক করার' ক্ষমার অযোগ্য পাপ থেকে বিরত রাখা হলো না? কুরআন ১৬:১০০ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন যে, যারা শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে কেবল তারাই শয়তানের ক্ষমতার অধীনে পড়বে। কুরআন ১৬:১০০ (উসামা দাকদোক ভাষায়): নিশ্চয়ই তার কর্তৃত্ব কেবল তার উপর এবং যারা তার সাথে অংশীদার তাদের উপর। যেহেতু ইব্রাহিম এবং মুহাম্মদ শয়তানের ক্ষমতার অধীনে পড়েছিলেন, তারা অবশ্যই শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন, যার অর্থ তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন যাতে তাকে কোনও অংশীদারের সাথে শরীক না করা হয়। কিন্তু যদি তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর আদেশ অমান্য না করে, তাহলে এর অর্থ হলো তারা শয়তানের ক্ষমতার মধ্যে পতিত হয়েছে কারণ আল্লাহ তাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনি যে ব্যাখ্যাই বেছে নিন না কেন, আল্লাহ শয়তানের কাছে হেরে যান। শয়তানকে সৃষ্টি করা আল্লাহ্ কিভাবে তাঁর নিজের সৃষ্টির প্রতি এত দুর্বল হতে পারেন? এটি আরও প্রমাণ যে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে আল্লাহর ভাগ্য মিথ্যা।

আল্লাহর নবীগণ নিজেরাই তাঁর শত্রু

নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে অংশীদার হওয়া ক্ষমা করবেন না। পক্ষান্তরে তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। কুরআন ৪:৪৮ (উসামা দাকদোক ভাষায়) : নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না। তবে এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করবে, সে মহাপাপ করলো। কুরআন ৪:১১৬ (উসামা দাকদোক ভাষায়) : নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজের সাথে অংশীদারিত্বকারীকে ক্ষমা করবেন না। আর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহর সাথে অংশীদার করবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর পথভ্রষ্ট হবে। আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি যে মুহাম্মদ ও ইবরাহীম "নিজের সাথে অংশীদারিত্ব" করার কুৎসিত পাপ করেছিলেন, সুতরাং দুটি আয়াতের উপর ভিত্তি করে, মুহাম্মদ এবং ইব্রাহিমকে ক্ষমা করা হবে না। তারা জাহান্নামে যাবে, কারণ তারা আল্লাহর শত্রু।

আল্লাহ মিথ্যা ঈশ্বর

আল্লাহ্ তাঁর নবীদের শত্রু হওয়ার জন্য মন্দ প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন (কুরআন 6: 112), কিন্তু তিনি তাঁর নবীদেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের শয়তান থেকে রক্ষা করবেন (কুরআন 15: 42 এবং 16: 98-100)। কিন্তু আমরা দেখেছি

যে, আল্লাহ তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী সুরক্ষা প্রদানে সক্ষম নন। কুরআন দাবী করে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, যেমনটি আমরা নিম্নোক্ত আয়াতে দেখতে পাই (কুরআন ৬:৭৩, উসামা দাকদোক অনুবাদ): আর তিনিই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সত্যে এবং যেদিন তিনি বলবেন, 'হয়ে যাও', সেদিন এমনিই হবে। তাঁহার বাক্য সত্য এবং তাঁহার নিকট রাজ্য..." আল্লাহর বাণী যদি কুরআনের দাবীর মতই শক্তিশালী হয়, তাহলে কেন সে শয়তানকে পরাজিত করতে পারবে না, যে তার নিজের সৃষ্টি? আল্লাহ যেন সহজভাবে বলতে পারেন, 'থামুন' অথবা শয়তানকে নবীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন তাহলে শয়তান খুব সহজেই পরাজিত হবে, কিন্তু এমনটা হয় না। হয় আল্লাহ তার নবীদের রক্ষা না করার সিদ্ধান্ত নেন, যা তাকে মিথ্যাবাদী করে তোলে; অথবা আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে ততটা শক্তিশালী নন যতটা কুরআন দাবি করে, যা তাকে দুর্বল করে তোলে - এমনকি শয়তানের চেয়েও দুর্বল। আবার আপনি যে ব্যাখ্যাই পছন্দ করুন না কেন, আপনি দেখতে পাবেন যে, আল্লাহ একটি মিথ্যা উপাস্য। সত্য ঈশ্বর মিথ্যাবাদী নন এবং তিনি সত্যিই সর্বশক্তিমান। আমরা ডেসটিনি সম্পর্কে আরও উন্মোচন করতে যাচ্ছি; ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের একটি যা সহীহ মুসলিম, বুক অব ইমান, বৈরুত, ১৯৯৩, ১ম খন্ড, পৃ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমানের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি এবং নিজেদের ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনা। 10:22 –আল্লাহই তোমাদের পথ ও স্থলে ও জলে চলাফেরা করেন। কুরআন 57:22 "পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর কোন বিপদ আসেনি, কিন্তু তা তোমাদের সৃষ্টির আগে থেকেই তোমাদের জন্য লেখা আছে, কারণ এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। আমরা কুরআন ১৮:৭৪ এও দেখতে পাই, যেখানে আল-খাদের নামে একজন নবী তাকে হত্যা করেছিলেন আমরা কুরআন ১৮:৭৪ এও দেখতে পাই, যেখানে আল-খাদের নামে একজন নবী একটি বালককে হত্যা করেছিলেন কারণ সে বড় হয়ে কাফের হতে যাচ্ছিল। কাফের হওয়াই ছিল তার নিয়তি। আমরা আসন্ন হাদীসে তা ব্যাখ্যা করতে দেখি।

মুসলিম ফিতরা জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি শিশু

সহীহ মুসলিম, বুক ০৩৩, হাদীস ৬৪৩৪: আল্লাহর নবী বলেছেন: "নবী আল-খাদের যে যুবককে হত্যা করেছিলেন সে তার প্রকৃতিগতভাবে একজন কাফের ছিল এবং যদি তাকে হত্যা না করা হত তবে সে তার পিতামাতার অবাধ্যতা ও

কুফরে অংশ নিত। কিন্তু এটি কুরআনের ৭:১৭২ আয়াতে বলা হয়েছে, "স্মরণ কর, যখন আপনার পালনকর্তা আদম সন্তানদের মেরুদণ্ড থেকে তাদের সন্তানদের বের করে এনেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই আপনি আমাদের রব, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি", সুতরাং কিয়ামতের দিন দাবী করবেন না বা বলবেন না যে, "আমরা এ ব্যাপারে অজ্ঞান ছিলাম"। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দাবী করেছেন যে, পৃথিবীর সকল শিশু শুক্রাণু অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে। অর্থাৎ তাদের জন্মের আগে, এমনকি তাদের পিতার জন্মের আগে, এবং সাহাদা (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ) বলার আগে; এমনকি আদম সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেও, যেমনটি আমরা আসন্ন হাদিসে দেখতে পাই (সহীহ মুসলিম, বুক ০৩৩, হাদিস ৬৪১৬): আবদুল্লাহ ইবনু আমেরো (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাঁর সৃষ্টির নিয়তি নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেমন তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। অতএব, মুসলমানরা প্রকৃতিগতভাবে সবাই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে (ফিতরা) এই ধারণায় বিশ্বাস করে। সুতরাং, হাদিস এবং কুরআন ১৮:৭৪ এর উপর ভিত্তি করে এবং আমি মুহাম্মদের কথাগুলি উদ্‌ধৃত করছি, "নবী আল-খাদের যে যুবককে হত্যা করেছিলেন সে তার প্রকৃতিতে কাফের ছিল," এর অর্থ তিনি জন্মগতভাবে একজন কাফের ছিলেন। অতএব, ফিতরা (মুসলমান হিসাবে জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশু) মুহাম্মদের নিজস্ব স্ববিরোধিতা দ্বারা মিথ্যা। সহীহ মুসলিম, বুক ০৩৩, হাদিস ৬৪৩৬: সহীহ মুসলিম, বুক ০৩৩, হাদীস ৬৪৩৬: 'মুমিনদের মা আয়েশা (রাঃ) থেকে জানা যায় যে, আনসারদের সন্তানের জানাযার ইমামতি করার জন্য আল্লাহর রাসূলকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আমি ('আয়েশা) বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, এই শিশুর জন্য আনন্দিত, যে আকাশের পাখি, কারণ সে কোন পাপ করেনি এবং সে পাপ করার বয়সও অর্জন করেনি। তিনি বললেনঃ হে আয়েশা, তোমরা কোন বিপদ গ্রহণ করো না, অন্যভাবেও হতে পারে, কারণ আল্লাহ তা'আলা স্বর্গের জন্য এমন লোকদের সৃষ্টি করেছেন যারা তাদের পিতার কোমরে ছিল এবং জাহান্নামে যাদেরকে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছে। তিনি তাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন যখন তারা তাদের পিতার কোমরে অবস্থান করছিল। এই উদ্‌ধৃতির আরবী পাঠ পাওয়া যায় সহীহ মুসলিম, আল-কদরের বই, ভলিউম ৪, পৃষ্ঠা ৪৬, হাদীস ২৬৬২: এটি প্রমাণ করে যে ফিতরা সম্পর্কে মুহাম্মদ (সাঃ) এর বক্তব্য আবার মিথ্যা। যদি, এই উদ্‌ধৃতিতে নির্দেশিত

হিসাবে, প্রতিটি ব্যক্তি মুসলমান হিসাবে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে এর অর্থ হবে যে কেউ শিশু অবস্থায় মারা যায় তাকে বেহেশতে যেতে হবে। কিন্তু মুহাম্মদ বলেছেন এটি অন্যভাবেও হতে পারে কারণ, "ঈশ্বর স্বর্গের জন্য এমন লোকদের সৃষ্টি করেছেন যারা একই সময়ে এর জন্য উপযুক্ত ছিল যেমন তারা এখনও তাদের পিতার কোমরে ছিল এবং জাহান্নামের জন্য যারা জাহান্নামে যাবে তাদের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এর নিয়তি আবার এবং মুহাম্মদের কথায় আরও একটি বৈপরীত্য যখন তিনি বলেছিলেন যে প্রত্যেক মুসলমান মুসলমান হিসাবে জন্মগ্রহণ করে, যেমন সহীহ মুসলিম, বই 033, হাদিস 6426:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ফিতরা ছাড়া কোনো শিশু জন্ম নেয় না। তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা মুশরিক বানিয়ে দেয়। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, তুমি কি মনে কর, যদি তারা (প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই) মৃত্যুবরণ করে, যেখানে তারা ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে? তিনি বললেনঃ একমাত্র আল্লাহ। তারা কী করবে তা কে আশঙ্কা করে?" কিন্তু অপেক্ষা করুন, কোরআনের ১৮:৭৪-৮০ আয়াতে যে ছেলেটিকে হত্যা করা হয়েছে তার পিতা-মাতা ভালো মুমিন মুসলমান ছিলেন! কুরআন 18:80: "ছেলেটি, তার পিতামাতা ভাল মুসলমান ছিল, এবং "আমরা আশংকা করতাম যে যখন সে বড় হবে তখন সে অন্যায়কারী এবং কাফের হবে। সুতরাং এটি আর পিতামাতা নয়, যেমন মুহাম্মদ সহীহ মুসলিম, বই 33, হাদিস 6426 এ বলেছেন! আমরা ফতেহ আল-বারী ফে শরীহ, সহীহ আল-বুখারী, 'কদর (ভাগ্যের বই), পৃষ্ঠা 497 এবং সহীহ মুসলিম, বিশারহ আল-নাওয়াই, পৃষ্ঠা 155 এর দিকে ফিরে তাকিয়ে নিয়তির প্রসঙ্গটি চালিয়ে যাচ্ছি: আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান লিখে রেখেছিলেন। অতঃপর মুহাম্মাদ সহীহ আল-বুখারীতে বলেন: মুসনাদে আহমাদ (৫/৩৩২) ও আল তুরমজির কিতাব (তাফসার আল কুরআন ৩৩৪৪), এবং আবু দাউদ আল সুন্নাহর বই ৪৬৪৯ এবং মুসনাদে আহমাদের বই ১/১২৯, ইবনে মাজার কিতাব (নিষেধ ৭৮) এবং সহীহ বুখারীতে, জিহাদ ও সায়রের বই (২৭৪২) এবং সহীহ মুসলিম ১১২ তে মুহাম্মদ বলেছেন: ... লোকটি জাহান্নামীদের কাজ করবে কিন্তু সে বেহেশতে যাবে! আর লোকটি স্বর্গের কাজ করবে কিন্তু সে নরকে যাবে! (২৮০-২৮১ পৃষ্ঠায় ফিরে যান; সহীহ আল বুখারী, ৫৫ নং বই, হাদিস ৫৪৯ পড়ুন) ... আর যারা সুখের কাজ করে তারা তা করার জন্য (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নিয়ন্ত্রিত হয়, আর যারা মন্দ কাজ করে তারা মন্দ কাজ করতে (আল্লাহর) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর অর্থ হ'ল মুহাম্মদ স্বীকার করেছিলেন যে কাজ পরিত্রাণের কারণ নয়। এটা কি ভাগ্য? হয়তো খ্রিষ্ট! এটা ভাগ্য? হয়তো খ্রিষ্ট!

১. এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ মুসলমানদের যেসব দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তার সবই ছিল নিরর্থক, যেমন:

• পাঁচ ওয়াক্ত নামায;
• রমজান মাসের রোজা রাখা (সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ২৮ দিনের রোজা);
• হজ্জ, বা মক্কায় তীর্থযাত্রা;
• জিহাদ;
• ক্ষমতার রাতে নামাজ আদায় করা, ৮৩ বছরের নামাজের সমতুল্য;
• মুসলমানদের জন্য দান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কাছ থেকে তারা যে অর্থ চুরি করে তা থেকে;
• কাফেরদের ঘৃণা করা।

২. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা কতটুকু বৈধ তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য মুসলমানদের ব্যস্ত রাখার জন্য এই মিথ্যা কর্তব্যগুলি তৈরি করেছেন। আমি আপনাকে দেখাতে পারি যে মুহাম্মদ কীভাবে দরিদ্র মুসলমানদের ভয়ের মধ্যে তাদের জীবন কাটাতে তার পরিকল্পনা কার্যকর করেছিলেন:

• বাথরুমে যাওয়ার আগে ৭০টি নিয়ম এবং প্রার্থনা বলতে হবে, অথবা শয়তান এবং তার স্ত্রী মুসলমানের পাছা নিয়ে খেলবে! একজন মুসলমানের উচিত বাম পা ভর করে বাথরুমে প্রবেশ করা এবং ডান পা দিয়ে বের হওয়া এবং এ সময় তাকে অবশ্যই বলা উচিত, 'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তা না হলে শয়তান তার পাছার ক্ষতি করবে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করাও নিষিদ্ধ।
• মুসলমানদের কেবল কোনও টয়লেট সাইট ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ মুহাম্মদ তাদের কোনও ছিদ্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেন, কোনো মুসলমান প্রস্রাব করলে বা মলত্যাগ করলে সে গর্তে বসবাসকারী জ্বীনের ক্ষতি করবে!

সুনানে আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯৯৩, মিশর: "কাতাদাহ বলেছেন: "আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে গর্তে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। 'গর্তে প্রস্রাব করা (নবীকে জিজ্ঞাসা) করা অপছন্দ কিসের?' রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা জিনদের আবাসস্থল। (একই কাহিনী পাওয়া যাবে সারিহ আয-সিউতি লে-সুনান আল-নিসায়ী, আল-তাহারার বই, ১৯৮৬ মুদ্রণ, পৃ. ৩৪।

• কতবার মুছতে হবে তার নিয়ম (নিতম্ব তিনবার মুছুন)।
• মুসলমানরা কিভাবে খায় বা তাদের ঘরে প্রবেশ করে সে সংক্রান্ত নিয়মাবলী: তাদেরকে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে এবং নামায পড়তে হবে। যদি তারা

তা না করে তবে শয়তান নিজেকে বলবে (সহিহ মুসলিম, বই ০২৩, হাদিস ৫০০৬): "ওহ, আমি থাকার এবং খাওয়ার জায়গা পেয়েছি!"

• যৌন মিলনের নিয়ম। যৌন মিলন শুরু করার আগে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে নির্দিষ্ট কিছু কথা বলতে হবে অথবা শয়তান পুরুষের লিঙ্গের চারপাশে নিজেকে জড়িয়ে ধরে পুরুষের স্ত্রীকে ভাগ করে নেবে! এ কারণে ওই নারী শয়তানের সন্তানের জন্ম দিতে পারে। সহীহ আল-বুখারী, বই ৪, হাদিস ১৪৩: "ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতে চায়, তখন সে যেন বলে, 'বিসফনামাহ, জানিবনা আস শায়তান ওয়া জানিব আল-শায়েতান মা রাজা'কতানা (বিঃদ্রঃ আপনাকে এটি আরবীতে বলতে হবে বা আপনার নামাজ কবুল করা হবে না এবং সুরক্ষা কাজ করবে না)। আমরা আল্লাহর নামে নামাজ আদায় করি। শয়তানকে দূরে রাখ আমাদের থেকে এবং আমাদের সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি আমাদেরকে যা দান করতে চাও তা থেকে। তা করার পর এবং তারা যৌন মিলন করার পর তাদের একটি সন্তান হওয়া উচিত, শয়তান কখনই তার ক্ষতি করতে পারবে না।

• মসজিদে প্রবেশের আগে নিয়ম (সহীহ আবু দাউদ, #৪৫৮): আমি আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই নিয়মগুলির আরও দেখতে যা মুসলমানদের তাদের জীবনের সমস্ত কিছু সম্পর্কে ভীত এবং চিন্তিত করে তোলে এবং যা তাদের মস্তিষ্ককে হিমশীতল করে তুলবে, এই মুসলিম সাইটটি দেখুন। আপনি দেখতে পাবেন কিভাবে ইসলাম, বা ইসলামের একটি বড় অংশ, রূপকথার গল্পের উপর ভিত্তি করে: http://islamicexorcism.wordpress.com/category/demonspossession-andexorcism/

৩। মুসলমানরা বেহেশবাসীদের কাজ করবে, কিন্তু তারপরও তারা জাহান্নামে যাবে! অর্থাৎ কাজ কখনোই মুসলমানকে বাঁচাতে পারবে না। এটা আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত এবং এটা মানুষের এই জীবনে জন্মের অনেক আগেই করা হয়েছে!

৪. আমি ইসলাম গ্রহণ করি বা না করি, কিছুই পরিবর্তন হবে না!

৫. আমি যদি ধর্ষণ, হত্যা, চুরি, মিথ্যা বলি ইত্যাদি করি তবে এটি এখনও আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত, যেমনটি তিনি তাঁর বেহেশতে বইয়ে লিখেছেন। সম্ভবত সময়ের শুরু থেকেই!

৬. এতে ইসলামকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করে দেয়। ইসলাম গ্রহণ করে লাভ নেই, ভালো বা মন্দ হওয়া।

৭. মুসলমানরা বেহেশতে যাওয়ার জন্য ইসলামে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারপরও ইসলাম পালন ও অনুশীলন করে সেখানে যাওয়ার উপায় নেই! এটা এতটাই স্পষ্ট যে, মুহাম্মদ নিজের ও তার ঈশ্বরের বিরোধিতা করে সবকিছু বানিয়ে ফেলেছেন।
৮. এ থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন (সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খন্ড, বিচার দিবসের বর্ণনা, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা, পৃঃ ২১৭০, হাদীস ২৮১৬ {আরবি]: তোমাদের কেউ তার কৃতকর্মের কারণে নাজাত প্রাপ্ত হবে না ইংরেজি পাঠ পাওয়া যাবে সহীহ মুসলিম, বই ৩৯, হাদিস ৬৭৬২; সহীহ মুসলিম, বই ৩৯, হাদিস ৬৭৬১: তিনি (মুহাম্মদ) বললেন, তোমাদের কেউ তার কৃতকর্মের কারণে নাজাত পাবে না। মুসলিমরা মুহাম্মাদকে বলল, "আর তুমিও নবী? সে বলল, এমনকি আমিও না, যদি না আল্লাহ আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা আবৃত করেন। এর ফলে ইসলাম ও কুরআন নতুন বৈপরীত্যের দ্বার উন্মোচিত হয়। কুরআন 28:54 - আল্লাহ তাদের দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন, কারণ তারা ধৈর্য ধারণ করেছে, যাতে তারা মন্দ কাজসমূহকে ভাল কাজ দ্বারা মোচন করে, যেহেতু তারা আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে ইসলামের জন্য ব্যয় করে। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন আপনি একটি ভাল কাজ করবেন, তখন আল্লাহ দুটি খারাপ পাপ দূর করে দেবেন! এটি আপনাকে অবশ্যই স্বর্গে যাওয়ার পথ তৈরি করে। আপনি যে খারাপটি করেছেন তা পুনরুদ্ধার করা সর্বদা সহজ। দাঁড়িপাল্লা সব সময় মুসলমানের পাশে ভারসাম্য বজায় রাখে। একটা ভালো = দুটো খারাপ। মুহাম্মদ হাদিসে বলেছেন, তাঁর কল্যাণ দ্বারা কেউ তার মুক্তি অর্জন করতে পারবে না, মুহাম্মদ হাদিসে বলেছেন, তার ভালো কাজের দ্বারা কেউ তার মুক্তি অর্জন করতে পারবে না! তিনি কি এই আয়াতে মিথ্যা বানিয়েছেন? যতক্ষণ পর্যন্ত তার খারাপ কাজ বা ভালো কাজগুলো দিন শেষে কোন পার্থক্য তৈরি করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমান বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে? অতঃপর আমরা দেখি মুহাম্মদ (সাঃ) আরো ভুল করছেন, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের প্রতি তার ঘৃণা প্রকাশ করছেন, যখন তিনি তাফসীর ইবনে কাসীর, কুরআন ২৩:১০ এ বলেছেন: কিয়ামতের দিন মুসলমানদের মধ্য থেকে লোকেরা পাহাড়ের চূড়ায় পাপ নিয়ে (আল্লাহর কাছে) আসবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তাদের পাপের উপর তাদের পাপের শাস্তি খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের উপর চাপিয়ে দেবেন। এছাড়াও তাফসীরে ইবনে কাসীর: এর আরেকটি রেফারেন্স হল সহীহ মুসলিম, আল-তাওবাহের বই, হাদিস ৪৯৬৯ এবং ২৭৬৭: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একজন ইহুদী বা খৃষ্টান সাহাবী মনোনীত করবেন এবং মুসলমানদেরকে বলা হবে, 'জাহান্নামের আগুন থেকে এটাই তোমাদের মুক্তিমূল্য)। (অর্থাৎ খৃষ্টান বা ইহুদী ব্যক্তি (তার পাপের জন্য)

পারিশ্রমিক হিসেবে আপনার পরিবর্তে জাহান্নামে যাবে। এখানে দেখছেন, মুসলিমরা কী করল তাতে কিছু যায় আসে না। আল্লাহ তাদের পাপ খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের উপর সমর্পণ করবেন। আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে, আল্লাহ কতটুকু ন্যায়পরায়ণ, কিন্তু তা কি কুরআনের অন্যান্য স্ববিরোধিতার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় না? আসুন দেখি কুরআন 6:164: বলুন কি! আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য খুঁজব? এক, তিনিই বিশ্বজগতের পালনকর্তা; আর কোন আত্মা নিজের বিরুদ্ধে ছাড়া তার পাপ লাভ করে না এবং কেউই অন্যের পাপের মূল্য পরিশোধ করবে না; অতঃপর তোমাদের পালনকর্তার কাছেই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ।

১. সে কিভাবে বলতে পারে যে, প্রত্যেক আত্মা তার নিজের পাপের মূল্য পরিশোধ করবে, অন্য কোনো আত্মা নয়, অথচ খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের পাপের জন্য মূল্য পরিশোধ করবে?

২. হয়তো ইসলাম আমাদেরকে আত্মা হিসেবে গণ্য করে না! মানুষ কেমন?

৩. তিনি প্রত্যেক আত্মাকে বলেছিলেন!

৪. এটা এতই স্পষ্ট যে, মুহাম্মদ (সা.) তার নিজের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারেন না। যতক্ষণ আমরা এই বিন্দুতে পৌঁছেছি, আসুন আমরা খ্রিস্টান এবং ইসলামের মধ্যে মূল পাপের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দেখি! মুসলমানরা আদি পাপের মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। এ দাবীর সাথে ইসলাম সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে কিনা তা দেখার জন্য আমি এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন করব। প্রথমত, আদি পাপ কেবল আদম ও হবার পাপের উপর ভিত্তি করে, যার ফলে মানবজাতিকে স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল (যা খ্রিস্টানরা এদন উদ্যান হিসাবে বোঝে) এবং মৃত্যু ও বেদনার মুখোমুখি হয়েছিল। ইসলামের কি হবে? মানে আদম ও হাওয়ার জান্নাত থেকে বের হওয়ার কারণ কী ছিল? এটা কি তাদের পাপ নাকি অন্য কিছু? 2:35:36-35আমরা বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর; আর তাতে যেভাবে ইচ্ছা মনোহর বস্তু খাও; কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, নতুবা তোমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 36অতঃপর শয়তান তাদেরকে জান্নাতের বাইরে যেতে লাঞ্ছিত করল, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে। আমরা বললামঃ তোমরা সবাই পরস্পর শত্রুতা পোষণ করে নিচে নেমে পড়। পরে পর্যন্ত পৃথিবীতেই তোমার ঘর হবে। এর অর্থ এই যে, খুব স্পষ্ট উপায়ে, আদম ও হাওয়াকে বের করে দেওয়ার কারণ হল:

১. তাদের পাপ;

২. জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়া শাস্তি।
৩. আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন মুসলমান এবং সমস্ত মানবজাতি এখন জান্নাতে নেই যদি মূল পাপটি কারণ না হয়? আমরা সবাই এখানে কেন?
৪. মুসলমানরা মূল পাপের জবাব দেবে এটা কি কারণ নয়? আমরা সবাই এখানে কেন?
. মুসলমানরা বলবে, আমরা জান্নাত থেকে জন্মেছি, তাই আমাদের বের করে দেওয়া হয়নি।
৫. আসল কথা হলো, যে পাপ তুমি করোনি তার জন্য তুমি জান্নাত থেকে বের হওয়ার যোগ্য নও। আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতে বসবাস করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, এর বাইরে নয়। আমার বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য আসুন এই আয়াতটি একসাথে পড়ি: কুরআন 20:117: "অতঃপর আমরা (আল্লাহ) বললাম, 'হে আদম! নিশ্চয়ই সে তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, তাহলে তোমরা কষ্ট-কষ্টে বাস করবে।
৬. অর্থাৎ আদমের দুর্বিষহ জীবনের কারণ ছিল শয়তান। এটা কি আমাদের জন্য প্রযোজ্য? শয়তান কি একমাত্র আদম (আঃ)-এর শত্রু, নাকি সমগ্র মানবজাতির শত্রু? কুরআন ২:৩৬ আয়াতে বলা হয়েছেঃ অতঃপর শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে আনল, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে লাঞ্ছিত করল। আমরা বললামঃ তোমরা সকলে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি করে নিচে নাও। পরে পর্যন্ত পৃথিবীতেই তোমার ঘর হবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা সকলে অবতরণ করো এবং একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর হেদায়েত প্রেরণ করেন এবং মানবজাতিকে পুনরায় রক্ষা করেন। এটা ছিল এমন এক অভিশাপ যা আদমের মাধ্যমে আমাদের ওপর বা মুসলমানদের ওপর এসেছিল, কারণ মুসলমানরা কোনো অন্যায় করেনি। গাছ থেকে খেয়েছে না তারা! এটি ঠিক মূল পাপের প্রতিনিধিত্ব করে। মজার ব্যাপার হলো, আল্লাহ আদমকে ক্ষমা করে দিলেন, তারপরও বললেন, শয়তান আপনাকে জান্নাত থেকে বের করে দেবে যদি আপনি তার কথায় মেনে নেন। এটি স্পষ্টতই একটি শাস্তি, এমনকি ক্ষমা করার পরেও! কুরআন ২:৩৭ পড়ুনঃ অতঃপর আদম (আঃ) তার পালনকর্তার বাণী গ্রহণ করলেন। অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে ক্ষমা করলেন এবং তার তওবা কবুল করলেন, কারণ যে তওবা কবুল করে, তিনিই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এ থেকে কুরআনে আরো একটি ভুল তুলে ধরা হয়েছে। আপনি যখন কাউকে ক্ষমা করেন তখন আপনি এগিয়ে যান না এবং তাকে শাস্তি দেন না, অন্যথায়

ক্ষমা বলতে কী বোঝায়! সম্বন্ধে! যিনি আদমকে পাপ করতে বাধ্য করেছিলেন; এটা তার নিয়তি নাকি শয়তানের কুরআন ২:৩৬: অতঃপর শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে আনে এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে লাঞ্ছিত করে। আমরা বললামঃ তোমরা সবাই পরস্পর শত্রুতা পোষণ করে নিচে নেমে পড়। পরে পর্যন্ত পৃথিবীতেই তোমার ঘর হবে। পদ 2: 36 বলছে, "শয়তান তাদের সৃষ্টি করেছে! এটি সহীহ আল বুখারীর ৯৩নং বই, ৬০৬ নং হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আদম (আ.) ও মূসা (আ.) পরস্পর তর্ক করলেন এবং মূসা (আ.) বললেন, তোমার সন্তান আদম (আঃ)-এর কারণে বেহেশত থেকে বের হয়েছে। আদম (আঃ) বললেন, আপনি মূসা (আঃ), যাকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং তাঁর বাণীর জন্য মনোনীত করেছেন এবং আপনার সাথে কথা বলেছেন। তা সত্ত্বেও তোমরা আমার দুষ্টতার জন্য দোষারোপ করেছ, যা আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার জন্য নির্ধারিত ছিল। তাই, আদম তার যুক্তি দিয়ে মোশিকে অভিভূত করেছিলেন।

আল্লাহর আকাশ কি আসমানে নাকি ভূগর্ভে?

আমার সাথে আবার কুরআন ২:৩৬ পড়ুনঃ অতঃপর শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে আনে এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে লাঞ্ছিত করে। আমরা বললামঃ তোমরা সবাই পরস্পর শত্রুতা পোষণ করে নিচে নেমে পড়। পরে পর্যন্ত পৃথিবীতেই তোমার ঘর হবে। আল্লাহ আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন, বের হয়ে যাও এই বলে নয়, বরং তিনি বললেন, 'তোমরা নেমে যাও'। এটি আকাশে জান্নাত যে রয়েছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। মুহাম্মদ স্পষ্টতই ইডেন উদ্যানকে স্বর্গের সাথে গুলিয়ে ফেলেছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে আদম ও হাওয়া পাপ করার আগে এবং নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগে আকাশে স্বর্গে বাস করেছিলেন। ইডেন গার্ডেন আকাশে থাকার কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল। মুহাম্মদ পিকথালের অনুবাদ, কুরআন ১৬:৩১: "ইডেনের জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়, যেখানে তারা যা চায় তাই পাবে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের প্রতিদান দেন। মুহাম্মাদ পিক্কথাল, কুরআন ১৩:২৩: "তারা ইডেনের জান্নাতে প্রবেশ করে, যারা তাদের পিতৃপুরুষ, তাদের সাহায্যকারী এবং তাদের বংশধরদের সৎকর্ম করে। ফেরেশতারা তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। এই পদগুলি আসন্ন স্বর্গ সম্পর্কে, যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কারণ তারা তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের পরকাল এমন একটি ধারণা যা বোঝা সহজ, এবং এটি জান্নাহ নামে পরিচিত। আলগাভাবে অনুবাদ করা, জান্নাতের অর্থ "বাগান", এডেনের সাথে স্বর্গের হিব্রু ধারণা এবং স্বর্গের খ্রিস্টান

ধারণার কথা শোনা। তবে কুরআনে মুহাম্মদ (সাঃ) বেহেশতের জান্নাতকে ইডেন গার্ডেনের সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কুরআন থেকে আক্ষরিক অনুবাদ হবে এডেন গার্ডেন, যেমন একই নামে ইয়েমেনের বন্দর নগরীতে। তার মানে কি ইডেন গার্ডেন ইয়েমেনে ছিল? আকাশে নয়! তবে কুরআন ও মুহাম্মদ বহুবার বলেছেন যে, জান্নাত আকাশে আছে, যেমনটি আমরা কুরআনে দেখি। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য পড়ুন কুরআন ৩:৫৫: "দেখো! আল্লাহ তাআলা বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে যাব এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নেব..." সুতরাং ঈসা এখন আকাশে এবং বিশেষভাবে আল্লাহর সাথে; "তোমায় নিজের কাছে তুলে ধরো..." কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) নিজে সাত আসমানে গিয়েছিলেন, যেগুলোও ছিল আকাশে। ঈসা যখন ফিরে আসবেন তখন নেমে আসবেন, অতঃপর তিনি উঠে গেছেন এবং আসমান আকাশে উঠে গেছে, তাহলে কুরআন অনেক অধ্যায়ে কেন বলছে যে তারা এদন উদ্যানে প্রবেশ করবে? সহীহ আল বুখারীর ৩৪ নং বইয়ের ৪২৫ নং হাদিসে আমরা পড়ি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি সেই সত্তার নামে অঙ্গীকার করছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, মরিয়মপুত্র অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণ ও শাসক হিসেবে নেমে আসবেন। সে ক্রুশ ছিঁড়ে ফেলবে, শূকর জবাই করবে এবং জিজিয়া (খ্রিস্টানদের শাস্তি দিতে হবে, অথবা তাদের হত্যা করা হবে) বিলুপ্ত করবে এবং সম্পদ এমন পরিমাপে প্রবাহিত হবে যে কেউ তা গ্রহণ করতে বাধা দেবে না। মুহাম্মদের বিভ্রান্তির উত্তর বাইবেলে পাওয়া যেতে পারে যেমন আমরা আদিপুস্তক ২:৮ (নতুন কিং জেমস সংস্করণ) এ পড়ি:

খ্রিস্টান হিসাবে বাইবেলে আমাদের বলা হয়েছে যে আদম ও হাওয়া পৃথিবীতে যে পরমদেশ ছিল সেখানে বাস করত। মুহাম্মদ এটি বাইবেল থেকে চুরি করেছিলেন, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে আদম ও হাওয়া তার বইতে কখনও পৃথিবীতে ছিল না যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের জোর করে নামতে বাধ্য করেছিলেন যেমন কুরআন 2:36; 'নেমে যাও'। শুধু আপনাকে জানিয়ে রাখি, এটি কুরআনের একটি বিশাল ভুল; যে ঈশ্বর এখনও জানেন না যে তাঁর পরমদেশ কোথায় অবস্থিত, তিনি একজন মিথ্যা ঈশ্বর। মনে রাখবেন, যতক্ষণ পার্থিব ইডেন আদম ও হাওয়ার আবাসস্থল না ছিল, ততক্ষণ মুহাম্মদ এটি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? উত্তরটা খুবই স্পষ্ট যে, সেটাই হল বাইবেল। ৪ প্রভু ঈশ্বর এদনে পূর্বদিকে একটি বাগান রোপণ করলেন এবং সেখানে তিনি যাকে তৈরি করেছিলেন তাকে সেখানে রাখলেন| ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন ৪:৭৮ (উসামা দাকদোক অনুবাদ): তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবে, যদিও

তোমরা সুউচ্চ বুরুজে অবস্থান কর। যখন তাদের উপর সৌভাগ্য আসে, তখন তারা বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের উপর দুঃখ-কষ্ট আপতিত হয়, তবে তারা বলে, এটা তোমাদেরই কথা। বল, 'সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে'। তাহলে এই মানুষগুলোর সঙ্গে কী সম্পর্ক? তারা বক্তৃতা বোঝার কাছাকাছি নয়। একমাত্র কল্যাণ আল্লাহ্ র কাছ থেকে আসে কুরআন 4:79 (উসামা দাকদোক অনুবাদ): তোমার উপর যে সৌভাগ্য পতিত হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যে বিপদ-আপদ তোমার উপর পতিত হয় তা তোমার নিজের কারণে। • এটি একটি স্পষ্ট বৈপরীত্য। মন্দ কাজগুলো কোথা থেকে আসে আল্লাহ তা জানেন না! কোন মুসলমান কি তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে? কুরআন ৩:১৪৫ : "আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কোন আত্মার মৃত্যু হতে পারে না, বরং এটি (মৃত্যু) হচ্ছে আখেরাতের কাল। আয়াতটি এত স্পষ্ট যে, কেউ তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবে না। এটি আগামী সময় হিসাবে সাজানো হয়েছে। যদিও, আসন্ন হাদিসে মুহাম্মদের কাহিনী কুরআনের সাথে খাপ খায় না, মুসলমানরা সকলেই একমত যে কেউ তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু আমরা প্রমাণ করে দেব যে, ইসলামে ভাগ্য একটি মিথ্যা দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়, এভাবে ইসলামকে আবারও ভুল প্রমাণ করা যায়। সহীহ মুসলিম, বই ৩০, হাদীস ৫৮৫: আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মূসা (আঃ)-এর নিকট মৃত্যুর ফেরেশতা পাঠানো হয়েছে, যাতে তিনি তাঁর রবের হুকুম সম্পর্কে অবহিত করেন। যখন সে (ফেরেশতাকে) এল, তখন মূসা (আঃ) তাকে চড় মারলেন এবং তার চোখ ফেটে গেল। মৃত্যুর দূত প্রভুর কাছে ফিরে এসে বললেন: "তুমি আমাকে এমন এক দাসের কাছে পাঠিয়েছ, যে মরতে চায় নি।" আল্লাহ তা'আলা তাঁর চোখকে তার উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করলেন এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেনঃ "তুমি তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বলে দাও যে, যদি সে আয়ু পেতে চায়, তবে তাকে ষাঁড়ের পেছনে হাত রাখতে হবে এবং তাকে তার হাতের দ্বারা লুকানো চুলের হিসাব হিসাবে আয়ু করার অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তার পর আমার কী হবে?" তিনি উত্তর দিলেনঃ পরে তোমাকে মৃত্যুর জন্য সংগ্রাম করতে হবে। মূসা (আঃ) বললেনঃ এখন হোক। এবং তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তিনি তাকে পবিত্র ভূমির (ইসরাঈল) নিকটবর্তী করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যদি সেখানে থাকতাম তবে তোমাকে লাল পাহাড়ের রাস্তার পাশে তার কবরস্থানটি দেখিয়ে দিতাম।

১. আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করার পর মূসা (আঃ) তার ভাগ্য পরিবর্তন করেন।
২. মুসা যুদ্ধ করে মৃত্যুর দূতকে থামাতে পারতেন!
৩. আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর প্রত্যাখ্যান মেনে নিলেন এবং তাঁকে তাঁর দিন হওয়ার জন্য আরেকটি তারিখ দিলেন।
৪. আল্লাহ কুরআন ২:১১৭ অনুযায়ী কাজ করেন না। আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা। যদি সে কিছু সিদ্ধান্ত নেয় তবে সে বলে, "হও, তা হবে।
৫. তিনি ফেরেশতাকে মোশির জীবন নেওয়ার আদেশ দিলেন, কিন্তু স্পষ্টতই "হও" শব্দটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলেন।
৬. মূসার মৃত্যু থেকে মুক্তি ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল, আল্লাহর হিসাব (হাতের কাছে লুকানো চুলের হিসাব) নয়।
৭. আদম (আঃ) এর হাদীসটি স্মরণ করুন, "অতঃপর আদম (আঃ) বললেন, তুমি কি আমার সৃষ্টির পূর্বে আমার ভাগ্যে এ কথা লিখতে পেয়েছ? মূসা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আদম এই যুক্তি দেখিয়ে মূসাকে পরাজিত করলেন। (সহীহ বুখারী, বই ৬০, হাদীস ২৬০) (সহীহ মুসলিম, বুক ০৩৩, হাদীস ৬৪১১)।
৮. আল্লাহ কি মৃত্যুর ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন তার ভাগ্যের উপর ভিত্তি করে, যা মূসার সৃষ্টির পূর্বে সংরক্ষিত ও অপরিবর্তনীয় কিতাবে লেখা ছিল? নাকি জরুরি পরিবর্তনযোগ্য জিনিসের জন্য তার কাছে একটি বই ছিল? দেখুন কুরআন ৮৫:২২ আয়াতে বলা হয়েছে, "সংরক্ষিত ফলকে খোদাই করা। ৯. এই সব মিলিয়ে প্রমাণ করে যে এটি একটি রূপকথার গল্প। এর কোনোটাই সত্য হতে পারে না। কখন থেকে ঈশ্বর তাঁর ফেরেশতাদের একটি আত্মা গ্রহণ করার জন্য পাঠান, এবং তারপর এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়, বা এমনকি যে আদেশ অতিক্রম করা হয়?

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করতে বাধ্য করেছেন

কুরআন 6:137 (উসামা দাকদোক অনুবাদ) অনুরূপভাবে বহু মুশরিকদের জন্য শোভা লাগতো, তাদের সঙ্গীদের জন্য তাদের সন্তানদের হত্যা করা, যাতে তারা পথ ঘুরিয়ে দেয় এবং তারা তাদের জন্য তাদের দ্বীন মিশ্রিত করে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা এরূপ করত না। সুতরাং তাদেরকে এবং তারা যা তৈরি করছে তা ছেড়ে দাও। মুসলিমরা এই আয়াতটি ব্যাখ্যা করে বলে যে শয়তানই সেই ব্যক্তি যে বহুঈশ্বরবাদীদের (অমুসলিমদের) বিশ্বাস করাচ্ছে যে তাদের সন্তানদের হত্যা করা সঠিক কাজ, এবং শয়তান মানুষকে সত্য ধর্ম ইসলাম (তাদের ধর্ম) থেকে দূরে

সরিয়ে দেওয়ার জন্য এটি করে। নিজের সন্তানদের হত্যা করার মতো মন্দ কাজের জন্য শয়তানকে দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত, তবে আসুন আমরা পরীক্ষা করে দেখি যে শয়তানের কাজগুলি সম্পর্কে কুরআন আসলে কী বলে। কুরআন ৬:১১২ পদে আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ নিজেই শয়তান সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহর নির্দেশেই শয়তান নবীদের ধোঁকা দেয়। শয়তান যেহেতু কেবল আল্লাহর হুকুমই অনুসরণ করে, সেহেতু আল্লাহই প্রকৃত প্রতারক। তার আদেশে শয়তান মানুষকে বিশ্বাস করাচ্ছে যে, তাদের সন্তানদের হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত। আল্লাহর নির্দেশে শয়তান মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। যদি এটুকুই আপনাকে বোঝানোর জন্য যথেষ্ট না হয় যে, আল্লাহ একজন প্রতারক এবং শিশু হত্যার পেছনে তিনিই রয়েছেন, তাহলে লক্ষ্য করুন যে, কুরআন ৬:১১২ এবং ৬:১৩৭ আয়াতে এই বাক্যাংশটি রয়েছে, "যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা এটা করত না। অন্য কথায়, আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষ মন্দ কাজে বিভ্রান্ত হয়, কারণ তিনি যদি মন্দ কাজ থেকে মানুষকে দূরে পরিচালিত করতে চাইতেন তবে তিনি সহজেই তা করতে পারতেন। আমরা জানি যে, তিনি চান লোকেদের পথভ্রষ্ট হোক, কারণ তিনি আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন। প্রতারণার শুরু ও শেষ আল্লাহর মাধ্যমে। আল্লাহ কেন আমাদের ধোঁকা দিচ্ছেন? কুরআন ৪:৮৮ (উসামা দাকদোক ভাষায়) তোমরা মুনাফিকদের সম্পর্কে কিভাবে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলে, অথচ আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পরিত্যাগ করেছেন? তোমরা কি তাদেরকে পথ দেখাতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি তার জন্য কোন পথ পাবেন না। আয়াতটি আমাদের স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, আল্লাহ নিজেই মানুষকে পথভ্রষ্ট করেন এবং তিনি চান তারা পথভ্রষ্ট হোক। তিনি তাদের ফেরত নিতে চান না। আল্লাহ মুহাম্মদের উপর ক্রুদ্ধ হন, কারণ তিনি আল্লাহ যে লোকদের ফেলে দিয়েছিলেন তাদের পথ দেখানোর বা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি আল্লাহর নবী মুহাম্মদেরও মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষমতা নেই। আসল কথা হলো, মুহাম্মদ এই আয়াতটি তৈরি করেছিলেন অনেক দেরি হওয়ার আগেই, যখন তিনি জানতে পারলেন যে শিশুদের হত্যা করার সময় হয়েছে। তিনি চাননি যে আরও বেশি লোক তাকে প্রতারক হিসাবে প্রকাশ করতে পারে।

একজন খারাপ রাজা বা খলিফা থাকা এবং আনুগত্য করা নিয়তি

আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ইসলামী দেশ পরিবর্তন চাইছে এবং তাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সমস্ত মুসলমান বুঝতে পারে যে এটি ইসলামী নীতি ও শিক্ষার বিরোধী। ইসলামের নবী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এটা আল্লাহর ইচ্ছা; সুতরাং মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া জায়েয নয়, এমনকি যদি আপনার বাদশাহ চোর হয় এবং সে আপনার পিঠ চাপড়ায়, এমনকি শয়তানের ইচ্ছাও পালন করে। আল-কুরআন ১৭:৩৩ (শাকিরের অনুবাদঃ আল্লাহ যাকে নিষেধ করেছেন, তাকে ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করো না, আর যে অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি অবশ্যই তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দিয়েছি, সুতরাং সে যেন হত্যা করার ন্যায়সঙ্গত সীমা অতিক্রম না করে; নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করা হবে। মুসলমানদের হত্যা করা নিষিদ্ধ, কিন্তু কাফেরদের হত্যা করা নিষিদ্ধ, কিন্তু এই আয়াতটি বেশ স্পষ্ট যে আপনার শাসক এমনকি আপনার জীবন নিতে পারে, এমনকি অন্যায় হলেও, এমনকি একজন মুসলিম হিসাবেও, কারণ তিনি তা করার জন্য অনুমোদিত। সহীহ মুসলিম, বই ০২০, হাদিস ৪৫৫৪: এমন শাসক থাকবে যারা আমার শিক্ষা অনুযায়ী শাসন করবে না এবং তারা আমার পথ অনুসরণ করবে না? নিকটে তাদের মধ্যে এমন লোক থাকবে যারা মানুষের দেহে শয়তানের হৃদয় ধারণ করবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি এমন কোন শাসককে দেখি? তিনি (মুহাম্মদ) বললেন, আপনি আমীরের (বাদশাহ) কথা শুনবেন এবং তাঁর আদেশ মেনে চলবেন; এমনকি যদি তোমার পিঠে চাবুক মারা হয় এবং তোমার সম্পদ (রাজার দ্বারা) চুরি করা হয়, তবুও তোমার শোনা উচিত এবং আনুগত্য করা উচিত। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে মন্দ ও ভালো, তার মানে যদি সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, মন্দ ও ভালো, তার মানে হলো আপনার শাসক যদি আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তবে সেটা আল্লাহর ইচ্ছা, যদি সে তোমাকে হত্যা করে, তবে সেটা আল্লাহর ইচ্ছা, যদি সে তোমার অর্থ চুরি করে- এটা আল্লাহর ইচ্ছা। তাহলে কি এটা বাদশাহর পাপ নাকি অসৎ আল্লাহর পাপ?

দি ডিসেপশন অব আল্লাহ্ , ভলিউম ২ (Quran and Science in Depth by Christian Prince) পড়তে ভুলবেন না এই বইয়ের আকারের কারণে, আমি আরও অমূল্য তথ্য দিয়ে চালিয়ে যাব এবং দ্য ডিসেপশন অফ আল্লাহ, ভলিউম ২

(Quran and Science in Depth by Christian Prince) -এ অধ্যয়ন চালিয়ে যাব, যেখানে তাদের কুরআনের অলৌকিকতা সম্পর্কে মুসলমানদের বিভ্রান্তিকর দাবির জবাব দেওয়া হবে এবং একই সাথে দেখানো হবে যে তারা কেবল মিথ্যা দাবিই নয়, কিন্তু তারা বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল। আপনি কীভাবে The Deception of Allah, Quran and Science in Depth এর অনুলিপিটি অর্ডার করতে পারেন তা দেখতে দেখুন: Amazon.com Muhammadtube.com, DebateTV.org, বা InvestigateIslam.com

কুরআনের বর্ণনামূলক বৈপরীত্য

ভূমিকা

কুরআনের একটি সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য হল যে এটি প্রায়শই একই গল্পগুলি একাধিক সূরায় কম বা কম বিস্তারিতভাবে পুনরাবৃত্তি করে। এই অনুসন্ধানটি একাডেমিক পণ্ডিত জোসেফ উইজটামের কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত কুরআনের সমান্তরাল বর্ণনামূলক অনুচ্ছেদগুলির সতর্ক তুলনার ফলাফল, যার কাছ থেকে এখানে কয়েকটি উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে। উইটজটাম একজন পণ্ডিত যিনি সূরাগুলির আপেক্ষিক কালানুক্রমিক ক্রম এবং তাদের রচনার অন্যান্য দিকগুলি আলোকিত করার জন্য আন্তঃ-কুরআনীয় সমান্তরালগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি পরীক্ষা করতে বিশেষভাবে আগ্রহী। তিনি উল্লেখ করেছেন যে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী পদ্ধতি এই সমান্তরাল অনুচ্ছেদগুলি সুরেলাভাবে পড়ার ঝোঁক রাখে এবং "যদিও সুরেলা পদ্ধতি কখনও কখনও বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে এটি নিজেই অপর্যাপ্ত। এটি সমান্তরাল সংস্করণগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য সহজে ব্যাখ্যা করতে পারে না এবং ব্যাখ্যা করে না যে কেন কুরআন প্রতিবার একটি প্রদত্ত গল্পকে কিছুটা আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে পছন্দ করে। 1 এই নিবন্ধে আমি কেবল এই ধরনের বৈপরীত্যের এক ডজনেরও বেশি ঘটনা নথিভুক্ত করেছি। কিছু ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সুরেলা যুক্তি রয়েছে যার কিছু যোগ্যতা থাকতে পারে এবং আলোচনা করা হয়। সহীহ ইন্টারন্যাশনাল অনুবাদ সর্বত্র ব্যবহৃত হয়।

১ জোসেফ উইটজটাম। বৈকল্পিক ঐতিহ্য, আপেক্ষিক কালানুক্রমিক এবং আন্তঃ-কুরআন সমান্তরাল অধ্যয়ন। ইসলামী সংস্কৃতিতে, ইসলামী প্রসঙ্গ: অধ্যাপক প্যাট্রিসিয়া ক্রোনের সম্মানে প্রবন্ধ। সম্পাদনা করেছেন বেহনাম সাদেঘি, আসাদ কিউ আহমেদ, অ্যাডাম সিলভারস্টেইন এবং রবার্ট জি হয়ল্যান্ড। লেডেন: ব্রিল, 2015, পৃষ্ঠা 5-6

ইব্রাহিম ও মূর্তি

ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে চ্যালেঞ্জ করার পর মূর্তিসমূহ গুঁড়িয়ে দেয়ার বিষয়ে ২১ নং আল-আম্বিয়া ও ৩৭ নং আশ-সাফাতে দুটি ভিন্ন আখ্যান পাওয়া যায়। আমি এখানে একটি বিষয়ে আলোকপাত করছি। লেখক ঘটনাগুলি যেখানে উদ্ঘাটিত হয় সেই স্থানগুলিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে অবহেলা করেছেন। প্রশ্ন ৩৭ এর সরল কাহিনীতে, ঘটনাগুলি সমস্ত মূর্তিগুলির অবস্থানে ঘটে। ৩৭:৯৪ আয়াতে বিশেষ করে "অতঃপর" (ফা২) লক্ষ্য করুন, যা ইঙ্গিত

করে যে লোকেরা সরাসরি ইব্রাহিমের কাছে ফিরে এসেছিল। "অতঃপর তারা তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে এলো" (ফা-আকবালু ইলাইহি ইয়াজিফুনা) ৯০ আয়াতে তাদের পূর্ববর্তী প্রস্থানের প্রতিফলন "অতঃপর তারা তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, চলে গেল" (ফাতাওয়ালাল্লাহু আনহু মুদ'বিরিনা)। ২১ নং আয়াতে ইবরাহীম ৬২ নং আয়াত থেকে মূর্তিগুলোর মধ্যে ফিরে এসেছেন (তিনি "এই" মূর্তিকে উল্লেখ করেছেন, তারা "এই" মূর্তিগুলিকে বোঝায়)। অথচ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তারা যখন আসে তখন তিনি আর সেখানে থাকেন না এবং তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ফিরিয়ে আনার জন্য একটি দল পাঠায়, সুতরাং এর পরিবর্তে ইব্রাহীম তাদের কাছে আসে যেখানে মূর্তিগুলি রয়েছে।।

21:57-68	37:87-97
21|57|আর আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে চলে যাওয়ার পর আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতিমাগুলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব। 21|58|অতঃপর তিনি তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিলেন, তাদের মধ্যে একটি বড় ব্যতীত, যাতে তারা সেখানে ফিরে আসে [এবং জিজ্ঞাসা] করতে পারে। 21|59|তারা বললঃ আমাদের দেবতাদের প্রতি এ কাজ কে করেছে? নিশ্চয় সে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত। 21|60|তারা বলল, আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তাকে বলা হয় ইব্রাহীম। 21|61|তারা বললঃ তাহলে তাকে লোকদের চোখের সামনে নিয়ে এসো, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে। 21|62|তারা বললঃ হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের দেবতাদের প্রতি এই কাজ করেছ? 21|63|তিনি বললেনঃ বরং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এই কাজ করেছে, সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তারা কথা বলতে পারবে কিনা। 21|64|অতঃপর তারা নিজেদের নিকট ফিরে এল এবং বললঃ তোমরা তো জালেমকারী। 21|65|অতঃপর তারা উল্টো করে বলল, তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না। 21|66|তিনি বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহর	37|87|অতঃপর বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? 37|88|এবং তিনি নক্ষত্রের দিকে তাকালেন 37|89|অতঃপর বললঃ আমি তো পীড়িত হয়েছি। 37|90|অতঃপর তারা তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল। 37|91|তারপর তিনি তাদের উপাস্যদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা কি খাও না? 37|92|তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? 37|93|অতঃপর তিনি ডান হাত দিয়ে তাদের উপর একটি আঘাত করলেন। 37|94|অতঃপর লোকেরা তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে এল। 37|95|তিনি বললেনঃ তোমরা যা খোদাই কর, তার এবাদত

পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকার ও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? 21|67|তোমাদের উপর এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যার এবাদত কর, তাদেরও উপাসনা কর। তাহলে কি তোমরা যুক্তি ব্যবহার করবে না?" 21|68|তারা বললঃ তাকে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবতাদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।	কর, ৩৭|৯৬|অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন? 37|97|তারা বললঃ এর জন্য এক অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ কর এবং তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর।

২ এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেনের আরবি-ইংরেজি অভিধান সংযোজন ফা (পৃষ্ঠা ২৩২১-২৩২৩) এর জন্য এন্ট্রি ব্যাখ্যা করে যে আমরা এখানে যেমন ব্যবহার দেখি, ফা প্রক্সিমেট এবং নিরবচ্ছিন্ন উত্তরাধিকার বোঝায়। https://www.studyquran.org/LaneLexicon/Volume6/00000105.pdf

ইব্রাহীম ও ফেরেশতাগণ

জোসেফ উইজটামের একটি প্রবন্ধে ইব্রাহিম ও তার স্ত্রীর কাছে ফেরেশতাদের সাক্ষাতের বর্ণনাকারী অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে অসংখ্য পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমি এখানে চারটি বৈপরীত্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি: অব্রাহামের ভয়ের সময়, যেভাবে সুসংবাদ দেওয়া হয়, তা ইসহাক বা ইসহাক ও ইয়াকুব উভয়েরই হোক না কেন, এবং ফেরেশতারা যে বিন্দুতে অব্রাহামকে লুতের লোকদের কাছে তাদের মিশনের কথা বলে তার সাথে সম্পর্কিত একটি ক্রমিক সমস্যা।

১১:৬৯-৭৬ (আরও দেখুন ২৯:৩১-৩২)	15:51-60	51:24-34
11|69|আর নিশ্চয়ই আমার রাসূলগণ ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন; তারা বলল, 'সালাম'। তিনি বললেন, "সালাম" এবং [তাদের] একটি ভুনা বাছুর আনতে দেরি করলেন না। 11|70|কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে তাদের হাত তার কাছে পৌঁছাচ্ছে না,	15|51|আর তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের সম্পর্কে সংবাদ দাও, 15|52|যখন তারা তাঁর কাছে হাজির হয়ে বলল, 'সালাম'। ইব্রাহীম বলল, নিশ্চয়ই	51|24|তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? - ৫১|২৫|যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হল এবং বলল, আমরা আপনাকে সালাম দিচ্ছি। তিনি বললেনঃ তোমার উপর শান্তি,

তখন তিনি তাদের অবিশ্বাস করলেন এবং তাদের কাছ থেকে আশঙ্কা অনুভব করলেন। তারা বললঃ ভয় করো না। আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।
11|71|আর তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল, আর সে হাসছিল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাক ও ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম।
11|72|তিনি বললেনঃ আফসোস আমার! আমি কি বৃদ্ধা অবস্থায় সন্তান প্রসব করব আর আমার স্বামী বৃদ্ধ হবে? নিঃসন্দেহে এটি একটি আশ্চর্যজনক বিষয়!"
11|73|তারা বললঃ তুমি কি আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করছ? আল্লাহর রহমত ও বরকতসমূহ আপনাদের উপর বর্ষিত হোক, ঘরের মানুষেরা। নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত ও সম্মানিত'। 11|74|অতঃপর যখন ইবরাহীমের নিকট ভীত অবস্থা অবলম্বন করল এবং তার কাছে সুসংবাদ পৌঁছল, তখন সে আমার সাথে লুতের সম্প্রদায়ের বিষয়ে তর্ক করতে লাগল।

আমরা তোমাকে ভয় করি। 15|53| ফেরেশতাগণ বললেনঃ ভয় করো না। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি একজন জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ।
15|54|সে বললঃ তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছ, যদিও আমি বার্ধক্যে পৌঁছেছি? অতঃপর তোমরা কি সংবাদ দাও?"
15|55|তারা বললঃ আমরা আপনাকে সত্যের সুসংবাদ দিলাম, অতএব আপনি নিরাশ হবেন না।
15|56|তিনি বললেনঃ পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়?
15|57|ইব্রাহীম বললঃ তাহলে হে প্রেরিতগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? 15|58|তারা বললঃ আমরা এক

তুমি তো অপরিচিত সম্প্রদায়। 51|26| অতঃপর তিনি তার পরিবারবর্গের কাছে গেলেন এবং একটি মোটাতাজা [ভুনা] বাছুর নিয়ে এলেন
৫১|২৭|এবং তা তাদের কাছে রাখলেন; তিনি বললেনঃ তোমরা কি খাবে না?
51|28|এবং তিনি তাদের কাছ থেকে আশঙ্কা অনুভব করেছিলেন। তারা বলল, ভয় করো না, এবং তাকে একটি শিক্ষিত ছেলের সুসংবাদ দিল।
51|29|আর তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে কাছে এসে তাঁর মুখ চাপড়ে বললেন, "আমি বন্ধ্যা বৃদ্ধা। 51|30|তারা বললঃ তোমার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন; নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাতা"।
51|31|ইব্রাহীম বললঃ তাহলে হে প্রেরিতগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? 51|32|তারা বললঃ আমরা এক অপরাধী

11|75|নিঃসন্দেহে ইবরাহীম (আ��সহনশীল, দুঃখ করা এবং [প্রায়শই] [আল্লাহ্ র কাছে] প্রত্যাবর্তনকারী। 11|76|ফেরেশতারা বলল, হে ইব্রাহীম, এটা ছেড়ে দাও। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার আদেশ এসে গেছে এবং তাদের কাছে এমন শাস্তি পৌঁছে গেছে যা রহিত করা যাবে না।	অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। 15|59|লুতের পরিবার ছাড়া; নিশ্চয়ই আমরা তাদের সবাইকে রক্ষা করব 15|60| শুধু তার স্ত্রী ছাড়া'। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করে দিলেন যে, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি 51|33|তাদের উপর মাটির পাথর অবতীর্ণ করা, ৫১|৩৪|তোমার পালনকর্তার দরবারে সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত।

৩ জোসেফ উইটজটাম। "তিনবার একটি সময়: ইব্রাহিমের অতিথি এবং আন্তঃ-কুরআনের সমান্তরাল অধ্যয়ন"। হোলগার জেলেন্টিন (সম্পাদনা), ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের কুরআনের সংস্কার: উত্সে ফিরে আসুন। লন্ডন: রাউটলেজ, 2019, পৃষ্ঠা 277–302।

উইটজটাম পর্যবেক্ষণ করেছেন যে প্রশ্ন 15:52 এ আব্রাহাম তত্ক্ষণাত ভয় প্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি তাদের আগমনের পরে ফেরেশতাদের সাথে শান্তির শুভেচ্ছা বিনিময় করেছিলেন। তারা তাকে আশ্বস্ত করে যে, তারা সুসংবাদসহ তার নিকট প্রেরিত হয়েছে (ঐ বর্ণনায় খাবারের উল্লেখ নেই)। প্রশ্ন ৫১ ও ১১ নং প্রশ্নে তার ভয় আসে যখন তারা খাবার গ্রহণ করে না এবং ঠিক তখনই তারা তাকে তাদের ফেরেশতা মিশন সম্পর্কে আশ্বস্ত করে (হয় তাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য অথবা লূতের লোকদের কাছে)। আল-রাজি এই পরামর্শ দিয়ে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করেছিলেন যে তার ভয় পর্যায়ক্রমে জোরদার হয়েছিল, যদিও উইটজটাম (পাদটীকা ৬৮) এটিকে "অসন্তোষজনক এবং কৃত্রিম" হিসাবে উল্লেখ করেছেন।
উইটজটাম দ্বারা উল্লিখিত আরেকটি পার্থক্য হ'ল প্রশ্ন 11 এ সরাসরি ইব্রাহিমের স্ত্রীকে দেওয়া সুসংবাদ রয়েছে, যেখানে প্রশ্ন 51 এ, ইব্রাহিমকে সরাসরি সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে (ফা) তার স্ত্রী শুনে এগিয়ে আসে (প্রশ্ন 15 তার স্ত্রীর কথা মোটেই উল্লেখ করে না)। আরও একটি পার্থক্য তিনি লক্ষ্য করেছেন যে প্রশ্ন 15: 53 এবং প্রশ্ন 51: 28 এ ইব্রাহিমকে কেবল একটি শিক্ষিত ছেলের (একবচন) সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রশ্ন 11:71 এ তার স্ত্রীকে ইসহাক এবং তাদের

ভবিষ্যত নাতি ইয়াকুব উভয়ের কথা বলা হয়েছে। অন্যজনের মাথার ওপরে আছে শুধু ছেলের খবর।

উইটজটাম নোট করেছেন নিকোলাই সিনাইয়ের সুরেলা প্রস্তাব যে তিনি একটি পুত্রের খবর শুনেছিলেন এবং তারপরে তাকে সরাসরি আইজাক এবং জ্যাকব সম্পর্কে বলা হয়েছিল, তবে মন্তব্য করেছেন যে এটি "একটি মোটামুটি পরিশীলিত শ্রোতা অনুমান করে, যারা একটি অনুচ্ছেদ শুনে পূর্ববর্তী সমস্ত অনুচ্ছেদ মনে রাখতে এবং তাদের সুরেলা করার জন্য একটি সিনোপটিক পাঠ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই ব্যাখ্যা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। এটা মেনে নেওয়া সহজ মনে হয় যে প্রতিটি সূরা একই ভাষায় হলেও ঘটনার কিছুটা ভিন্ন সংস্করণ সম্পর্কিত।

একটি পৃথক সমস্যা যা উইটজটাম উল্লেখ করেননি প্রশ্ন 11:70 যখন ফেরেশতারা অব্রাহামের ভয়ের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে প্রকাশ করে যে তারা তার স্ত্রীকে সুসংবাদ দেওয়ার আগে লুতের লোকদের কাছে প্রেরিত বার্তাবাহক। এর পরে এবং যখন তার ভয় কেটে গেছে তখন তিনি "লুতের লোকদের" (কাওমি লুতিন) পক্ষে তাদের সাথে তর্ক করেন, সম্ভবত ইতিমধ্যে ১১:৭০ এ তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছেন যা একই বাক্যাংশকে প্রতিফলিত করে। অতঃপর প্রশ্ন ১৫:৫৭ এবং প্রশ্ন ৫১:৩১ পদে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তাদের পরবর্তী কাজ কি ("তারপর কি"; ফামা), স্পষ্টতই সেই সময়ে তারা জানত না যে লুতের লোকদের সাথে তাদের ব্যবসা রয়েছে।

৪ গ্যাব্রিয়েল সাইদ রেনল্ডস লক্ষ্য করেছেন যে জ্যাকব (ইয়াকুব) সম্ভবত উত্তরণের চূড়ান্ত স্বরবর্ণ ছড়া স্কিম বজায় রাখার জন্য যুক্ত করা হয়েছিল। দেখুন রেনল্ডস, জি.এস. কুরআন এবং বাইবেল: পাঠ্য এবং ভাষ্য। নিউ হ্যাভেন: ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, 2018, পি। ৫ আল-কুরতুবী তার তাফসীরে ১১ নং আয়াতের তাফসীরে ইঙ্গিত করেন যে, ফেরেশতারা ইবরাহীমের ভয় দূর করার পর তারা লুতের লোকদের কাছে প্রেরিত হয়েছে বলে উল্লেখ করার পরে, ১১:৭৪ আয়াতে তার পরবর্তী তর্ক শুরু হয়েছিল যখন ফেরেশতারা এই মিশনের বিশদ বিবরণ দিতে শুরু করেছিল যেমনটি প্রশ্ন ১৫:৫৮ এবং প্রশ্ন ৫১:৩২ এ বর্ণিত হয়েছে (আরও দেখুন প্রশ্ন ২৯:৩১-৩২)। ৬ এর পরিবর্তে যদি আমরা একত্রিত হই যে, ইবরাহীম (আঃ) প্রশ্ন ১৫ ও ৫১ আয়াতে ফেরেশতাদেরকে তাদের পরবর্তী কাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই আশায় যে, তারা তাদের পূর্ববর্তী মন্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন যে, তারা ১১:৪০ আয়াতে লুতের লোকদের কাছে যাচ্ছেন, তবে আল-রাযীর সময় পর্যন্ত তা যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল না, যিনি তার তাফসীরে ১৫:৫৭ নং ক্যাটালগে ব্যাখ্যা

দিয়েছেন যে কেন ইব্রাহীম ফেরেশতাদের তাদের পরবর্তী কাজ জিজ্ঞাসা করবেন, যার কোনোটিই ১১:৪০ এর সাথে প্রযোজ্য নয়।

লূত ও ফেরেশতাগণ

ইব্রাহিম ও তার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পর, ফেরেশতারা সেখানকার লোকদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির আগে তাকে এবং তার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য লূতে ভ্রমণ করে।

ঘটনাক্রমে এবং যে পরিস্থিতিতে ফেরেশতা দূতেরা লোটের কাছে তাদের মিশন প্রকাশ করেন তাতে তিনটি দ্বন্দ্ব ঘটে। ১৫ নং প্রশ্নে, ফেরেশতারা লোটকে প্রথম আসার সময় বলে যে তারা আসন্ন শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য সেখানে রয়েছে। একটি জনতা ফেরেশতাদের (যাদেরকে তারা পুরুষ বলে মনে করেছিল) নেওয়ার চেষ্টা করে এবং লোট তার কন্যাদের প্রস্তাব দিয়ে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করে।

১১ নং প্রশ্নে ঘটনার ক্রম খুব স্পষ্টভাবে উল্টো।

15:61-74	11:77-83
15|61|আর যখন দূতগণ লূতের বংশধরের নিকট আগমন করল, 15|62|তিনি বললেনঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক। 15|63|তারা বললঃ যে বিষয়ে তারা বিবাদ করছিল তা নিয়ে আমরা আপনার কাছে এসেছি, ১৫|৬৪ |আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী। 15|65| অতঃপর তোমরা রাত্রির কিছু অংশ নিয়ে বের হও এবং তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৃষ্টিতে তাকাও না। 15|66|অতঃপর আমি তাকে এ বিষয়ে আদেশ জানিয়ে দিলাম যে, ভোরবেলার মধ্যেই তাদের নির্মূল করা হবে। 15|67|আর শহরের লোকেরা আনন্দে এসেছিল। 15|68|লূত	11|77|অতঃপর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আঃ)-এর নিকট আগমন করল, তখন তিনি তাদের জন্য ব্যথিত হলেন এবং তাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখ বোধ করলেন এবং বললেনঃ এ এক কঠিন দিন। 11|78|আর তার সম্প্রদায় তাড়াতাড়ি তার কাছে এল এবং ইতিপূর্বে তারা মন্দ কাজ করে যাচ্ছিল। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, এরা আমার কন্যারা। তারা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের সম্পর্কে আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন বিবেকবান লোক নেই?" 11|79|তারা বললঃ তুমি তো জানই যে, তোমার কন্যাদের ব্যাপারে আমাদের কোন গরজ নেই, আর নিশ্চয়ই তুমি ভাল করেই জান কি আমরা চাই। 11|80|তিনি বললেনঃ আমি যদি তোমাদের বিরুদ্ধে

বললেনঃ এরা নিশ্চয়ই আমার মেহমান, অতএব আমাকে লজ্জিত করো না। 15|69|আর আল্লাহকে ভয় কর, আমাকে লজ্জা দিয়ো না। 15|70|তারা বললঃ আমরা কি আপনাকে লোকজনকে রক্ষা করতে নিষেধ করিনি? 15|71|লূত বললেনঃ এরা আমার কন্যা, যদি তোমরা [হালাল বিবাহে] দাসী হও। 15|72|তোমার জীবনের কসম, নিশ্চয়ই তারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 15|73|তাই সূর্যোদয়ের সময় চিৎকার তাদের দখল করে নেয়। 15|74| আর আমি শহরের সর্বোচ্চ অংশকে সর্বনিম্ন স্থানে পরিণত করলাম এবং তাদের উপর বর্ষণ করলাম শক্ত মাটির পাথর	কিছু শক্তি পেতাম অথবা শক্ত সমর্থনের আশ্রয় নিতে পারতাম। 11|81| ফেরেশতারা বলল, হে লূত (আঃ) আমরা তোমার পালনকর্তার রসূল। [অতএব], তারা কখনই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। অতঃপর তোমরা রাতের কিছু অংশে পরিবার-পরিজন নিয়ে বের হও এবং তোমাদের মধ্যে তোমাদের স্ত্রী ব্যতীত আর কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। নিশ্চয়ই সে তাদের উপর আঘাত হানবে। নিশ্চয়ই তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সকালের জন্য। সকাল কি নিকটবর্তী নয়?" 11|82|অতঃপর যখন আমার আদেশ উপস্থিত হল, তখন আমি [শহরের সর্বোচ্চ অংশকে] তার সর্বনিম্ন অংশকে পরিণত করলাম এবং তাদের উপর স্তরযুক্ত শক্ত মাটির পাথর বর্ষণ করলাম, যা ছিল ১১|৮৩|তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে চিহ্নিত। আর আল্লাহর আযাব জালেমদের থেকে খুব দূরে নয়।

একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হতে পারে যে প্রশ্ন 15:67 "এবং" সংমিশ্রণ দিয়ে শুরু হয় (আরবি: ওয়া), যা অগত্যা নির্দেশ করে না যে দেবদূতের পরিচয়ের পরে জনতার বিপদ ঘটেছিল। সমস্যাযুক্ত কালানুক্রম লক্ষ্য করে ইবনে কাসীর তার তাফসীরে এই যুক্তি পেশ করেছিলেন। তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে লোট ১৫:৬৮ পদে জনতার কাছে তাদের কেবল তাঁর "অতিথি" হিসাবে বর্ণনা করতেন না যদি তারা ইতিমধ্যে সেই মুহূর্তে স্বর্গদূত বার্তাবাহক হিসাবে তাঁর কাছে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিশেষত যেহেতু আগের পর্বটিও (প্রশ্ন 15:51 এবং প্রশ্ন 51:24) তাদের "ইব্রাহিমের অতিথিদের" গল্প হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। আরও সাধারণভাবে, এটি বলা যেতে পারে যে গল্পের ক্রমটি কিউ 15 এ কম বোঝা যায়, যদিও একজন ভুলে যাওয়া লেখক বা সম্পাদক লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হতে পারেন।

প্রশ্ন 11 এর ক্রমটি অবশ্যই প্রশ্নাতীতভাবে স্পষ্ট এবং আদিপুস্তক 19 এর সাথে মেলে। ১১:৮০-৮১ পদে লোট জনতার বিরুদ্ধে তার শক্তিহীনতার জন্য বিলাপ করার পরে কেবল তার দর্শনার্থীদের ফেরেশতার মর্যাদা এবং মিশন সম্পর্কে জানতে পারেন। ১৫ নং প্রশ্নে স্ববিরোধিতার সন্দেহ উত্থাপিত হয় উপাদানগুলির পাঠ্য ক্রম থেকে, সর্বোপরি, একটি আখ্যান, এবং যা পড়া হয় তা থেকে অনেকটা প্রথম কয়েকটি আয়াতের আগমনের পরে ফেরেশতারা নিজেদেরকে ব্যাখ্যা করে, এমনকি লোট যেভাবে তাদের সম্বোধন করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতেও।

আরেকটি বৈপরীত্য সেই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে যেখানে ফেরেশতারা তাদের মিশন প্রকাশ করে। ১৫ নং প্রশ্নে, লোট যখন তার পরিবারের কাছে আসে তখন তাদের কাছে মন্তব্য করে যে তারা অপরিচিত / অদ্ভুত, তাই তারা ব্যাখ্যা করে যে তারা কেন তাঁর কাছে এসেছে, অন্যান্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত লুতের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার জন্য 63 আয়াতে ইঙ্গিত করে (প্রশ্ন 7: 80-82, প্রশ্ন 26: 160-169, প্রশ্ন 27: 54-56, এবং প্রশ্ন 29: 28-30)। ১১ নং প্রশ্নে তারা পরিবর্তে জনতা সম্পর্কে তার ভয় প্রকাশ করার প্রতিক্রিয়ায় তাদের মিশনটি প্রকাশ করে।

তবুও সিকোয়েন্সে আরেকটি বৈপরীত্য ঘটে যখন লোট জনতাকে সম্বোধন করে। ১১:৭৮ আয়াতে তিনি বলেছেন, "এরা আমার কন্যা" অতঃপর তাদেরকে বলে, "আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না"। এটি প্রশ্ন ১৫:৬৮-৭১ এর অনুক্রমের বিরোধিতা করে যেখানে পরিবর্তে তিনি তাদেরকে "আল্লাহকে ভয় করতে এবং আমাকে অপদস্থ না করতে" বলেন, জনতা প্রতিক্রিয়া জানায় এবং তারপরে "এরা আমার কন্যা" উপাদানটি আসে।

৭ "থ্রিস আপন আ টাইম"-এ এই সমান্তরালগুলির আপেক্ষিক কালানুক্রম বিশ্লেষণের অংশ হিসাবে, উইটজটাম লক্ষ্য করেছেন যে যেখানে আব্রাহাম ৫১:২৫ পদে ফেরেশতাদের "কাওমুন মুনকারুনা" (অজানা / অপরিচিত ব্যক্তি) হিসাবে সম্বোধন করেছেন যখন তারা প্রথম আসে, আব্রাহাম-লূত পর্বের কিউ 15 সংস্করণে এটি লোট যিনি এই শব্দগুলি দিয়ে তাদের সম্বোধন করেন। এই উদ্দেশ্যে, প্রশ্ন ১৫:৬২ পদে আয়নাযুক্ত বাক্যাংশটি আরও একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত দেয় যে প্রশ্ন ১৫:৬১-৬৬ পদটি পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত "যখন তারা লুতের পরিবারে এসেছিল" তখন ফেরেশতাদের সাথে লোটের প্রাথমিক সাক্ষাতকে চিত্রিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

ফেরাউন বা তার দল মূসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে

ফেরাউন ও তার পরিষদের মধ্যে একটি কথোপকথনে একটি বিশেষ স্পষ্ট বৈপরীত্য দেখা যায়, যা সূরা ৭ আল-আ'রাফ এবং ২৬ নং আশ-শু'আরা'তে

দু'বার প্রকাশিত হয়, উভয় ক্ষেত্রেই মূসা (আঃ) প্রথম তার লাঠি সাপে পরিণত হওয়ার এবং তার হাত সাদা হয়ে যাওয়ার অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করার পরপরই। এক সংস্করণে, ফেরাউন তার পরিষদকে জিজ্ঞাসা করে যে তারা কী নির্দেশ দেয় / পরামর্শ দেয় (ফামাদা তামুরুনা?), এবং অন্যটিতে, এটি তার পরিষদ যারা এটি জিজ্ঞাসা করে, স্পষ্টতই নিজেদের।৪ এই বৈপরীত্যটি উইটজটাম এবং অন্যান্য একাডেমিক পণ্ডিতদের দ্বারা আলোচনা করা হয়েছে। সমস্যা সমাধানের একটি "বাধ্যতামূলক থেকে দূরে" প্রচেষ্টা।

7:109-112	26:34-37
7|109|ফেরাউনের সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ বলল, নিশ্চয়ই এ একজন বিজ্ঞ জাদুকর ৭|১১০ |যে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায়, অতঃপর তোমরা কি নির্দেশ দাও? 7|111|তারা বললঃ তাকে ও তার ভাইয়ের ব্যাপার স্থগিত কর এবং জনপদে সমবেতদের পাঠিয়ে দাও ৭|১১২ | যিনি তোমাদের কাছে প্রত্যেক শিক্ষিত জাদুকর নিয়ে আসবেন।	26|34|ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয়ই এ একজন বিজ্ঞ জাদুকর। 26|35|তিনি তার যাদু দ্বারা আপনাকে আপনার দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চান, সুতরাং আপনি কি পরামর্শ দেবেন? ২৬|৩৬|তারা বললঃ তাকে ও তার ভাইয়ের ব্যাপার পিছিয়ে দিন এবং জনপদে সমবেত লোকদের পাঠিয়ে দিন ২৬|৩৭|যিনি আপনাকে প্রত্যেক শিক্ষিত, দক্ষ জাদুকর এনে দেবেন।

একই সংলাপের একই বিন্দুতে একই প্রশ্ন। প্রশ্নকর্তার স্ববিরোধিতা ছাড়াও ২৬:৩৫ আয়াতে "তাঁর যাদু দ্বারা" (বিসি'রিহি) এবং ২৬:৩৬ আয়াতে এর সমার্থক শব্দ (আরসিল) এর পরিবর্তে "প্রেরণ" (ইব'আত) সংযোজন ব্যতীত অনুচ্ছেদগুলি আরবিতে অভিন্ন।

সম্পর্কিত অনুচ্ছেদগুলি হ'ল প্রশ্ন 20:57 যেখানে ফেরাউন একই উপলক্ষে জিজ্ঞাসা করে, "হে মূসা, আপনি কি আপনার যাদু দ্বারা আমাদের দেশ থেকে আমাদের বিতাড়িত করতে আমাদের কাছে এসেছেন?" এবং প্রশ্ন 10:78 যেখানে পরিষদ মোশিকে মোটামুটি অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। পরবর্তী আয়াতে ফেরাউন প্রত্যেক জ্ঞানী যাদুকরকে উপরোক্ত উদ্ধৃত সমান্তরালে আনার নির্দেশ দিয়েছেন।

২০:৬৩ আয়াতে এই উপলক্ষের পরে নির্ধারিত প্রতিযোগিতার দিন, পরিষদ বা যাদুকরগণ হয় পরামর্শ দেয় এবং বলে, "প্রকৃতপক্ষে, এই দু'জন যাদুকর যারা

তাদের যাদু দ্বারা আপনাকে আপনার দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায় এবং আপনার সবচেয়ে দৃষ্টান্তমূলক পথটি দূর করতে চায়।
8 উভয় সংস্করণে প্রশ্নের ঠিকানা বহুবচন, এবং উত্তরের ঠিকানা একবচন (সম্ভবত ফেরাউনের কাছে উত্তর)। ৯ জোসেফ উইটজটাম। ফেরাউন ও তার পরিষদ: মহান মন একই রকম চিন্তা করে। আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির জার্নাল 139.4 (2019) 945 (লকউড অনলাইন জার্নাল ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত অ্যাক্সেস)। তিনি উল্লেখ করেছেন যে মালা "বিশিষ্ট" প্রশ্নে একবার উল্লেখ করা হয়েছে, মালা 7 প্রশ্নে আটবার উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে সাতটি কথা বলার ভূমিকা এবং তিনটি মিশরীয় প্রেক্ষাপটে রয়েছে, যা ভুলটি ব্যাখ্যা করে, এটি মূল রচনা, সম্পাদনা বা সংক্রমণে উদ্‌ভূত হোক না কেন।

ফেরাউনের যাদুকর ও কতিপয় যুবক ছাড়া আর কেউ মূসার প্রতি ঈমান আনল না

কিছুদিন পর মূসা (আঃ) সাপের অলৌকিক কাজ সম্পাদন করে যাদুকরদের কৌশলকে বিভ্রান্ত করার পর তিনটি সূরা বর্ণনা করে যে, জাদুকররা তখন মূসার প্রতি তাদের বিশ্বাসের কথা স্বীকার করে, এমনকি ফেরাউনের হুমকিও উপেক্ষা করে। তবে ১০ নং প্রশ্নে ইউনুস একই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু মূসার কোন অলৌকিক ঘটনা ছাড়াই জাদুকরদের কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, মূসা (আঃ)-এর বংশধর ছাড়া আর কেউই ঈমান আনল না৷

১০:৮৩ আয়াতে "তাঁর লোকজন" বলতে মূসার লোকদের বোঝানো হয়েছে কিনা বা (অদ্‌ভুতভাবে আল-তাবারী নোট করেছেন, যেহেতু তিনি কেবল পরে নামকরণ করা হয়েছে) ফেরাউনের লোকদের বোঝানো হয়েছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তবে যেভাবেই হোক না কেন, এটি অন্যান্য সূরাগুলির সাথে সাংঘর্ষিক যেখানে যাদুকররা এখন তাকে বিশ্বাস করেছিল।

২৬:৩৮-৫১ (আরও দেখুন ৭:১১৩-১২৯ এবং ২০:৬০-৭৬)	10:80-86
26|38|অতঃপর জাদুকররা একটি সুপরিচিত দিনের জন্য একত্রিত হয়েছিল। 26|39|আর লোকদের বলা হলো, তোমরা কি সমবেত হবে ২৬|৪০|যাদুকররা যদি প্রাধান্য পায় তাহলে আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারি?"	10|80|অতঃপর যখন যাদুকররা আগমন করল, তখন মূসা তাদেরকে বললেন, তোমরা যা নিক্ষেপ করবে তা নিক্ষেপ কর। 10|81|অতঃপর যখন তারা

২৬|৪১|অতঃপর যখন জদুকররা এল, তখন ফেরআউনকে বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য কি বিশেষ পুরস্কার থাকবে? ২৬|৪২|তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আর নিশ্চয়ই তুমি আমার নিকটবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ২৬|৪৩|মূসা তাদের বললেন, তোমরা যা নিক্ষেপ করবে তা নিক্ষেপ কর।

২৬|৪৪|অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফেরাউনের কুযমের কসম, আমরাই প্রধান। ২৬|৪৫| অতঃপর মূসা (আঃ) তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং তারা যা মিথ্যা বললো তা তৎক্ষণাৎ গ্রাস করে ফেলল। ২৬|৪৬| অতঃপর যাদুকররা (আল্লাহর) সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। ২৬|৪৭|তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি,

26|48|যিনি মূসা ও হারুনের পালনকর্তা। ২৬|৪৯|ফেরাউন বলল, তোমরা মূসার প্রতি ঈমান এনেছ আমার অনুমতি নেয়ার পূর্বেই। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে; অবশ্য তোমরা জানতে পারবে। অবশ্যই আমি কেটে দেব তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে এবং তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়িয়ে মারব।

26|50|তারা বলল, 'ক্ষতি নেই। নিশ্চয় আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তনশীল।

26|51|আমরা নিশ্চয়ই আশা করি যে, আমাদের পালনকর্তা আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন, যেহেতু নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল, তুমি যা নিয়ে এসেছ তা তো যাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ এর অযোগ্যতা প্রকাশ করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয়কারীদের আমল সংশোধন করেন না।

10|82|আর আল্লাহ তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

10|83|কিন্তু ফেরাউন ও তার সাম্রাজ্যের ভয়ে তার সম্প্রদায়ের কিছু যুবক ছাড়া আর কেউ মূসার কথা বিশ্বাস করেনি যে, তারা তাদের উপর অত্যাচার করবে। আর নিশ্চয়ই ফেরাউন দেশে অহংকারী ছিল এবং নিশ্চয়ই সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত

10|84|আর মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক। 10|85|অতঃপর তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে জালেমদের উপর পরীক্ষা নিয়োজিত করো না 10|86|আর তোমার রহমতে

আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী।	আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের থেকে রক্ষা কর।

১০ ফামা আমানা লিমুসা ইল্লা (অতঃপর তারা মূসা ব্যতীত ঈমান আনে নি)। এই কাঠামোটি প্রশ্ন 11:40 এর শেষেও উপস্থিত হয়।

১১ যুরিয়াতুন মিন কওমিহি (তার সম্প্রদায়ের যুবক / বংশধর) বাক্যাংশের প্রথম শব্দটি আরও সাধারণভাবে বংশধরদের বোঝাতে পারে, যদিও এই প্রসঙ্গে এটি সুস্পষ্ট অর্থ তৈরি করে না এবং আলতাবারী দ্বারা বর্ণিত মূল মতামত ছিল যে এটি মূসার লোকদের যুবকদের বোঝায়, যা পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে মুহাম্মদকে প্রতিফলিত করার সাধারণ প্যাটার্নের সাথেও খাপ খায় (এটি একটি মক্কার সূরা)। অন্য একটি বিবরণ ছিল যে এটি ফেরাউনের পরিবারের সদস্যদের বোঝায় যাতে তার বিশ্বাসী স্ত্রী (প্রশ্ন 66:11) এবং অজ্ঞাতনামা বিশ্বাসীকে 40:28 এ থাকার ব্যবস্থা করা হয়। যাইহোক, মূসা তার লোকদের পরের আয়াতে সম্বোধন করেছেন, প্রশ্ন 10:84, তাদেরকে বিশ্বাসী হিসাবে আল্লাহর উপর নির্ভর করার আহ্বান জানিয়েছেন, সুতরাং মনে হয় যে মূল মতটি সঠিক।

মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে দোযখের কাছে সাক্ষাৎ করেন

এই উদাহরণে, তিনটি আয়াত বর্ণনা করে যে আল্লাহ্ আগুনের কাছে মূসার সাথে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন (আরও দেখুন প্রশ্ন 4:164 পারস্পরিক সম্পর্কে: "এবং আল্লাহ মূসার সাথে [সরাসরি] কথা বলেছিলেন। 12), তবে শব্দচয়ন এবং উপাদানগুলির ক্রমের মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা চিত্রিত করে যে এই আখ্যানগুলি লেখক দ্বারা প্রতিবার অবাধে উদ্ভাবিত হয়। আরও সাধারণ পর্যবেক্ষণ হ'ল এই জাতীয় আখ্যানগুলি সাধারণত বাইবেলের বা বাইবেল-পরবর্তী গল্প এবং ব্যাখ্যা থেকে আঁকেন, যার নিজস্ব উদ্দেশ্যে কয়েকটি পরিবর্তিত বিবরণ এবং বিকাশ রয়েছে, তবে কথিত ঘটনাগুলিতে উপস্থিত বা জ্ঞাত কারও কাছে উপলব্ধ সম্পূর্ণ তাজা উপাদানগুলির জলাধার অনুকরণ করার খুব কম প্রচেষ্টা রয়েছে।

তিনটি সংস্করণেই "হে মূসা, নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ" একটি সাধারণ উপাদান, যা আরবিতে অভিন্ন। কিন্তু পার্থক্য সহজেই দৃশ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, ২৭ আন-নামল-তে, আল্লাহকে তৃতীয় পুরুষে "বিশ্বজগতের প্রভু" হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে সাধারণ উপাদান এবং অন্য একটি উপাধির সাথে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৮'আল-কাস-এ আমরা বিপরীত ক্রম দেখতে পাই এবং "বিশ্বজগতের প্রভু" উপাধিটি সাধারণ প্রবর্তনের পরে প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত হয়।

20:10-16	27:7-9	28:29-30
20|10|তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন পরিবারবর্গকে বললেনঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর; নিশ্চয়ই আমি আগুন দেখেছি; হয়ত আমি তোমার জন্য মশাল নিয়ে আসতে পারি অথবা আগুনে কোন হেদায়েত খুঁজে পেতে পারি। 20|11|অতঃপর যখন তিনি তার কাছে এলেন, তখন তাকে আওয়াজ দেয়া হলো, হে মূসা! 20|12|আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমাদের জুতো খুলে নাও। নিশ্চয়ই তুমি তুয়ার পবিত্র উপত্যকায় আছ। 20|13|আর আমি তোমাদেরকে মনোনীত করেছি, অতএব [তোমাদের] প্রতি যা অবতীর্ণ হয় তা শোনো। 20|14|নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। 20|15|নিশ্চয়ই কেয়ামত আসন্ন, আমি তা প্রায় গোপন করে রেখেছি, যাতে প্রত্যেক প্রাণ তার চেষ্টার প্রতিদান পেতে পারে। 20|16|সুতরাং যে তাতে ঈমান আনে না এবং তার খেয়াল-	27|7|যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বললঃ আমি আগুন দেখেছি। আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য খবর নিয়ে আসব অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত মশাল নিয়ে আসব, যাতে তোমরা গরম করতে পার। 27|8|অতঃপর যখন তিনি তার কাছে এলেন, তখন তাকে আওয়াজ দেয়া হলো, 'ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আগুনের কাছে আছে এবং যে তার আশেপাশে আছে। আর পবিত্র আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতিপালক। 27|9|হে মূসা, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	28|29|আর মোশি যখন সেই মেয়াদ শেষ করে সপরিবারে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেলেন। তিনি পরিবারবর্গকে বললেনঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর; নিশ্চয়ই আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন তথ্য অথবা আগুন থেকে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আসব, যাতে তোমরা নিজেদেরকে উষ্ণ করতে পার। 28|30|অতঃপর যখন তিনি তার কাছে এলেন, তখন উপত্যকার ডান দিকের বরকতময় স্থান থেকে তাকে আওয়াজ দেওয়া হল, "হে মূসা, নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, বিশ্বজগতের

খুশির অনুসরণ করে তাকে তা থেকে নিবৃত্ত করো না, কেননা তোমরাই ধ্বংস হয়ে যাবে।		প্রতিপালক।

১২ আল-রাযী তার তাফসীরে ২০:১২ আয়াতে মু'তাজিলা, আল-আশ'আরী ও আল-মাতুরিদিদের শব্দের প্রকৃতি বা উপায়ের উপর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেছেন যার মাধ্যমে তারা মূসার কাছে পৌঁছেছি

মূসা (আঃ) তার আশঙ্কা প্রকাশ করে এবং আল্লাহর কাছে হারুন সম্পর্কে জানতে চায়

এই ধারাবাহিক বৈপরীত্যে আল্লাহ তা'আলা মূসার কাছে আগুনের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, যিনি তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং একটি অনুরোধ করেছেন। ২৬ নং আয়াতে মূসা (আঃ) তার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, ফেরাউনের লোকেরা তাকে অস্বীকার করবে; তিনি অনুরোধ করেন যে তাকে তার ভাই হারুন দ্বারা সহায়তা করা হোক; এবং পরিশেষে, মূসা উল্লেখ করেছেন যে মিশরীয়রা এমন একজনের প্রতিশোধ নিতে চায় যাকে সে হত্যা করেছিল। প্রশ্ন 28 এ, এই তিনটি উপাদান বিপরীত ক্রমে ঘটে।

26:10-17	28:33-35
26|10|আর স্মরণ করো, যখন তোমার পালনকর্তা মূসাকে ডেকে বললেন, তোমরা জালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও। 26|11|ফেরাউনের সম্প্রদায়। তবুও কি তারা আল্লাহকে ভয় করে না? 26|12|সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি অবশ্যই আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করবে 26|13|আর আমার বুক শক্ত হয়ে যাবে এবং আমার জিহ্বা সাবলীল হবে না, সুতরাং হারুণকে ডেকে পাঠান। 26|14|আর আমার উপর তাদের পাপের দাবী আছে, তাই আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।	28|33|সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের একজনকে হত্যা করেছি এবং আমি ভয় করছি যে তারা আমাকে হত্যা করবে। 28|34|আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে বিভিন্ন ভাষায় অধিক সাবলীল, অতএব তাকে আমার সহায় হিসেবে পাঠিয়ে দাও, আমাকে যাচাই করো। নিশ্চয় আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে। 28|35|আল্লাহ বললেন, আমরা তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার

26|15|আল্লাহ বললেনঃ না। তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও; নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি, আমরা শুনছি। 26|16|তুমি ফেরাউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বপালনকর্তার রাসূল। 26|17|তিনি বলেনঃ বনী-ইসরাঈলদেরকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও।	বাহুকে শক্তিশালী করব এবং তোমাকে উভয়ের সার্বভৌমত্ব দান করব, যাতে সেগুলো তোমার কাছে না পৌঁছায়। [হবে] আমার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে; আপনি এবং যারা আপনার অনুসরণ করবে তারাই প্রাধান্য পাবে।

ফেরাউনের সেনাবাহিনী আচ্ছাদিত বা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত

বাম কলামে প্রদর্শিত আয়াতগুলিতে, বিশেষত প্রশ্ন 10:90, আমাদের বলা হয়েছে যে মিশরীয়রা সমুদ্র জুড়ে ইস্রায়েলীয়দের তাড়া করেছিল "যতক্ষণ না তারা ডুবে গিয়েছিল" (হাত্তা ইধা)। তারা তাদের তাড়া করেছিল "সমুদ্রের মধ্য দিয়ে শুকনো পথ" (প্রশ্ন ২৭:৭৭), "অতঃপর" (ফা) সমুদ্র তাদের ঢেকে ফেলেছিল (প্রশ্ন ২০:৭৮) যা উভয় পার্শ্বে উঁচু ছিল (প্রশ্ন ২৬:৬৩)।

তবে ডান কলামের ২৮:৪০ ও ৫১:৪০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ফেরাউন ও তার বাহিনীকে (ফানাবহ্বামহুম) নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন (ফি ল-ইয়ামি)।

10:90	28:40
অতঃপর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্রের ওপারে নিয়ে গিয়েছিলাম, অতঃপর ফেরাউন ও তার সৈন্যরা জুলুম ও শত্রুতায় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, অতঃপর যখন ডুবে যাচ্ছিল তখন সে বলল, আমি বিশ্বাস করি যে, বনী ইসরাঈলরা যার প্রতি ঈমান এনেছে সে ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।	অতঃপর আমি তাকে ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের পাকড়াও করলাম, অতঃপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ, কেমন হয়েছিল জালেমদের পরিণাম
20:77-78	51:40
20|77|অতঃপর আমি মূসাকে প্রত্যাদেশ দিলাম, আমার বান্দাদের নিয়ে রাত্রিকালে ভ্রমণ কর এবং তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্ক পথ সৃষ্টি কর; তোমরা ফেরাউনের কবলে পড়ার ভয় করবে না এবং [ডুবে যাওয়ার] ভয় করবে না।	সেজন্য আমরা তাকে ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের পাকড়াও করলাম , অতঃপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, অতঃপর সে ছিল অপরাধী ।

20|78|অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র থেকে তাদের ঢেকে ফেলল	
26:63-66	
২৬|৬৩|অতঃপর আমি মূসাকে বললাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত কর', অতঃপর তা বিভক্ত হয়ে গেল এবং প্রত্যেক অংশ সুউচ্চ পর্বতের ন্যায় হয়ে গেল। 26|64|অতঃপর আমি তথায় অগ্রসর হলাম পশ্চাদ্ধাবনকারীদের দিকে। ২৬|৬৫|এবং মূসা ও তাঁর সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। 26|66|অতঃপর আমি অন্যদের ডুবিয়ে দিলাম।	

এই বৈপরীত্যের বাইবেলের যাত্রাপুস্তকে একটি সমান্তরাল রয়েছে, যা পামেলা বারমাশ দ্বারা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে.13 যাত্রাপুস্তক 14: 23-28 পর্বের একটি গদ্য বিবরণ রয়েছে, একাডেমিক পণ্ডিতদের দ্বারা একাধিক উত্স দ্বারা গঠিত বলে মনে করা হয়। মিশরীয়রা সমুদ্রের মাঝখানে ইস্রায়েলীয়দের অনুসরণ করে। ঈশ্বর মিশরীয়দের সমুদ্রের মাঝখানে "ঝেড়ে ফেলেন" (না) যখন তারা ফিরে আসা জল থেকে পালিয়ে যায়। অতঃপর ফিরে আসা পানি তাদের রথ, অশ্বারোহী এবং ফেরাউনের সমস্ত বাহিনীকে ঢেকে দেয়। পরবর্তী অধ্যায়, যাত্রাপুস্তক 15, কাব্যিক "সমুদ্রের গান" রয়েছে, যেখানে স্তূপীকৃত জল ফিরে আসে এবং 8-10 পদে মিশরীয়দের আচ্ছাদিত করে, তবে অন্যত্র বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে ঈশ্বর তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছেন এবং সেইসাথে অন্যান্য কাব্যিক চিত্রকল্প তাদের মুষ্টি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে খড়ের মতো পোড়ানোর চিত্র। এই চিত্রগুলি একত্রিত হয়ে যোদ্ধা হিসাবে ঈশ্বরের একটি রূপক দেয়। বারমাশ পর্যবেক্ষণ করেছেন যে "একটি ঐতিহাসিক বিবরণ ধর্মীয় উচ্ছ্বাসের কাব্যিক উচ্চারণ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়"।

---

১৩ পামেলা বারমাশ। 2017. এক্সোডাস 15 এ সাহিত্যিক চিত্রের ক্যালিডোস্কোপের মাধ্যমে: ধর্মীয় উচ্ছ্বাসের সেবায় কাব্যিকতা এবং ইতিহাস। হিব্রু স্টাডিজ ভলিউম 58 (2017), পৃষ্ঠা 145-172 পিডিএফ ডাউনলোডযোগ্য https://hcommons.org/deposits/item/hc:25907

মূসা (আঃ) হারুণকে মারধর করে

সোনার বাছুরের ঘটনার পরে, মূসা হারুণকে ধরে ফেলেন, যিনি দুটি খুব আলাদা অনুরোধ করেন। কিছুটা অদ্ভুততার সাথে সামঞ্জস্য করা সম্ভব যে তিনি একের পর এক দুটি ভিন্ন অজুহাত দিয়েছিলেন, যদিও এটি আরও লক্ষণীয় যে উভয় বিবরণে হারুণের প্রতিবাদ "হে আমার মায়ের পুত্র" সাধারণ সম্বোধন দিয়ে শুরু হয়েছিল যখন মূসা তাকে ধরে ফেলেন।

7:150	20:90-95
অতঃপর মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলেন, তখন তিনি বললেন, "[আমার চলে যাওয়ার] পর তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হয়েছ তা কতই না নিকৃষ্ট। তুমি কি তোমার পালনকর্তার ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলে? আর সে সেই ফলকগুলো ফেলে দিল এবং তার ভাইয়ের মাথার চুল ধরে টানতে লাগল। হারূন বললঃ হে আমার মায়ের পুত্র, নিশ্চয়ই লোকেরা আমার উপর জুলুম করেছে এবং আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, সুতরাং শত্রুরা যেন আমার উপর আনন্দ না করে এবং আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না করে।	20|90|আর হারূন এর আগে তাদেরকে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তো এর দ্বারাই পরীক্ষা নিরীক্ষিত হচ্ছ এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়ালু, অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ পালন কর। 20|91|তারা বলল, আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা বাছুরের প্রতি অনুগত হওয়া থেকে বিরত হব না। 20|92|মূসা বলল, হে হারূন, তুমি যখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখেছ, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল? 20|93|আমাকে ফলো করে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ?" 20|94|হারূন বললঃ হে আমার মায়ের পুত্র, তুমি আমাকে আমার দাড়ি ও মাথা ধরো না। আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবেঃ তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করনি। " 20|95|মূসা (আঃ) বললেনঃ হে সামিরী, তোমার ব্যাপার কি?

সীনয় পর্বতে বজ্রপাতে ইস্রায়েলীয়রা মারা গিয়েছিল

একটি ক্রম বৈপরীত্য একটি বজ্রপাতের গল্প নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে যা (অস্থায়ীভাবে) সোনার বাছুরের ঘটনার আগে বা পরে একদল ইস্রায়েলীয়কে হত্যা করেছিল। দ্বিতীয় সূরা বাকারায় ঘটনার একটি দীর্ঘ ক্রম কালানুক্রমিক ক্রমানুসারে বর্ণিত হয়েছে। এই তালিকায়, বজ্রপাতের ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে ঠিক যখন মূসা ইস্রায়েলীয়দের সোনার বাছুরের উপাসনা করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। যাইহোক, প্রশ্ন 4.153 এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে, তারপরে তারা সোনার বাছুরটিকে উপাসনার জন্য নিয়ে যায়।

একটি সম্ভাব্য সুরেলা যুক্তি হ'ল প্রশ্ন 2:55 "এবং" সংমিশ্রণ দিয়ে শুরু হয় (আরবি: ওয়া)। নিজেই এই সংমিশ্রণটি ক্রম নির্দেশ করার দরকার নেই। যাইহোক, প্রশ্ন ২:৪৭ থেকে ৭৪ পর্যন্ত পুরো অনুচ্ছেদটি মিশর থেকে যাত্রার আশেপাশের ঘটনাগুলির একটি কালানুক্রমিক ক্যাটালগ, যেখানে অন্যান্য সমস্ত আয়াত কালানুক্রমিক ক্রমে রয়েছে (যতদূর সমান্তরাল কুরআনের অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে সনাক্ত করা যায়) প্রতিটি পর্ব "এবং" (ওয়া) দিয়ে শুরু হওয়া সত্ত্বেও। এটি প্রায় একমাত্র ব্যতিক্রম। আরেকটি সম্ভাব্য উদাহরণ হল ৬০ আয়াতে ১২টি ঝর্ণার অলৌকিক ঘটনা (৭:১৬০-১৬১ পদের সাথে তুলনা করুন)। দীর্ঘ ক্রমে কালানুক্রমটি ভেঙে দেয় এমন একমাত্র অন্য উপাদানটি হ'ল 63 শ্লোকে পর্বতের উত্থাপন, যদিও এটি স্পষ্টতই 62 আয়াতের বিরতির পরে বিশ্রামবারের চুক্তি ভঙ্গ সম্পর্কে আরও একটি পর্ব প্রবর্তন করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে (এই সংমিশ্রণটি কিউ 4.154 এ সমান্তরাল রয়েছে)।

উল্লেখ্য যে, ইবনে কাসীর তার তাফসীরে ২:৫৫ পদের তাফসীরে এ কাহিনীর বিবরণ এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বাছুরের পূজা করার পর বজ্রপাতে সত্তর জন লোক নিহত হয়েছিল।

একটি বিকল্প সামঞ্জস্য হ'ল প্রশ্ন 4:153 (আরবি: থুম্মা) এর "তারপর" এর আরও সাধারণ এবং সুস্পষ্ট (এই প্রসঙ্গে) ক্রমের ইঙ্গিতের পরিবর্তে "তদুপরি" অর্থে বোঝানো হয়েছে।

2:54-56 (বৃহত্তর প্রসঙ্গের জন্য 2: 47-74 দেখুন)	4:153
2|54|যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা বাছুরকে গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ। অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে তওবা কর এবং নিজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের	4|153|আহলে কিতাবগণ আপনাকে অনুরোধ করছে, তুমি আকাশ থেকে একটি কিতাব তাদের কাছে অবতীর্ণ কর। অতঃপর তারা মূসা

সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে এটাই তোমাদের সকলের জন্য উত্তম।" অতঃপর তিনি আপনার তওবা কবুল করলেন; নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। 2|55|যখন তোমরা বললে, হে মূসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে দেখতে পাব। সুতরাং আপনি যখন তাকিয়ে ছিলেন তখন বজ্রপাত আপনাকে নিয়ে গেল। 2|56|তারপর, মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি জীবিত করেছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।	(আঃ)-এর নিকট এর চেয়েও বেশী কিছু প্রার্থনা করেছিল এবং বলেছিল, "আমাদেরকে আল্লাহকে দেখাও", অতঃপর তাদের উপর তাদের জুলুম করার জন্য বজ্রপাত হল। অতঃপর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসবার পর তারা বাছুরটিকে নিয়ে গেল, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর আমরা মূসাকে একজন সুস্পষ্ট দলিল দিয়েছিলাম।

সামুদের ধ্বংস

কিউল ক্বামার ৫৪:২৬ আয়াতে আল্লাহ সালিহকে বলেছেন যে আগামীকাল সামুদের লোকেরা জানবে যে সে মিথ্যাবাদী নয়। যদি এটি কেবল উট প্রেরণকে বোঝায়, তবে এটি অন্যান্য সাদৃশ্যের বিপরীতে বলে মনে হয় যেখানে উটটি তাদের সালেহকে সত্যবাদী হিসাবে গ্রহণ করার দিকে পরিচালিত করে না। প্রশ্ন 91: 11-14 দেখুন, যেখানে মিথ্যাবাদীর জন্য একই মূলটি একটি ক্রিয়া হিসাবে উপস্থিত হয় (কাযাবুহু) "কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল এবং তাকে আঘাত করেছিল" সালেহ উটটি উপস্থাপনের পরে এবং প্রশ্ন 11:65 এর শেষে যেখানে এটি একটি বিশেষ্য (মাকধুবিন) হিসাবে উপস্থিত হয়।

এর পরিবর্তে এর অর্থ হতে পারে যে পরের দিন তাদের ধ্বংস করা হবে এবং এর ফলে শিখতে হবে যে সালেহ মিথ্যাবাদী নয়। তবে ১১ নং আয়াতের ৬৫ নং আয়াত অনুসারে তাদের ধ্বংসযজ্ঞ আসবে উটকে আঘাত করার তিন দিন পর।

৫৪:২৩-৩১ (আরও দেখুন ৯১:১১-১৪)	১১:৬৪-৫৮
54|23|সামুদ সতর্কবার্তা প্রত্যাখ্যান করেছেন ৫৪|২৪|সে বললঃ আমাদের মধ্যে কি কোন ব্যক্তিরই অনুসরণ করা উচিত? নিশ্চয়ই আমরা তখন পথভ্রষ্ট ও পাগলামিতে	11|64|আর হে আমার সম্প্রদায়, এটা হচ্ছে আল্লাহর উষ্ট্রীকারী, সে তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। সুতরাং সে যেন আল্লাহর যমীনকে আহার করায় এবং তাকে কষ্ট দিয়ে

পতিত হব। 54|25|আমাদের মধ্য থেকে কি তাঁর প্রতি বাণী অবতীর্ণ হয়েছে? বরং সে একজন উদ্ধত মিথ্যাবাদী। 54|26|কালই তারা জানতে পারবে কে এই উদ্ধত মিথ্যাবাদী। 54|27|নিশ্চয় আমি উটকে পরীক্ষাস্বরূপ প্রেরণ করছি, অতএব তুমি তাদের প্রতি সতর্ক থাক এবং ধৈর্য ধারণ কর। 54|28|অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, পানি তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, প্রত্যেক দিনের পানীয় পালাক্রমে। 54|29|কিন্তু তারা তাদের সঙ্গীকে ডেকে আনল, আর সে সাহস করে [তাকে] মারধর করল। 54|30|আর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। 54|31|নিশ্চয়ই আমি তাদের উপর আকাশ থেকে একটি বিস্ফোরণ প্রেরণ করেছি, অতঃপর তারা [পশুর] কলমের শুকনো ডালের টুকরোর ন্যায়।	স্পর্শ না করে, নতুবা আসন্ন শাস্তির কবলে পড়ে যাবে। 11|65|কিন্তু তারা তাকে বাধা দিল, তাই তিনি বললেন, "তোমরা তিন দিন নিজ নিজ গৃহে ভোগ-বিলাস কর। এটা এমন প্রতিশ্রুতি যা অস্বীকার করা যাবে না। 11|66|অতঃপর আমার নির্দেশ যখন উপস্থিত হল, তখন আমি সালেহকে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি এবং সেদিনকার অপমান থেকে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা প্রবল, পরাক্রমশালী। 11|67|আর যারা জুলুম করেছিল তাদের চিৎকারে পাকড়াও করা হয়েছিল এবং তারা তাদের ঘরের মধ্যে [মৃতদেহ] পতিত হয়েছিল 11|68|যেন তারা কখনো সেখানে উন্নতি করতে পারেনি। নিঃসন্দেহে ছামুদ তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছিল; অতঃপর সামুদকে নিয়ে দূর হও।

১৪ আল-রাযী এবং আল-কুরতুবী একটি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছেন যে "আগামীকাল" ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য কেবল বাক্যাংশের পালা। এই ধরনের ব্যাখ্যা খুবই সন্দেহজনক কারণ পরবর্তী আয়াতটি একটি নির্দিষ্ট ঘটনার (সে-উট প্রেরণের) প্রতিশ্রুতি দেয় এবং প্রদত্ত যে 11:65 এ একই লোকদের একটি স্পষ্টভাবে আক্ষরিক সময়সীমা দেওয়া হয়েছে।

আদের ধ্বংস

এখানে দুটি বৈপরীত্য লক্ষণীয়। প্রথমটি আদের ধ্বংসের প্রকৃতি সম্পর্কিত। প্রঃ ফুসতিলাত ৪১:১৪-১৭ পদেও অন্যান্য অনুচ্ছেদের মতো বাতাস ও বজ্রপাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা যথাক্রমে আদকে পীড়িত করেছিল এবং সামুদকে ধ্বংস করেছিল। এটি তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে যে ১৬ নং আয়াতে বাতাসকে কেবল আদের শাস্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি যে এটিই তাদের ধ্বংসের চূড়ান্ত উপায়, কারণ ১৩ নং আয়াতে আদকে সামুদের মতো একইভাবে একটি বজ্রপাতের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল (সাইকাতান, এমন একটি শব্দ যা বজ্রপাতের শব্দ বা বজ্রপাতের শব্দকে বোঝাতে পারে)।

৫১:৪৪ আয়াতে একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে বজ্রপাত সামুদকে পাকড়াও করেছিল। অনুরূপভাবে উপরে উদ্‌ধৃত ১১ ও ৫৪ নং প্রশ্নে বজ্রপাতের ফলে সামুদ জাতির মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যু এবং ৬৯:৫ আয়াতে একটি মাত্র বিস্ফোরণে (তাগিয়াতি) দেখা যায়। ৭:৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ভূমিকম্পে তারা নিহত হয়, যদিও এল-রাজফাতু শব্দটির অর্থ আক্ষরিক অর্থে ভূমিকম্প নয়, এবং লেনের অভিধান অনুসারে এর অর্থ খিঁচুনি বা ঝাঁকুনি হতে পারে। সুতরাং কিছু সুসংহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা সামুদের লোকদের জন্য আকস্মিক বজ্রপাতের মৃত্যুর গল্প পেয়েছি।
যাইহোক, আদের ধ্বংসের অন্যান্য সমস্ত বিবরণ বলে যে এটি এক দিন বা কয়েক দিন ধরে একটি হিংস্র বাতাসের মাধ্যমে হয়েছিল, যা এর লোকদের গাছের মতো উপড়ে ফেলেছিল এবং কেবল ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘর রেখে গিয়েছিল।

41:13-17	46:24-26
41|13|অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামুদ বজ্রপাতের ন্যায় বজ্রপাত সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। 41|14|(আর) তখনই তাদের নিকট তাদের পূর্ববর্তী ও পরে রাসূলগণ আগমন করে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। তারা বলেছিল, আমাদের পালনকর্তা ইচ্ছা করলে অবশ্যই	46|24|অতঃপর যখন তারা একে তাদের উপত্যকার দিকে মেঘের মতো আসতে দেখল, তখন বলল, এ এক মেঘ যা আমাদের জন্য বৃষ্টি নিয়ে আসছে। বরং তুমি যার জন্য অধৈর্য ছিলে: একটি বাতাস, এর মধ্যে একটি বেদনাদায়ক শাস্তি, 46|25|তার পালনকর্তার হুকুমে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। অতঃপর তারা এমন হয়ে গেল যে, তাদের ঘর-বাড়ী ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। এমনিভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিদান দিয়ে

ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, অতএব আমরা তোমাদের প্রেরিত বিষয়েও অবিশ্বাসী।

41|15|আদ (রাঃ) পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিল এবং বলেছিল, শক্তিতে আমাদের চেয়ে বড় আর কে আছে? ওরা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ, যিনি ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের চেয়েও শক্তিশালী? কিন্তু তারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল।

41|16|অতঃপর আমি তাদেরকে দুঃখের দিনগুলোতে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বায়ু প্রেরণ করেছি, যাতে তারা পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। আর পরকালের শাস্তি তো অধিকতর লজ্জাজনক, আর তাদের সাহায্য করা হবে না।

41|17|আর ছামুদ আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছি, কিন্তু তারা হেদায়েতের চেয়ে অন্ধত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে, ফলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্রপাত তাদেরকে পাকড়াও করল তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে।

থাকি।

51:41-45

51|41|আর 'আদ ছিল এক নিদর্শন, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম অনুর্বর বায়ুপ্রবাহ।

51|42|এটি যা এসেছিল তার কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি, তবে এটি এটিকে বিচ্ছিন্ন ধ্বংসাবশেষের মতো তৈরি করেছিল।

51|43|আর সামুদে যখন তাদেরকে বলা হতো, 'তোমরা কিছুকাল ভোগ কর।

51|44|অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার নির্দেশের প্রতি উদ্ধত ছিল, ফলে বজ্রপাত তাদেরকে পাকড়াও করল, যখন তারা তাকিয়ে ছিল।

51|45|আর তারা উঠতে পারল না, আত্মরক্ষাও করতে পারল না।

54:19-20

58|১৮|' আদ অস্বীকার করেছেন; এবং কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

54|19|নিশ্চয় আমি তাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম এক দুর্ভাগ্যের দিনে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বাতাস,

54|20|উপড়ে পড়া তালগাছের গুঁড়ির মতো মানুষকে বের করে আনা

15 এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেনএর আরবি-ইংরেজি অভিধান এন্ট্রি ফর সাইকাতান (পৃষ্ঠা 1690)। আল-তাবারী তার তাফসীরে ৪১:১৩ আয়াতে দাবি করেছেন যে সা'কাতান এমন কোনও কিছুর জন্য একটি ক্যাচ যা কোনও কিছুকে ধ্বংস করে, অন্যদিকে আল-কুরতুবী দাবি করেছেন যে বায়ু ছিল সা'কাতান। https://www.studyquran.org/LaneLexicon/Volume4/00000414.pdf

সম্ভবত দ্বিতীয় একটি বৈপরীত্য রয়েছে যার দ্বারা উপরে বর্ণিত প্রশ্ন ৫৪:১৯ এ, বাতাসকে ক্রমাগত দুর্ভাগ্যের একদিনে প্রেরণ করা হয়েছিল (ইয়াওমি নাহসিন মুস'তামিরিন), তার লোকদের গাছের মতো বের করে আনা, যেখানে প্রশ্ন ৪১:১৬ বলছে যে এটি দুর্ভাগ্যের দিনগুলিতে প্রেরণ করা হয়েছিল (আইয়ামিন নাহিসাতিন) বহুবচন (উভয়ই উপরে উদ্‌ধৃত) এবং প্রশ্ন ৬৯:৭ বলছে যে এটি পরপর সাত রাত এবং আট দিনের জন্য আরোপিত হয়েছিল।

69:4-8

69|4|সামুদ ও 'আদ আঘাতমূলক বিপর্যয়ের কথা অস্বীকার করেছেন।

69|5|সুতরাং সামুদের ক্ষেত্রে, তারা প্রচণ্ড শক্তিশালী [বিস্ফোরণ] দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেল।

69|6|আর আদ (রাঃ)-এর প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার আঘাতে তারা ধ্বংস হয়ে গেল

69|7|যা আল্লাহ তাদের ওপর সাত রাত ও আট দিন পর পর আরোপ করেছেন, ফলে আপনি সেখানকার লোকদের দেখতে পাবেন যে, তারা খেজুর গাছের ফাঁপা গুঁড়ি হয়ে গেছে।

69|8|তুমি কি তাদের কোন দেহাবশেষ দেখতে পাও?

এক্সেজেটস প্রশ্ন 54: 19 এ "অবিচ্ছিন্ন" শব্দটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আল-তাবারি ও আল-জামাখশারি বলেন, তাদের ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত দুর্ভাগ্য অব্যাহত ছিল। আল-রাযী প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলি উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সামঞ্জস্য করার জন্য, "অবিচ্ছিন্ন" পরবর্তী দিনগুলির ইঙ্গিত হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দুটি মতামত বিবেচনা করেছিলেন, যে "অবিচ্ছিন্ন" শব্দটি দিন বা দুর্ভাগ্য শব্দের সাথে সম্পর্কিত, পূর্ববর্তীটিকে পছন্দ করে। আয়াতে নিজেই একটি "দিন" একবচন উল্লেখ করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী আরবী বাতাস কখন প্রেরণ করা হয়েছিল তা এই আয়াতে একই রকম যা ৪১:১৬ আয়াতে রয়েছে, যা পরিবর্তে "দিনগুলি" বলে:

আরসালনা 'আলাইহিম রিহান সারসাররান ফি ইয়াওমি নাহসিন মুস'তামিরীরি/আইয়ামিন নাহীসাতীন' আমি তাদের উপর অবিরাম দুর্ভাগ্য / দুর্ভাগ্যের দিনগুলিতে একটি চিৎকার বাতাস প্রেরণ করেছি।

১৬ এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেনের আরবি-ইংরেজি অভিধানে (পৃ. ২৭০২) মুস্তামিরিন ("অবিচ্ছিন্ন") শব্দটির কিছু আলোচনা রয়েছে যা এই আয়াতে এবং

প্রশ্ন ৫৪:২ এ ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে এটি একই ব্যাকরণগত আকারে ("পাসিং ম্যাজিক") বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়েছে। https://www.studyquran.org/LaneLexicon/Volume7/00000230.pdf

আদম (আঃ)-এর ক্ষমা

একাডেমিক পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করেছেন যে, প্রশ্ন ২:৩৬-৩৯ আয়াতটি ৭:২২-২৫ এবং ২০:১২১-১২৪ এর একত্রে (মূল লেখক বা অন্য কোনোভাবে) সম্পাদনা বলে মনে হয়, যার বিশ্রী ফলাফল এই যে, আল্লাহ আদম ও তার সঙ্গীকে দু'বার জান্নাত থেকে নেমে যেতে বলেছেন, ৩৬ ও ৩৮.১৭ নং আয়াতে ৭ নং আয়াতে আদমের ক্ষমা প্রার্থনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ তা করেছেন কিনা তা বলেননি। বরং তা তৎক্ষণাৎ ৭:২৪ আয়াতে অবতীর্ণ হওয়ার আদেশের দিকে অগ্রসর হয়, যা আরবীতে ২:৩৬ পদের অক্ষরে অক্ষরে ব্যবহৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে আদম (আঃ) অবতরণের আদেশের পূর্বে আদমকে ক্ষমা করে দিয়েছেন (কালানুক্রমিকভাবে বর্ণিত দীর্ঘ অংশ)। প্রশ্নঃ ২য় আয়াতঃ ৭:২৪ পদের অবতরণ আদেশের যে অংশটুকু নেয়া হয়েছে তার পর আল্লাহর ক্ষমা সন্নিবেশিত করার মাধ্যমে ৭ নং প্রশ্নে অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যা আংশিকভাবে ২০:১২৩ আয়াতে দেখা যায় যেখানে ক্ষমা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে।

2:36-39	7:22-25	20:121-124
2|36| অতঃপর শয়তান তাদেরকে সেখান থেকে সরে পাঠিয়ে দিল এবং তাদেরকে সেই অবস্থা থেকে বের করে দিল, যেখানে তারা ছিল। অতঃপর আমরা বললামঃ তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে অবতরণ কর এবং পৃথিবীতে তোমাদের জন্য থাকবে কিছুকাল পর্যন্ত বাসস্থান ও রিযিক । 2|37| অতঃপর আদম	7|22| অতঃপর তিনি প্রতারণার মাধ্যমে তাদেরকে পতিত করেছেন। অতঃপর যখন তারা সেই বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের গোপনাঙ্গ তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং তারা জান্নাতের পাতা থেকে নিজেদের উপর একত্রে বেঁধে রাখতে লাগল। অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি কি	20|121| অতঃপর আদম ও তার স্ত্রী তা থেকে আহার করল এবং তাদের গোপনাঙ্গ তাদের কাছে প্রকাশ পেল এবং তারা জান্নাতের পাতা থেকে নিজেদের উপর বেঁধে রাখতে লাগল। আর আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল এবং পথভ্রষ্ট করল। 20|122| অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে

তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কিছু বাণী গ্রহণ করল এবং সে তওবা কবুল করল। নিশ্চয় তিনিই তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। 2|38| আমরা বললামঃ তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। আর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হেদায়েত আসবে, তখন যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। 2|39| আর যারা অবিশ্বাস পোষণ করে ও আমাদের নির্দেশাবলীতে মিথ্যারোপ করে, তারাই হচ্ছে আগুনের বাসিন্দা। তারা তথায় চিরকাল থাকবে"।	তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? ৭|২৩| তারা বললঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি এবং যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। 7|24| আল্লাহ বললেনঃ তোমরা একে অপরের শত্রুর দিকে অবতরণ কর। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে কিছুকালের জন্য বসতি ও ভোগ-বিলাসের স্থান। 7|25| তিনি বললেনঃ সেখানেই তোমরা জীবিত থাকবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।	মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন। 20|123| আল্লাহ বললেনঃ তোমরা জান্নাত থেকে অবতরণ কর, সবাই একে অপরের শত্রু। আর যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হেদায়েত আসে, তবে যে আমার হেদায়েত অনুসরণ করবে, সে বিপথে যাবে না এবং আখেরাতে দুঃখ-কষ্টও পাবে না। 20|124| আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয় তার জন্য রয়েছে সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ করে সমবেত করব।

17 উইটজটাম, জোসেফ। কুরআনের সিরিয়াক মিলিউ: বাইবেলের আখ্যানগুলির পুনর্নির্মাণ। পিএইচডি থিসিস, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রিন্সটন, এনজে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পৃষ্ঠা 69-79

১৮ আমি একজন অজ্ঞাতনামা সংবাদদাতার কাছে কৃতজ্ঞ যিনি আমাকে এই স্ববিরোধিতা দেখিয়েছেন, যার সাথে আমি মন্তব্য বিশ্লেষণ যোগ করেছি।

নোহ নির্দেশনা পায়

কুরআনে দুটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে নূহ (আঃ) কোন সময়ে নৌকার যাত্রীদের সম্পর্কে নির্দেশ পেয়েছিলেন। ১১:৪০ আয়াতে নূহকে বলা হয়েছে যে যখন জাহাজটি ইতিমধ্যে নির্মিত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ বন্যার আদেশ দিয়েছেন তখন কাকে তার সাথে নিয়ে যেতে হবে। ২৩:২৭ পদে পরিবর্তে, তিনি জাহাজটি তৈরি করার আগে নির্দেশাবলী পান, ভবিষ্যতে যখন বন্যার আদেশ দেওয়া হবে তখন তাকে কী করতে হবে তা শিখেন।

11:37-40	23:27
11|37| আর তোমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ ও অনুপ্রেরণায় জাহাজ নির্মাণ কর এবং জালেমদের সম্পর্কে আমাকে সম্বোধন করো না। নিশ্চয়ই তারা ডুবে যাবে। 11|38| আর তিনি জাহাজ নির্মাণ করলেন এবং যখনই তাঁর প্রজাদের কোন দল তাঁর পাশ দিয়ে যেত, তারা তাঁকে উপহাস করত। তিনি বললেনঃ যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস কর, তবে আমরা তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ 11|39| আর তোমরা জানতে পারবে কে এমন শাস্তি পাবে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং কার উপর অবতীর্ণ হবে স্থায়ী শাস্তি। 11|40| [এইরূপ হইল] যতক্ষণ না আমার আদেশ উপস্থিত হল এবং উনুন উপচে পড়ল, তখন আমি বললাম, "প্রত্যেক [প্রাণীর] দু'জন সঙ্গী এবং তোমার পরিবারবর্গের উপর বোঝা চাপিয়ে দাও, কেবল তারা ব্যতীত যাদের সম্পর্কে বাণী পূর্ববর্তী হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া আর কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনল না।	অতঃপর আমি তাকে উদ্‌বুদ্ধ করলামঃ আমাদের পর্যবেক্ষণ ও অনুপ্রেরণায় জাহাজ নির্মাণ কর, এবং যখন আমার আদেশ আসবে এবং উনুন উপচে পড়বে, তখন প্রত্যেকে [প্রাণীর] দু'জন সঙ্গী ও তোমার পরিবারবর্গ থেকে জাহাজে রাখবে, তবে যাদের জন্য হুকুম জারি করা হয়েছে। আর জালেমদের সম্পর্কে আমাকে সম্বোধন করো না। নিশ্চয়ই তাদের ডুবিয়ে মারা হবে।

ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বাস্তবে কেমন ছিলেন

১।একই দিনে বা রাতে ৩০ জনের শক্তি নিয়ে ১১ জনের সাথে যৌনচার (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)-268, (২৮৪, ৫০৬৮, ৫২১৫ দ্রষ্টব্য) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৬৬)

২৬৮. আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ **নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের নিকট দিনের বা রাতের কোন এক সময়ে পর্যায়ক্রমে মিলিত হতেন। তাঁরা ছিলেন এগারজন।** বর্ণনাকারী বলেন, আমি আনাস (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, **তিনি কি এত শক্তি রাখতেন? তিনি বললেন, আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম যে, তাঁকে ত্রিশজনের শক্তি দেয়া হয়েছে।** সা'ঈদ (রহ.) ক্বাতাদাহ (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, আনাস (রাযি.) তাঁদের নিকট হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে (এগারজনের স্থলে) নয়জন স্ত্রীর কথা বলেছেন। (২৮৪, ৫০৬৮, ৫২১৫ দ্রষ্টব্য) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৬৬)

২৮৪। আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **একই রাতে পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন**।

২। রাস্তাঘাটে নারী দেখলে কামাতুর হয়ে যেতেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)-3300, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩২৭৫, ইসলামীক সেন্টার ৩২৭৩)

হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৩২৯৮, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৪০৩

৩২৯৮-(৯/১৪০৩) আমর ইবনু আলী (রহঃ) ..... জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। **রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে দেখলেন। তখন তিনি তার স্ত্রী যায়নাব এর নিকট আসলেন। তিনি তখন তার একটি চামড়া পাকা করায় ব্যস্ত ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন।** অতঃপর বের হয়ে সাহাবীগণের নিকট এসে তিনি বললেনঃ স্ত্রীলোক সামনে আসে শয়ত্বানের বেশে এবং ফিরে যায় শায়ত্বানের বেশে। অতএব তোমাদের কেউ কোন স্ত্রীলোক দেখতে পেলে সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে। কারণ তা তার মনের ভেতর যা রয়েছে তা দূর করে দেয়।* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩২৭৩, ইসলামীক সেন্টার ৩২৭১)

৩।রক্ষিতাদের হেরেমখানা বানিয়েছিলেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)-6766)

৬৭৬৬। যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ... আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। **তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মে ওয়ালাদের সাথে এক ব্যক্তির প্রতি অভিযোগ (অপবাদ) উত্থাপিত হয়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ) কে বললেন, যাও। তার গর্দান উড়িয়ে দাও।** আলী (রাঃ) তার নিকট গিয়ে দেখলেন, সে কুপের মধ্যে শরীর শীতল করছে। আলী (রাঃ) তাকে বললেন, বেরিয়ে আস। সে আলী (রাঃ)এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। **তিনি তাকে বের করলেন এবং দেখলেন, তার পূরুষাঙ্গ কর্তিত, তার লিঙ্গ নেই।** তখন আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকলেন। তারপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে তো লিঙ্গ কর্তিত তার তো লিঙ্গ নেই।

৪।আয়িশা জানতেন এই মহান ব্যাক্তির লাম্পট্যের কথা (সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), হাদিস নম্বর- ৩৯৩১) সিরাতুন নবী (সাঃ), ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০২)

৩৯৩১। আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, **বনী মুস্তালিক যুদ্ধে জুয়ায়রিয়াহ বিনতুল হারিস ইবনুল মুতসতালিক বন্দিনী হয়ে সাবিত ইবনু কায়িস ইবনু শাম্মাস (রাঃ) বা তার চাচাত ভাইয়ের ভাগে পড়েন।** অতঃপর তিনি নিজেকে আযাদ করার চুক্তি করেন। **তিনি খুবই সুন্দরী নারী ছিলেন, নজর কাড়া রূপ ছিলো তার। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তিনি চুক্তির অর্থ চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন। তিনি দরজায় এসে দাঁড়াতেই আমি তাকে দেখে অসন্তুষ্ট হলাম। আমি ভাবলাম, যে রূপ-লাবন্য তাকে দেখেছি, শিঘ্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এভাবে দেখবেন।**

অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জুয়ায়রিয়াহ বিনতুল হারিস, আমার সামাজিক অবস্থান অবশ্যই আপনার নিকট স্পষ্ট। আমি সাবিত ইবনু কায়িস ইবনু শাম্মাসের ভাগে পড়েছি। **আমি মুক্ত হওয়ার চুক্তিপত্র করেছি, চুক্তির নির্ধারিত অর্থ আদায়ে সাহায্য চাইতে আপনার কাছে এসেছি।** তখন **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর চেয়ে ভালো প্রস্তাবে তুমি রাজি আছো কি? তিনি বললেন, কি প্রস্তাব, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেনঃ আমি চুক্তির সমস্ত পাওনা শোধ করে তোমাকে বিয়ে করতে চাই।** তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি আছি।

আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুয়ায়রিয়াহকে বিয়ে করেছেন, একথা সবার মাঝে জানাজানি হয়ে গেলো। তারা তাদের আওতাধীন সমস্ত বন্দীকে আযাদ করে ছাড়তে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্বশুর বংশের লোক। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, নিজের গোত্রের কল্যাণের জন্য তার চাইতে বরকতময়ী মহিলা আমি আর কাউকে দেখিনি। শুধু তার মাধ্যমে বনী মুস্তালিকের একশো পরিবার আযাদ হয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম শাসক সরাসরি বিয়ে করতে পারেন।[1]
হাসান।

৫।ইচ্ছেমত ভোগের আগে মারা যাননি এই মহান ব্যাক্তি (সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-3207)
৩২০৭. মুহাম্মদ ইন মানসূর (রহঃ) ... আতা (রহঃ) বলেন, **আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন নি, যে পর্যন্ত না তার জন্য হালাল করা হয়েছে মহিলাদের মধ্যে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তাকে গ্রহণ করার।**
৬। নারীর অনিচ্ছায় তার গায়ে হাত দেয়া (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)-5255, (৫২৫৭) আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৭৬৫)
৫২৫৫. আবূ উসায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বের হয়ে শাওত নামক বাগানের নিকট দিয়ে চলতে চলতে দু'টি বাগান পর্যন্ত পৌছলাম এবং এ দু'টির মাঝে বসলাম। **তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা এখানে বসে থাক। তিনি (ভিতরে) প্রবেশ করলেন। তখন নু'মান ইব্ন শারাহীলের কন্যা উমাইমার খেজুর বাগানস্থিত ঘরে জাওনিয়াকে আনা হয়।** আর তাঁর খিদমতের জন্য ধাত্রীও ছিল। **নবী (সা.) যখন তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ কর। তখন সে বললঃ কোন রাজকুমারী কি কোন বাজারিয়া ব্যক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে? রাবী বলেনঃ এরপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন তার শরীরে রাখার জন্য, যাতে সে শান্ত হয়। সে বললঃ আমি আপনার থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।** তিনি বললেনঃ তুমি উপযুক্ত সত্তারই আশ্রয় নিয়েছ। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেনঃ হে আবূ উসায়দ! তাকে দু'খানা কাতান কাপড় পরিয়ে দাও এবং তাকে তার পরিবারের নিকট

পৌঁছিয়ে দাও। [৫২৫৭] আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৭৬৫

৭।খুন হওয়া শিশুরা কোথায় যাবে? (সূনান আবু দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-4642)

৪৬৪২. ইব্‌রাহীম ইবন মূসা (রহঃ) ..... আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **জীবন্ত প্রথিত কন্যা এবং তার মা- উভয়ই জাহান্নামী।**

৮।নারীকে ভোগ্যপণ্য বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (3512)

৩৫১২। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র আল-হামদানী (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **দুনিয়া উপভোগের উপকরণ (ভোগ্যপণ্য) এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পুণ্যবতী নারী।**

৯।নারীই মানুষের সমস্ত দুর্দশার কারণ (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)হাদিস নম্বরঃ (3330)

৩৩৩০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একইভাবে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈল যদি না হত তবে মাংস দুর্গন্ধময় হতো না। **আর যদি হাওয়া (আঃ) না হতেন তাহলে কোন নারীই স্বামীর খিয়ানত করত না।*** (৫১৮৪, ৫১৮৬) (মুসলিম ১৭/১৯ হাঃ ১৪৭০, আহমাদ ৮০৩৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩০৮৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩০৯২)

১০।নারীদের বাঁকা বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (3513)

৩৫১৩। হারামালা ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নারী পাজরের হাড়ের ন্যায় (বাঁকা)। যখন তুমি তাকে সোজা করতে যাবে তখন তা ভেঙ্গে ফেলবে আর তার মাঝে বক্রতা রেখে দিয়েই তা দিয়ে তুমি উপকার হাসিল করবে।**

যুহায়র ইবনু হারব ও আবদ ইবনু হুমায়দ (রহঃ) ... (যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্র তার চাচা যুহরীর সুত্রে) (উপরোক্ত সনদের ন্যায়) ইবনু শিহাব (রহঃ) সুত্রে অবিকল অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

১১। নারী অশুভ বা নারীতে অমঙ্গল রয়েছে বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (5613)

৫৬১৩। আহমদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু হাকাম (রহঃ) ... ইবনু উমার (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেনঃ **কোন কিছুতে অশুভ কিছু যদি থাকে, তবে তা হবে ঘোড়া, বাড়ি ও নারীতে।**

১২।নারী হচ্ছে বিপর্যয়কর বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি (সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নম্বরঃ (3998)

১/৩৯৯৮। উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে অধিক বিপর্যয়কর আর কিছু রেখে যাবো না।**

১৩। নারী, গাধা এবং কালো কুকুর বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি (বুলুগুল মারাম হাদিস নম্বরঃ (231)

২৩১. আবূ যার গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সালাত আদায় করার সময় যদি উটের পালানের শেষাংশের কাঠির পরিমাণ একটা সুতরাহ দেয়া না হয় আর উক্ত মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে **(প্রাপ্ত বয়স্কা) স্ত্রীলোক, গাধা ও কালো কুকুর অতিক্রম করলে সালাত (এর-একাগ্রতা) নষ্ট হয়ে যাবে**। এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের খণ্ডাংশ’। তাতে একস্থানে আছেঃ কাল কুকুর হচ্ছে শয়তান।[1]

১৪।পুরুষের থেকে নারীর বুদ্ধি কম হয় বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (145)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ১৪৫, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৭৯

১৪৫। মুহাম্মাদ ইবনু রুম্‌হ ইবনু মুহাজির আল মিসরি (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ হে রমনীগন! তোমরা দান-খয়রাত করতে থাক এবং বেশি করে ইস্তিগফার কর। ***কেননা আমি দেখেছি যে, জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী।*** জনৈকা বুদ্ধিমতী মহিলা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসুল! জাহান্নামে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ কি? বললেন, তোমরা বেশি বেশি অভিসম্পাত করে থাকো এবং স্বামীর প্রতি (অকৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করে থাকো। **আর দ্বীন ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে ক্রটিপূর্ণ কোন সম্প্রদায়, জ্ঞানীদের উপর তোমাদের চেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী আর কাউকে আমি দেখিনি।**প্রশ্নকারিনী জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনে আমাদের কমতি কিসে? **তিনি বললেনঃ তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ক্রটি হলো দু-জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান; এটাই তোমাদের বুদ্ধির ক্রটির প্রমাণ।** স্ত্রীলোক (প্রতিমাসে) কয়েকদিন সালাত (নামায/নামাজ) থেকে বিরত থাকে আর রমযান মাসে রোযা ভঙ্গ করে; (ঋতুমতী হওয়ার কারণে) এটাই দ্বীনের ক্রটি।

আবূ তাহির ... ইবনু হাদ-এর সুত্রে এ সনদে অনুরুপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৫।নারীদের রাস্তার মাঝ দিয়ে চলা যাবে না বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি

(সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ) অধ্যায়ঃ ৩৮/ সালাম হাদিস নাম্বার: 5182)

৫১৮২. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (রহঃ) .... আবূ উসায়দ আনসারী (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বর্ণনা কবতে শুনেছেন; **যখন তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখতে পান যে, পুরুষেরা রাস্তার মাঝে মহিলাদের সাথে মিশে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের বলেনঃ তোমরা অপেক্ষা কর! তোমাদের রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাচল করা উচিত নয়, বরং তোমরা রাস্তার এক পাশ দিয়ে যাবে। এরপর মহিলারা দেয়াল ঘেষে চলাচল করার ফলে অধিকাংশ সময় তাদের কাপড় দেয়ালের সাথে আটকে যেত।**

১৬।অসুস্থতার কারণে বিবি তালাক দিয়েছিলেন এই মহান ব্যাক্তি (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আল্লামা ইবনে কাসীর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৬)

১৭।বন্ধ্যা নারীদের বিয়ে করা যাবে না বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি

((তাহক্বীকঃ হাসান। ইরওয়া ১৭৮৪, আদাবুয যিফাফ ১৬, সহীহ আবু দাউদ ১৭৮৯।

হাদিসের মানঃ হাসান (Hasan) বর্ণনাকারীঃ মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) সূনান নাসাঈ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-3230)

৩২৩০. আব্দুর রহমান ইবন খালিদ (রহঃ) ... মা'কাল ইবন ইয়াসার (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে আরয করলোঃ **আমি এমন এক মহিলার সন্ধান পেয়েছি, যে বংশ গৌরবের অধিকারিণী ও মর্যাদাবান, কিন্তু সে বন্ধ্যা, আমি কি তাকে বিবাহ করবো? তিনি তাকে নিষেধ করলেন। দ্বিতীয় দিন তাঁর নিকট আসলে তিনি নিষেধ করলেন। এরপর তৃতীয় দিন তাঁর খেদমতে আসলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেনঃ তোমরা অধিক সন্তান প্রসবা নারীকে বিবাহ করবে, যে তোমাদেরকে ভালবাসবে। কেননা, আমি তোমাদের দ্বারা সংখ্যাধিক্য লাভ করবো।**

১৮।অল্পবয়সী কুমারী মেয়েদের বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স। হাদিস নম্বর-৫০৮০, সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত), হাদিস নম্বর- ১১০০

৫০৮০. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, **তুমি কেমন**

মেয়ে বিয়ে করেছ? আমি বললাম, পূর্ব বিবাহিতা মেয়েকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী মেয়ে এবং তাদের কৌতুক তুমি চাও না? (রাবী মুহাজির বলেন) আমি এ ঘটনা 'আমর ইবনু দ্বীনার (রাঃ)-কে জানালে তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, তুমি কেন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না, যার সাথে তুমি খেলা-কৌতুক করতে এবং সে তোমার সাথে খেলা-কৌতুক করত? [৪৪৩] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৭০৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৭০৯)

১৯।কুমারী মেয়েদের প্রতি আসক্ত ছিলেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স। হাদিস নম্বর- ৫২১৩)

৫২১৩. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, **নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত এই যে, যদি কেউ কুমারী মেয়ে বিয়ে করে, তবে তার সঙ্গে সাত দিন-রাত্রি যাপন করতে হবে আর যদি কেউ কোন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করে, তাহলে তার সঙ্গে তিন দিন যাপন করতে হবে।** [৫২১৪; মুসলিম ১৭/১২, হাঃ ১৪৬১, আহমাদ ১২৯৭০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৩৩)

২০।কুমারীদের যোনীপথ উষ্ণ বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি ((ইবনে মাজাহ ১৮৬১, ইবনুস সুন্নী, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৬২৩, সহীহুল জামে' হা/ ৪০৫৩)

২/১৮৬১। উতবা ইবনু 'উআয়ম ইবনু সাঈদা আল-আনসারী (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ **তোমাদের কুমারী মেয়ে বিবাহ করা উচিত। কেননা তারা মিষ্টিমুখী, নির্মল জরায়ুধারী এবং অল্পতেই তুষ্ট হয়।**

২১।স্বামীর যৌন চাহিদা মেটাতে বাধ্য বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী) হাদিস নম্বরঃ (3433) অধ্যায়ঃ ১৭)

হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৩৪৩৩, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৪৩৬

৩৪৩৩-(১২২/...) আবূ বকর ইবনু শায়বাহ, আবূ কুরায়ব, আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ ও যুহায়র ইবনু হারব (রহিমাহুমুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **স্বামী যখন স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করে এবং সে না আসায় তার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত্রি যাপন করে, সে স্ত্রীর প্রতি ফেরেশতাগণ ভোর হওয়া পর্যন্ত লা'নাত করতে থাকে।** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪০৬, ইসলামীক সেন্টার ৩৪০৫)

স্বামীর চাহিবা মাত্র সহবত করতে হবে (তাওহীদ পাবলিকেশন গ্রন্থঃ সুনানে ইবনে মাজাহ অধ্যায়ঃ ৯)

২২।পরপুরুষের সাথে স্ত্রীকে দেখলে কতল (সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) ২০। লি'আন, ৩৬৫৫-(১৬/...)

৩৬৫৫-(১৬/...) আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সা'দ ইবনু উবাদাহ্ (রাযিঃ) বললেনঃ **হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন পুরুষকে দেখতে পাই তবে চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করা পর্যন্ত আমি কি তাকে ধরব না?** রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ **হ্যাঁ, পারবে না।** তিনি (সা'দ) বললেনঃ **এমনটি কিছুতেই হতে পারে না, সে মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আবশ্য আমি তার (চারজন সাক্ষী উপস্থিত করার) আগেই কাল বিলম্ব না করে তার প্রতি তলোয়ার হানব।** তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ **তোমরা শোন, তোমাদের নেতা কী বলছেন। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় আত্মমর্যাদার অধিকারী।** আর আমি তার চাইতেও অধিকতর আত্মমর্যাদাশীল এবং আল্লাহ আমার চাইতেও অধিক মর্যাদাবান। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৬২১, ইসলামিক সেন্টার ৩৬২১)

২৩।তালাক দেয়ার অধিকার স্বামীর (মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) হাদিস নম্বরঃ (3279)

২৪।ধর্ষণ করার পরে মোহর দিয়ে ফয়সালা করতে বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি (মুয়াত্তা মালিক হাদিস নম্বরঃ (1435) অধ্যায়ঃ ৩৬.

রেওয়ায়ত ১৪. ইবন যুহরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত, **আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান জবরদস্তিভাবে যিনা করান হইয়াছে এমন স্ত্রীলোকের ফয়সালা এই দিয়াছেন: ব্যভিচার যে করিয়াছে ঐ স্ত্রীলোকটিকে মোহর দান করিবে।** মালিক (রহঃ) বলেনঃ **আমাদের নিকট এই ফয়সালা যে, যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের উপর জবরদস্তি করে, চাই সে কুমারী হউক অথবা অকুমারী, যদি সে স্বাধীন হয় তবে তাহাকে মাহরে মিসাল দেওয়া আবশ্যক।** আর যদি যে দাসী হয় তবে যিনার দ্বারা যে মূল্য কম হইয়াছে তাহা আদায় করিতে হইবে এবং ব্যভিচারীর শাস্তিও সঙ্গে সঙ্গে হইবে এবং উক্ত স্ত্রীলোকের উপর কোন শাস্তিও হইবে না। আর যদি ব্যভিচারী গোলাম হয় তবে মনিবের জরিমানা দিতে হইবে। কিন্তু যদি গোলামকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়া দেয় তবে ভিন্ন কথা।

২৫। নারীর খৎনা করতে বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি (সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) হাদিস নম্বরঃ (5271) অধ্যায়ঃ ৩৬

৫২৭১। উম্মু ’আতিয়্যাহ আল-আনসারী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। **মদীনাতে এক মহিলা খাতনা করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তুমি গভীর করে কাটবে না। কারণ তা মেয়েলোকের জন্য অধিকতর আরামদায়ক এবং স্বামীর জন্য অতি পছন্দনীয়।** ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, ’উবাইদুল্লাহ ইবনু ’আমর (রহঃ) থেকে আব্দুল মালিক (রহঃ) সূত্রে একই অর্থে ও সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল।[1]

সহীহ।

২৬।নারী নেতৃত্ব দিতে পারবে না (সহীহ বুখারী (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (6618) অধ্যায়ঃ ৮১

২৭। সুগন্ধী ব্যবহারকারীরা ব্যভিচারিণী বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি (মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) হাদিস নম্বরঃ (1065) অধ্যায়ঃ পর্ব-৪ঃ)

১০৬৫-[১৪] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ **প্রতিটি চক্ষুই ব্যভিচারী। আর যে মহিলা সুগন্ধি দিয়ে পুরুষদের সভায় যায় সে এমন এমন অর্থাৎ ব্যভিচারকারিণী।** (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[1]

[1] হাসান : আত্ তিরমিযী ২৭৮৬, আবূ দাঊদ ৪১৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ২০১৯, সুনান আল কুবরা ৯৪২২, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৬৪১, ইবনু হিব্বান ৪৪২৪।

২৮। ইহুদি বিদ্বেষী ছিলেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহুল বুখারী ২৯২৬, মুসলিম ১৫৭, ২৯২২, আহমাদ ৮৯২১, ১০৪৭৬, ২০৫০২)

২৯২৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। **তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোন ইয়াহূদী পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে, পাথর বলবে, ‘হে মুসলিম, আমার পেছনে ইয়াহূদী আছে, তাকে হত্যা কর।’** (মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯২২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৭১১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৭২২)

২৯।নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করতেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (4442) অধ্যায়ঃ ৩৩)

৪৪৪২। যুহায়র ইবনু হারব ও মুহাম্মাদ ইবনু রাফি (রহঃ) ... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমার কাছে উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয়ই আমি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে আরব উপ-দ্বীপ থেকে**

বহিস্কার করবো। পরিশেষে মুসলিম ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে থাকতে দেবো না।

৩০।অমুসলিমদের রাস্তার কিনারায় ঠেলে দিতে হবে বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি (সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) হাদিস নম্বরঃ (1602) অধ্যায়ঃ ১৯)

১৬০২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **তোমরা ইয়াহুদী-নাসারাদের প্রথমে সালাম প্রদান করো না। তোমরা রাস্তায় চলাচলের সময় তাদের কারো সাথে দেখা হলে তাকে রাস্তার কিনারায় ঠেলে দিও।**

সহীহ, সহীহা (৭০৪), ইরওয়া (১২৭১), মুসলিম, বুখারী আদাবুল মুফরাদ, ২৮৫৫ নং হাদীসটির আলোচনা আসবে।

৩১।অমুসলিমদের খাবার দিতেও নিষেধ করেছেন এই মহান ব্যাক্তি (সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) অধ্যায়ঃ ৩৬/ শিষ্টাচার হাদিস নম্বরঃ ৪৮৩২)

৪৮৩২। আবূ সাঈদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। **নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তুমি মু'মিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার লোকে খায়।**

৩২।অমুসলিমদের সাথে বসবাস করতে নিষেধ করেছেন এই মহান ব্যাক্তি (সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) অধ্যায়ঃ ৯ হদিস নম্বরঃ ২৭৮৭

২৭৮৭। সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। অতঃপর **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কেউ কোনো মুশরিকের সাহচর্যে থাকলে এবং তাদের সাথে বসবাস করলে সে তাদেরই মতো।**

৩৩।মৃত্যুর আগেও শেষ ওয়াসিয়তেও সাম্প্রদায়িকতা ছিল এই মহান ব্যাক্তির(সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-2838)

২৮৩৮। কাবীসা (রহঃ) ... ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি (কোন এক সময়) বললেন, বৃহস্পতিবার! হায় বৃহস্পতিবার! এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি তাঁর আশ্রুতে (যমিনের) কঙ্করগুলো সিক্ত হয়ে গেল। আর তিনি বলতে লাগলেন, বৃহস্পতিবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রোগ যাতনা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, তোমার আমার জন্য লিখার কোন জিনিস নিয়ে আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখিয়ে দিব। যাতে এরপর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট না হয। এতে সাহাবীগণ পরস্পর মতপার্থক্য করেন। অথচ নবীর সম্মুখে মতপার্থক্য সমীচীন নয়। তাদের কেউ কেউ বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করেছেন?'

তিনি বললেন, 'আচ্ছা' আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। তোমরা আমাকে যে অবস্থার দিকে আহবান করছো তার চেয়ে আমি যে অবস্থায় আছি তা উত্তম। '

অবশেষে তিনি ইন্তেকালের সময় তিনটি বিষয়ে ওসীয়ত করেন। (১) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত কর, (২) প্রতিনিধি দলকে আমি যেরূপ উপঢৌকন দিয়েছি তোমরাও আনুরূপ দিও (রাবী বলেন) তৃতীয় ওসীয়তটি আমি ভুলে গিয়েছি। আবূ আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, ইবনু মুহাম্মদ (রহঃ) ও ইয়াকুব (রহঃ) বলেন, আমি মুগীরা ইবনু আবদুর রাহমানকে জাযীরাতুল আরব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তাহল মক্কা, মদিনা ইয়ামামা ও ইয়ামান। ইয়াকূব (রহঃ) বলেন, 'তিহামা আরম্ভ হল 'আরজ থেকে।

৩৪। যুদ্ধে ধোঁকাবাজী করতেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)- হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৪৪৩১, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৭৩৯

৪৪৩১-(১৭/১৭৩৯) আলী ইবনু হুজুর সাদী, আমর আন্‌ নাকিদ ও যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, **রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যুদ্ধ কৌশল ও ছলনারই নাম।** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩৮৯, ইসলামিক সেন্টার ৪৩৮৯)

৩৫।সন্ত্রাসের মাধ্যমে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতেন এই মহান ব্যাক্তি (সূনান নাসাঈ (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (3979)

৩৯৭৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' না বলা পর্যন্ত আমি লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যদি তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জানমাল রক্ষা করে নেবে কিন্তু এর হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়।**

৩৬।এই মহান ব্যাক্তি হচ্ছেন ত্রাস ও ভীতি সৃষ্টিকারী (সূনান নাসাঈ (ইফাঃ) অধ্যায়ঃ ৪হাদিস নম্বরঃ (432), সূনান নাসাঈ (ইফাঃ) খণ্ড ১ পৃষ্ঠা সহজ নসরুল বারী, শরহে সহীহ বুখারী, আরবি-বাংলা, সহজ তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, হযরত মাওলানা উসমান গনী, আল কাউসার প্রকাশনী, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৪, ১৯৫

৪৩২। হাসান ইবনু ইসমাঈল ইবনু সুলায়মান (রহঃ) ... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ **রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। এক মাস পথ চলার দূরত্ব থেকে শত্রুর মাঝে ভীতি সঞ্চার করার ক্ষমতা প্রদান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।** আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রতা অবলম্বনের উপকরণ করা হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের কোন ব্যাক্তির সামনে যেখানেই সালাতের সময় উপস্থিত হয়, সে

সেখানে সালাত আদায় করতে পারে। আর আমাকে শাফাআত দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দান করা হয়নি, আর আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আমার পূর্বের প্রত্যেক নবী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন।

৩৭। জোরপূর্বক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-6847)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৬৮৪৭, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৭৩৪৮

৬৮৪৭। কুতায়বা (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে নববীতে ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বের হয়ে আমাদেরকে বললেনঃ **তোমরা চলো ইহুদীদের সেখানে যাই। আমরা তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। অবশেষে আমরা বায়তুল মিদরাসে (তাদের শিক্ষাগারে) পৌছলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম কবুল কর, এতে তোমরা নিরাপদে থাকবে। ইহুদীরা বলল, হে আবূল কাসিম! আপনার পৌছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। এরপর তিনি বললেনঃ আমার ইচ্ছা তোমরা ইসলাম কবুল কর এবং শান্তিতে থাক।** তারাও আবার বলল, হে আবূল কাসিম! আপনার পৌছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ **আমি এরূপই ইচ্ছা রাখি**। তৃতীয়বারেও তিনি তাই বললেন। **পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ জেনে রেখো, যমীন একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসুলের। আমি তোমাদেরকে এই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চাই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তা যেন সে বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় জেনে রেখো যমীন আল্লাহ ও তার রাসুলের।**

৩৮।নিষ্ঠুর এবং শারীরিক নির্যাতনকারী ছিলেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ: বুখারী ৩০১৮, ৬৮০২, মুসলিম ১৬৭১, আবূ দাঊদ ৪৩৬৪, নাসায়ী ৪০২৫, ইবনু মাজাহ ২৫৭৮, আহমাদ ১২৬৩৯।

৩০১৮. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, 'উক্ল নামক গোত্রের আট ব্যক্তির একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এল। মদিনার আবহাওয়া তারা উপযোগী মনে করেনি। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য দুগ্ধবতী উটনীর ব্যবস্থা করুন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বরং সাদাকার উটের পালের নিকট যাও। **তারা সেখানে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুধ পান করে সুস্থ এবং মোটাতাজা**

হয়ে গেল। অতঃপর তারা উটের রাখালকে হত্যা করে উটের পাল হাঁকিয়ে নিয়ে গেল এবং **মুসলিম হবার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেল।** তখন এক সংবাদ দাতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়-সওয়ারদেরকে তাদের সন্ধানে পাঠালেন। তখন পর্যন্ত দিনের আলো প্রকাশ পায়নি 'সে সময় তাদেরকে নিয়ে আসা হল। **আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হাত পা কেটে ফেললেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশে লৌহ শলাকা গরম করে তাদের চোখে ঢুকানো হয় এবং তাদেরকে উত্তপ্ত ভূমিতে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি চেয়েছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। অবশেষে তাদের মৃত্যু ঘটে।** আবূ কিলাবা (রাঃ) বলেন, তারা হত্যা করেছে, চুরি করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। (২৩৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৭৯৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৮০৬)

৩৯।গালিদাতাকে নির্মমভাবে হত্যা করতে বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি

(সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) হাদিস (4361) অধ্যায়ঃ ৩৩)

৪৩৬১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। **জনৈক অন্ধ লোকের একটি উম্মু ওয়ালাদ' ক্রীতদাসী ছিলো। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দিতো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতো। অন্ধ লোকটি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত হতো না। সে তাকে ভৎর্সনা করতো; কিন্তু তাতেও সে বিরত হতো না। এক রাতে সে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দিতে শুরু করলো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে লাগলো, সে একটি একটি ধারালো ছোরা নিয়ে তার পেটে ঢুকিয়ে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করলো। তার দু' পায়ের মাঝখানে একটি শিশু পতিত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হলো।** ভোরবেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনাটি অবহিত হয়ে লোকজনকে সমবেত করে বলেনঃ আমি আল্লাহর কসম করে বলছিঃ যে ব্যক্তি একাজ করেছে, সে যদি না দাঁড়ায় তবে তার উপর আমার অধিকার আছে।

একথা শুনে অন্ধ লোকটি মানুষের ভিড় ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে সামনে অগ্রসর হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এসে বসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সেই নিহত দাসীর মনিব। সে আপনাকে গালাগালি করতো এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো। আমি নিষেধ করতাম; কিন্তু সে বিরত হতো না। আমি তাকে ধমক দিতাম; কিন্তু সে তাতেও বিরত হতো না। তার গর্ভজাত মুক্তার মতো আমার দু'টি ছেলে আছে, আর সে আমার খুব

প্রিয়পাত্রী ছিলো। **গত রাতে সে আপনাকে গালাগালি শুরু করে এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বললে, আমি তখন একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার পেটে স্থাপন করে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা সাক্ষী থাকো, তার রক্ত বৃথা গেলো।**[1]

৪০।লাশের সাথেও বর্বরতা করতেন এই মহান ব্যাক্তি (সীরাতুল মুস্তফা সা., লেখকঃ আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (রহ.), প্রকাশকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯২

৪১। গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে হত্যা করতেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ বুখারী (তাওহীদ) হাদিস নম্বরঃ (3032), সহজ নসরুল বারী, শরহে সহীহ বুখারী, সপ্তম খণ্ড, আরবি-বাংলা, সহজ তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গনী, আল কাউসার প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২২৯

৩০৩২. জাবির (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, **নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কা'ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিবে?' তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, 'আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, 'তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেন তাকে কিছু বলি।' তিনি বললেন, 'আমি অনুমতি দিলাম।'** (২৫১০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৮০৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৮১৭)

৪২।ঘুমন্ত মুশরিককে হত্যা করতেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ বুখারী (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (2813)

২৮১৩। আলী ইবনু মুসলিম (রহঃ) ... বারা ইবনু আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীগণের একটি দল আবূ রাফে ইয়াহুদীদের হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন।** তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে গিয়ে ইয়াহুদীদের দূর্গে ঢুকে পড়ল। তিনি বললেন, তারপর আমি তাদের পশুর আস্তাবলে প্রবেশ করলাম। এরপর তারা দূর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। তারা তাদের একটি গাধা হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার খোঁজে তারা বেরিয়ে পড়ে। আমিও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

তাদেরকে আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম যে, আমি তাদের সঙ্গে গাধাঁর খোজ করছি। অবশেষে তারা গাধাটি পেল। তখন তারা দূর্গে প্রবেশ করে এবং আমিও প্রবেশ করলাম। রাতে তারা দূর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। আর তারা চাবিগুলি একটি কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিল। আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল,

আমি চাবিগুলি নিয়ে নিলাম এবং দূর্গের দরজা খুললাম। তারপর আমি আবূ রাফের নিকট পৌঁছলাম এবং বললাম, হে আবূ রাফে! সে আমার ডাকে সাড়া দিল। তখন আমি আওয়াজের প্রতি লক্ষ্য করে তরবারির আঘাত হানলাম, অমনি সে চিৎকার দিয়ে উঠল।

আমি বেরিয়ে এলাম। আমি পুনরায় প্রবেশ করলাম, যেন আমি তার সাহাযার্থে এগিয়ে এসেছি। আর আমি আমার গলার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবূ রাফে! সে বলল, তোমার কি হল, তোমার ধ্বংস হোক। আমি বললাম, তোমার কি অবস্থা? সে বলল, আমি জানিনা, কে বা কারা আমার এখানে এসেছিল এবং আমাকে আঘাত করেছে। **রাবী বলেন, তারপর আমি আমার তরবারী তার পেটের উপর রেখে সবশক্তি দিয়ে চেপে ধরলাম, ফলে তাঁর হাড় পর্যন্ত পৌঁছে কট করে উঠল। এরপর আমি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হয়ে এলাম। আমি অবতরণের উদ্দেশ্যে তাদের সিড়ির কাছে এলাম।**

যখন আমি পড়ে গেলাম, তখন এতে আমার পায়ে আঘাত লাগল। আমি আমার সাথীগণের সাথে এসে মিলিত হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, আমি এখান হতে ততক্ষন পর্যন্ত যাব না, যাবত না আমি মৃত্যুর সংবাদ প্রচারকারীনীর আওয়াজ শুনতে পাই। হিযাজবাসীদের বণিক আবূ রাফের মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা না শোনা পর্যন্ত আমি সে স্থান ত্যাগ করলাম না। তিনি বলেন, তখন আমি উঠে পড়লাম এবং আমার তখন কোনরূপ ব্যথা বেদনাই অনুভব হচ্ছিল না। **অবশেষে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট পৌঁছে এ বিষয়ে তাঁকে সংবাদ দিলাম।**

৪৩।শত্রুর কাটা মাথা দেখে খুশি হতেন এই মহান ব্যাক্তি (সীরাতে রাসুলাল্লাহ, ইবনে ইসহাক, অনুবাদঃ শহীদ আখন্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা ৩৪৬)

৪৪।গণহত্যাকারী ছিলেন এই মহান ব্যাক্তি (গ্রন্থের নামঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) অধ্যায়ঃ ১৪ - ৩০০৫

৩০০৫। ইবনু ’উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীর ইয়াহুদী গোত্রদ্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাযীরকে উচ্ছেদ করলেন এবং বনূ কুরাইযার প্রতি অনুগ্রহ করে তাদেরকে উচ্ছেদ করেননি। **অতঃপর বনূ কুরাইযা সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদের স্ত্রী লোক, সন্তানাদি ও সম্পদ মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করলেন।** কিন্তু তাদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মিলিত হলে তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিলেন এবং তারা ইসলাম কবূল করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বসবাসকারী সমস্ত ইয়াহুদী গোত্রকে উচ্ছেদ করলেন। যেমন **মদীনায় বসবাসকারী অন্যান্য ইয়াহুদীদেরকে তিনি মদীনাহ্ থেকে বিতাড়িত করেন।[1]**

৪৫।শিশু নির্যাতক ছিলেন এই মহান ব্যাক্তি (সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ) অধ্যায়ঃ ২ হাদিস নাম্বার: 495

৪৯৫. মুআম্মাল ইবনু হিশাম ..... আমর ইবনু শুআয়েব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের **বয়স যখন দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদেরকে মারপিট কর** এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে।

৪৬। শিশু হত্যাকারী ছিলেন এই মহান ব্যাক্তি (সূনান তিরমিজী (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (1590), সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (4399)

৪৩৯৯। ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, সাঈদ ইবনু মনসুর ও আমর আন নাকিদ (রহঃ) ... সা'ব ইবনু জাছছামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, **রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমুশরিকদের নারী ও শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যখন রাতের আধারে অতর্কিত আক্রমণ করা হয়, তখন তাদের নারী ও শিশুরাও আক্রান্ত হয়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তারাও তাদের (মুশরিকদের) অন্তর্ভুক্ত।**

৪৭।এই মহান ব্যাক্তি নিজেকে ভালবাসতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন (সহীহ বুখারী তাওহীদ-14 আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৩)

১৪. আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ **সেই আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানাদির চেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র হই।** (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৩)

৪৮।দরূদ না পড়লে অভিশাপ দিতেন এই মহান ব্যাক্তি (রিয়াযুস স্বা-লিহীন-4/1408, তিরমিযী ৩৫৪৫, আহমাদ ৭৪০২)

৩৫৪৫. আহামাদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (রহঃ) ...... আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যার কাছে আমার উল্লেখ করা হল অথচ আমার উপর দরূদ পাঠ করল না।** ওই ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যার জীবনে রমযান মাস এল কিন্তু তাকে ক্ষমাপ্রাপ্ত না করেই তা অতিবাহিত হয়ে

গেল। ওই ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যে তার পিতামাতাকে (বা তাদের একজনকে) বৃদ্ধাবস্থায় পেল কিন্তু তাদের খেদমত করার মাধ্যমে সে জান্নাতী হতে পারলনা। আবদুর রহমান বলেনঃ আমি মনে করি তিনি বলেছেন তাদের (পিতামাতার) একজনকে পেল।

৪৯। স্ববিরোধী কাজ করতেন নবী

হযরত মুহাম্মদ নিজে অনেকগুলো বিবাহ করেছেন, দাসীদের সাথেও সহবত করেছেন। মজার কথা হচ্ছে, নিজে এতগুলো বিয়ে করলেও, নিজের মেয়ের জামাইকে কিন্তু তিনি আর কোন বিয়ে করতে দেন নি।

আলীকে দ্বিতীয় বিয়েতে বাধা দিয়েছিলেন নবী (সহীহ বুখারী (ইফাঃ)-4850) (সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২: সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৩৭২৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪: সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৫, হাঃ ২৪৪৯)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৮৫৪, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫২৩০

৪৮৫৪। কুতায়বা (রহঃ) ... মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি যে, বনি হিশাম ইবনু মুগীরা, **আলী ইবনু আবূ তালিবের কাছে তাদের মেয়ে শাদী দেবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে; কিন্তু আমি অনুমতি দেব না, আমি অনুমতি দেব না, আমি অনুমতি দেব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আলী ইবনু আবূ তালিব আমার কন্যাকে তালাক দেয় এবং এর পরেই সে তাদের মেয়েকে শাদী করতে পারে। কেননা, ফাতেমা হচ্ছে আমার কলিজার টুকরা এবং সে যা ঘৃণা করে, আমিও তা ঘৃণা করি এবং তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়।**

৫০।কিবলার দিকে মুখ করে প্রস্রাব করেছিলেন এই মহান ব্যাক্তি (সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)-9)(ইবনু মাজাহ– (৩২৫)

৯। জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, **নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলাকে সামনে রেখে মলত্যাগ বা পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। আমি তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে তাকে কিবলার দিকে মুখ করে মলত্যাগ বা পেশাব করতে দেখেছি।** —সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৩২৫)।

৫১।নবী মুহাম্মদ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিলেন (মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)-৩৬৪-(৩১) বুখারী ২২৪, মুসলিম ২৭৩।

৩৬৪-[৩১] হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, **নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক গোত্রের আবর্জনার স্থানে গেলেন এবং (সেখানে)**

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[1] বলা হয়ে থাকে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন ওযরের কারণে এরূপ করেছেন।

- সহীহ : বুখারী ২২৪, মুসলিম ২৭৩।

৫২। গোটা সম্প্রদায়কে অভিশাপ দিতেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদিস নম্বরঃ ৯৫২) হে আল্লাহ!

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৯৫২, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১০০৬

৯৫২। কুতাইবা ইবনু সায়ীদ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শেষ রাকাআত থেকে মাথা উঠালেন, তখন বললেন, হে আল্লাহ! আইয়্যাশ ইবনু আবূ রাবী'আহকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! সালামা ইবনু হিশামকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদকে রক্ষা করুণ। হে আল্লাহ! দুর্বল মু'মিনদেরকে মুক্তি দিন। **হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর আপনার শাস্তি কঠোর করে দিন। হে আল্লাহ! ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর ন্যায় (এদের উপর) কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন।** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, গিফার গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর আসলাম গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন। ইবনু আবূ যিনাদ (রহঃ) তাঁর পিতা থেকে বলেন, এ সমস্ত দু'আ ফজরের সালাতে ছিল।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মিথ্যুক নবী (সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, হাদিস নম্বরঃ ৭১৪৭) কোন বিষয়ে কসম করার পর তার বিপরীত দিকটিকে যদি উত্তম বলে মনে কর, তাহলে উত্তম কাজটিই করবে আর তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দিবে।

মিথ্যা বলার অনুমতি প্রদান করেছিলেন (সহজ নসরুল বারী, শরহে সহীহ বুখারী, আরবি-বাংলা, সহজ তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, হযরত মাওলানা উসমান গনী, আল কাউসার প্রকাশনী, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৮)

ধর্ম প্রচারের কাজে ঘুষ দিতেন নবী (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮)

৫৩। রেগে গেলে গালাগালি দিতেন এই মহান ব্যাক্তি (সহীহ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদিস নম্বরঃ ৩০৯৮)

৩০৯৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইবনু বাশশার ও উবায়দুল্লাহ ইবনু মু'আয (রহঃ) ... হাকাম ইবরাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে এবং তিনি আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, **নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রওনা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন সাফিয়্যাকে তাঁর তাঁবুর দরজায় চিন্তিতা ও অবসাদগ্রস্তা দেখতে পেলেন। তিনি বললেনঃ বন্ধ্যা, নেড়ি! তুমি**

আমাদের (এখানে) আটকে রাখবে? তিনি পুনরায় তাকে বললেনঃ তুমি কি কুরবানীর দিন (বায়তুল্লাহ) যিয়ারত করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলে রওনা হও।

৫৪।বাপের লিঙ্গ কামড়াতে বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি ((আহমাদ ২১২৩৬, নাসায়ী কুবরা ১০৮১০, ত্বাবারানী ৫৩২, সহীহুল জামে হা/৫৬৭) হাদীস সম্ভার-2037)

(২০৩৭) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন লোককে দেখো যে, সে জাহেলিয়াতের বংশ-সম্পর্ক উত্থাপন করছে, তাহলে তোমরা তাকে তার বাপের লিঙ্গ কামড়াতে বলো এবং ইঙ্গিত করো না। (বরং স্পষ্ট বলো)।'**

(আহমাদ ২১২৩৬, নাসায়ী কুবরা ১০৮১০, ত্বাবারানী ৫৩২, সহীহুল জামে হা/৫৬৭)

কাফেরদের গালি দিতেন নবী (সিরাতুন নবী (সাঃ), ইবনে হিশাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩১)

৫৫।সাহাবীদের প্রস্রাব খাওয়ায় উৎসাহ দিতেন এই মহান ব্যাক্তি (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৪) **জনৈক মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পেশাব মোবারক পান করলে আল্লাহর হাবীব এ মহিলাকে বললেন, তোমার কষ্মিনকালেও কোন ব্যাধি হবে না।'**

৫৬।দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেতেন এই মহান ব্যাক্তি (সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)-2187)

২১৮৭। যাইনাব বিনতু জাহশ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম হতে জাগ্রত হলেন, তখন তার মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছিল**। তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে লাগলেন। তা তিনবার বলার পর তিনি বললেনঃ ঘনিয়ে আসা দুর্যোগে আরবদের দুর্ভাগ্য। **আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ ফাক হয়ে গেছে। এই বলে তিনি তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলের সাহায্যে দশ সংখ্যার বৃত্ত করে ইঙ্গিত করেন।** যাইনাব (রাঃ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আমাদের মধ্যে সৎ লোক থাকাবস্থায়ও কি আমরা হবো? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, যখন পাপাচারের বিস্তার ঘটবে।

৫৭।এই মহান ব্যাক্তি আত্মহত্যাপ্রবণ ছিলেন (হীহ বুখারী (তাওহীদ)-6982)

আর কিছু দিনের জন্য ওয়াহীও বন্ধ থাকে। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থার কারণে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এমনকি আমরা এ সম্পর্কে তার থেকে জানতে পেরেছি যে, তিনি পর্বতের চূড়া থেকে নিচে পড়ে যাবার জন্য একাধিকবার দ্রুত সেখানে চলে গেছেন। যখনই নিজেকে ফেলে দেয়ার জন্য পর্বতের চূড়ায় পৌঁছতেন, তখনই জিবরীল (আঃ) তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলতেন, হে মুহাম্মাদ! নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল।

৫৮। অন্যের মুখে থুথু দিতেন নএই মহান ব্যাক্তি (সহীহ বুখারী (ইফাঃ)-77)

৭৭. মাহমূদ ইবনুর-রাবী' (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, **আমার মনে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে আমার মুখমণ্ডলের উপর কুলি করে দিয়েছিলেন, তখন আমি ছিলাম পাঁচ বছরের বালক।** (১৮৯, ৮৩৯, ১১৮৫, ৬৩৫৪, ৬৪২২ দ্রষ্টব্য) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৭৭)

৫৯। মাসিকের কাপড়, মরা জীব জন্তু ফেললেও পানি পবিত্র থাকবে বলেছেন এই মহান ব্যাক্তি (গ্রন্থঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)-66)

৬৬। আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আমরা কি (মদীনার) 'বুযাআহ' নামক কূপের পানি দিয়ে অযু করতে পারি? **কূপটির মধ্যে মেয়েলোকের হায়িযের নেকড়া, কুকুরের মাংস ও যাবতীয় দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিক্ষেপ করা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ পানি পবিত্র, কোন কিছু একে অপবিত্র করতে পারে না।[1]**

সহীহ।

৬০।বাজে বিচারক ছিলেন এই মহান ব্যাক্তি

কাফেরকে খুন করলে ভিন্ন বিচার করতেন নবী (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)হাদিস নম্বরঃ (6915)

৬৯১৫. আবূ জুহাইফাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, **আমি 'আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের কাছে এমন কিছু আছে কি যা কুরআনে নেই? তিনি বললেন, দিয়াতের বিধান, বন্দী-মুক্তির বিধান এবং (এ বিধান যে) কাফেরের বদলে কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।** [১১১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৩৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৪৪৭)

৬১ । নার্সিসিস্ট বা আত্মপ্রেমী ছিলেন নবী

নবী নিজেকে ভালবাসতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন (সহীহ বুখারী তাওহীদ-14 আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৩) তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানাদির চেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র হই|

নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন (সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)-3895) (কোরআন ৬৬/৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মাঝে সে-ই ভাল যে তার পরিবারের নিকট ভাল| আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চাইতে উত্তম|

দরূদ না পড়লে অভিশাপ দিতেন নবী (রিয়াযুস স্বা-লিহীন- 4/1408, তিরমিযী ৩৫৪৫, আহমাদ ৭৪০২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিশাপ দিলেন যে, "সেই ব্যক্তির নাক ধূলা-ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল না।

৬২ । স্ববিরোধী কাজ করতেন নবী

হযরত মুহাম্মদ নিজে অনেকগুলো বিবাহ করেছেন, দাসীদের সাথেও সহবত করেছেন। মজার কথা হচ্ছে, নিজে এতগুলো বিয়ে করলেও, নিজের মেয়ের জামাইকে কিন্তু তিনি আর কোন বিয়ে করতে দেন নি|

আলীকে দ্বিতীয় বিয়েতে বাধা দিয়েছিলেন নবী (সহীহ বুখারী (ইফাঃ)-4850) (সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২: সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৩৭২৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪: সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৫, হাঃ ২৪৪৯)

মোহর ছাড়াই সঙ্গম করেছিলেন নবী (তাফসীরে ইবনে কাসীর- Page 136-137)

কিবলার দিকে মুখ করে প্রস্রাব করেছিলেন নবী(সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)-9)(ইবনু মাজাহ— (৩২৫) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলাকে সামনে রেখে মলত্যাগ বা পেশাব করতে নিষেধ করেছেন| আমি তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে তাকে কিবলার দিকে মুখ করে মলত্যাগ বা পেশাব করতে দেখেছি|

নবী মুহাম্মদ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিলেন (মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)-৩৬৪-(৩১) বুখারী ২২৪, মুসলিম ২৭৩ | নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক গোত্রের আবর্জনার স্থানে গেলেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন|

যুদ্ধের ময়দানে ভীত হতেন নবী (সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-4490)

৬৩ । কটুক্তি, গালাগালি, অভিশাপ এবং মিথ্যাচার করতেন

বাপদাদার ধর্ম নিয়ে অবমাননা ও কটূক্তি করতেন (সীরাতে ইবনে হিশাম: হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জীবনীগ্রন্থ, আকরাম ফারুক, পৃষ্ঠা ৬১, ৬২ সীরাতুল মুস্তফা সা., লেখকঃ আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (রহ.), প্রকাশকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৩, ১৪৪, ১৪৯, ১৫৪, ১৫৫)

গোটা সম্প্রদায়কে অভিশাপ দিতেন নবী (সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদিস নম্বরঃ ৯৫২) হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর আপনার শাস্তি কঠোর করে দিন| হে আল্লাহ! ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর ন্যায় (এদের উপর) কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মিথ্যুক নবী (সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, হাদিস নম্বরঃ ৭১৪৭) কোন বিষয়ে কসম করার পর তার বিপরীত দিকটিকে যদি উত্তম বলে মনে কর, তাহলে উত্তম কাজটিই করবে আর তোমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দিবে|

মিথ্যা বলার অনুমতি প্রদান করেছিলেন (সহজ নসরুল বারী, শরহে সহীহ বুখারী, আরবি-বাংলা, সহজ তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, হযরত মাওলানা উসমান গনী, আল কাউসার প্রকাশনী, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৮)

ধর্ম প্রচারের কাজে ঘুষ দিতেন নবী (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮)

রেগে গেলে গালাগালি দিতেন নবী (সহীহ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদিস নম্বরঃ ৩০৯৮) তিনি বললেনঃ বন্ধ্যা, নেড়ি! তুমি আমাদের (এখানে) আটকে রাখবে?

বাপের লিঙ্গ কামড়াতে বলেছেন নবী ((আহমাদ ২১২৩৬, নাসায়ী কুবরা ১০৮১০, ত্বাবারানী ৫৩২, সহীহুল জামে হা/৫৬৭) হাদীস সম্ভার-2037) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন লোককে দেখো যে, সে জাহেলিয়াতের বংশ-সম্পর্ক উত্থাপন করছে, তাহলে তোমরা তাকে তার বাপের লিঙ্গ কামড়াতে বলো এবং -ইঙ্গিত করো না| (বরং স্পষ্ট বলো)।'

কাফেরদের গালি দিতেন নবী (সিরাতুন নবী (সাঃ), ইবনে হিশাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩১)

৬৪ । মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত নবী

মানসিক সমস্যা ছিল নবীর (সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬: চিকিৎসা, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ৫৭৬৫; মুসলিম, পর্ব ৩৯: সালাম, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২১৮৯, আল-লুলু ওয়াল মারজান-1412) এমন অবস্থা হয় যে, তাঁর মনে হতো তিনি বিবিগণের কাছে এসেছেন, অথচ তিনি আদৌ তাঁদের কাছে আসেননি।

সাহাবীদের প্রস্রাব খাওয়ায় উৎসাহ দিতেন নবী (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৪) জনৈক মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পেশাব মোবারক পান করলে আল্লাহর হাবীব এ মহিলাকে বললেন, তোমার কষ্মিনকালেও কোন ব্যাধি হবে না।'

দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেতেন নবী (সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)-2187)

মুহাম্মদ আত্মহত্যাপ্রবণ ছিলেন (হীহ বুখারী (তাওহীদ)-6982)
জ্ঞান হারানো সমস্যা ছিল নবীর (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)-3829)
হ্যালুসিনেশন হতো নবীর (সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী) ৫৮৩৩-(২/২২৭৭) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি মাক্কায় একটি পাথরকে জানি, যে আমার (নবীরূপে) প্রেরিত হওয়ার আগেও আমাকে সালাম করত;
জিব্রাইলকে একাই দেখতেন নবী (সহীহ বুখারী (ইফাঃ) 5185)
অন্যের মুখে থুথু দিতেন নবী (সহীহ বুখারী (ইফাঃ)-77)
অন্যকে কুলি করা পানি খাওয়াতেন নবী (সহিহ মুসলিম (ইফাঃ)-6180) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে আমার মুখমন্ডলে কুলি করে দিয়েছিলেন
সংগীত অপছন্দ করতেন নবী (হাদীস সম্ভার-2309, (ইবনে আবিদ দুনয়া, সহীহুল জামে' ৫৪৬৭)
ছবি আঁকা এবং চিত্রশিল্পীদের প্রতি বিদ্বেষ ((৫৯৬৩, ৭০৪২, মুসলিম ৩৭/২৬, হাঃ ২১১০, আহমাদ ২১৬২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৬৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২০৮৪)
কৌতুক অপছন্দকারী, কান্নাকাটি পছন্দকারী (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)-6631)

৬৫। অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের ছিলেন নবী

ঘরের মধ্যে প্রস্রাব করতেন নবী (মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)-362, সহীহ : আবূ দাউদ ২৪, নাসায়ী ৩২, সহীহুল
জামি’ ৪৮৩২।) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাটের নিচে একটি কাঠের গামলা ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতে এতে প্রস্রাব করতেন।
ঘরে পায়খানা করতেন নবী (সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ১৫১, আন্তর্জাতিক
নাম্বারঃ ১৪৯) একদিন আমি আমাদের ঘরের উপর উঠলাম। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি ইটের উপর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বসেছেন।
মাথায় উকুন ছিল নবীর (সহীহ বুখারী (ইফাঃ)-6530) একদা তিনি তার কাছে এলেন। সে তাকে খানা খাওয়াল। তারপর তার মাথার উকুন বাছতে শুরু করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন।
মাসিকের কাপড়, মরা জীব জন্তু ফেললেও পানি পবিত্র (গ্রন্থঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)-66) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে

জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আমরা কি (মদীনার) ‘বুযাআহ' নামক কূপের পানি দিয়ে অযু করতে পারি? কূপটির মধ্যে মেয়েলোকের হায়িযের নেকড়া, কুকুরের গোশত ও যাবতীয় দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিক্ষেপ করা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ পানি পবিত্র, কোন কিছু একে অপবিত্র করতে পারে না।

মাছি পানিতে ডুবিয়ে খেতেন নবী (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)-5782, (৩৩২০) আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩৫৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫২৫৩)

এক গোছলে সেক্স ম্যারাথন ((২৮ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)-268, ৫০৬৮, ৫২১৫ দ্রষ্টব্য) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৬৬) । তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের নিকট দিনের বা রাতের কোন এক সময়ে পর্যায়ক্রমে মিলিত হতেন।

৬৬ । বাজে বিচারক ছিলেন নবী

কাফেরকে খুন করলে ভিন্ন বিচার করতেন নবী (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)হাদিস নম্বরঃ (6915) এই সহীফার মধ্যে আরো আছেঃ কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।

৬৭ । নারীর প্রতি নবীর লোভ ছিল, বহুগামী ছিলেন নবী

৯ স্ত্রী থাকার পরেও দাসী সহবত করতেন নবী (সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদিস নম্বর ৪৪২৫, সহীহুল বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১)

একই দিনে বা রাতে সেক্স ম্যারাথন (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)-268, (২৮৪, ৫০৬৮, ৫২১৫ দ্রষ্টব্য) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৬৬)

রাস্তাঘাটে নারী দেখলে কামাতুর হয়ে যেতেন নবী (সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)-3300, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩২৭৫, ইসলামীক সেন্টার ৩২৭৩) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে দেখলেন। তখন তিনি তার স্ত্রী যায়না এর নিকট আসলেন। তিনি তখন তার একটি চামড়া পাকা করায় ব্যস্ত ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন।

রক্ষিতাদের হেরেমখানা বানিয়েছিলেন নবী (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)-6766)

আয়িশা জানতেন নবীর লাম্পট্যের কথা (সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), হাদিস নম্বর- ৩৯৩১) সিরাতুন নবী (সাঃ), ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০২) সীরাতুন নবী, ইবনে হিশাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনুদিত, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৩) তিনি খুবই সুন্দরী নারী ছিলেন, নজর কাড়া রূপ ছিলো তার। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তিনি চুক্তির অর্থ

চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন। তিনি দরজায় এসে দাঁড়াতেই আমি তাকে দেখে অসন্তুষ্ট হলাম। আমি ভাবলাম, যে রূপ-লাবন্য তাকে দেখেছি, শিঘ্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে
এভাবে দেখবেন।

ইচ্ছেমত ভোগের আগে মারা যাননি নবী (সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-3207)

মুত'আ বিবাহ করেছিলেন নবী (মুসনাদে আহমদ, ইসলামিক সেন্টার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩২, ২৩৫, ২৩৬) উমার (রাঃ) বলেছেনঃ ওটা অর্থাৎ মুত'আ (অস্থায়ী বিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, লোকেরা এই সব স্ত্রীকে নিয়ে বাবলা গাছের নিচে বাসর করবে, তারপর তাদেরকে নিয়ে হজ্জে যাবে।

৬৮ । নারীর অনিচ্ছায় তার গায়ে হাত দেয়া (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)-5255, (৫২৫৭) আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৭৬৫) নাবী যখন তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ কর। তখন সে বললঃ কোন রাজকুমারী কি কোন বাজারিয়া ব্যক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে? রাবী বলেনঃ এরপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন তার শরীরে রাখার জন্য, যাতে সে শান্ত হয়। সে বললঃ আমি আপনার থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

৬৯ । নারীবিদ্বেষী ছিলেন নবী

খুন হওয়া শিশুরা কোথায় যাবে? (সূনান আবু দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-4642)

নারীকে ভোগ্যপণ্য বলেছেন নবী (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (3512)

নারীই মানুষের সমস্ত দুর্দশার কারণ (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)হাদিস নম্বরঃ (3330)

নারীদের বাঁকা বলেছেন নবী (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (3513)

নারী অশুভ বা নারীতে অমঙ্গল রয়েছে বলেছেন নবী (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (5613)

নারী হচ্ছে বিপর্যয়কর বলেছেন নবী (সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নম্বরঃ (3998)

নারী, গাধা এবং কালো কুকুর বলেছেন নবী (বুলুগুল মারাম হাদিস নম্বরঃ (231)

পুরুষের থেকে নারীর বুদ্ধি কম হয় বলেছেন নবী (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (145)

নারীরা অধিক জাহান্নামী বলেছেন নবী (সহীহ বুখারী (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (28)

তিনজন ছাড়া সকল নারী অপূর্ণাঙ্গ বলেছেন নবী (সহীহ বুখারী (তাওহীদ) হাদিস নম্বরঃ (3433)

নারীদের রাস্তার মাঝ দিয়ে চলা যাবে না বলেছেন নবী (সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ) অধ্যায়ঃ ৩৮/ সালাম হাদিস নাম্বার:5182)

অসুস্থতার কারণে বিবি তালাক দিয়েছিলেন নবী (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আল্লামা ইবনে কাসীর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৬)

বন্ধ্যা নারীদের বিয়ে করা যাবে না ((তাহক্বীকঃ হাসান। ইরওয়া ১৭৮৪, আদাবুয যিফাফ ১৬, সহীহ আবু দাউদ ১৭৮৯।

হাদিসের মানঃ হাসান (Hasan) বর্ণনাকারীঃ মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) সূনান নাসাঈ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-3230)

অল্পবয়সী কুমারী মেয়েদের বিয়ে করার পরামর্শ (সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স। হাদিস নম্বর-৫০৮০, সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত), হাদিস নম্বর- ১১০০

কুমারী মেয়েদের প্রতি আসক্ত ছিলেন নবী (সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স। হাদিস নম্বর- ৫২১৩)

কুমারীদের যোনীপথ উষ্ণ বলেছেন ((ইবনে মাজাহ ১৮৬১, ইবনুস সুন্নী, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৬২৩, সহীহুল জামে' হা/ ৪০৫৩)

স্বামীর যৌন চাহিদা মেটাতে বাধ্য (সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী) হাদিস নম্বরঃ (3433) অধ্যায়ঃ ১৭)

স্বামীর চাহিবা মাত্র সহবত করতে হবে (তাওহীদ পাবলিকেশন গ্রন্থঃ সুনানে ইবনে মাজাহ অধ্যায়ঃ ৯)

স্ত্রী নির্যাতন করতেন নবী ((সহি মুসলিম, বই -৪, হাদিস -২১২৭) (আবু দাউদ, বই নং- ১১, হাদিস -২১৪২), সহিহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪৭৭

পরপুরুষের সাথে স্ত্রীকে দেখলে কতল (সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) ২০। লি’আন, ৩৬৫৫-(১৬/...)

তালাক দেয়ার অধিকার স্বামীর (মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) হাদিস নম্বরঃ (3279)

ধর্ষণ করার পরে মোহরানা দিয়ে ফয়সালা করা (মুয়াত্তা মালিক হাদিস নম্বরঃ (1435) অধ্যায়ঃ ৩৬.

নারীর খৎনা করা (সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) হাদিস নম্বরঃ (5271) অধ্যায়ঃ ৩৬

নারী নেতৃত্ব দিতে পারবে না (সহীহ বুখারী (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (6618) অধ্যায়ঃ ৮১

সুগন্ধী ব্যবহারকারীরা ব্যভিচারিণী (মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) হাদিস নম্বরঃ (1065) অধ্যায়ঃ পর্ব-৪ঃ)

৭০। হিজড়া/ট্রান্সজেন্ডারদের ঘৃণা করতেন নবী

হিজড়াদের ঘর থেকে বের করে দিতে হবে বলেছেন নবী (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)হাদিস নম্বরঃ (6834) অধ্যায়ঃ ৮৬)

হিজরাদের প্রতি অভিশাপ করতেন নবী ((আবূদাউদ, মিশকাত হা/৪৪৬৯, বাংলা ৮ম খন্ড, হা/৪২৭০, হাদীছ ছহীহ)।

৭১। প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক ছিলেন নবী

ইহুদি বিদ্বেষী ছিলেন নবী (সহীহুল বুখারী ২৯২৬, মুসলিম ১৫৭, ২৯২২, আহমাদ ৮৯২১, ১০৪৭৬, ২০৫০২)

নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করতেন নবী (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (4442) অধ্যায়ঃ ৩৩)

অমুসলিমদের রাস্তার কিনারায় ঠেলে দিতে হবে (সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) হাদিস নম্বরঃ (1602) অধ্যায়ঃ ১৯)

অমুসলিমদের খাবার দিতেও নিষেধ করেছেন নবী (সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) অধ্যায়ঃ ৩৬/ শিষ্টাচার হাদিস নম্বরঃ ৪৮৩২)

অমুসলিমদের সাথে বসবাস করা নিষেধ (সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) অধ্যায়ঃ ৯ হদিস নম্বরঃ ২৭৮৭

মৃত্যুর আগেও শেষ ওয়াসিয়তেও সাম্প্রদায়িকতা (সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-2838)

৭২। সন্ত্রাসী, বর্বর, লুটেরা ছিলেন নবী

যুদ্ধে ধোঁকাবাজী করতেন নবী (সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)- হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৪৪৩১, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ
১৭৩৯

সন্ত্রাসের মাধ্যমে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতেন নবী (সূনান নাসাঈ (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (3979)

মুহাম্মদ হচ্ছেন ত্রাস ও ভীতি সৃষ্টিকারী (সূনান নাসাঈ (ইফাঃ) অধ্যায়ঃ ৪হাদিস নম্বরঃ (432), সূনান নাসাঈ (ইফাঃ) খণ্ড ১ পৃষ্ঠা সহজ নসরুল বারী, শরহে সহীহ বুখারী, আরবি-বাংলা, সহজ তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,

হযরত মাওলানা উসমান গনী, আল কাউসার প্রকাশনী, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৪, ১৯৫ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। এক মাস পথ চলার দূরত্ব থেকে শত্রুর মাঝে ভীতি সঞ্চার করার ক্ষমতা প্রদান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

লুটপাটের মাধ্যমে ধনী হয়েছিলেন নবী (তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। কোরআন ৯৩৪৮)

লুটের মালের ২০% ভাগ নিতেন নবী (সহীহ বুখারী (তাওহীদ)-3117)

জোরপূর্বক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতেন নবী (সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-6847) তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে নববীতে ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বের হয়ে আমাদেরকে বললেনঃ তোমরা চলো ইহুদীদের সেখানে যাই। আমরা তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। অবশেষে আমরা বায়তুল মিদরাসে (তাদের শিক্ষাগারে) পৌছলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম কবুল কর, এতে তোমরা নিরাপদে থাকবে। ইহুদীরা বলল, হে আবূল কাসিম! আপনার পৌছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। এরপর তিনি বললেনঃ আমার ইচ্ছা তোমরা ইসলাম কবুল কর এবং শান্তিতে থাক। তারাও আবার বলল, হে আবূল কাসিম! আপনার পৌছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ আমি এরূপই ইচ্ছা রাখি। তৃতীয়বারেও তিনি তাই বললেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ জেনে রেখো, যমীন একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসুলের। আমি তোমাদেরকে এই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চাই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তা যেন সে বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় জেনে রেখো যমীন আল্লাহ ও তার রাসুলের।

নিষ্ঠুর এবং শারীরিক নির্যাতনকারী (সহীহ: বুখারী ৩০১৮, ৬৮০২, মুসলিম ১৬৭১, আবূ দাউদ ৪৩৬৪, নাসায়ী ৪০২৫, ইবনু মাজাহ ২৫৭৮, আহমাদ ১২৬৩৯।

গালিদাতাকে নির্মমভাবে হত্যা করতে বলেছেন নবী (সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) হাদিস (4361) অধ্যায়ঃ ৩৩) এক রাতে সে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দিতে শুরু করলো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে লাগলো, সে একটি একটি ধারালো ছোরা নিয়ে তার পেটে ঢুকিয়ে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করলো। তার দু' পায়ের মাঝখানে একটি শিশু পতিত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হলো।

লাশের সাথেও বর্বরতা করতেন নবী (সীরাতুল মুস্তফা সা., লেখকঃ আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (রহ.), প্রকাশকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯২

৭৩ । মানুষ খুন করতেন নবী

গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে হত্যা করতেন নবী (সহীহ বুখারী (তাওহীদ) হাদিস নম্বরঃ (3032), সহজ নসরুল বারী, শরহে সহীহ বুখারী, সপ্তম খণ্ড, আরবি-বাংলা, সহজ তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গনী, আল কাউসার প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২২৯

ঘুমন্ত মুশরিককে হত্যা করতেন নবী (সহীহ বুখারী (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (2813

আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা (সীরাতুল মুস্তফা সা., লেখকঃ আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (রহ.), প্রকাশকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪, ১৪৫)

শত্রুর কাটা মাথা দেখে খুশি হতেন নবী (সীরাতে রাসুলাল্লাহ, ইবনে ইসহাক, অনুবাদঃ শহীদ আখন্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা ৩৪৬)

গণহত্যাকারী ছিলেন নবী (গ্রন্থের নামঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) অধ্যায়ঃ ১৪ - ৩০০৫

ধর্মত্যাগীদের হত্যা করতেন নবী (সহীহ বুখারী -(আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৭৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৮০৫)

অতর্কিত আক্রমণকারী ছিলেন নবী (সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (4370)

বন্দী মানুষকে হত্যা করা (সহজ নসরুল বারী, শরহে সহীহ বুখারী, আরবি-বাংলা, সহজ তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ, হযরত মাওলানা উসমান গনী, আল কাউসার প্রকাশনী, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৭

৭৪ । শিশুদের সাথে অমানবিকতা

শিশু নির্যাতক ছিলেন নবী (সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ) অধ্যায়ঃ ২ হাদিস নাম্বার: 495

শিশু হত্যাকারী ছিলেন নবী (সূনান তিরমিজী (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (1590), সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (4399)

শিশুকামী ছিলেন নবী (সিরাতে রাসুলাল্লাহ (সাঃ), অনুবাদ, শহীদ আখন্দ, প্রথমা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৩, The Life of Mohammed, Alfred Guillaume, ৩১১ পৃষ্ঠা

৭৫ । নিষ্পাপ প্রাণি হত্যাকারী ছিলেন নবী (সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (2836), সহীহ বুখারী (তাওহীদ) হাদিস নম্বরঃ (3323)

৭৬ । গাছপালা ধ্বংস করতেন নবী (সহীহ বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ২১৭৫, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৩২৬, 52. আল হিদায়া, শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী, প্রকাশকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা 432

৭৭ । আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিলেন

বিবাহের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছিলেন নবী (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আল্লামা ইবনে কাসীর, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৯

বাইবেল কি শিক্ষা দেয়

ঈশ্বর সম্পর্কে: ঈশ্বর নিজেকে "আমি" (Exodus 20: 2) হিসেবে চিন্‌হিত করেছেন, যার অর্থ তিনি স্ব-অস্তিত্বশীল (কিছুই শুরু বা শেষ নেই) বাইবেলের চিন্তার স্থিতি। সে আল্লাহর মতো নয়, কারণ আল্লাহ নেই।

বাইবেলের গুরুত্ব: গুরুত্বপূর্ণ বাইবেলের ঈশ্বরের পরিপূর্ণ লেখাগুলি ভরাভরী ও নবীদের দ্বারা ঈশ্বরের জাতির সাথে সম্পর্কিত। (২ Timothy 3: 16-4: 4; প্রকাশিত বাক্য 22: 18-20) থেকে যোগ বা বিয়োগ করা যাবে না এবং করা উচিত নয়।

পরকালীন জীবন সম্পর্কে: যারা বাইবেলের উপর বিশ্বাস করে তাদের একধরনের পরিপূর্ণ আত্মা তাদের উপর অংশগ্রহণকারী হবে, যারা ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করে তারা জাহান্নামের থেকে অভিসপ্ত হবে। অভিসপ্ত ফটাড (John 5: 24-30; প্রকাশিত বাক্য 20: 11-15)।

পবিত্রতার বিষয়: কৃচ্ছ ও তার মৃত্যুর ভিজিয়ে দিয়ে শুদ্ধিকরণের দ্বারা পরিপূর্ণ। ভাল কাজের বা আত্মায়াত্মিক রূপে আত্মার সাথে কোন সম্পর্ক নেই (John 3: 16-17, 36; 6: 29, 47; রোমান 4: 1-5; গালাতীয় 2: 16; ইফিসীয় 2: 8-9; তিত 3: 5)।

ত্রিত্ব সম্পর্কে: খ্রিষ্টের ঈশ্বর এবং ঈশ্বর ব্যক্তি আছে (Isaiah 45: 5; দ্বিতীয় বর্ণক 6: 4; James 2:19)। গীর্জা সম্পর্কে: গীর্জা সম্পর্কিত ঈশ্বর এবং সম্প্রদায় মানুষ, ঈশ্বর আল্লাহ নয়। তিনি শাস্ত্রের ঈশ্বর (John 1: 1, 14, ৩: ৫৯; ১০: ৩০)।

যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র

- যীশু নম্র ছিলেন (Zechariah 9:9, Matthew 11:29, Isaiah 53:7)
- যীশু পবিত্র ছিলেন (Revelation 3:7, Acts 4:27, Luke 1:35)
- যীশু ধার্মিক ছিলেন (Zechariah 9:9, John 5:30, Acts 22:14, John 4:34, Psalm 40:8, John 15:10)
- যীশু তাঁর ঈশ্বরের দাস ছিলেন (John 4:34, Psalm 40:8, John 15:10)

- যীশু বিশ্বস্ত ছিলেন (1 Thessalonians 5:24, Isaiah 11:5)
- যীশু সৎ ছিলেন (John 1:14, 1 John 5:20, John 7:18.
- যীশু আত্ম-গর্বিত বা গর্বিত ছিল না (Matthew 8:20, 2 Corinthians 8:9)
- যীশু উদ্যোগী ছিলেন (Luke 2:49, John 2:17, John 8:29)
- যীশু নিষ্পাপ ছিলেন (2 Corinthians 5:21, John 8:46)
- যীশু নম্র ছিলেন (Philippians 2:8, Luke 22:27)
- যীশু ধৈর্যশীল ছিলেন (Isaiah 53:7, Matthew 27:14)
- যীশু ধার্মিক ছিলেন (Hebrews 1:9, Isaiah 53:11)
- যীশু কোন সহিংসতা করেননি (Isaiah 53:9, 1 Peter 2:22)
- যীশু করুণাময় (Isaiah 40:11, Luke 19:41)
- যীশু প্রেমময় ছিল (John 15:13, John 13:1)
- যীশু সব মিলিয়ে সুন্দর ছিল (Song of Songs 5:16)
- যীশু পরোপকারী ছিলেন (Matthew 4:23-24)
- যীশু প্রলোভন প্রতিরোধ করছিল (Matthew 4:1-10)
- যীশু দীর্ঘসহিষ্ণু ছিলেন (1 Timothy 1:16)
- যীশু হৃদয়ে নম্র ছিলেন (Matthew 11:29)
- যীশু ভাল ছিল (Matthew 19:16)
- যীশু ছিলেন নিষ্কলঙ্ক (1 Peter 1:19)
- যীশু নিরীহ ছিলেন (Hebrews 7:26)
- যীশু করুণাময় ছিলেন (Hebrews 2:17)
- যীশু নির্দোষ ছিলেন (Matthew 27:4)
- সাধুরা যীশুর সাথে মিলিত হয় (Romans 8:29)
- যীশু ক্ষমাশীল ছিলেন (Luke 23:34)
- যীশু পিতা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন (Luke 22:42)
- যীশু তার পিতামাতার অধীন ছিলেন (Luke 2:51)

বাইবেল এবং কুরআনের পরিচয়

বাইবেল কিন্তু একটা বই না বরং অনেকগুলো বইয়ের সমষ্টি এর মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক বিবরণ, রয়েছে প্রার্থনা, প্রার্থনা গান, প্রবাদ, উপমা, উপদেশ, উপদেশ মূলক চিঠি, প্রবন্ধ এবং ভবিষ্যৎ বাণী। বাইবেলের বইগুলো প্যাপিরাস কাগজে হাতে লেখা হয়েছিল। বাইবেলের 220 প্যাপিরাস স্ক্রল পাওয়া যায় 1947 সালে । নামকরণ করা হয় Dead sea Scroll যা খ্রিস্টপূর্ব প্রায় 250 সালের ছিল সালের ছিল। সাধু প্রেরিত পৌল তীমথিয়ের এর কাছে তার এক চিঠিতে বাইবেল

সম্পর্কে এভাবে লিখেছিলেন, "পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তার শিক্ষা চেতনা দান সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারি যাতে লোক সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হয়ে ভালো কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।" ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭

হ্যাঁ এটাই বাইবেলের মূল উদ্দেশ্য বাইবেল কিভাবে লেখা হয়েছে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন জায়গার ভিন্ন ভিন্ন পেশার 40 জন লেখক লিখেছেন । লেখা শেষ হয়েছে প্রায় ১৬০০ বছরের মধ্যে ।

বাইবেল আসলে কি

১. বাইবেল হলো ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের তথ্যের উৎস তিনি কে এবং তিনি আমাদের জন্য কি করেছেন?

২. বাইবেল আমাদের মানুষের প্রকৃত সত্য তুলে ধরে মানুষের চরিত্র ইতিহাস এবং আধ্যাত্মিক চাহিদা ।

৩. বাইবেল আমাদের পরিত্রাণের ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলে যা মানুষের জন্য তার পরিপূর্ণ পাপ-পুণ্য পরিস্থিতিতে ক্ষমা এবং নতুন জীবন প্রদান করে ।

৪. বাইবেল প্রকাশ করে যে ঈশ্বরের কাছে সঠিক এবং ভুলের মানগুলি কি এবং তার সৃষ্টির জন্য তার ইচ্ছা কি ।

৫. বিশ্বাস এবং আশা কি এবং তার পথ বাইবেল আমাদের দেখায়

৬. বাইবেল মানুষের দ্বারা লেখা এবং কোন ব্যক্তির উপর ঈশ্বরের থেকে অবতরণ(নেমে) আসেনি বরং বাইবেল ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার পরিচালনায় মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত ।

কোরআন

ইসলামী ইতিহাস অনুসারে দীর্ঘ 23 বছর ধরে খণ্ড-খণ্ড অংশে নবী হযরত মুহাম্মদ এর নিকট নেমে আসে বা অবতীর্ণ হয় । "বরং এটা মহান কোরআন লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ।" সূরা বুরুজ 21 -22

কুরআন এবং বাইবেল এর পার্থক্য

কোরআন

১. সৃষ্টির আগে আল্লাহ কর্তৃক লিখিত কলমের সাহায্যে লাওহে মাহফুজের সংরক্ষিত ।

২. নবী মুহাম্মদ এর উপর আসমান বা আকাশ থেকে অবতীর্ণ বা নেমে আসা ।

৩. 7 টি ভাষায় আরবি উপভাষায় কোরআন নাজিল হয়েছিল ।

৪. মুহাম্মদ এর জীবন দশায় বর্তমান কোরআনের মত কোন বই আকারে ছিল না ।

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর সাহাবীদের ধারা বই আকারে লিখিত এবং লিখতে গিয়ে দেখা যায় অনেকাংশ তারা হারিয়ে ফেলেছে (Ibn Abi Dawud, Kitab al-Mashahif Page-23); কিছু নষ্ট হয়ে গেছে (as-suyuti[d.1500s-AD] Al-Itqan fil ulum al-Quran, page-524); অনেকাংশ ভুলে গেছে ([Sahih Muslim] [d.875 AD] Vol. 2:2286, Page-501); কি অংশ বাদ দিয়েছে (Sahih A-Bukhari [d.870 AD] Vol 5:416, page-539); কিছু অংশ তারা খুঁজে পাইনি (Sahih A-Bukhari [d.870 AD] Vol 8:817, page- 539); কিছু অংশ পরিবর্তন করেছে (Muwatta Imam Malik (d. 795AD) page- 64), (Ibn Abi Dawud, kitab al-masahif p.117); এমনকি কিছু অংশ ভেড়ার খেয়েছিল বলে হারিয়ে গেছে (Sunan Ibn Majah d.1277)

৫. যে হাদীসগুলোকে নির্ভরযোগ্য বলা হয় তা মুহাম্মদের মৃত্যুর অনেক পরের সহিহ বুখারী (846-870 CE) অর্থাৎ মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় 250 বছর পর, সহিঃ মুসলিম (822-875) অর্থাৎ এটাও প্রায় 200 বছর পর, সুনান আবু দাউদ (d. 889) ইবনে মাযাহ (d.824, d.887), তিরমিজি (d. 884) যেসব বিষয়কে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাও মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় 200 বছর পর লিপিবদ্ধ ।

পবিত্র বাইবেল

1. সৃষ্টির পূর্বে লেখা নয় বরং বিভিন্ন মানুষ তাদের জীবদ্দশায় স্বচক্ষে ঈশ্বরের মহিমা ও তৎকালীন মানুষের ইতিহাস, নিজের ভাল বা মন্দকাজ, ঈশ্বরের সাথে নিজের সম্পর্ক, ঈশ্বরের আদেশ, যীশু সঙ্গে একসাথে মেলামেশা করে তার জীবনী, গড়ে তোলার জন্য চিঠি বা আদেশ ইত্যাদি ঈশ্বরের আতর অনুপ্রেরণায় লিপিবদ্ধ করেছেন যেন ভবিষ্যত প্রজন্মকে জানতে পারে সংশোধিত হতে পারে এবং পবিত্র জীবন যাপন করতে পারে।

২. বাইবেল আকাশ থেকে কারো উপর নেমে আসে নি ।

৩. বাইবেলের বইগুলো বিভিন্ন সময়ে মানুষের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় (হিব্রু, গ্রিক আরামিক) লেখা হয়েছে ।

৪. প্রত্যেক লেখক তাঁর জীবদ্দশায় যাহা ঘটেছে তা লিখেছেন। কেউ কোনো কিছু মুখস্থ করে লেখেন নি বরং যা দেখেছেন, নিজ কানে শুনেছেন এবং নিজের আচরণ ও ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান দিয়ে লিখেছেন । কোন অংশ হারিয়ে যাওয়া পরিবর্তন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না

পবিত্র বাইবেলের স্রষ্টা এবং কোরআনের স্রষ্টা

প্রথমত জেনে রাখা ভালো যে পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত স্রষ্টা এবং কোরআনে বর্ণিত স্রষ্টা এক নয়। কুরআনে বর্ণিত স্রষ্টার একটা ব্যাক্তিবাচক নাম রয়েছে যা ”আল্লাহ” সকল ভাষায় এই নামটা আল্লাহ ।

আল্লাহ নামের উৎপত্তি

আল্লাহ নামটা মূলত এসেছে আল-ইলাহ থেকে যার অর্থ নির্দিষ্ট স্রষ্টা । আল্লাহর নাম সম্পর্কে জানার আগে আমরা কিছু ইতিহাস জেনে আসি -

কোরানের আয়াতগুলি স্পষ্ট করে যে জাহিলিয়া বা প্রাক-ইসলামী আরবে আল্লাহর নামই ছিল। কিছু পৌত্তলিক উপজাতি একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করত যাকে তারা 'আল্লাহ' বলে ডাকত এবং যাকে তারা স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং দেবতাদের শ্রেণিবিন্যাসের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। এটা সুপরিচিত যে কুরাইশ ও অন্যান্য উপজাতিরা আল্লাহকে বিশ্বাস করত, যাকে তারা 'গৃহের প্রভু'(হুবাল দেবতা first Encyclopedia of Islam, EJ Brill, 1987) (অর্থাৎ, কাবার) হিসাবে মনোনীত করেছিল... তাই এটা স্পষ্ট যে কোরানের ধারণা আল্লাহ সম্পূর্ণ নতুন নন।"." (A Guide to the Contents of the Qur'an, Faruq Sherif, (Reading, 1995), pgs. 21-22., Muslim)

আল্লাহ নামটি, যেমন কুরআন স্বয়ং সাক্ষী, প্রাক-ইসলামী আরবে সুপরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, উত্তর আরবের শিলালিপিতে থিওফরাস নামের মধ্যে এটি এবং এর মেয়েলি রূপ, আল্লাট উভয়ই পাওয়া যায় । সাধারণ তত্ত্ব হল এটি ইলাহ থেকে গঠিত, একটি ঈশ্বরের সাধারণ শব্দ, এবং নিবন্ধ আল-; এইভাবে আল-ইলাহ, দেবতা," আল্লাহ, "ঈশ্বর" হয়ে যায়। এই তত্ত্বটি অবশ্য অকার্যকর। প্রকৃতপক্ষে, নামটি প্রাক-ইসলামিক যুগে আরামাইক ভাষা থেকে ধার করা শব্দগুলির মধ্যে একটি।. (Islam: Muhammad and His Religion, Arthur Jeffery, 1958, p 85)

"যদি একজন মুসলমান বলে, "তোমার ঈশ্বর এবং আমাদের ঈশ্বর একই," হয় সে বুঝতে পারে না যে আল্লাহ এবং খ্রিস্ট আসলে কে, অথবা সে ইচ্ছাকৃতভাবে গভীর-মূল পার্থক্যের উপর অবজ্ঞা করে।'' (Who Is Allah in Islam? Abd-Al Masih, Light of Life, 1985, p. 36.)

আল্লাহ (আল্লাহ, আল-ইলাহ, দেবতা) ছিলেন প্রধান, যদিও মক্কার একমাত্র দেবতা ছিলেন না। নামটি একটি প্রাচীন। এটি দুটি দক্ষিণ আরবি শিলালিপিতে পাওয়া যায়, একটি মিনিয়ান আল-উলাতে পাওয়া যায় এবং অন্যটি সাবায়িয়ান, তবে পঞ্চম শতাব্দীর লিহিয়ানাইট শিলালিপিতে HLH আকারে প্রচুর পরিমাণে- লিহিয়ান, যা স্পষ্টতই সিরিয়া থেকে দেবতা পেয়েছিল, আরব এই দেবতার পূজার প্রথম কেন্দ্র ছিল। ইসলামের পাঁচ শতাব্দী আগে সাফা শিলালিপিতে হাল্লা নামে নামটি পাওয়া যায় এবং এছাড়াও একটি প্রাক-ইসলামিক খ্রিস্টান আরবি শিলালিপিতে উম্ম-আল-জিমাল, সিরিয়ায় পাওয়া যায় এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাম্মদের পিতার নাম ছিল 'আব্দ-আল্লাহ ('আব্দুল্লাহ, আল্লাহর দাস বা উপাসক)। প্রাক-ইসলামী মক্কাবাসীরা স্রষ্টা এবং সর্বোচ্চ সম্মান প্রদানকারী এবং বিশেষ বিপদের

সময় যাকে ডাকতে হবে তার মর্যাদা 31:24, 31; 6 : 137, 109; থেকে : 23. স্পষ্টতই তিনি ছিলেন কুরাইশদের উপজাতি দেবতা।. (History of The Arabs, Philip K. Hitti, 1937, p 96-101) যখন মোহাম্মদ তার ধর্ম ঘোষণা করেছিলেন: 'আল্লাহ ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই', তখন তিনি নতুন ঈশ্বরের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেননি। তার পৌত্তলিক দেশবাসী এই দেবত্বকে জানত এবং স্বীকার করত। তাঁর নাম, আল্লাহ, ইতিমধ্যেই প্রাক-মোহাম্মদ যুগে, শিলালিপিতে এবং যৌগিক ব্যক্তিগত নামগুলিতে আবদুল্লাহ, 'আল্লাহর দাস'-এর মতোই পাওয়া যায়। মোহাম্মদের সুসমাচার প্রচারের কার্যকরী বিষয় হল যে তিনি পৌত্তলিকদেরকে স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার করার জন্য পৌত্তলিকদের দোষারোপ করতে সক্ষম হয়েছেন, এবং তবুও তাদের বিশ্বাস থেকে একমাত্র সম্ভাব্য উপসংহার টানতে ব্যর্থ হয়েছেন; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা। 'আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে এবং সূর্য ও চন্দ্রের উপর বিধান জারি করেছে, তবে তারা অবশ্যই বলবে, "আল্লাহ"। আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন কে আকাশ থেকে বৃষ্টি পাঠায় এবং তা দ্বারা পৃথিবীকে মৃত হওয়ার পর জীবিত করে, তবে তারা অবশ্যই উত্তর দেবে "আল্লাহ" (সূরা 29, 6 1 এবং 63)। যখন চরম বিপদে, বিশেষ করে সমুদ্রে, পৌত্তলিকরা আল্লাহকে ডাকে (29, 65; 31, 31; 17, 69), কিন্তু যখন তারা আবার স্থলে থাকে এবং নিরাপদ বোধ করে, তখন তারা অন্যান্য প্রাণীর সাথে তাঁর ঐশ্বরিক সম্মান ভাগ করে নেয়। আল্লাহ পুরুষদের কিছু আদেশ ও নিষেধ দিয়েছেন বলে মনে করা হয় (সুরা 6, 139 এফএফ।), এবং সবচেয়ে পবিত্র শপথগুলি তাঁর নামে শপথ করা হয় (সুরা 3, আর, 40; 16, 40)। এইভাবে, যদিও আল্লাহকে তার প্রাপ্য উপাসনা করা হয়নি, আল্লাহর ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হয়নি। দশমাংশের একটি প্রজাতি, বা শস্য এবং গবাদি পশুর প্রথম ফল-এর নৈবেদ্য, আল্লাহর পাশাপাশি অন্যান্য দেবতাদের কাছেও দেওয়া হয়েছিল (6, 137)। কিন্তু, সর্বোপরি, আল্লাহকে দৃশ্যত, 'কাবার প্রভু' হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, সেই ঈশ্বর যাকে মধ্য আরবের সর্বোচ্চ অভয়ারণ্যের ধর্ম উৎসর্গ করা হয়েছিল।

প্রাচীনতম সূরাগুলির একটিতে মোহাম্মদ তার উপজাতিদের, কুরাইশদেরকে 'এই বাড়ির প্রভুর উপাসনা করার জন্য অনুরোধ করেন, যিনি দুটি বার্ষিক বাণিজ্য কাফেলাকে সজ্জিত করার অনুমতি দেন, এবং যিনি তাদের যত্ন নেন, এবং তাদের নিরাপত্তায় বসবাস করার অনুমতি দেন।. নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে তিনি 'ঘরের প্রভু' অর্থাৎ কা'বার উপাসনা করার আদেশ পেয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে, তখন, নবী এবং তাঁর দেশবাসী সম্পূর্ণরূপে একমত যে কাবার আচারের মাধ্যমে

যে ঈশ্বরের উপাসনা করা হয় তিনিই আল্লাহ।. (Mohammed: The man and his faith, Tor Andrae, 1936, Translated by Theophil Menzel, 1960, p13-30)
"সাধারণভাবে "দেবতা" (আল-ইলাহ) নামে পরিচিত একটি দেবতার ধর্ম ইসলামের আগের দিনগুলিতে দক্ষিণ সিরিয়া এবং উত্তর আরব জুড়ে পরিচিত ছিল-মুহাম্মদের পিতার নাম ছিল 'আব্দুল্লাহ ("আল্লাহর দাস")--এবং স্পষ্টতই মক্কার কেন্দ্রীয় গুরুত্ব, যেখানে কাবা নামক বিল্ডিংটি সন্দেহাতীতভাবে তার বাড়ি ছিল। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম শাহাদাহ সঠিকভাবে সেই বিষয়টিরই প্রমাণ দেয়: মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ উপজাতি কুরাইশদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার জন্য মুহাম্মদের দ্বারা আহ্বান করা হয়েছিল। অন্যান্য সমস্ত দেবতাদের মধ্যে এটিকে রক্ষা করুন। এটি সমানভাবে নিশ্চিত বলে মনে হয় যে আল্লাহ কেবল মক্কার একজন দেবতা ছিলেন না বরং ব্যাপকভাবে তাকে "উচ্চ দেবতা" হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, মক্কার প্যান্থিয়নের প্রধান এবং প্রধান, এই ফলাফল ছিল কিনা। তর্ক করা হয়েছে, হেনোথিজমের দিকে স্বাভাবিক অগ্রগতি বা আরব উপদ্বীপে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের জন্য... এইভাবে মুহাম্মদ যখন মক্কায় তাঁর উপাসনা প্রচার শুরু করেছিলেন তখন কুরাইশদের কাছে আল্লাহ অজানা বা গুরুত্বহীন দেবতা ছিলেন না।'' (The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, ed. John L. Esposito, 1995, p 76-77)
বাইবেলে ইয়াওয়ে বা যিহোবা (YHWH) এই নামটার অরিজিন হলো অর্থ হলো havah (to become) বা "আমি হই" এখানে "আমি হই" এরপর তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন যে "আমি হই" তোমার বাবার ঈশ্বর, আব্রাহামের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বর। আর এটাই হচ্ছে আমাদের ঈশ্বরের পরিচয় বা নাম এই নাম কোন বস্তু বা মানুষের নামের মত নয় বরং এটা হল পরিচয় ।

God(Elohim) also said to Moses,' Say to the Israelites, YHWH, the God/ Elohe of your father, the God/ Elohe of Abraham, the God/Elohe of Isaac and the God/Elohe of Jacob has sent me to you.'
"This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation." Exodus 3:15 আল্লাহ স্বয়ং নিজের নাম বলেছেন একইভাবে যেমন – O Moses, indeed it is I-Allah the Exalted in Might, the wise." quran 27:9
"O Moses, indeed I am Allah Lord of the woeld."
এখানে আর Exodus 3:15 এর মধ্যে পার্থক্য বুঝেছেন
Exodus 3:15 এখানে ঈশ্বর বলেছেন আমি হই তোমার পিতার ঈশ্বর, আব্রাহামের ঈশ্বর যেটা পরিচয় বহন করে ।
Eloh- God, the creator

Canaanite religion- El,Elyon

Aramaic - Elah, Elaha

Hebrew-Eloh,Elohim

Greek- Theos, Theon

Arabic- El-Ilah, Allah

উপরোক্ত নামগুলো যেমন ইলহ, ইলাহ, ইলাহা, ইলহ, ইলোহিম, থিওস, থিওন, সাধারণ ভাবে ইশ্বর বলতে বলা স্রষ্টা বোঝাতে ব্যবহার হয়। এ সকল নাম দেবতার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। যেমন, Exodus 32:31,34:17, Deuteronomy 31:16, Joshua 24:15, Acts 14:11

কিন্তু কুরআনে বর্ণিত আল-ইলাহ বলা আল্লাহ স্পষ্টভাবে কোন এক দেবতার নাম। সম্ভবত হুবাল দেবতাকে বুঝানো হয়েছে।

ইসলামের প্রকৃত সত্য তাহলে কী?

আমি ইসলামের সত্য খুজতে চারটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করব।

১. মোহাম্মদ এর পরিবার কোন ধর্ম পালন করত এবং মোহাম্মদ তার যুবক বয়সের মক্কার পরিবেশ কেমন পেয়েছে?

২. মোহাম্মদ এর যুবক বয়সের দর্শন বা চিন্তা চেতনা কেমন ছিল?

৩. মোহাম্মদ কিভাবে নবুওয়ত পেল এবং নবুওয়ত পাওয়ার পর তার সামাজিক অগ্রসর কোন দিকে ছিল?

৪. আমরা আজ যে মোহাম্মদ কে জানি তা আসলে কতটুকু নিজেরর্ভরযোগ্য?

শুরুতেই বলে রাখা ভালো:

বর্তমান মক্কা যেখানে অবস্থিত সেখানে মোহাম্মদ জন্ম গ্রহন করেন নি বলে আমি মনে করি। আমার মনে করার মূল কারন মক্কাতে এমন কোন পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্য পাওয়া যায়নি যা ৫৭০ সালের পূর্বের। কোরআন এবং হাদীসে বর্ণিত অনেক কিছুর সাথে মক্কার মিল নেই । এর মধ্যে প্রধান হলো বর্তমান মক্কাতে প্রাচীনকালের যে ফসল হতো এমন প্রমাণ নেই । যা হোক যেখানেই মোহাম্মদ জন্ম গ্রহণ করুক সেটা নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নেই।

মোহাম্মদের জন্মের সময় তার জন্মস্থান এর সামাজিক চিত্র

মোহাম্মদের জন্মের সময় তৎকালীন আরব ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং কুসংস্কারে ভরা তারা বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা করত এবং সামাজিক অধঃপতন চরমপর্যায়ে খুন-খারাপি, ধর্ষণ, রাহাজানি, ডাকাতি ছিল তৎকালীন আরবের প্রধান বৈশিষ্ট্য । Hadrat Mirza Bashiruddin Mohmud Ahmad এর LIFE OF MUHAMAD SA এ তিনি মোহাম্মদের ছোটবেলার একটা দিক এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন:

From now onwards until he grew up to young manhood he remained in Mecca. From very childhood he was given to reflection and meditation. In the quarrels and rivalries of others he took no part, except with a view to putting an end to them. It is said that the tribes living in Mecca and the territories around tired of unending blood-feuds, resolved to found and association the purpose of which was to help victims of aggressive and unjust treatment. When the Holy Prophet heard of this, he gladly joined. (Page-6) এখান থেকে এটাও বোঝা যায় যে তৎকালীন মক্কায় যে শুধু খারাপ মানুষ ছিল তাই নয়, কিছু মানুষ ছিল যারা মক্কার তৎকালীন সমাজ কে আলোর মুখ দেখানোর চেষ্টা করেছিল এবং তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং সে সকল ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন মোহাম্মদ।

তাহলে মোহাম্মদের ছোটবেলায় তার পরিবার ও মক্কার মানুষ ছিল প্রতিমা পূজারী এবং বেশিরভাগ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অন্ধকারে ঢাকা । কিন্তু কিছু মানুষ ছিল সামাজিকভাবে সচেতন তৎকালীন অন্ধকারে ঢাকা সমাজ কে আলোর মুখ দেখানোর চেষ্টা করেছিল যাদের সাথে পরবর্তীতে যোগ দেন মোহাম্মদ।

মোহাম্মদের যুবক বয়সের দর্শন চিন্তা-চেতনা

মোহাম্মদ ছিল সমাজ সচেতন এবং সংস্কার মনা যার ফলে মোহাম্মদ গড়ে তোলেন যুবকদের নিয়ে হিলফুল ফুজুল বা হলফ উল ফুযুল এর শাব্দিক অর্থ হল কল্যাণের ফুজুল পথ এবং ফজিলত মঙ্গল। এই সংগঠনের কাজ ছিল পীড়িতদের সাহায্য প্রদান এবং অসহায়দের সাহায্য দান ।এই সংগঠনের প্রভাবে মক্কায় অনেকেই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায় কাবাঘরের কালো পাথর প্রতিষ্ঠানে এই সংঘ ভূমিকা নেয়। মোহাম্মদের সমাজ সংস্কারের চিন্তা কতটুকু বেড়ে গিয়েছিল তাই এখান থেকেই বোঝা যায় 'When the prophet was over thirty years of age, love of God and Love of his worship began to posses him more and more. Revolting against the mischiefs, misdeeds, and the many vices of the people of Mecca, he chose a spot two or three moles away foe his meditations.' Hadrat Mirza Bashiruddin Mohmud Ahmad 4 LIFE OF MUHAMAD SA (page-9)

সহিহ বুখারী (তাওহীদ) 2699 অনুযায়ী মোহাম্মদ পড়তে ও লিখতে জানতেন। স্বভাবতই মোহাম্মদ গোপন জায়গা বেছে নিয়েছিলেন কিভাবে সমাজকে সংস্করণ করা যায় তার পরিকল্পনা করতে কারণ তখন এটাই ছিল তাঁর ভাবার বিষয় আর অবশ্যই তিনি একা ছিলেন না । এখন প্রশ্ন হলো 30 বছরের পর থেকে 40 বছর

পর্যন্ত কি এমন চিন্তা ভাবনা করেছিলেন তিনি বা তারা? মোহাম্মদ কি বের করার চেষ্টা করেছিলেন কিভাবে নিজের জাতিটা একত্র করা যায়?
তিনি ছোট থেকেই দেখে এসেছেন ধর্ম ব্যবহার করে কিভাবে মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে? আবার ধর্মীয় নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ এই সমাজের বিশৃঙ্খলা অবস্থা এবং বহুঈশ্বরবাদ থাকায় দলাদলিও গিয়েছিল বেরে । সে আল্লাহর উপর ভিত্তি করে নতুন দল গঠন করেন ।
আমি মূলত যে সকল কারনে এই সন্দেহ বিশ্বাস করি যে মহম্মদান নতুন ধর্ম বাইবেলের নিয়ম, নিজের বানানো নিয়ম, এবং আরবের পত্তলিক ধর্মের সমন্বয়ে তৈরি করেছিলেন সেগুলো হলো ---
১. একাধিক হাদিস ও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে মোহাম্মদের কাছে ওহী আসে জিব্রাইলের মাধ্যমে কখনো ঘন্টাধ্বনির মতো, স্বপ্ন রূপে ইত্যাদি অদ্ভুতভাবে। গুহায় প্রথম ওহী দাবি করার পর দুই বছর ওহী নাজিল না হওয়া।
সহিহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বার 3, আন্তর্জাতিক নাম্বার-4) অনুযায়ী ওহী নাযিলের নাটকীয় ঘটনার পর খাদিজা চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল উজ্জার কাছে গেলেন, তিনি জাহেলী যুগের খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।
আমরা জানি খ্রিস্টান ধর্মের বিশ্বাস কি এবং 610 সালের আগের বাইবেলের লিপি এখনো রয়েছে । তাই তৎকালীন বাইবেল এবং বর্তমান বাইবেল নিঃসন্দেহে এক ।
এবং নবী এবং যতদিন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল এর মৃত্যু হয়নি ততদিন পর্যন্ত কোন ওহী পাননি যা সন্দেহজনক।
২. পরবর্তী মোহাম্মদের মক্কায় 10 বছরের প্রচার কেন খ্রিস্ট ধর্মের মত শান্তির বাণী ছিল?
কুরআনের মাক্কী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো -
- মাক্কী সূরাসমূহে "آيات السجدة" (আয়াত আল-সাজদাহ) অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি অবনত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।
- মাক্কী সূরাসমূহে "كلا" (কালা; অর্থ-কখনও না) শব্দটি আছে।
- ২২নং সূরা ব্যতীত মাক্কী সূরাসমূহে يأيها الناس (ইয়া আইয়ুহান নাস; অর্থ- হে মানবজাতি) কথাটি উল্লেখ আছে।
- মাক্কী সূরাসমূহে আল্লাহর একত্ববাদ এবং নবি মুহাম্মাদের প্রেরিত বাণীর প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।
- মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থান, পার্থিব জীবনের সকল কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ মাক্কী সূরাসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

- মাক্কী সূরাসমূহে পূর্ববর্তী বাণীবাহক (নবী) ও তাঁদের অবাধ্য অনুসারীগণের (উম্মত) করুণ পরিণতির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।
- মক্কী সূরাগুলো আকারে ছোট, কিন্তু অতীব ভাবগাম্ভির্যপূর্ণ।
- মাক্কী সূরাসমূহে ঈশ্বরের অংশীদার-সাবস্তকারীদের (মুশরিক) রক্তপাত ও হত্যাযজ্ঞের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।
- মাক্কী সূরাসমূহে আইয়্যামে জাহিলিয়া তথা মূর্খতার যুগে অন্যায়ভাবে অনাথদের সম্পদ ভোগ, কন্যা-সন্তানদের জীবন্ত দাফন প্রভৃতি কুপ্রথা ও কু-আচরণ সম্পর্কিত বিষয় বর্ণিত হয়েছে।
- মাক্কী সূরাসমূহে প্রসিদ্ধ বস্তুসমূহের নামে শপথের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।
- মাক্কী সূরাসমূহে বহু দেবতায় বিশ্বাসীদের দাবীকে মিথ্যা প্রতীয়মান করে আল্লাহর সাথে কারও অংশীদার নেই- এ বিষয়ে বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।
- মানুষের ঘুমন্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তাশক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে।
- মাক্কী সূরাসমূহে বিভীষিকাময় কিয়ামত (পৃথিবীর শেষ দিবস),জান্নাত এর অনুপম শান্তি এবং জাহান্নাম কঠোর শাস্তির বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে।
- মাক্কী সুরাসমূহের শব্দমালা শক্তিশালী, ভাবগম্ভীর ও অন্তরে প্রকম্পন সৃষ্টিকারী।

আর এগুলো বাইবেলের যীশুর বাণী সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে।

অপরপক্ষে মাদানী সূরা গুলোর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুদ্ধ করো, হত্যা করো ।

মূলত মোহাম্মদ ছোটবেলা থেকে যে স্বপ্ন লালন করে এসেছেন তার যুদ্ধের মাধ্যমে এবং তার অনুসারীদের হিংস্র রূপ সে সকল স্বপ্নের রূপ।

মানুষ মোহাম্মদকে বুঝতে যে কারণে ভুল করে তা হল -

১. মোহাম্মদ ছিলেন দেশ ও ভাষাপ্রেমিক তিনি তার দেশের শান্তি ও একতা চায়তেন।

২. মোহাম্মদ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে (40 থেকে 50 বছর) বাইবেলের নতুন নিয়মের শান্তির বাণী প্রচার করেন যা অনেক মানুষকে তার অনুসারী হতে সাহায্য করে।

৩. মোহাম্মদ মানুষের উপর বিশ্বাস অর্জনের পর জান্নাতের রসাল ও লোভনীয় বর্ণনা শোনান যা সহজেই মানুষ বিশ্বাস করেন এবং লোভে পড়ে ।

৪. মোহাম্মদ তার অনুসারীদের যুদ্ধে আগ্রহী করে তোলার জন্য যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ, পরাজিতদের মেয়েদের দাসী হিসেবে বুদ্ধি পূর্বক সৈনিকদের ভাগ করে দিতেন যা শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
৫. যাতে কেউ সন্দেহ না করে এজন্য জাহান্নামের(নরকের) অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তির কথা মানুষকে উপলব্ধি করাতে সক্ষম হন।
৭. ইসলাম ছেড়ে দিলে বা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললে নির্মম মৃত্যুদণ্ডের বিধান করেন। উপরোক্ত কারণে সহজে এইসব জানা সত্ত্বেও মুহাম্মদকে সবাই ভক্তি করে এবং অনুসরণ করে।

বর্তমান ইসলাম ও এভাবেই চলে আসছে আজও জাহান্নামের ভয়, জান্নাতের লোভ ইসলাম টিকে থাকার মূল কারণ । এবং সব জানে তারা মুখ খুলতে পারছে না কারণ মুখ খুললে তাকে হত্যা করতে হবে এমন বিধান রয়েছে । আর পক্ষান্তরে বাইবেল হল মানব জাতিকে ঈশ্বর ভালোবেসে কিভাবে উদ্ধার করবেন তার ইতিহাস বাইবেল কখনো জাহান্নামের লোমহর্ষকর গল্প করে ভয় দেখায় না, বাইবেল কখনো জান্নাতে রসাল ও লোভনীয় গল্প করে লোভ দেখায় না।

বাইবেল বলে। "**ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। যোহন 3:16**

তাই আসুন প্রভু যীশু কে বিশ্বাস করি এবং ঈশ্বরের ভালোবাসার দান গ্রহণ করি।

বাইবেল এবং কোরআনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য মানুষ বুঝতে পারেনা তা হলো:

১. কোরআনে সৃষ্টির আগে লেখা বিদ্রোহ কারা করবে, কিভাবে করবে? মোহাম্মদের বিয়ে বিশেষ করে পালিতপুত্র জায়েদের বউকে বিয়ে করার বিষয়ে, আবু লাহাবের অভিশাপ ইত্যাদি। এবং তারা কোথায় কাকে বিয়ে করবে কবে বিয়ে করবে কীভাবে বিয়ে করবে কিভাবে আমানত হিসেবে সব কিছু লেখা আছে।

তাহলে প্রশ্ন হলো কোরআনে বর্ণনার কারণে যারা নরকে যাবে তাদের দোষ কোথায়? কোরআনে বর্ণনা থাকার কারণে যারা নির্মমভাবে যুদ্ধে মারা গেল, ধর্ষিত হলো তাদের দোষ কোথায়? যে পরিচালক নোংরামির স্ক্রিপ্ট লিখে রেখেছিল এবং মানুষকে বাধ্য করেছে সে অনুযায়ী চলতে তার কি কোন দোষ নেই। আসুন কিছু হাদিস দেখি ---

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী

৪৭০৩। মুসলিম ইবনু ইয়াসার আল-জুহানী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলোঃ "যখন তোমার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাদের সমস্ত সন্তানদেরকে বের করলেন..." (সূরা

আল-আ'রাফঃ ১৭২)। বর্ণনাকারী বলেন, আল-কা’নবী এ আয়াত পড়েছিলেন। উমার (রাঃ) বলেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর স্বীয় ডান হাতে তাঁর পিঠ বুলিয়ে তা থেকে তাঁর একদল সন্তান বের করে বললেন, আমি এদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতবাসীর উপযোগী কাজই করবে।
অতঃপর আবার তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে একদল সন্তান বেরিয়ে এনে বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং জাহান্নামীদের
উপযোগী কাজই করবে। একথা শুনে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমলের কি মূল্য রইলো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জান্নাতবাসীদের কাজই করিয়ে নেন। শেষে সে জান্নাতীদের কাজ করেই মারা যায়। আর আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন তিনি কোনো বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা জাহান্নামীদের কাজ করিয়ে নেন। অবশেষে সে জাহান্নামীদের কাজ করে মারা যায়। অতঃপর এজন্য তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।
সহীহ, পিঠ বুলানো কথাটি বাদে। (গ্রন্থঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) অধ্যায়ঃ ৩৫/ সুন্নাহ, হাদিস নাম্বার: 4703, হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih))
গ্রন্থঃ সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)
৬৫০৭। আবূ তাহির আহমাদ ইবনু আমর ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু সারহ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ তাঁআলা সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্যলিপি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, সে সময় আল্লাহর আরশ পানির উপরে ছিল।** (হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih), অধ্যায়ঃ ৪৮/ তাকদীর (كتاب القدر) হাদিস নম্বরঃ (6507), পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পরিচ্ছদঃ ২. আদম (আঃ) ও মুসা (আঃ) এর বিতর্ক)
আল্লাহ তাআলা প্রথম সৃষ্টি করেছেন কলম। সৃষ্টির পর কলমকে বললেন: ‘লিখ’। কলম বলল: ইয়া রবব! কী লিখব? তিনি বললেন: কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের তাকদীর লিখ।”
(আবু দাউদ (৪৭০০)) আলবানি সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।
রেওয়ায়ত

২. মুসলিম ইবন ইয়াসার জুহানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত, উমর (রাঃ)-এর নিকট (সূরা আ'রাফঃ ১৭২) আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল। তিনি বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার পৃষ্ঠে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মুসেহ করিলেন, অতঃপর আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার সন্তানদেরকে বাহির করিলেন এবং বলিলেন, আমি ইহাদেরকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। ইহারা বেহেশতের কাজ করবে। অতঃপর পুনরায় তাহার পৃষ্ঠদেশে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত বুলাইলেন এবং তাহার আর কিছু সংখ্যক সন্তান বাহির করিলেন এবং বলিলেন, আমি ইহাদেরকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। ইহারা দোযখের কাজ করবে। এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে আমল করায় লাভ কি? **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহু পাক যখন কোন বান্দাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাহার দ্বারা বেহেশতীদের কাজ করান আর মৃত্যুর সময়েও সে নেক কাজ করিয়া মৃত্যুবরণ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। আর যখন কোন বান্দাকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তাহার দ্বারা দোযখীদের কাজ করাইয়া থাকেন। অতঃপর মৃত্যুর সময়েও তাহাকে খারাপ কাজ করাইয়াই মৃত্যুবরণ করান। আর আল্লাহ তখন তাহাকে দোযখে প্রবেশ করাইয়া থাকেন।** (গ্রন্থের নামঃ মুয়াত্তা মালিক, হাদিস নম্বরঃ (1660), অধ্যায়ঃ ৪৬. তকদীর অধ্যায়, পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পরিচ্ছদঃ ১. তকদীরের ব্যাপারে বিতর্ক করা নিষেধ)

সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)২১৫৮. ইয়াহইয়া ইবন মূসা (রহঃ) . আবদুল ওয়াহিদ ইবন সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার মক্কায় এলাম। সেখানে আতা ইবন আবু রাবাহ (রহঃ) এর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে বললামঃ হে আবূ মুহাম্মদ, বাসরাবাসরীরা তো তাকদীরের অস্বীকৃতিমূলক কথা বলে। তিনি বললেনঃ প্রিয় বৎস, তুমি কি কুরআন তিলাওয়াত কর? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ সূরা আয-যুখরুখ তিলাওয়াত কর তো। আমি তিলাওয়াত করলামঃ

حم* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

হা-মীম, কসম সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি তা অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার। তা রয়েছে আমার কাছে উম্মুল কিতাবে, এ তো মহান, জ্ঞান গর্ভ (৪৩ঃ ১, ২, ৩, ৪)।

তিনি বললেনঃ উন্মূল কিতাব কি তা জান? আমি বললামঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এ **হল একটি মহাগ্রন্থ, আকাশ সৃষ্টিরও পূর্বে এবং যমীন সৃষ্টিরও পূর্বে আল্লাহ তাআলা তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।** এতে আছে ফির'আওন জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত, এতে আছে তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবীও ওয়া তাব্বা)(تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ)(আবূ লাহাবের দুটি হাত ধ্বংস হয়েছে আর ধ্বংস হয়েছে সে নিজেও।) আতা (রহঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম সাহাবী উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র ওয়ালীদ (রহঃ)-এর সঙ্গে আমি সাক্ষাত করেছিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ মৃত্যুর সময় তোমার পিতা কি ওয়াসীয়ত করেছিলেন?

তিনি বললেনঃ তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেনঃ হে প্রিয় বৎস, আল্লাহকে ভয় করবে। যেনে রাখবে যতক্ষণ না আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাকদীরের সব কিছুর ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কখনো আল্লাহর ভয় অর্জন করতে পারবে না। তা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে জাহান্নামে দাখেল হতে হবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তাআলা সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। এরপর একে নির্দেশ দিলেন, লিখ, সে বললঃ কি লিখব? তিনি বললেনঃ যা হয়েছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত যা হবে সব তাকদীর লিখ। সহীহ, সহিহহ ১৩৩, তাখরিজুত তহাবিয়া ২৩২, মিশকাত ৯৪, আযযিলাল ১০২, ১০৫, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২১৫৫ [আল মাদানী প্রকাশনী (আবু ঈসা বলেন) এ হাদীসটি এ সূত্রে গারীব।

কে সত্য ইশ্বর এবং কোনটা সত্য গ্রন্থ

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক| তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা| নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর| কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন| একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা| তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান | (আয়াতুল কুরসী)

জানেন এমন ইশ্বরের বর্ননা পবিত্র বাইবেল ও রয়েছে।

কারণ আকাশে ও পৃথিবীতে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায় না, সব কিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে।

মহাকাশে যাদের হাতে রাজত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁকে দিয়ে তাঁরই জন্য তার দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনিই সব কিছুর আগে ছিলেন এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে সব কিছু টিকে আছে|

কলসীয় 1:16-17

কুরআন বা হাদিসের কথা কিভাবে এসেছে ।

হা-মীম, কসম সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি তা অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কোরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। তা রয়েছে আমার কাছে উম্মুল কিতাবে। এ তো মহান, জ্ঞান গর্ভ । (৪৩:১,২,৩,৪)

উম্মুল কিতাব হলো একটি মহাগ্রন্থ, আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং যমীন সৃষ্টিরও পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এতে রয়েছে ' ফেরাউন জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত' এতে আছে তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব ইউ ওয়া তাব্বা আবু লাহাবের দুটি হাত ধ্বংস হয়েছে আর ধ্বংস হয়েছে সে নিজেও।

গ্রন্থ: সুনান তিরমিজি (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) সহীহ হাদীস ২১৫৮

এটা সৃষ্টির আগে থেকেই লাওহে মাহফুজ নামক জায়গা সংরক্ষিত।

ঈশ্বর কি আপনার জন্য সত্যিই চিন্তা করেন? কুরআন যে আল্লাহর বানী এবং সেটা যে সৃষ্টির আগের বানী এটা বুঝতে পেরেছি। এবং এটাও বুঝতে পেরেছি এ-ই বানী অপরিবর্তনীয়। আর এজন্য আবু লাহাব বা ফিরাওন অথবা যেকল যুদ্ধের অথবা নবীদের বর্ননা কুরআনএ লিখিত তা হতেই হবে, যদি ফিরাওন বা আবু লাহাব বা যুদ্ধগুলো না হত তাহলে কুরআন মিথ্যা হয়ে যেত। তাহলে তো আল্লাহ তাদের পরিত্রানের জন্য কোনো পথই রাখলেন না। তাই নয় কি? যদি কোন কারনে তারা ভাল হয়ে যেত বা কোন যুদ্ধ না হত তাহলে কুরআনের সাথে মিলত না। তাহলে কি ইশ্বর আবু লাহাব অথবা ফেরাউন অথবা যারা যুদ্ধে নিহত যাদের নাম কুরআনে বর্ণিত রয়েছে সে সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য কোন চিন্তা করেছিলেন?

প্রথমত বাইবেলের বর্ণিত সমস্তকিছু সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ কিছু নয়। **মানুষকে ঈশ্বর স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নিজের মতো করে(আদি পুস্তক ১:২৭)**।ঈশ্বর যেমন পবিত্র, মানুষকে ঠিক সেইরকম পবিত্র করে সৃষ্টি করেছিলেন। মানুষ যেন ঈশ্বরের বাধ্য থাকে এবং মানুষের মধ্যে যেন মন্দতা না আসে এজন্য ঈশ্বর মানুষকে বলেছিলেন যেন তারা জ্ঞান-বৃক্ষের ফল না খায় কারণ জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভালোমন্দের জ্ঞান দেয়। মন্দ জ্ঞান যুক্ত হওয়ার ফলে

মানুষকে ঈশ্বর যে কারণে সৃষ্টি করেছিলেন (সমগ্র পৃথিবীর প্রাণী দের উপর রাজত্ব করার জন্য) তা থেকে মানুষ নিজেদেরকে বঞ্চিত করে ফেলে যার প্রমান আপনি বর্তমান মানুষের দ্বারা প্রকৃতিকে ধ্বংস করা দেখেই বুঝতে পারবেন। **শয়তানের** প্ররোচনায় মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে সেই ফল খেলেও ঈশ্বর তাদেরকে সুযোগ দিয়েছিলেন পাপের থেকে মন ফেরাতে এজন্য ঈশ্বর আদম এবং হবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন

আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, "কে তোমাকে বলেছে যে তুমি উলঙ্গ? যে গাছের ফল না খাওয়ার আদেশ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম, সেই গাছের ফল তুমি কি খেয়েছ?"

মানুষটি বললেন, "আমার সঙ্গে তুমি যে নারীকে এখানে রেখেছ—সে-ই গাছটি থেকে কয়েকটি ফল আমায় দিয়েছিল এবং আমি তা খেয়ে ফেলেছি।" **আদি পুস্তক 3:11-12** দেখুন এখানে আদম নিজের পাপ স্বীকার করেননি। বরং হবাকে দোষারোপ করলেন।আবার তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে বললেন, "তুমি এ কী করলে?"

নারী বললেন, "সাপ আমাকে প্রতারিত করেছে, ও আমি খেয়ে ফেলেছি।" **আদি পুস্তক 3:13**

দেখুন এখানে নারীও নিজের পাপ স্বীকার না করে সাপকে দোষারোপ করলেন।

ভাবুন এটা কিন্তু সৃষ্টির আগেই ইশ্বর বাইবেলে লিখে রাখেন নি। ফলে আদম হবার সুযোগ ছিল। কিন্তু কুরআন অনুযায়ী এই ঘটনা সৃষ্টির আগেই যদি লেখা থাকত তাহলে এগুলো অবশ্যই করতে হতো নয় কুরআন মিথ্যা হয়ে যেত। **ফলে এখানে আদম হাওয়ার কোনো স্বাধীনতা নেই।**

কিন্তু বাইবেল এ-র ইশ্বর স্বাধীনতা দিয়েছেন। এবং মানুষ যেহেতু পাপ করে অপবিত্র হয়েছে তাই ইশ্বরের কাছে থাকার অযোগ্য হয়েছে। কিন্তু ইশ্বর মানুষকে ভুলে যাননি। তিনি যুগে যুগে মানুষের পাশে থেকে মানুষকে তাদের ভুল বুঝতে সুযোগ দিয়েছেন এবং পাপ স্বীকার করে পবিত্র হওয়ার সুযোগ ও সুন্দর ভাবে পৃথিবীতে বেচে থাকতে প্রয়োজনীয় উপদেশ সহ পরিচালনা দান করেছেন। এবং সেই সকল বিষয়ই পবিত্র আত্মার প্রেরনায় বিভিন্ন মহামানব এ-র মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এবং বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বইগুলোর একত্রিত রূপ পবিত্র বাইবেল।

কিন্তু একবার ভেবে দেখুন কুরআনের আল্লাহ যদি আপনার কথা সত্যিই চিন্তা করত তাহলে সৃষ্টির পূর্বেও আপনি পরিত্রান পাবেন কি পাবেন না এমন কিছু লিখে রাখতেন না। আপনাকে সুযোগ দেওয়া হতো। আর

আমার বাইবেলের ইশ্বর প্রতিনিয়ত আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে পাপ থেকে মন ফেরানোর।

কুরআন হাদিস অনুযায়ী যে কেউ চাইলেই পরিত্রাণ পেতে পারবে কি?

আর তোমরা ইচ্ছে করতে পারো না, যদিনা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর ইচ্ছে করেন। সূরা **তাকবীর, আয়াত ২৯**

এখানে একবার ভেবে দেখুন সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ লিখে রাখছে। আপনার সমস্ত ভালমন্দ কাজ তার ইচ্ছায় হয়ে। আপনি নিজে কোন ইচ্ছায় করতে পারবেন না। তাহলে কি আপনার কোনো স্বাধীনতা আছে?

আল্লাহপাক সেইসাথে আরো বলেন, আল্লাহ না চাইলে কেউ কিছু করতেও পারত না। তোমার রব যদি ইচ্ছা না করত, তবে তারা তা করতো না। *(সূরা* আল আনআম আয়াত *112)*

দেখুন এ-ই কথাটাও আল্লাহ সৃষ্টির আগেই লিখে রেখেছে। অর্থাৎ আপনি কোন ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন না যদি কিনা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। ধরেন আপনি একটা রেপ করার ইচ্ছা পোষন করবেন এটাও আপনি করতে পারবেন না যদি কিনা আল্লাহ ইচ্ছা না করে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তবেই আপনি রেপ করা বা খুন করা এমন কিছু কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করতে পারবেন । আবার ভালো কাজের ইচ্ছাও আপনি করতে পারবেন না যদি আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।

আরও একটা রেফারেন্স একটু দেখুন

আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে গোমরাহ *(*বিপথগামী*)* করেছেন *(*সূরা জাসিয়াহ ৪৫*:*২৩*)*

আবু হুরাইরা বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আমাকে বলেছেন যার সম্মুখীন তুমি হবে তোমার যা ঘটবে তা লেখার পর কলম শুকিয়ে গেছে। *(*সেহিহ বুখারী ইসলামিক ফাউণ্ডেশন হাদিস ৬১৪৪*)*

এখানে দেখুন যারা খারাপ বিপথগামী তাদেরকে জেনে শুনেই করেছেন। কারন তাদের জন্মের আগেই তাদের জাহান্নামী লিখে কমলের কালি শেষ হয়ে গেছে। তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন যে আপনি নাটক করছেন বাস্তব জীবনে। নাট্যকার ও পরিচালক আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন আপনি শুধু তাই করছেন। কিন্তু আপনাকে ঐ আল্লাহর ইচ্ছামত খারাপ কাজ করার কারনে আবার জাহান্নামে যেতে হবে। আপনার কোনো ইচ্ছাই নেই।

একবার ভেবে দেখুন এমন ইশ্বর কি সত্য হতে পারে? এমন কুরআন কি সত্য হতে পারে? যে কুরআনে সৃষ্টির আগেই যুদ্ধের কথা লিখে রাখা যাতে মানুষ যুদ্ধ করেই। যে কুরআনে আগেই লিখে রাখা যে আপনি ধর্ষন করবেন বা ধর্ষিতা হবেন

আল্লাহর ইচ্ছায় কিন্তু সেই ইচ্ছা সেই আল্লাহ আপনার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করিয়ে নিয়ে জাহান্নামে পাঠানো।অবশ্যই এমন ইশ্বর সত্য হতে পারে না।
একজন প্রেমময় সত্য ইশ্বর কি বলেছেন সেটা জানি
যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।”—মথি ৭:৭.
প্রজ্ঞার প্রতি কর্ণপাত করো
ও বুদ্ধিতে মনোনিবেশ করো—
সত্যিই, তুমি যদি অন্তর্দৃষ্টিকে ডাক দাও
ও বুদ্ধি লাভের জন্য জোরগলায় কাকুতি-মিনতি করো,
ও যদি রুপোর মতো তার খোঁজ করো
ও গুপ্তধনের মতো তা খুঁজে বেড়াও,
তবেই তুমি সদাপ্রভুর ভয় বুঝতে পারবে
ও ঈশ্বরের জ্ঞান খুঁজে পাবে।
হিতোপদেশ 2:2-5
দেখুন এখানে আপনি মনোযোগ দিলেই বুঝতে পারবেন যে আপনাকে স্বাধীনতা দেওয়া। পূর্ব থেকে নির্ধারন করা না যে আপনি খুঁজলে পাবেন না। আপনি জ্ঞানী হবেন নাকি বুদ্ধিহীন হবেন, ভালো হবেন নাকি মন্দ হবেন এটা আপনার ইচ্ছা। স্বাধীনতা। পূর্ব থেকে ইশ্বর আপনার জন্য্ কিছু লিখে রাখেন নি। বরং আপনি সত্য পথের খোঁজ করলে ইশ্বর আপনাকে সাহায্য করবেন।
বাইবেল এ বলা হয়েছে পরিত্রান সবার জন্য। (যোহন ৩:১৬, রোমীয় ১০:১৩)
বাইবেলের ইশ্বর সৃষ্টির শুরুতেই কাউকে নরকের ব জাহান্নামের জন্য্ মনোনীত করে রাখেন নি। বরং বলা আছে
“ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। যোহন 3:16
যে কেউ। কাউকে দিয়ে ইশ্বর জোর করে খারাপ বা ভাল করিয়ে নেন না।
কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টির ৫০ বছর আগেই কুরআনে লিখে রাখছে কে পরিত্রাণ পাবে আর কে পাবে না। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ তাকে বিশ্বাস করার ইচ্ছা বা অবিশ্বাস করার ইচ্ছাও পোষন করতে পারবে না। এমন ইশ্বর কিভাবে সত্য হয়??
কি আল্লাহ কি আপনাকে সত্যি ভালোবাসে? ধরুন আপনি কাউকে ভালোবাসেন তার যাতে রোড দূর্ঘটনা ঘটে, মারাত্মক রোগ হয়ে, সে যাতে অন্য কারও কাছে

ধর্ষনের ব নির্যাতনের শিকার হতে পারে এমন পরিকল্পনা কি আপনি করে রাখবেন???

পৃথিবীতে ও তোমাদের জানের উপর যে বিপদই আসুক না কেন তা সৃষ্টি করার আগেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। *(সূরা হাদীস, আয়াত ২২)*

একবার ভেবে দেখুন আল্লাহ আপনাকে কত ভালোবাসেন যে সৃষ্টির পূর্বেই আপনি ধর্ষিত হবেন অথবা নির্যাতনের শিকার হবেন, অথবা যে কোন ধরনের দূর্ঘটনায় পড়বেন তার ব্যবস্থা আল্লাহ করে রেখেছেন।

ইসহাক ইবনে মানসুর রহঃ*...* আবুহুরায়া রাঃ সূত্রে নবী সাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আদম সন্তানের উপর ডিনার যে অংশ লিপিবদ্ধ আছে তা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে। দুচোখের জেনা হলো দৃষ্টিপাত করা, দু কানের যিনা হলো শ্রবণ করা, জিহোবার যিনা হলো কথোপকথন করা, হাতের যিনা হলো স্পর্শ করা, পায়ের যিনা হলো হেঁটে যাওয়া, অন্তরের যিনা হলো আকৃষ্ট ও বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে *(অর্থাৎ ধর্ষন বা পরকিয়া করে)*

সহীহ মুসলিম *(ইসলামিক ফাউন্ডেশন)* হাদিস ৬৫১৩

একবার ভেবে দেখুন আপনি কি কি পাপ করবেন তার সৃষ্টির শুরুতেই লিখিত। এবং আপনি করবেনই। কেউ যদি আপনাকে ভালোবাসে আপনাকে দিয়ে পাপ করিয়ে নিয়ে কি জাহান্নামে দিবে?

আপনার কি এখনও মনে হয়ে আল্লাহ নামক ইশ্বর বা কুরআন সত্য?

অন্তরে পাপের টান বোধ করলে কেউ যেন না বলে, "ঈশ্বরআমাকে পাপের দিকে টানছেন।" কোন মন্দই ঈশ্বরকে পাপের দিকে টানতে পারে না, আর ঈশ্বরও কাউকে পাপের দিকে টানেন না। মানুষের অন্তরের কামনাই মানুষকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং ফাঁদে ফেলে। তারপর কামনা পরিপূর্ণ হলে পর পাপের জন্ম হয়, আর পাপ পরিপূর্ণ হলে পর মৃত্যুর জন্ম হয়। (যাকোব 1:13-15)

দেখুন বাইবেলের ইশ্বর আপনাকে পাপের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সৃষ্টির পূর্বেই কিছু লিখে রাখেন নি। বরং আপনাকে সতর্ক করছে। স্বাধীন জীবন পেয়েছেন বলে পাপ করবেন না।

ভাইয়েরা, স্বাধীন হবার জন্যই তো ঈশ্বর তোমাদের ডেকেছেন। কিন্তু তোমাদের পাপ-স্বভাবের ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করবার জন্য এই স্বাধীনতা ব্যবহার কোরো না। তার চেয়ে বরং ভালবাসার মনোভাব নিয়ে একে অন্যের সেবা কর। (গালাতীয় 5:13)

দেখুন ইশ্বর আপনাকে আরও কি বলেন

নম্রতা ও নিজেকে দমন। এই সবের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই। যদি আমরা পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে জীবন পেয়ে থাকি তবে এস, আমরা পবিত্র আত্মার অধীনেই চলাফেরা করি। আমরা যেন মিথ্যা বড়াই না করি এবং একে অন্যকে বিরক্ত ও হিংসা না করি।
গালাতীয় 5:23, 25-26
পবিত্র আত্মার অধিনে চলছেন তাহলে আপনার ভিতরে কি থাকবে।
কিন্তু পবিত্র আত্মার ফল হল-ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন। এই সবের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই। (গালাতীয় 5:22-23)
দেখুন এটাই বাইবেল এ-র ইশ্বর।

সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেল শিক্ষা

কুরআন এবং বাইবেল সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রধান যে মিল রয়েছে তা হলো ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি ৬ দিনে সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের বাইবেলে বর্ণিত দিন সম্পর্কে পরিস্কার ভাবে জেনে নেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে আমরা ভাষাগত বিশ্লেষণ বা শব্দ নিয়ে ঘষামাজা না করে, বাইবেলে বর্নিত ইশ্বর মোশির মধ্য দিয়ে পরিস্কারভাবে যা বলেছেন সে সম্পর্কে মনোযোগ দিব।
আদিপুস্তক ১:১-২ পদে ইশ্বরের সৃষ্টির সাধারণ বর্ননা উপস্থিত করে এবং আদিপুস্তক ১:৩-৩১ পদে সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক বর্ননা দেওয়া হয়েছে।
সৃষ্টির বিষয় বর্ননা করবার আগে পৌলের মধ্য দিয়ে ইশ্বর আমাদের এ-ই দৃশ্যমান মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে যা বলেছেন তা জেনে নেওয়া দরকার।
কারন সৃষ্টির আগে কি ছিল? এবং ইশ্বর কি থেকে সৃষ্টি করেছেন? এমন প্রশ্ন অনেক সময় মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।
বিশ্বাসের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের মুখের কথাতে এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছিল। তাতে বুঝা যায়, যা আমরা দেখতে পাই তা কোন দেখা জিনিস থেকে সৃষ্ট হয় নি। ইব্রীয় 11:3
অর্থাৎ সৃষ্টির আগে যাই থাকুক না কেন সেটা অদেখা কোনো শক্তি। আর সেই অদেখা শক্তি থেকে ইশ্বর তার বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন সমস্ত মহাবিশ্ব।
আমি চাই আপনার মনে এমন প্রশ্নের সৃষ্টি হোক, যে প্রশ্ন আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে মহাবিশ্বের বাইরে কি আছে সে সম্পর্কে। অথবা ইশ্বরের সৃষ্টি জগতের বাইরে কি আছে সে সম্পর্কে?

“ ইশ্বর বললেন, ‘ আলো হোক।” আর তাতে আলো হলো।‘ আদিপুস্তক ১:৩

আলো হচ্ছে মহাবিশ্বের মৌলিক তরঙ্গ। মহাবিশ্ব সৃষ্টি জগতের সমস্ত কিছুর মৌলিক গাঠনিক একক হল এই মৌলিক তরঙ্গ।আলোকে সৃষ্ট বস্তুর শুরু অথবা শেষ উভয় অবস্থার প্রতিক বলা যায়। যা হোক ইশ্বর তার সৃষ্টির শুরুতে এ-ই মৌলিক তরঙ্গ বা আলো সৃষ্টির মধ্য দিয়েই শুরু করেছিলেন।

আমি আপনাদের ভাবতে বলেছিলাম যে, সৃষ্টি জগত প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে আলোর উপস্থিতি হয়ে তাহলে সৃষ্টি জগতের বাইরে আলো থাকবে না। আর আলোর অনুপস্থিতি হলো অন্ধকার। আর আমরা সাধারণ মানুষ আলোর উপস্থিতি অনুপস্থিতিকে কি বলি?

আদিপুস্তক ১:৪ পদে ইশ্বর আমাদেরকে আলোর এ-ই উপস্থিতি অনুপস্থিতির কথাই তুলে ধরলেন।

“ তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করলেন।” আদিপুস্তক ১:৪

সাধারণত আমরা মানুষেরা অন্ধকার বলতে রাত বুঝি এবং আলোকিত বিষয়কে দিন দ্বারা চিহ্নিত করি।

আদিপুস্তক ১:৫ পদে ঈশ্বর তার সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে আমাদের কাছে বোধগম্য করে তুলতে এমন বিষয়ই বলেছেন।

“ তিনি আলোর নাম দিলেন দিন এবং অন্ধকারের নাম দিলেন রাত।আর এটাই হলো প্রথম দিন।” আদিপুস্তক ১:৫

একদিন বলতে আমরা সাধারণ মানুষেরা কী বুঝি?

১ দিন = আলো + অন্ধকার

১ দিন= দিন+ রাত

ঈশ্বর কোন কিছু হঠাৎ করে সৃষ্টি করেননি এজন্য ঈশ্বর ভাববাদী যিরমিয়ের মধ্য দিয়ে বলেছেন।

সদাপ্রভু বললেন আমার নাম সদাপ্রভু আমি কাজ করি যে কাজ আমি করি তার পরিকল্পনা করি এবং তা শেষ করি। যিরমিয় ৩৩:২

যেমন একটা দিন সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা রাত এভাবে হয় ঠিক তেমনি ইশ্বর তার কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করেন।

সুতরাং বাইবেলে বর্ণিত সাত দিন কোন সময় সাপেক্ষে নয়। যেমন মহাবিশ্ব এখনো সম্প্রসারণশীল তাই এখনও ঈশ্বরের সেই অন্ধকার থেকে আলোর সৃষ্টি প্রক্রিয়া বা তথাকথিত বোধগম্য শব্দ প্রথমদিন বিদ্যমান রয়েছে।

সম্প্রতি আপনি প্রায়ই শুনে থাকবেন বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপের সাহায্যে বিভিন্ন নক্ষত্র গ্রহ তৈরির চলমান চিত্র তুলেছেন এবং নক্ষত্র এবং গ্রহ তৈরি প্রতিটা গ্যালাক্সিতে অহরহ হচ্ছে।

আদিপুস্তকে বর্ণিত ১:৬-২৭ পদে একটা গ্রহের সৃষ্টির কথা লিখিত যেখানে জীবন্ত প্রানী ও উদ্ভিদসহ বিভিন্ন অনুজীব বসবাস করতে পারবে। পৃথিবী নামক এ-ই গ্রহকে ইশ্বর জীবন্ত করেছেন এবং তার বর্ণনা পাঁচটি ধাপে করেছেন।

ধাপ-১ তিনি পানি চাক্রের বর্ণনা দিয়েছেন। আর এ-ই পানি ছিল জীবন এর উৎস। এজন্য এজন্য এরপরেই ইশ্বর জীবন দেখালেন।

ধাপ-২ বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং পানিচক্র সরাসরি নক্ষত্রের আলোর উপর নির্ভরশীল এজন্য এরপর ইশ্বর নক্ষত্র সৃষ্টির আলোচনা করলেন।

ধাপ-৩ নক্ষত্র ও চাঁদ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যা থেকে পৃথিবী আলো পায় তার বর্ণনা করলেন।

ধাপ-৪ সমুদ্রের প্রানী।

ধাপ-৫ স্থলচর প্রাণী ও মানুষ।

আর এ-ই সব কিছু ইশ্বর কার জন্য বর্ণনা করেছেন? মানুষের জন্য নয় কি?

ইশ্বর মানুষকে জানাতে চাইলেন যে ইশ্বর মানুষের আজকের পর্যায়ে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। এজন্য তিনি স্থলচর প্রাণী মানুষকে সাহায্যের জন্য তৈরি করেছেন আর স্থলচর প্রাণী হতে হলেবসমুদ্রে প্রাণের দরকার আবার সমুদ্রের প্রাণী উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। সমুদ্রের উদ্ভিদ ও পানি আলো দানকারী নক্ষত্রের উপর নির্ভরশীল। তাই আমরা বলতে পারি প্রাণ সৃষ্টির জন্য সূর্যের প্রয়োজন।

সুতরাং আলো থাকলে সবুজ উদ্ভিদ ও পানিচক্র আবির্ভাব হবে। এভাবে একটা গ্রহকে প্রাণ ধরনের উপযোগী করে তোলার বর্ণনা ইশ্বর মোশীর মধ্য দিয়ে মরুপ্রান্তরের ইসরাইলদের জানালেন।

আমরা যদি বুজতে পারি বাইবেল এর সৃষ্টি বর্ণনায় ব্যবহৃত দিন শব্দটি ইশ্বরের সৃষ্টির চলমান প্রক্রিয়া কে বোঝায় এবং আদম হিসেবে ল যদি আমরা সৃষ্টির গভির রহস্য ঈশ্বরের কাছ থেকে শোনার চেষ্টা করি এবং বর্ণনাটা যদি

সৃষ্টির শুরু ----পানিচক্র---- উদ্ভিদ --আলো ---স্থলজ প্রাণী---জলজ প্রাণী----মানুষ

এভাবে না দেখে উল্টাভাবে

মানুষ --- স্থলজ প্রাণী ---জলজ প্রাণী---উদ্ভিদ --আলো ---পানি চক্র--- সৃষ্টির শুরু

যেহেতু এটা সময়ের বেড়াজালে আবদ্ধ নয়। বরং প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বটাই বেশি এভাবে ভাবি তাহলে কেমন হয়? কেননা মানুষের প্রয়োজন মেটাতে এগুলো সৃষ্টি।

পৃথিবী নামক গ্রহকে মানুষের উপযোগী করে তা মানুষের রাজত্ব করতে দিয়ে ঈশ্বর মানুষের জন্য সৃষ্টিকাজ সমাপ্ত করলেন।

তিনি যখন সৃষ্টিকাজ (মানুষের জন্য) সমাপ্ত করলেন সেই মুহূর্ত বা দিনকে আলাদা করলেন যাতে মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিশ্রামবার হিসেবে পালন করে। যেহেতু পৃথিবীর অন্য কোন প্রাণীর জন্য বিশ্রামবার নয় সেজন্য আমি সৃষ্টি কাজের জায়গায় বন্ধনীর মধ্যে মানুষের জন্য লিখেছি। আর এভাবেই বাইবেলে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন।

কুরআন অনুসায়ী সৃষ্টির সম্পর্কে শিক্ষা

আরশ ও কুরসী সৃষ্টির বিবরণ – আল্লামা ইবনে কাসীর

“আল–বিদায়া ওয়ান নিহায়া” Al Bidaya Wal Nihaya প্রসিদ্ধ মুফাসসির ও ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) প্রণীত একটি সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ইসলাম তথ্য কোরআন এবং হাদিসের আলোকে সৃষ্টির শুরু থেকে তথা আরশ, কুরসী, নভোমন্ডল, ভূভাগ সৃষ্টি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর-নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ— 'এবং তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে; বলা হবে, প্রশংসা জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য। (৩৯ : ৭৫)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বিপদকালীন দু'আয় আছে :

لا إله الا الله العظيم الحليم - لا اله الا الله رب العرش الكريم - لا اله الا الله رب السموت ورب الأرض رب العرش الكريم .

অর্থাৎ— আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি মহান পরম সহনশীল। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি আকাশ মণ্ডলীর অধিপতি ও পৃথিবীর অধিপতি। যিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

ইমাম আহমদ (র) আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ননা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বাত্‌হা নামক স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময়ে একখণ্ড মেঘ অতিক্রম করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমরা কি জান এগুলো কী? আমরা বললাম, মেঘমালা! তিনি বললেন, সাদা মেঘ বলতে পার। আমরা বললাম সাদা মেঘ। তিনি বললেন : 'আনানও (মেঘ) বলতে পার, আমরা বললাম ওয়াল আনান। তারপর বললেন, আমরা নীরব থাকলাম। তারপর তিনি বললেন : তোমরা কি জান যে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দূরত্ব কতটুকু? আব্বাস (রা) বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন : উভয়ের মাঝে পাঁচশ বছরের দূরত্ব। এক আকাশ থেকে আরেক আকাশ পর্যন্ত পাঁচশ বছরের দূরত্ব, প্রত্যেকটি আকাশ পাঁচশ বছরের দূরত্ব সমান পুরু এবং সপ্তম আকাশের উপরে একটি সমুদ্র আছে : যার উপর ও নীচের মধ্যে ঠিক ততটুকু দূরত্ব; যতটুকু দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে। তারপর তার উপরে আছে আটটি পাহাড়ী মেষ, যাদের হাঁটু ও ক্ষুরের মাঝে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্বের সমান দূরত্ব। সেগুলোর উপরে হলো আরশ। যার নিচ ও উপরের মধ্যে ততটুকু দূরত্ব, যতটুকু আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে। আল্লাহ হলেন তারও উপরে। কিন্তু বনী আদমের কোন আমলই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

পাঠটি ইমাম আহমদ (র)-এর। আর ইমাম আবু দাউদ ইবন মাজাহ ও তিরমিযী (র)

অর্থাৎ— "আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দূরত্ব কতটুকু তা কি তোমরা জান ? তাঁরা বলল, আমরা তো জানি না। তিনি বললেন, উভয়ের মাঝে একাত্তর কিংবা বাহাত্তর কিংবা তিহাত্তর বছরের দূরত্ব।[১] অবশিষ্টগুলোর দূরত্ব অনুরূপ।"

ইমাম আবূ দাউদ (র) সাহাবী জুবায়র ইবন মুতইম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ জনৈক বেদুঈন একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে এসে বলল ঃ

يارسول الله جهدت الأنفس وجاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام. فا ستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله و نستشفع بالله عليك.

অর্থাৎ—হে আল্লাহর রাসূল! মানুষগুলো সংকটে পড়ে গেছে, পরিবার-পরিজন অনাহারে দিনপাত করছে এবং ধন-সম্পদ ও গবাদি পশুগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব, আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য বৃষ্টির দু'আ করুন। আমরা আপনার উসিলা দিয়ে আল্লাহর নিকট এবং আল্লাহর উসিলা দিয়ে আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ ويحك أتدرى ما تقول ধিক তোমাকে, তুমি কি বুঝতে পারছো, কী বলছ! এই বলে রাসূলুল্লাহ (সা) অনবরত আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকেন। এমনকি সাহাবীগণের মুখমণ্ডলে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তারপর তিনি বললেন ঃ

ويحك انه لا يستشفع بالله علي احد من خلقه شان الله اعظم من ذالك ويحك اتدرى ما الله ان عرشه على سموته هكذا.

অর্থাৎ—ধিক তোমাকে! আল্লাহর উসিলা দিয়ে তাঁর সৃষ্টির কারো সাহায্য প্রার্থনা করা চলে না। আল্লাহর শান তার অনেক উর্ধ্বে। ধিক তোমাকে! তোমার কি জানা আছে যে, আল্লাহর আরশ তার আকাশসমূহের উপরে এভাবে আছে। এ বলে তিনি তাঁর অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা ইশারা করে গম্বুজের মত করে দেখান। তারপর বললেন ঃ

وانه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.

অর্থাৎ—বাহন তার আরোহীর ভারে যেমন মচমচ করে উঠে আরশও তেমনি মচমচ করে উঠে। ইবন বাশ্শার (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে ঃ

এবং হাদীসের রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন বাশ্‌শার-এর সমালোচনায় তিনি তাঁর সর্বশক্তি ব্যয় করেছেন এবং এ ব্যাপারে অনেকের মতামত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ব্যতীত অন্য রাবী থেকে ভিন্ন সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও ইব্‌ন জারীর তাঁদের তাফসীরদ্বয়ে, ইব্‌ন আবূ 'আসিম ও তাবারানী তাঁদের কিতাবুস সুন্নাহয়, বায্‌যার তাঁর মুসনাদে এবং হাফিজ জিয়া আল মাকদেসী তাঁর 'মুখতারাত' গ্রন্থে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। উমর (রা) বলেন, একথা শুনে তিনি আল্লাহ তা'আলার মহিমা বর্ণনা করে বললেন ঃ

إن كرسيه وسع السموت والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله.

অর্থাৎ—'নিঃসন্দেহে তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত এবং তা নতুন বাহন বোঝার ভারে শব্দ করার ন্যায় শব্দ করে।'

এ হাদীসের সনদ তেমন মশহুর নয়। সহীহ্ বুখারীতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

اذا سالتم الله الجنة فسئلوه الفردوس فإنه اعلى الجنة واوسطها الجنة وفوقه عرش الرحمن.

অর্থাৎ—যখন তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করবে তখন ফিরদাউস প্রার্থনা করবে। কারণ তা সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। আর তার উপরে হলো দয়াময়ের আরশ। فوقه শব্দটি ظرف হিসেবে ফাত্‌হা দ্বারাও পড়া হয় এবং যাম্মা দ্বারাও পড়া হয়। আমাদের শায়খ হাফিজ আল মুযী বলেন, যাম্মা দ্বারা পড়াই উত্তম। তখন فوقه عرش الرحمن এর অর্থ হবে أعلاها عرش الرحمن অর্থাৎ—তার উপরটা হলো রাহমানের' আরশ'। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ফিরদাউসবাসীগণ আরশের শব্দ শুনে থাকে। আর তাহলো তাঁর তাসবীহ ও তাজীম। তাঁরা আরশের নিকটবর্তী বলেই এমনটি হয়ে থাকে।

সহীহ্ বুখারীতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ.

অর্থাৎ—'সা'দ ইব্‌ন মু'আযের মৃত্যুতে রাহমানের আরশ কেঁপে উঠে।'

হাফিজ ইব্‌ন হাফিজ মুহাম্মদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা 'সিফতুল আরশ' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, "আরশ লাল ইয়াকুত দ্বারা তৈরি। তাঁর প্রান্তদ্বয়ের দূরত্ব হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ।'

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.

সূরা মাআরিজ-এর (৭০ : ৪) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, 'আরশ ও সপ্তম যমীনের মধ্যকার দূরত্ব হলো, পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ এবং তার বিস্তৃতি পঞ্চাশ হাজার বছরের পথের সমান।

একদল কালাম শাস্ত্রবিদের মতে, আরশ হচ্ছে গোলাকার একটি আকাশ বিশেষ যা গোটা জগতকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এ কারণেই তাঁরা একে নবম আকাশ, 'আল ফালাকুল আতলাস ওয়াল আসীর' নামে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু তাদের এ কথাটি যথার্থ নয়। কারণ, শরীয়তে একথা প্রমাণিত যে, 'আরশের কয়েকটি স্তম্ভ আছে এবং ফেরেশতাগণ তা বহন করে থাকেন। কিন্তু আকাশের স্তম্ভও হয় না এবং তা বহনও করা হয় না। তাছাড়া আরশের অবস্থান জান্নাতের উপরে আর জান্নাত হলো আকাশের উপরে এবং তাতে একশটি স্তর আছে, প্রতি দু'স্তরের মাঝে আকাশ ও যমীনের মধ্যকার সমান দূরত্ব। এতে প্রমাণিত হয় যে, আরশ ও কুরসীর মাঝের দূরত্ব আর এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের দূরত্ব এক কথা নয়। আরেকটি যুক্তি হলো, অভিধানে আরশ অর্থ রাজ সিংহাসন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ তার আছে বিরাট এক সিংহাসন। (২৭ : ২৩)

বলা বাহুল্য যে, এ আয়াতে যে আরশের কথা বলা হয়েছে তা কোন আকাশ ছিল না এবং আরশ বলতে আরবরা তা বুঝেও না। অথচ কুরআন নাযিল করা হয়েছে আরবী ভাষায়। মোটকথা, আরশ কয়েকটি স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি সিংহাসন বিশেষ যা ফেরেশতাগণ বহন করে থাকেন। তা বিশ্বজগতের উপরে অবস্থিত গুম্বজের ন্যায় আর তাহলো সৃষ্টি জগতের ছাদস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا.

অর্থাৎ—যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (৪০ : ৭)

পূর্বে উল্লেখিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, তারা হলেন আটজন এবং তাদের পিঠের উপর রয়েছে আরশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.

অর্থাৎ—এবং সে দিন আটজন ফেরেশতা তাঁদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে। (৬৯ : ১৭)

শাহ্র ইব্ন হাওশাব (র) বলেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতা হলেন আটজন। তাঁদের চার জনের তাস্‌বীহ হলো :

سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك.

আর অপর চার জনের তাসবীহ্ হলো ঃ

سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك.

ইমাম আহ্মদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমায়্যা ইবন আবুস-সাল্ত-এর কবিতার নিম্নোক্ত দু'টো পংক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। উমায়্যা যথার্থ বলেছে। পংক্তি দু'টি হলো ঃ

رجل وثور تحت رجل يمينه - والنسر للأخري وليث مرصد.

অর্থাৎ—তাঁর (আরশের) ডান পায়ের নিচে আছে একজন লোক ও একটি ষাঁড়। আর অপর পায়ের নিচে আছে একটি শকুন ও ওঁৎ পেতে থাকা একটি সিংহ।

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে যথার্থই বলেছে। তারপর উমায়্যা বলল ঃ

والشمس تطلع كل آخر ليلة - حمراء مطلع لونها متورد

تأبى فلا تبد ولنا في رسلها - الا معذبة والا تجلد

অর্থাৎ—প্রতি রাতের শেষে লাল হয়ে সূর্য উদিত হয় যার উদয়াচলের রঙ হলো গোলাপী। আমাদের জন্য আত্মপ্রকাশ করতে সূর্য ইতস্তত করে থাকে। অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে শাস্তিদানকারী রূপে এবং কশাঘাতকারী রূপে।

শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে যথার্থই বলেছে। এ হাদীসের সনদ সহীহ এবং তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, আরশ বহনকারীদের বর্তমান সংখ্যা চারজন। অতএব, পূর্বোক্ত হাদীসের সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এ ধরনের এ চারজনের উল্লেখের দ্বারা বাকি চারজনের অস্তিত্বের অস্বীকৃতি বুঝায় না। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

'আরশ সম্পর্কে উমায়্যা ইবনুস সাল্ত-এর আরো কয়েকটি পংক্তি আছে। তাহলো ঃ

مجد والله فهوللمجد أهل - ربنا فى السماء امسى كبيرا

بالبناء العالى الذى بهر الناس وسوي فوق السماء سريرا

شرجعا لاينا له بصر العين - ن ترى حوله الملائك صورا

অর্থাৎ—তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর। তিনি মহিমময়, আমাদের প্রতিপালক আকাশে, তিনি মহীয়ান গরীয়ান। সে এমন এক সুউচ্চ ছাদ যা মানুষকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দেয়। আর আকাশের উপরে তিনি স্থাপন করে রেখেছেন এমন সুউচ্চ এক সিংহাসন, চর্ম চক্ষু যার নাগাল পায় না আর তার আশে-পাশে তুমি দেখতে পাবে ঘাড় উঁচিয়ে রাখা ফেরেশতাগণ ঃ صور – اصور এর বহুবচন। এর অর্থ হলো, সে ব্যক্তি উপরের দিকে তাকিয়ে

থাকার দরুন যার ঘাড় বাঁকা হয়ে আছে। الشرجع অর্থ অত্যন্ত উঁচু। السرير অর্থ হলো সিংহাসন।

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর কয়েকটি পংক্তি; যিনি স্ত্রী কর্তৃক দাসীর সঙ্গে যৌন মিলনের অপবাদের মুখে কুরআন পাঠের পরিবর্তে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন

شهدت بأن وعد الله حق – وان النار مثوي الكافرينا

وأن العرش فوق الماء طاف – وفوق العرش رب العالمينا

وتحمله ملئكة كرام – ملائكة الإله مسومينا

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং জাহান্নাম হলো কাফিরদের ঠিকানা।

আর আরশ পানির উপর ভাসমান এবং আরশের উপর রয়েছেন বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যে আরশ বহন করেন সম্মানিত এবং আল্লাহর চিহ্নিত ফেরেশতাগণ।

ইবন আবদুল বার (র) প্রমুখ ইমাম তা বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

أذن لى أن أحدث عن ملك من ملئكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه ألى عاتقه مسيرة سبعماة عام.

অর্থাৎ—"আমাকে আল্লাহর আরশ বহনকারী আল্লাহর ফেরেশতাদের একজনের বিবরণ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাঁর কানের লতি ও কাঁধের মাঝে সাতশ বছরের পথ।"

ইবন আবূ আসিমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর পাঠ হলো ঃ

محقق الطير مسيرة سبعمائة عام.

কুরসী

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ হাসান বসরী (র) বলতেন, কুরসী আর 'আরশ একই কিন্তু এ তথ্যটি সঠিক নয়, হাসান এমন কথা বলেননি বরং সঠিক কথা হলো, হাসান (র) সহ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের অভিমত হলো এই যে, কুরসী আর 'আরশ দুটি আলাদা।

পক্ষান্তরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) সম্পর্কে বর্ণিত যে, তাঁরা وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন كُرْسِيُّهُ অর্থ عِلْمُهُ অর্থাৎ আল্লাহর ইলম কিন্তু ইবন আব্বাস (রা)-এর প্রকৃত অভিমত হলো এই যে, কুরসী হচ্ছে আল্লাহর কুদরতী কদমদ্বয়ের স্থল এবং আরশের সঠিক পরিমাপ আল্লাহ ব্যতীত কারো জ্ঞাত নেই।

এ বর্ণনাটি হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন যে, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, যদিও তাঁরা তা বর্ণনা করেন নি।

আবার ওমা ইবন মুখাল্লাদ ও ইবন জারীর তাঁদের নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়ত করেন যে, কুরসী হলো আরশের নিচে। সুদ্দীর নিজস্ব অভিমত হলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কুরসীর পেটের মধ্যে আর কুরসীর অবস্থান আরশের সম্মুখে।

ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম যাহ্‌হাক সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাত আসমান ও সাত যমীনকে যদি পাশাপাশি বিছিয়ে একটির সঙ্গে অপরটি জুড়ে দেয়া হয়, তাহলে কুরসীর তুলনায় তা বিশাল প্রান্তরের মধ্যে একটি আংটি তুল্য। ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, যায়দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

ما السموت السبع فى الكرسي إلا كدراهم سبعة القيت فى ترس.

অর্থাৎ—কুরসীর মধ্যে সাত আকাশ ঠিক একটি থালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি মুদ্রা তুল্য।

যায়দ বলেন, আবূ যর (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে,

ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى فلاة من الأرض.

অর্থাৎ—'আরশের মধ্যে কুরসী ধূ ধূ প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত লোহার আংটির চাইতে বেশি কিছু নয়।' হাকিম আবু বকর ইবন মারদুয়েহ্ (র) তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর গিফারী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুরসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন :

والذى نفسى بيده ما السموت السبع والأرضون السبع عند الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل كفلاة على تلك الحلقة -

অর্থাৎ— "যার হাতে আমার জীবন সে সত্তার শপথ! কুরসীর নিকট সাত আকাশ ও সাত যমীন বিশাল প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত কড়া অপেক্ষা বেশি কিছু নয়। আর কুরসীর তুলনায় আরশ প্রান্তরের তুলনায় কড়ার মত।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে যথাক্রমে মিনহাল ইব্‌ন 'আমর' আমাশ সুফয়ান, ওকী ও ইব্‌ন ওকী সূত্রে ইব্‌ন জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ-এ আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, পানি কিসের উপর ছিল ? জবাবে তিনি বললেন, বাতাসের পিঠের উপর। তিনি আরো বলেন, আসমান ও যমীনসমূহ এবং এ সবের মধ্যকার সমুদয় বস্তুকে সমুদ্র ঘিরে রেখেছে এবং সমুদ্ররাজিকে ঘিরে রেখেছে হায়কাল। আর কথিত বর্ণনা মতে, হায়কালকে ঘিরে রেখেছে কুরসী। ওহব ইবন মুনাব্বিহ থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। ইব্‌ন ওহব হায়কাল-এর ব্যাখ্যায়

বলেন, হায়কাল আকাশমণ্ডলীর চতুষ্পার্শ্বস্থ একটি বস্তু বিশেষ যা আসমানের প্রান্ত থেকে তাঁবুর লম্বা রশির ন্যায় যমীনসমূহ ও সমুদ্রসমূহকে ঘিরে রেখেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কারো কারো ধারণা, কুরসী হলো অষ্টম আকাশ, যাকে স্থির গ্রহরাজির কক্ষ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের এ ধারণা যথার্থ নয়। কারণ পূর্বেই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরসী সাত আকাশ অপেক্ষা অনেক অনেকগুণ বড়। তাছাড়া একটু আগে উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, কুরসীর তুলনায় আকাশ বিশাল প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত একটি কড়ার ন্যায়। কিন্তু এক আকাশের তুলনায় আরেক আকাশ তো এরূপ নয়।

যদি এরপরও তাদের কেউ একথা বলে যে, আমরা তা স্বীকার করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে ফালাক বা আসমান নামে অভিহিত করি। তাহলে আমরা বলব, অভিধানে কুরসী আর ফালাক-এর অর্থ এক নয়। বস্তুত প্রাচীন যুগের একাধিক আলিমের মতে, কুরসী আরশের সম্মুখে অবস্থিত তাতে আরোহণের সিঁড়ির মত একটি বস্তু বিশেষ। আর এরূপ বস্তু ফালাক হতে পারে না। তাদের আরো ধারণা যে, স্থির নক্ষত্রসমূহকে তাতেই স্থাপন করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। উপরন্তু, এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

লাওহে মাহ্ফূজ

ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে আবুল কাসিম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه فى كل يوم ستون وثلثمائة لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيى ويعز ويذل ويفعل ما يشاء.

অর্থাৎ—"আল্লাহ্ শুভ্র মুক্তা দ্বারা লাওহে মাহফূজ সৃষ্টি করেছেন। তার পাতাগুলো লাল ইয়াকুতের তৈরি। আল্লাহ্ তা'আলার কলমও নূর এবং কিতাবও নূর। প্রতি দিন তাঁর তিনশ ষাটটি ক্ষণ আছে। তিনি সৃষ্টি করেন, জীবিকা দান করেন। মৃত্যু দেন, জীবন দেন, সম্মানিত করেন, অপমানিত করেন এবং যা খুশী তা-ই করেন।

ইবন আব্বাস (রা) আরও বলেন, লাওহে মাহফূযের ঠিক মাঝখানে লিখিত আছে ঃ

لا اله الا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله.

অর্থাৎ—"এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তাঁর মনোনীত দীন হলো ইসলাম এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহতে ঈমান আনবে, তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে স্বীকার করবে এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে; তাঁকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

ইবন আব্বাস (রা) আরো বলেন, লাওহে মাহফূজ শুভ্র মুক্তা দ্বারা তৈরি একটি ফলক বিশেষ। তার দৈর্ঘ্য আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আর তার প্রস্থ পৃথিবীর পূর্ব ও

পশ্চিমের মাঝখানের দূরত্বের সমান। তার পরিবেষ্টনকারী হলো মুক্তা ও ইয়াকুত এবং প্রান্তদেশ হলো লাল ইয়াকুতের। তার কলম হলো নূর এবং তার বাণী আরশের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ ও তার গোড়া হলো এক ফেরেশতার কোলে।

আনাস ইব্‌ন মালিক প্রমুখ বলেন, লাওহে মাহফূজ ইসরাফীল (আ)-এর ললাটে অবস্থিত। মুকাতিল বলেন, তার অবস্থান আরশের ডান পার্শ্বে।

আকাশসমূহ পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যকার বস্তু নিচয়ের সৃষ্টি

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ . ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ.

প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন অন্ধকার ও আলোর। এতদসত্ত্বেও কাফিরগণ তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। (৬ ঃ ১)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ.

অর্থাৎ—তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছ'দিনে (ছয়টি সময়কালে) সৃষ্টি করেছেন। (১১ ঃ ৭)

এ ধরনের বর্ণনা অন্যান্য বহু আয়াতে রয়েছে। এ ছ'দিনের পরিমাণ নির্ণয়ে মুফাসসিরগণের দু'টি অভিমত রয়েছে। জমহুর-এর অভিমত হলো তা আমাদের এ দিবসেরই ন্যায়। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা)), মুজাহিদ, যাহহাক ও কা'ব আহবার (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, তার প্রতিটি দিন আমাদের হিসাবের হাজার বছরের সমান। এটা হচ্ছে ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম-এর বর্ণনা। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) তাঁর জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে লিখিত কিতাবে এবং ইব্‌ন জারীর ও পরবর্তী একদল আলিম দ্বিতীয় মতটি সমর্থন করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। এ অভিমতের পক্ষের দলীল পরে আসছে।

ইব্‌ন জারীর যাহ্হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র) প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন যে, দিবস ছ'টির নাম হলো—আবজাদ; হাওয়, হুত্তী কালমান, সা'ফাস, কারশাত।

ইব্‌ন জারীর (র) এদিনগুলোর প্রথম দিন সম্পর্কে তিনটি অভিমত বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাওরাত পন্থীদের অভিমত হলো, আল্লাহ তা'আলা রবিবার দিন সৃষ্টি শুরু করেছিলেন। ইনজীল পন্থীগণ বলেন, আল্লাহ সৃষ্টি শুরু করেছিলেন সোমবার দিন আর আমরা মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বলি যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি শুরু করেছিলেন শনিবার দিন। ইব্‌ন ইসহাক (র) কর্তৃক বর্ণিত এ অভিমতের প্রতি শাফেঈ মাযহাবের একদল ফকীহ ও অন্যান্য আলিমের সমর্থন রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেছেন মর্মে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি পরে আসছে।

আর ইব্ন জারীর রবিবার সংক্রান্ত অভিমতটি বর্ণনা করেছেন আবূ মালিক, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসঊদ (রা) এবং আরো একদল সাহাবা থেকে। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম থেকেও তিনি তা বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর নিজেও এ অভিমতটি পোষণ করেন। আর তা তাওরাতেরই ভাষ্য। একদল ফকীহ্ও এ অভিমত পোষণ করেন। বলা বাহুল্য যে, রবিবার দিনকে ইয়াওমুল আহাদ বা প্রথম দিন নামকরণ অধিক যুক্তিসঙ্গত। আর এ জন্যই সৃষ্টি কার্য ছ'দিনে সম্পন্ন হয়েছে এবং তার শেষ দিন হলো শুক্রবার। ফলে মুসলমানগণ একে তাদের সাপ্তাহিক উৎসবের দিন রূপে ধার্য করে নিয়েছে। আর এদিনটিই সেদিন, আল্লাহ যা থেকে আমাদের পূর্বের আহলি কিতাবদেরকে বিচ্যুত করে দিয়েছিলেন। পরে এর আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰي. إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অর্থাৎ—তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (২ : ২৯)

قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْأَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا.
ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ
فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ. سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ. ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ
وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا. قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ.
فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا. وَزَيَّنَّا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا. ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

অর্থাৎ—বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে তাতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য।

তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।

তারপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রতি আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (৪১ : ৯-১২)

এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পৃথিবী আকাশের আগে সৃষ্ট হয়েছে। কেননা, পৃথিবী হলো, প্রাসাদের ভিত স্বরূপ যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ—আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযক, এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্! (৪০ ঃ ৬৪)

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا. وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا. وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا.

অর্থাৎ—আমি কি করিনি ভূমিকে শয্যা ও পর্বতসমূহকে কীলক? আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়, তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম, রাত্রিকে করেছি আবরণ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। আর তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে নির্মাণ করেছি সুস্থিত সাত আসমান এবং সৃষ্টি করেছি প্রদীপ। (৭৮ ঃ ৬-১৩)

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

অর্থাৎ—যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশেছিল ওতপ্রোতভাবে; তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণসম্পন্ন সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না ? (২১ ঃ ৩০)

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে আমি ফাঁক করে দিয়েছি; ফলে প্রবাহিত হয়েছে বায়ুমালা, বর্ষিত হয়েছে বারিধারা, প্রবাহিত হয়েছে ঝরনা ও নদ-নদী এবং জীবনীশক্তি লাভ করেছে প্রাণীকূল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ.

অর্থাৎ—এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (২১ ঃ ৩২)

অর্থাৎ আকাশে আল্লাহর সৃষ্টি করা স্থির ও চলমান তারকা রাজি, প্রদীপ্ত নক্ষত্র ও উজ্জ্বল গ্রহমালা, ইত্যাকার নিদর্শনাবলী এবং তাতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিকর্তার হিকমতের প্রমাণসমূহ থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ.

অর্থাৎ—আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এ সকল প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন। তাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে না; কিন্তু তাঁর শরীক করে। (১২ ঃ ১০৫-১০৬)

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحٰهَا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.

অর্থাৎ—তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি ? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন। তিনি একে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন, তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি তা থেকে নির্গত করেছেন তার পানি ও তৃণ এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন; এ সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর ভোগের জন্য। (৭৯ ঃ ২৭-৩৩)

এ আয়াত দ্বারা কেউ কেউ পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আকাশ সৃষ্টির প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু এতে তাঁরা পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং এ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন নি। কারণ এ আয়াতের মর্ম হলো, পৃথিবীর বিস্তার এবং বাস্তবে তা থেকে পানি ও তৃণ নির্গত করা আকাশ সৃষ্টির পরে হয়েছে। অন্যথায় এসব পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা ছিল। যেমন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا.

এবং তাতে (পৃথিবীতে) রেখেছেন কল্যাণ এবং তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। (৪১ঃ ১০)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফসলের ক্ষেত্র এবং ঝরনা ও নদী-নালার স্থানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারপর যখন নিম্নজগত ও ঊর্ধ্ব জগতের আকার সৃষ্টি করেন, তখন পৃথিবীকে বিস্তৃত করে তা থেকে তার মধ্যে রক্ষিত বস্তুসমূহ বের করেন। ফলে ঝরনাসমূহ বের হয়ে আসে, নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং শস্য ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। এ জন্যই তো دَحٰى -কে পানি ও তৃণ বের করা এবং পর্বতকে প্রোথিত করা দ্বারা ব্যাখ্যা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا.

অর্থাৎ—তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন (অর্থাৎ) তা থেকে পানি ও তৃণ নির্গত করেন। তিনি পর্বতসমূহকে যথাস্থানে স্থাপন করে সেগুলোকে দৃঢ় ও মজবুত করে দিয়েছেন। (৭৯ ঃ ৩০-৩২)

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

অর্থাৎ—আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহা-সম্প্রসারণকারী এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি এটা কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি। আমি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায়-জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (৫১ : ৪৭-৪৯)

بِأَيْدٍ অর্থ بِقُوَّةٍ অর্থাৎ ক্ষমতা বলে। আর আকাশ সম্প্রসারণ করার তাৎপর্য হলো, যা উঁচু তাই প্রশস্ত। সুতরাং প্রতিটি আকাশ তার নিচেরটির চেয়ে উচ্চতর বিধায় নিচেরটি অপেক্ষা তা প্রশস্ততর। আর এ জন্যই তো কুরসী আকাশসমূহ থেকে উঁচু বিধায় তা সব ক'টি আকাশ অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত। আর আরশ এর সব ক'টি থেকে অনেক বড়।

এরপর وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا অর্থ আমি পৃথিবীকে বিছিয়ে বিস্তৃত করে স্থির অটল করে দিয়েছি; ফলে তা আর তোমাদেরকে নিয়ে নড়ে না। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ অর্থাৎ আমি এটা কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি। উল্লেখ্য যে, এ আয়াতগুলোতে প্রতিটি বাক্যের মাঝে যে واو (যার অর্থ, এবং) ব্যবহার করা হয়েছে তা বিষয়গুলো সংঘটনে ধারাবাহিকতা নির্দেশক নয়। নিছক সংবাদ প্রদানই এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ই সম্যক অবহিত। ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) বলেছেন, আমি একদিন নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হই এবং আমার উটনীটি দরজার সংগে বেঁধে রাখি। এ সময়ে তাঁর নিকট বনু তামীমের কিছু লোক আগমন করলে তিনি বললেন :

اقبلوا البشرى يابنى تميم.

অর্থাৎ—সুসংবাদ নাও হে বনু তামীম। জবাবে তারা বলল, সুসংবাদ তো দিলেন, আমাদেরকে কিছু দান করুন। কথাটি তারা দু'বার বলল। তারপরই ইয়ামানের একদল লোকের আগমন ঘটলে তিনি বললেন : বনু তামীম যখন গ্রহণ করেনি তখন হে ইয়ামানবাসী তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। জবাবে তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা বলল, আপনার নিকট আমরা এ সৃষ্টির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। নবী করীম (সা) বললেন :

كان الله ولم يكن شيئ غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شيئ وخلق السموت والأرض .

অর্থাৎ—"আল্লাহ্ ছিলেন, তিনি ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না। তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপর। লিপিতে তিনি সব কিছু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।" এমন সময় কে একজন ডেকে বলল, হে হুসায়নের পুত্র! তোমার উটনী তো চলে গেল। উঠে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, উটনীটি মরিচীকার দিকে চলে যাচ্ছে। আল্লাহর শপথ! পরে আমার আফসোস হলো—হায়, যদি আমি উটনীটির পিছে না পড়তাম!

ইমাম বুখারী (র) মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) এবং তাওহীদ অধ্যায়েও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে কোন কোন বর্ণনায় وَخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ এর স্থলে ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ অর্থাৎ—তারপর তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। ইমাম নাসাঈর বর্ণনায় পাঠও এটিই।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হাত চেপে ধরে বললেন ঃ

خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاث وخلق النور يوم الأربعاء وبث الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخرخلق خلق فى آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل.

অর্থাৎ—"আল্লাহ তা'আলা মাটি শনিবার দিন, পাহাড়-পর্বত রবিবার দিন, গাছপালা সোমবার দিন ও অপ্রীতিকর বস্তুসমূহ মঙ্গলবার দিন সৃষ্টি করেছেন, বুধবারে নূর (জ্যোতি) সৃষ্টি করেন এবং কীট-পতঙ্গ ও ভূচর জন্তু সমূহকে বৃহস্পতিবার দিন পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন জুমআর দিন আসরের পর। আদমই সর্বশেষ সৃষ্টি, যাকে জুমআর দিনের সর্বশেষ প্রহরে আসর ও রাতের মাঝামাঝি সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইমাম মুসলিম (র) ও নাসাঈ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমার হাত চেপে ধরে বললেন ঃ

يا أباهريرة إن الله خلق السموت والأرض وما بينهما فى ستة ايام ثم استوى على العرش يوم السابع وخلق التربة يوم السبت.

অর্থাৎ—"হে আবূ হুরায়রা! আল্লাহ আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত বস্তুরাজি ছ'দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সপ্তম দিনে তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন জুরায়জের এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। 'আলী ইব্‌ন মাদীনী, বুখারী ও বায়হাকী প্রমুখ এ হাদীসটির সমালোচনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁর আত-তারীখে বলেন ঃ কারো কারো মতে, হাদীসটি কা'ব আল-আহবার (রা)-এর এবং তাই বিশুদ্ধতর। অর্থাৎ এ হাদীসটি কা'ব আল-আহবার থেকে আবূ হুরায়রা (রা)-এর শ্রুত হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা দু'জন একত্রে বসে হাদীস আলোচনা করতেন। ফলে একজন অপরজনকে নিজের লিপিকা থেকে হাদীস শোনাতেন। আর এ হাদীসটি সেসব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো আবূ হুরায়রা (রা) কাব (রা)-এর লিপিকা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কোন কোন রাবী ভুলক্রমে ধারণা করেছেন أخذ رسول الله بيدى আবূ হুরায়রা সরাসরি রসূলুল্লাহ (সা)

থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং রসূলুল্লাহ (সা) আবূ হুরায়রার হাত চেপে ধরেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

আবার এর পাঠেও ভীষণ দুর্বলতা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো এই যে, তাতে আকাশ মণ্ডলী সৃষ্টির উল্লেখ নেই, আছে শুধু সাতদিনে পৃথিবী ও তার অন্তর্বর্তী বস্তুসমূহের সৃষ্টির উল্লেখ। আর এটা কুরআনের বর্ণনার পরিপন্থী। কেননা পৃথিবীকে চার দিনে সৃষ্টি করে তারপর দু'দিনে দুখান থেকে আকাশসমূহকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুখান হলো, পানি থেকে উত্থিত সে বাষ্প যা পানি তরঙ্গায়িত হওয়ার সময় উপরে উঠেছিল, যে পানি মহান কুদরতের দ্বারা যমীনের থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যেমন আবূ মালিক, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)

هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ.

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর। পানির আগে তিনি কিছুই সৃষ্টি করেননি। তারপর যখন তিনি মাখলূক সৃষ্টি করতে মনস্থ করেন তখন পানি থেকে ধোঁয়া আকারে বাষ্প বের করেন। ফলে তা পানির উপরে উঠে যায়। এই ওঠাকে আরবীতে سماء বলা হয়ে থাকে। তাই এ উপরে ওঠার কারণেই আকাশকে سماء বলে নামকরণ করা হয়।

তারপর পানি শুকিয়ে একটি যমীনে রূপান্তরিত করেন। তারপর তা পৃথক পৃথক করে দু'দিনে (রবি ও সোমবার দিন) সাত যমীনে পরিণত করেন। পৃথিবীকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি মাছের উপর সৃষ্টি করেন। এ সেই نُوْنٌ যার কথা আল্লাহ্ তা'আলা نُوْنٌ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ. আয়াতে উল্লেখ করেছেন। (৬৮ ঃ ১) মাছ হলো পানিতে আর পানি হলো সিফাতের উপর আর সিফাত হলো এক ফেরেশতার পিঠের উপর, ফেরেশতা হলেন একখণ্ড পাথরের উপর আর পাথর হলো মহাশূন্যে। এ সেই পাথর যার কথা লুকমান (আ) উল্লেখ করেছেন, যা আকাশেও নয় পৃথিবীতেও নয়। মাছটি নড়ে উঠলে পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দৃঢ়ভাবে পর্বতমালা প্রোথিত করে দেন, ফলে তা স্থির হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা মঙ্গলবার দিন পাহাড়-পর্বত ও তার উপকারিতা, বুধবার দিন গাছপালা, পানি, শহর-বন্দর এবং আবাদ ও বিনাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা আকাশকে পৃথক পৃথক করেছেন। বৃহস্পতি ও শুক্র এ দু'দিনে তিনি সাত আকাশে পরিণত করেন। উল্লেখ্য যে, জুমআর দিনকে জুমআ বলে এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এ দিনে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর বিধানের প্রত্যাদেশ দেওয়া হয়েছিল।

তারপর তিনি প্রত্যেক আকাশে ফেরেশতা, পাহাড়-পর্বত, সাগরমালা, তুষার পর্বত ও এমন বস্তু সৃষ্টি করেন, যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জ্ঞাত নয়। তারপর আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা

সুশোভিত করে তাকে সুষমামণ্ডিত ও শয়তানের কবল থেকে সুরক্ষিত বানিয়েছেন। তারপর ইচ্ছা মত সৃষ্টি পর্ব শেষ করে তিনি আরশের প্রতি মনোসংযোগ করেন।

বলাবাহুল্য যে, এ হাদীসে অনেকগুলো দুর্বলতা রয়েছে এবং এর বেশির ভাগই ইসরাঈলী বিবরণসমূহ থেকে নেয়া। কারণ, কা'ব আল আহবার উমর (রা)-এর আমলে যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর সামনে আহলে কিতাবদের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন আর উমর (রা) তাঁর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এবং তাঁর অনেক বক্তব্য ইসলামের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় মুগ্ধ হয়ে মনোযোগের সঙ্গে তা শুনে যেতেন। এ কারণে এবং বনী ইসরাঈলদের থেকে বর্ণনা করার অনুমতি থাকার ফলে অনেকে কা'ব আল-আহবার-এর বক্তব্য বিবৃত করা বৈধ মনে করেন। কিন্তু তিনি যা বর্ণনা করতেন তার অধিকাংশই প্রচুর ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি কা'ব আল-আহবার সম্বন্ধে বলতেন : তা সত্ত্বেও তিনি যা উদ্ধৃত করতেন আমরা তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নিতাম। যদিও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল বিবরণ দিতেন না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এখানে আমরা সে সব বিষয় আনয়ন করব যা তাদের থেকে বড় বড় ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। তারপর সে সব হাদীসও উল্লেখ করব, যা তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দেবে কিংবা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে আর অবশিষ্ট কিছু এমনও থাকবে যা সত্যায়নও করা হবে না, প্রত্যাখ্যানও না। আমরা আল্লাহরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখি।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لما قضى الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتى غلبت غضبى.

অর্থাৎ—"আল্লাহ সৃষ্টিকার্য শেষ করে আরশের উপরে তাঁর নিকটে থাকা কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখেন যে, নিঃসন্দেহে আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল।"

ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ ও কুতায়বা (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তারপর ইমাম বুখারী (র) সাত যমীন প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন।

[নতুন নতুন বাংলায় ইসলামীক বই ডাউনলোড করতে ইসলামী বই ওয়েব সাইট ভিজিট করুন]

সাত যমীন প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ. يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا.

অর্থাৎ—আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং পৃথিবীও, তাদের অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ, ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (৬৫ ঃ ১২)

বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ সালামা ইবন আবদুর রহমান (রা) ও কতিপয় লোকের মধ্যে একটি জমি নিয়ে বিরোধ ছিল। আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তিনি তাঁকে ঘটনাটি অবহিত করেন। জবাবে আয়েশা (রা) বললেন, আবূ সালামা! জমির ব্যাপারে ভয় করে চল, কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين.

অর্থাৎ—কেউ এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে গ্রাস করলে সাত যমীন থেকে তা শৃংখল বানিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

ইমাম বুখারী 'মাজালিম' অধ্যায়েও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) এবং ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ সালিম বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

من اخذ شيئا من الارض بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين.

অর্থাৎ-"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য একটু জমিও দখল করবে, কিয়ামতের দিন তা সহ তাকে সাত যমীন পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে।"

ইমাম বুখারী (র) 'মাজালিম' অধ্যায়েও মূসা ইবন উকবা সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র) আবূ বকর ও আবূ বকর (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموت والارض السنة اثنى عشر شهرا.

অর্থাৎ—'সময় আপন গতিতে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে পর্যায়ক্রমে পরিক্রমণ করে আসছে। বছর হলো বার মাস।' উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের প্রকৃত মর্ম কি তা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এ হাদীসের অর্থ —

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۔

এ আয়াতের সমর্থক। যার অর্থ হলো ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং সংখ্যায় তাদের অনুরূপ যমীনও সৃষ্টি করেছেন। (৬৫ ঃ ১২) অর্থাৎ এখন মাসের সংখ্যা যেমন বার তেমনি সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহর নিকটও মাসের সংখ্যা বারটিই ছিল। এটা হলো কালের মিল আর আলোচ্য আয়াতে স্থানের মিলের কথা বলা হয়েছে।

সাঈদ ইব্ন যায়দ 'আমর ইব্ন নুফায়ল থেকে যথাক্রমে আবূ হিশাম, হিশাম, আবূ উসামা ও উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল সূত্রে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আরওয়া নাম্নী মহিলা সাঈদ ইব্ন আমর-এর বিরুদ্ধে মারওয়ানের নিকট জমি আত্মসাতের অভিযোগ করেন। জবাবে সাঈদ বললেন, আমি করবো তাঁর সম্পদ জবরদখল? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

من أخذ شبراً من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين .

অর্থাৎ—"কেউ অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি আত্মসাৎ করলে কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে।"

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ জুলুম সর্বাধিক গুরুতর? তিনি বললেন ঃ

ذراع من الارض ينتقصه المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الارض يأخذها احد إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الارض ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها.

অর্থাৎ—কোন মুসলমান ব্যক্তি তার ভাইয়ের হক এক হাত পরিমাণ জমিও যদি কেড়ে নেয় তবে তার প্রতিটি কঙ্করের জন্য সাত যমীনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। আর যমীনের সর্বনিম্ন স্তরের গভীরতা সম্পর্কে একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউই জ্ঞাত নন।

ইমাম আহমদ (র) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর এ সনদটি ত্রুটিমুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

من أخذ شبرا الارض بغير حقه طوقه من سبع أرضين .

অর্থাৎ—কেউ অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি আত্মসাৎ করলে সাত তবক যমীন তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

এ সূত্রে ইমাম আহমদ (র) একাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন সূত্রে ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে من اخذ -এর স্থলে من اقتطع শব্দটি রয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইমাম আহমদ (র) বর্ণিত অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : من أخذ من الارض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين.

এটিও ইমাম আহমদের এককভাবে বর্ণিত হাদীস। ইমাম তাবারানী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা, এ হাদীসগুলো যমীনের সংখ্যা যে সাত তার প্রমাণ হিসাবে প্রায় মুতাওয়াতির তুল্য—যাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আর এর দ্বারা সাত যমীনের একটি যে অপরটির উপর অবস্থিত তা-ই বুঝানো হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, নীচের যমীন উপরের যমীনের ঠিক মাঝ বরাবর অবস্থিত। সপ্তমটি পর্যন্ত এভাবেই রয়েছে। সপ্তমটি হলো সম্পূর্ণ নিরেট—যার মধ্যে একটুও ফাঁকা নেই। এর মধ্যখানেই হলো কেন্দ্র। এটি একটি কল্পিত বিন্দু— আর এটিই হলো ভারি বস্তু পতনের স্থল। চতুর্দিক থেকে যা কিছু পতিত হয়, কোন কিছুর দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হলে তার সব গিয়ে ওখানেই পতিত হয়। আর প্রতিটি যমীন একটির সঙ্গে অপরটি মিলিত, নাকি প্রতিটির মাঝে ফাঁকা রয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ মতভেদ আসমানের বেলায়ও রয়েছে। স্পষ্টত এটা প্রতীয়মান হয় যে, তার প্রতিটির একটি থেকে অপরটির মাঝে দূরত্ব রয়েছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ ۔

অর্থাৎ—আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং তাদের অনুরূপ পৃথিবীও, তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। (৬৫ : ১২)

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময়ে একখণ্ড মেঘ অতিক্রম করলে তিনি বললেন : তোমরা কি জান এগুলো কী? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন : "এগুলো হচ্ছে মেঘমালা। পৃথিবীর দিক-দিগন্ত থেকে এগুলোকে হাঁকিয়ে নেওয়া হয় অকৃতজ্ঞ আল্লাহর বান্দাদের নিকট যারা তাঁকে ডাকে না।" তোমরা কি জান, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে এটা কী ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। তিনি বললেন,এ হচ্ছে সুউচ্চ জমাট ঢেউ এবং সুরক্ষিত ছাদ। তোমরা কি জান, তোমাদের ও তার মধ্যকার দূরত্ব কতটুকু ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন : পাঁচশ বছরের পথ। তারপর তিনি বললেন : 'তোমরা কি জান যে, তার উপরে কী আছে ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক জ্ঞাত। তিনি বললেন, পাঁচশ বছরের দূরত্ব। এভাবে তিনি একে একে সাতটি আসমান পর্যন্ত বর্ণনা দিলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, তার উপরে কি রয়েছে ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন, আরশ। তোমরা কি জান যে, তার ও সপ্তম আসমানের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। তিনি বললেন, পাঁচশ

এ মর্মের রিওয়ায়েত যে, প্রতিটি যমীনে ঠিক এ পৃথিবীর মত মাখলূক রয়েছে। এমনকি তোমাদের আদমের মত আদম ও তোমাদের ইবরাহীমের মত ইবরাহীমও আছে, একথাগুলো ইব্ন জারীর (র) সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন এবং বায়হাকী 'আল-আসমা ওয়াস্ সিফাত' গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এতথ্যটি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত হওয়ার দাবিটি সঠিক হয়ে থাকলে বলতে হবে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) তা ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তা দুলতে শুরু করে, তাই তিনি পর্বতমালা সৃষ্টি করে তার উপর তা স্থাপন করেন। তাতে পৃথিবী স্থির হয়ে যায়। পর্বতমালা দেখে ফেরেশতাগণ অবাক হয়ে বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পর্বত থেকে মজবুত আর কিছু আছে কি? আল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ, লোহা। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে লোহা থেকে বেশি মজবুত আর কিছু আছে কি? আল্লাহ্ বললেন হ্যাঁ, আগুন। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আগুনের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী আর কিছু আছে কি? আল্লাহ্ বললেন : হ্যাঁ বাতাস। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে বাতাসের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ্ বললেন : হ্যাঁ, আদম সন্তান, যে ডান হাতে দান করে আর বাম হাত থেকে তা গোপন রাখে। 'ইমাম আহমদ (র) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে কত পাহাড়-পর্বত আছে; জ্যোতির্বিদগণ তাঁর সংখ্যা উল্লেখ করেছেন এবং তার দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতার পরিসংখ্যান প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে তারা এত দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, এখানে তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে কিতাবের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ .

অর্থাৎ-পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ—শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো। (৩৫ : ২৭)

ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, اَلْجُدَدُ মানে পথঘাট। ইকরিমা (র) প্রমুখ বলেন, اَلْغَرَابِيْبُ মানে সুউচ্চ কালো পাহাড়। সমগ্র পৃথিবীর পর্বতমালায় স্থানের ও বর্ণের বৈচিত্রের মধ্যে এ চিত্রই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তো তাঁর কিতাবে সুনির্দিষ্টভাবে জূদী পাহাড়ের কথা উল্লেখই করেছেন। সে কি বিরাট পাহাড়! দিজলার পাশে জাযীরা ইব্ন উমরের পূর্ব অংশে যার অবস্থান। মাওসিলের কাছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে তার দৈর্ঘ হলো, তিন দিনের পথ আর উচ্চতা আধা দিনের পথ। বর্ণ তার সবুজ। কারণ তা ওক জাতীয় গাছে পরিপূর্ণ। তার পাশে আছে একটি গ্রাম, নাম তার কারয়াতুস সামানীন (আশি ব্যক্তির গ্রাম)। কারণ একাধিক মুফাসসিরের মতে, তা নূহ (আ)-এর সঙ্গে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকজনের আবাসস্থল ছিল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

তিনিই সর্বশক্তিমান, যিনি সৃজন করিয়াছেন আসমান ও জমীনকে ছয় দিবসে আর তিনি সিংহাসনে আসীন ছিলেন যা ছিল পানির উপরে।

আল্লাহর একদিন অর্থ

পৃথিবীতে সূর্য যখন ওঠে এবং যখন অস্ত যায়, এই সময়টুকুকে আমরা মানুষেরা সময় গণনার একটি ইউনিট হিসেবে ধরে নিয়েছি। একে আমরা দিন বলি। এরপরে আসে রাত। একটি পুরো দিন এবং একটি পুরো রাত মিলে হয় একটি গোটা দিন। মানে হচ্ছে, এক দিন সময়ের একটি একক। সূর্য উঠা থেকে শুরু করে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে পুনরায় সূর্য উঠা পর্যন্ত সময়কে দিন বলা হয়। তাই দিন পুরোপুরিই নির্ভর করে পৃথিবী এবং পৃথিবীর ঘুর্ণনের গতির ওপর। অন্যান্য গ্রহে দিনের হিসেব হবে ভিন্ন, রাতের হিসেবও। দিনের এই হিসেব নির্ভর করে আপনি কোন গ্রহে অবস্থান করছেন, আপনার গ্রহটির ঘুর্ণন গতি এবং আপনার নিকটবর্তী নক্ষত্র কোনটি তার ওপর। অন্য গ্রহে পৃথিবীর হিসেব অনুসারে দিন একরকম নয়। যেমন,

যেমন,

গ্রহ	গোটা দিনের দৈর্ঘ্য
বুধ	১৪০৮ ঘণ্টা
শুক্র	৫৮৩২ ঘণ্টা
পৃথিবী	২৪ ঘণ্টা
মঙ্গল	২৫ ঘণ্টা
বৃহস্পতি	১০ ঘণ্টা
শনি	১১ ঘণ্টা
প্লুটো	১৭ ঘণ্টা
নেপচুন	১৬ ঘণ্টা

তোমার প্রতিপালকের একদিন হল তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।

— Taisirul Quran

তোমার রবের একদিন তোমাদের গণনায় সহস্র বছরের সমান।

— Sheikh Mujibur Rahman

আর তোমার রবের নিকট নিশ্চয় এক দিন তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। — Rawai Al-bayan

আর নিশ্চয় আপনার রবের কাছে একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান; — Dr. Abu Bakr Muhammad Zakaria

উপরের আয়াতটি থেকে জানা যায়, আল্লাহ যেখানে থাকেন সেখানেও দিনরাত রয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে তিনি কোন গ্রহে বসবাস করেন, সেই গ্রহটিও ঘূর্ণায়মান এবং গ্রহটির নিকটবর্তী একটি নক্ষত্র রয়েছে যা গ্রহটিকে আলো দেয়। নতুবা তার দিনের হিসেব থাকার কথা নয়। আমরা জানি, এক বছরে ৮৭৬০ ঘণ্টা। অর্থাৎ, এক হাজার বছরে ৮৭৬০০০০ ঘণ্টা। অর্থাৎ গ্রহটি নিজ অক্ষের ওপর একবার ঘুরতে এই সময় প্রয়োজন হয়। এরকম গ্রহ আদৌ থাকা সম্ভব কিনা, সেটিই প্রশ্ন। সেটিও মেনে নিলে, আল্লাহ পাক যে কোন একটি গ্রহে বসবাস করেন, সেই গ্রহের নিকটবর্তী যে একটি নক্ষত্র রয়েছে, সেটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। নইলে সেখানে দিন আসবে কোথা থেকে?

ছয়দিনে মহাবিশ্ব সৃষ্টি

আমরা জানি যে, দিন রাতের হিসেবের জন্য প্রয়োজন হয় একটি গ্রহের নিজ অক্ষের ওপর ঘুর্ণন এবং পার্শ্ববর্তী একটি নক্ষত্রের, যেমন পৃথিবীর জন্য রয়েছে সূর্য। কিন্তু মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে দিনরাত বলে কিছু থাকার কথা নয়। কারণ বৃহৎ সম্প্রসারণ তত্ত্ব থেকে আমরা জানি, মহাবিশ্বের উদ্ভবের পুর্বে আমরা যাকে সময় বলে বুঝি, সেই সময় বলে কিছুর অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে তিনি ছয় দিনে বা আটদিনে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করলেন কীভাবে? আর দিনের হিসেব তখনই থাকতে পারে, যখন কোন গ্রহে কেউ অবস্থা করবে এবং সেই গ্রহের নিকটবর্তী একটি নক্ষত্র থাকবে। তাহলে আল্লাহ কী কোন গ্রহে থাকেন? উনি কি এলিয়েন?

নি: সন্দেহ, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর সিংহাসনে সমাসীন হইয়াছেন, তিনিই দিনকে রাত্রির দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, যাহা উহার পিছনে দৌড়াইয়া চলে এবং তিনিই চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রসমূহকে তাহার নির্দেশাধীন করিয়াছেন। কুরআন ৭:৫৪

তোমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ তিনি আকাশ ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিবসে, তৎপর তিনি অধিষ্ঠিত হন আরশের উপর। কুরআন ১০:৩

শুধু তাই নয়, সহিহ হাদিসের বর্ণনা অনুসারে, মুহাম্মদ একদম ধরে ধরে বলে দিয়েছেন, কোন দিন আল্লাহ কী কী সৃষ্টি করেছেন। মহাবিশ্ব সৃষ্টি বা সূর্যের সৃষ্টির পুর্বে শনি রবি সোমবার কোথা থেকে আসলো, সেটিই প্রশ্ন। কারণ এই বারগুলো সূর্য বা নিকটবর্তী নক্ষত্রের ওপর নির্ভরশীল।

৬৯৪৭-(২৭/২৭৮৯) সুরায়জ ইবনু ইউনুস ও হারূন ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রহঃ) .... আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তা’আলা শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেন এবং এতে পর্বত সৃষ্টি করেন রবিবার দিন। সোমবার দিন তিনি বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার দিন তিনি বিপদাপদ সৃষ্টি করেন। তিনি নূর সৃষ্টি করেন বুধবার দিন। তিনি বৃহস্পতিবার দিন পৃথিবীতে পশু-পাখি ছড়িয়ে দেন এবং জুমুআর দিন আসরের পর জুমুআর দিনের শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ আসর থেকে নিয়ে রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে সর্বশেষ মাখলুক আদাম (আঃ) কে সৃষ্টি করেন।** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৭৯৭,ইসলামিক সেন্টার ৬৮৫১) (হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih) গ্রন্থের নামঃ সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী) হাদিস নম্বরঃ (6947), অধ্যায়ঃ ৫২। কিয়ামাত, জান্নাত ও জান্নামের বর্ণনা, পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি, পরিচ্ছদঃ ১. সৃষ্টির সূচনা এবং আদাম (আঃ) এর সৃষ্টি)

উপরোক্ত কোরআন হাদিসে বর্ণিত সৃষ্টি সম্পর্কে যে সকল বিষয় রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যে সকল প্রশ্ন আসে তা হল এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের মধ্যকার দূরত্ব 500 বছরের পথে।পৃথিবী থেকে ১ম আকাশের দূরত্ব 500 বছরের পথ। যেহেতু সাতটা আকাশ রয়েছে তাই পৃথিবী থেকে সপ্তম নাম্বার আকাশের দূরত্ব হবে ৭*৫০০=৩৫০০ বছরের পথ।

আবার যেহেতু এক একটা আকাশ 500 বছর পথের পুরু তার দূরত্ব হবে৭*৫০০=৩৫০০ বছরের পথে। সপ্তম আকাশের উপরের সমুদ্র আবার 500 বছরের পথে, আটটি পাহাড়ি মেঘের পুরুত্ব 500 বছর পথ অর্থাৎ আল্লাহর আরশ পৃথিবী থেকে ৮ হাজার বছরের পথের দূরত্বে রয়েছে।

আর এর থেকে গাঁজাখোরি গল্প আর কি হতে পারে?ধরে নিলাম এ-ই অবিশ্বাস্য কল্পকাহিনিটাও সত্য।তাহলে আসুন আল্লাহ’র আরশ কোথায় আর পৃথিবী থেকে আল্লাহর আরশের দূরত্ব কতটুকু তার হিসাব করা যায় কিনা না?একটা হাদিস নিয়ে যদি গভির ভাবে ভাবি তাহলে মনে হয়ে আল্লাহর আরশের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারব।ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৪৩৯, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৪৮০২

সুরা ফাতির

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, الْقِطْمِيْرُ অর্থ-খেজুরের আঁটির পর্দা। مُثْقَلَةٌ ভারাক্রান্ত ব্যক্তি। অন্যরা বলেছেন,الْحَرُوْرُ (আল-হারূর- অর্থ-দিবাভাগে সূর্যের উত্তাপ। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রাতের উত্তাপকে الْحَرُوْرُ এবং দিনের উত্তাপকে السَّمُوْمُ বলা হয়।

الشَّدِيْدُ السَّوَادِ غَرَابِيْبُ **অর্থ** أَشَدُّ سَوَادٍ **অর্থাৎ নিকষ কালো** الْغِرْبِيْبُ। (আল-গিরবীব) **অর্থ** অধিক কালো।

সুরা ইয়াসীন

মুজাহিদ (রহ.) **বলেন,** فَعَزَّزْنَا **আমি অধিক শক্তি দিলাম।** يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ **দুনিয়াতে রাসূলদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার ফলে আখিরাতে তাদের অবস্থা দুঃখময় হবে।** أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ **একটির আলো অন্যটির আলোর উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না এবং চন্দ্র ও সূর্যের জন্য তা সম্ভব নয়।** سَابِقُ النَّهَارِ **রাত্র এবং দিন উভয়ই একে অপরের পেছনে অবিরাম গতিতে চলছে।** نَسْلَخُ (রাত-দিন) **উভয়ের মধ্যে একটিকে আমি অপরটি থেকে সরিয়ে দিই এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।** مِنْ مِثْلِهِ **অনুরূপ চতুষ্পদ জন্তু।** فَكِهُوْنَ **আনন্দিত।** جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ **হিসাবের সময় তাদের উপস্থিত করা হবে তাদের বাহিনীরূপে।** ইকরামাহ (রাঃ) **হতে বর্ণিত আছে যে,** الْمَشْحُوْنِ **বোঝাইকৃত।**

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) **বলেন,** طَائِرُكُمْ **তোমাদের বিপদাপদ।** يَنْسِلُوْنَ **তারা বেরিয়ে আসবে।** مَرْقَدِنَا **আমাদের বের হবার স্থান।** أَحْصَيْنَاهُ **হিফাযাত করেছি আমি প্রতিটি বস্তুকে।** مَكَانَتُهُمْ **এবং** مَكَانُهُمْ **একই; তাদের স্থানে।**

৪৪৩৯ আবূ নু'আয়ম (রহঃ) ... আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্যাস্তের সময় আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। **তিনি বললেন, হে আবূ যার! তুমি কি জানো সূর্য কোথায় ডুবে? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, সূর্য চলে, অবশেষে আরশের নিচে গিয়ে সিজদা করে। নিম্নবর্ণিত আয়াত** وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ **এ এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এ পরাক্রমশলী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।**

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih), বর্ণনাকারীঃ আবূ যার আল-গিফারী (রাঃ) পুনঃনিরীক্ষণঃ সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

এখান থেকে এটা স্পষ্ট যে সূর্য দিন শেষে আরশের নিচে সিজদাহ্ দেয়। তাই সূর্য অবশ্যই আরশের কাছে যায়, আর পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার। এ থেকে বোঝা যায় আরশ এবং সাত আসমান ১৫ কোটি কিলোমিটার এর মধ্যে হবে। কিন্তু এটা যে কাল্পনিক গল্প কাহিনী তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

আর আল্লাহ শনি, রবি, সোম,মঙ্গল,বুধ,বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এ-ই সাত দিনে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তাহলে এ-ই দিন আসল কোথা থেকে।

তাই কুরআন অনুযায়ী সৃষ্টিকাহিনি সম্পূর্ণ গোজামিলে ভুলে ভরা।

বাইবেল অনুযায়ী আদিপাপ

একবার কল্পনা করুন পৃথিবীতে মানুষ নেই।তাহলে আমাদের এ-ই পৃথিবীর পরিবেশটা কেমন হতো? মারামারি, হিংসা বিদ্বেষ, যুদ্ধ, বনজঙ্গল উজার, বন্যপ্রানী উজার, পরিবেশ দূষণ এগুলো থাকতো কি? না থাকতো না। অনেক শান্তিতে বাস করত পৃথিবীর জীবজগত। তাহলে আমরা মানুষরা কি পৃথিবীর জন্য ভয়ংকর কিছু?

কিন্তু বাইবেল আমাদের বলে, **"তোমরা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি এবং মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো প্রত্যেকটি জীবন্ত প্রাণীর উপর রাজত্ব কর।" আদিপুস্তক ১:২৮**

আমরা যেন কোন প্রাণী হত্যা না করি তাই আমাদের খাবার ছিল," শস্য, পাতা ও ফল।" আদিপুস্তক ১:২৯

কিন্তু আজ আমরা সমস্ত প্রাণীর জন্য এ-ই পৃথিবীটাকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছি। কিন্তু কেন আমরা পরিবেশকে এতো দূষিত করে তুলছি, কেন আমরা এত সমস্যায় ভুগছি? এসবের মূল কারন কি? অনেকে বলবে বিবর্তন!!!! কিন্তু পৃথিবীর ৭০% সমুদ্র এবং বেশিরভাগ প্রাণীও সমুদ্রে বাস করে। তাহলে সেখানে কেন বিনর্তনের মাধ্যমে আমাদের মতো পরিবেশ ও অস্তিত্ব ধ্বংসকারী কোন প্রানীর উদ্ভব হলো না?

বাইবেল আমাদের বলে,আমাদের এ-ই অধপতনের মূল কারন আমাদের " পাপ"। কিন্তু ইশ্বর আমাদের পাপি হিসেবে সৃষ্টি করেননি।বরং নিজের মতো পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আমাদের মধ্যে এ-ই পাপ কিভাবে কবে থেকে শুরু হয়েছে? বাইবেল বলে আদম-হবার অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে পাপ এসেছে। এখন আমরা দেখব কিভাবে এ-ই পাপ আসল?

ইশ্বর আদমকে সৃষ্টি করে বললেন,"তুমি তোমার খুশিমতো এ-ই বাগানের যেকোন ফল খেতে পার; কিন্তু ভালো-মন্দ জ্ঞানের যে ফল রয়েছে তার ফলে তুমি খাবে না,কারন যেদিন তুমি সেই ফলে খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।" আদিপুস্তক ২:১৬-১৭

অর্থাৎ একটা গাছ ছিল যার ফল খেলে কোন একটা কারণে আদমের মধ্যে মন্দ বিষয়ে জ্ঞান আসবে তাই ইশ্বর আদেশের মাধ্যমে সাবধান করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর আদেশ অমান্য করা মানেই মৃত্যু। যাকোবের মধ্যদিয়ে ইশ্বর আমাদের পাপের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে "মানুষের অন্তরের কামনাই

মানুষকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং ফাঁদে ফেলে। তারপর পাপ পরিপূর্ণ হলে পর মৃত্যুর জন্ম হয়। যাকোব ১:১৪-১৫

তাহলে কি এই কামনাই হবাকে ঈশ্বরের অবাধ্য হতে সাহায্য করেছিল?

শয়তান হবাকে চালাকের সাথে লোভ দেখিয়ে ছিল। এর ফলে হওয়ার মধ্যে কি হয়েছিল? বাইবেল বলে,

"স্ত্রীলোকটি যখন বুঝলেন যে,

১. গাছটির ফল খেতে ভালো হবে এবং

২. গাছটির ফল গুলো দেখতে সুন্দর আর

৩. গাছটির ফলগুলো জ্ঞান লাভের জন্য কামনা করার মতোও বটে

তখন তিনি কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে খেলেন। সেই ফল তিনি তার স্বামীকে দিলেন এবং তার স্বামীও তা খেলেন।" আদিপুস্তক ৩:৬

এভাবে ঈশ্বরের অবাধ্য করে পাপ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে মন্দ জ্ঞান প্রবেশ করল। শয়তানের কথা সত্য ছিল তারা মাংসিকভাবে মারা গেলেন না কিন্তু আত্মিকভাবে মারা গেলেন এবং ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

এখানে আমার ব্যক্তিগত দুইটা প্রশ্ন ছিল যার উত্তর পরে ঈশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন।

প্রথমতঃ সব দোষ স্ত্রীলোকের। ঈশ্বর কেন স্ত্রী তৈরি করতে গেলেন? দ্বিতীয়তঃ আর ফল খেয়েছে আদম হবা আমরা এখন কেন সেই পাপের ভাগ নিব? তাদের ক্ষমা করে দিলেই তো সব ঝামেলা শেষ হয়ে যেত।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর:

ঈশ্বর থেকে যে উত্তর পেয়েছিলাম তা এমন। আসলে আদম হবা আলাদা কোন ব্যক্তি না। হবা আদমেরই দেহের অংশ মাত্র। এজন্য ঈশ্বরের চোখে স্বামী স্ত্রী এক দেহ। ইশ্বর স্ত্রী রূপ এমনভাবে সৃষ্টি করেছিলে যার জন্য মানুষ অবশ্যই বাবা-মা ছেড়ে স্বামী-স্ত্রী একসংগে মিলিত হয়ে একদেহ হয়ে বাস করবে। তাই উপযুক্ত সঙ্গী হিসেবে ইশ্বর হবাকে আদম থেকে তৈরি করেছিলেন।

আর কখনোই সব দোষ হবার নয়। কারন হবা আমদের দেহের অংশের মতো। আদম চাইলে হবাকে থামাতে পারত অথবা নিজে নাও খেতে পারত। অথবা ইশ্বর যখন আজমকে জিজ্ঞেস করেছিল তখন আদম হবা কে দোষ না দিয়ে ক্ষমা চাইতে পারত। কিন্তু আদম তার করেনি।তাই যেহেতু আদম হবা একদেহ একজন্য দুজনই সমানভাবে দোষী।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর:

আমার জন্য সত্যিই কষ্টকর ছিল যে আজ আমাদের পাপময় দুঃখ কষ্টের জীবনের মূল কারণ আদম-হাওয়া নামের দুজন। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখালেন এই চিন্তা

ভুল এবং পাপ। আদম যেমন হাওয়াকে দোষ দিয়েছিল হবা যেমন সাপকে দোষ দিয়েছিল ঠিক তেমনি এই চিন্তা মাধ্যমে আমি আদম হাওয়াকে দোষ দিয়ে পাপ করেছি। ইশ্বর আদম হবাকে পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা পাপের কারণে ঈশ্বর থেকে আলাদা হওয়ার জন্য পাপের ক্ষমা চায়নি বরং অভিযোগ করেছে বিচার করেছে। কিন্তু পশুর জীবনের বিনিময়ে চামড়া দিয়ে তাদের পোষাক বনিয়ে দিয়ে ইশ্বর তাদের রক্ষা ও ক্ষমা করবেন এই বিষয়ে আশা দিয়েছিলেন। যীশুর জন্মের আগ পর্যন্ত অনেক শক্তিশালী জ্ঞানী, সম্পদশালী মানুষের জীবন দিয়ে ঈশ্বর দেখিয়েছেন যে আমাদের মধ্যে যে পাপ আমরা তা থেকে মুক্তি পেতে পারি না। কয়িন তার ভাইকে হত্যা করলো,আর যে স্বামী স্ত্রী একসাথে একদেহ হিসেবে মিলিত হওয়ার কথা সে নিয়ম কে ধ্বংস করল লেমক যে কিনা একজন খুনী। তাই আদম হবার মধ্য দিয়ে যে মৃত্যু এসেছে তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র ইশ্বর।এবং আমরা যদি ইশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুকে বিশ্বাস করি আবার ইশ্বরের সাথে মিলিত হবার সুযোগ পাব। তাই আমি যে পাপিষ্ঠ এটা অনুধাবন করাটাই আমার জন্য বড় বিষয়। এবং যীশুর উপর বিশ্বাস রেখে পাপ থেকে মনে ফিরানো আমার একমাত্র কাজ।

কুরআন অনুযায়ী মানুষের আদিপাপ

আসুন আগে আমরা কোরআন হাদিস থেকে আদম হাওয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। (From hadidthbd.com)

হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)

বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসাবে আল্লাহ পাক আদম (আলাইহিস সালাম)-কে নিজ দু'হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন (ছোয়াদ ৩৮/৭৫)।

মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটির তৈরী সুন্দরতম অবয়বে রূহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন।

[1মুমিনূন ২৩/১২; ছাফফাত ৩৭/১১; রহমান ৫৫/১৪; তীন ৯৫/৪ ইত্যাদি।]

অতঃপর আদমের পাঁজর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন।

[নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায় 'নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ। আদম এর মূল উপাদান হ'ল মাটি, তাই তাকে 'আদম' বলা হয়। পক্ষান্তরে হাওয়ার মূল হ'লেন আদম, যিনি তখন জীবন্ত ব্যক্তি। তাই তাকে 'হাওয়া' বলা হয়, যা 'হাই' (জীবন্ত) থেকে উৎপন্ন (কুরতুবী), বাক্বারাহ ৩৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬২ পৃঃ।]

আর এ কারণেই স্ত্রী জাতি স্বভাবগত ভাবেই পুরুষ জাতির অনুগামী ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে একই নিয়মে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। কুরআন-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম দিন থেকেই মানুষ পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান সম্পন্ন সভ্য মানুষ হিসাবেই যাত্রারম্ভ করেছে এবং আজও সেভাবেই তা অব্যাহত রয়েছে।

প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম (আঃ)-কে আল্লাহ সর্ব বিষয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন এবং বিশ্বে আল্লাহর খেলাফত পরিচালনার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। সাথে সাথে সকল সৃষ্ট বস্ত্তকে করে দেন মানুষের অনুগত (লোকমান ৩১/২০) ও সবকিছুর উপরে দেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব (ইসরা ১৭/৭০)। আর সেকারণেই জিন-ফিরিশতা সবাইকে মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদমকে সিজদা করার আদেশ দেন। সবাই সে নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইবলীস অহংকার বশে সে নির্দেশ অমান্য করায় চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে যায় (বাক্বারাহ ২/৩৪)। অথচ সে ছিল বড় আলেম ও ইবাদতগুযার। সেকারণ জিন জাতির হওয়া সত্ত্বেও সে ফিরিশতাদের সঙ্গে বসবাস করার অনুমতি পেয়েছিল ও তাদের নেতা হয়েছিল। [3ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৬৭।]

কিন্তু আদমের উচ্চ মর্যাদা দেখে সে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। ফলে অহংকার বশে আদমকে সিজদা না করায় এবং আল্লাহ ভীতি না থাকায় সে আল্লাহর গযবে পতিত হয়। এজন্য জনৈক আরবী কবি বলেন,

لوكان للعلم شرف من دون التقى

لكان أشرف خلق الله إبليسُ

‘যদি তাক্বওয়া বিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত,

তবে ইবলীস আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হ’ত’।

শয়তানের সৃষ্টি ছিল মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।

ইবলীসকে আল্লাহ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ সৃষ্টি করেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার হায়াত দীর্ঘ করে দেন। মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য ও তাকে ধোঁকা দেওয়াই শয়তানের একমাত্র কাজ। ‘সে মানুষকে বলে কুফরী কর’। কিন্তু যখন সে কুফরী করে, তখন শয়তান বলে ‘আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্কে ভয় করি’ (হাশর ৫৯/১৬)। অন্যদিকে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে আল্লাহ মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন (বাক্বারাহ ২/২১৩)। আদম থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এক লক্ষ চবিবশ হাযার পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন

[আহমাদ, ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/৫৭৩৭ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ।]

এবং বর্তমানে সর্বশেষ এলাহীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক মুসলিম ওলামায়ে কেরাম শেষনবীর ‘ওয়ারিছ’ হিসাবে

[তিরমিযী, আহমাদ, আবুদাঊদ মিশকাত হা/২১২ ‘ইল্ম’ অধ্যায়।]

আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধান সমূহ বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন (মায়েদাহ ৫/৬৭)। পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংস তথা ক্বিয়ামতের অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়ম জারি থাকবে। শেষনবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর এমন কোন বস্তি ও ঝুপড়ি ঘরও থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবেন না। [আহমাদ, মিশকাত হা/৪২ ‘ঈমান’ অধ্যায়।]

এতদসত্ত্বেও অবশেষে পৃথিবীতে যখন ‘আল্লাহ’ বলার মত কোন লোক থাকবে না, অর্থাৎ প্রকৃত তাওহীদের অনুসারী কোন মুমিন বাকী থাকবে না, তখন আল্লাহর হুকুমে প্রলয় ঘনিয়ে আসবে এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।

[মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬ ‘ফিতান’ অধ্যায়।]

মানুষের দেহগুলি সব মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে যাবে। কিন্তু রূহগুলি স্ব স্ব ভাল বা মন্দ আমল অনুযায়ী ‘ইল্লীন’ অথবা ‘সিজ্জীনে’ অবস্থান করবে (মুত্বাফফেফীন ৮৩/৭, ১৮)। যা ক্বিয়ামতের পরপরই আল্লাহর হুকুমে স্ব স্ব দেহে পুনঃপ্রবেশ করবে (ফজর ৮৯/২৯) এবং চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের জন্য সকল মানুষ সশরীরে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দরবারে নীত হবে (মুত্বাফফেফীন ৮৩/৪-৬)।

মানুষের ঠিকানা হ’ল তিনটি : ১- দারুদ দুনিয়া। অর্থাৎ যেখানে আমরা এখন বসবাস করছি ২- দারুল বরযখ। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে কবরের জগত। ৩- দারুল ক্বারার। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন শেষ বিচার শেষে জান্নাত বা জাহান্নামের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

অতএব পৃথিবী হ’ল মানুষের জন্য সাময়িক পরীক্ষাগার মাত্র। জান্নাত থেকে নেমে আসা মানুষ এই পরীক্ষাস্থলে পরীক্ষা শেষে সুন্দর ফল লাভে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাবে, অথবা ব্যর্থকাম হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর সেখানেই হবে তাদের সর্বশেষ যাত্রাবিরতি এবং সেটাই হবে তাদের চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী ঠিকানা। আল্লাহ বলেন, ‘মাটি থেকেই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি। ঐ মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব। অতঃপর ঐ মাটি থেকেই আমরা তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব’ (ত্বোয়াহা ২০/৫৫)। অতঃপর বিচার শেষে কাফেরদেরকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে এবং মুত্তাক্বীদের নেওয়া হবে জান্নাতে (যুমার ৩৯/৬৯-৭৩)। এভাবেই সেদিন যালেম তার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করবে এবং

মযলূম তার যথাযথ প্রতিদান পেয়ে ধন্য হবে। সেদিন কারু প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না (বাক্বারাহ ২/২৮১)।

উল্লেখ্য যে, হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১০টি সূরায় ৫০টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

[যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ২/৩১-৩৭= ৭; আলে ইমরান ৩/৩৩,৫৯; মায়েদাহ ৫/২৭-৩২= ৬; আ'রাফ ৭/১১, ১৯, ২৬, ২৭, ৩১, ৩৫, ১৭২-৭৩= ৮; হিজর ১৫/২৬-৪২= ১৭; ইসরা ১৭/৬১, ৭০; ইয়াসীন ৩৬/৬০। সর্বমোট = ৫০টি।]

এক্ষণে আদম সৃষ্টির ঘটনাবলী কুরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার আলোকে সার-সংক্ষেপ আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আদম সৃষ্টির কাহিনী

আল্লাহ একদা ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে 'খলীফা' অর্থাৎ প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। বল, এ বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কি? তারা (সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে সৃষ্ট জিন জাতির তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে) বলল, হে আল্লাহ! আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে আবাদ করতে চান, যারা গিয়ে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা সর্বদা আপনার হুকুম পালনে এবং আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনায় রত আছি। এখানে ফেরেশতাদের উক্ত বক্তব্য আপত্তির জন্য ছিল না, বরং জানার জন্য ছিল। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না (বাক্বারাহ ২/৩০)। অর্থাৎ আল্লাহ চান এ পৃথিবীতে এমন একটা সৃষ্টির আবাদ করতে, যারা হবে জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে আল্লাহর বিধান সমূহের আনুগত্য করবে ও তাঁর ইবাদত করবে। ফেরেশতাদের মত কেবল হুকুম তামিলকারী জাতি নয়।

খলীফা অর্থ

এখানে 'খলীফা' বা প্রতিনিধি বলে জিনদের পরবর্তী প্রতিনিধি হিসাবে বনু আদমকে বুঝানো হয়েছে, যারা পৃথিবীতে একে অপরের প্রতিনিধি হবে (ইবনু কাছীর)। অথবা এর দ্বারা আদম ও পরবর্তী ন্যায়নিষ্ঠ শাসকদের বুঝানো হয়েছে, যারা জনগণের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য ও ইনছাফপূর্ণ শাসক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে। কেননা ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও অন্যায় রক্তপাতকারী ব্যক্তিরা আল্লাহর প্রতিনিধি নয় (ইবনু জারীর)। তবে প্রথম ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য, যা ফেরেশতাদের জবাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন প্রতিনিধি আপনি সৃষ্টি করবেন, যারা পূর্ববর্তী জিন জাতির মত পৃথিবীতে গিয়ে ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাবে।

বস্ত্ততঃ 'জিন জাতির উপর ক্বিয়াস করেই তারা এরূপ কথা বলে থাকতে পারে' (ইবনু কাছীর)।

অতঃপর আল্লাহ আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। 'সবকিছুর নাম' বলতে পৃথিবীর সূচনা থেকে লয় পর্যন্ত ছোট-বড় সকল সৃষ্টবস্ত্তর ইল্ম ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাকে দিয়ে দেওয়া হ'ল।

[ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬৫।]

যা দিয়ে সৃষ্টবস্ত্ত সমূহকে আদম ও বনু আদম নিজেদের অনুগত করতে পারে এবং তা থেকে ফায়েদা হাছিল করতে পারে। যদিও আল্লাহর অসীম জ্ঞানরাশির সাথে মানবজাতির সম্মিলিত জ্ঞানের তুলনা মহাসাগরের অথৈ জলরাশির বুক থেকে পাখির ছোঁ মারা এক ফোঁটা পানির সমতুল্য মাত্র।

[বুখারী হা/৪৭২৭ 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা কাহফ।]

বলা চলে যে, আদমকে দেওয়া সেই যোগ্যতা ও জ্ঞান ভান্ডার যুগে যুগে তাঁর জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী সন্তানদের মাধ্যমে বিতরিত হচ্ছে ও তার দ্বারা জগত সংসার উপকৃত হচ্ছে। আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দেওয়ার পর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন। কুরআনে কেবল ফেরেশতাদের কথা উল্লেখিত হ'লেও সেখানে জিনদের সদস্য ইবলীসও উপস্থিত ছিল (কাহফ ১৮/৫০)। অর্থাৎ আল্লাহ চেয়েছিলেন, জিন ও ফেরেশতা উভয় সম্প্রদায়ের উপরে আদম-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হৌক এবং বাস্তবে সেটাই হ'ল। তবে যেহেতু ফেরেশতাগণ জিনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, সেজন্য কেবল তাদের নাম নেওয়া হয়েছে। আর দুনিয়াতে জিনদের ইতিপূর্বেকার উৎপাত ও অনাচার সম্বন্ধে ফেরেশতারা আগে থেকেই অবহিত ছিল, সেকারণ তারা মানুষ সম্বন্ধেও একইরূপ ধারণা পোষণ করেছিল এবং প্রশ্নের জবাবে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, 'আল্লাহ জিন জাতিকে আগেই সৃষ্টি করেন গনগনে আগুন থেকে' (হিজর ১৫/২৭)। কিন্তু তারা অবাধ্যতার চূড়ান্ত করে।

আদমকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করার পর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ঐসব বস্ত্তর নাম জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সঙ্গত কারণেই তারা তা বলতে পারল না। তখন আল্লাহ আদমকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি সবকিছুর নাম বলে দিলেন। ফলে ফেরেশতারা অকপটে তাদের পরাজয় মেনে নিল এবং আল্লাহর মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করে বলল, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যতটুকু শিখিয়েছেন, তার বাইরে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিময়' (বাক্বারাহ ২/৩২)। অতঃপর আল্লাহ তাদের সবাইকে আদমের সম্মুখে সম্মানের সিজদা করতে বললেন।

সবাই সিজদা করল, ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল ও অহংকারে স্ফীত হয়ে প্রত্যাখ্যান করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল (বাক্বারাহ ২/৩৪)। ইবলীস ঐ সময় নিজের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলল, 'আমি ওর চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে'। আল্লাহ বললেন, তুই বের হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত, তোর উপরে আমার অভিশাপ রইল পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' (ছোয়াদ ৩৮/৭৬-৭৮; আ'রাফ ৭/১২)।

সিজদার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য

আদমকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদমের প্রতি সিজদা করার কথা বলে দিয়েছিলেন (হা-মীম সাজদাহ/ফুছছালাত ৪১/১১)। তাছাড়া কুরআনের বর্ণনা সমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, আদমকে সিজদা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ ব্যক্তি আদম হিসাবে ছিল না, বরং ভবিষ্যৎ মানব জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে তাঁর প্রতি সম্মান জানানোর জন্য জিন ও ফিরিশতাদের সিজদা করতে বলা হয়েছিল। এই সিজদা কখনোই আদমের প্রতি ইবাদত পর্যায়ের ছিল না। বরং তা ছিল মানবজাতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাদেরকে সকল কাজে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দানের প্রতীকী ও সম্মান সূচক সিজদা মাত্র।

ওদিকে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও ইবলীস কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে অস্বীকার করেনি। বরং আল্লাহ যখন তাকে 'অভিসম্পাৎ' করে জান্নাত থেকে চিরদিনের মত বিতাড়িত করলেন, তখন সে আল্লাহ্কে 'রব' হিসাবেই সম্বোধন করে প্রার্থনা করল,

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ-

'হে আমার প্রভু! আমাকে আপনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন' (হিজর ১৫/৩৬, ছোয়াদ ৩৮/৭৯)। আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর সে বলল, **'হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তেমনি তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানারূপ সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ করব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেব। তবে যারা আপনার একনিষ্ঠ বান্দা, তাদের ব্যতীত' (হিজর ১৫/৩৪-৪০; ছোয়াদ ৩৮/৭৯-৮৩)।** আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি নেমে যাও এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি নীচুতমদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তোমার অহংকার করার অধিকার নেই' (আ'রাফ ৭/১৩)। উল্লেখ্য যে, ইবলীস জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হ'লেও মানুষের রগ-রেশায় ঢুকে ধোঁকা দেওয়ার ও বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।

[মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ 'ঈমান' অধ্যায় 'ওয়াসওয়াসা' অনুচ্ছেদ।]

আর এটা ছিল মানুষের পরীক্ষার জন্য। শয়তানের ধোঁকার বিরুদ্ধে জিততে পারলেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে এবং আখেরাতে

জান্নাত লাভে ধন্য হবে। নইলে ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থকাম হবে। মানুষের প্রতি ফেরেশতাদের সিজদা করা ও ইবলীসের সিজদা না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, মানুষ যেন প্রতি পদে পদে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে।

সিজদা অনুষ্ঠানের পর আল্লাহ আদমের জুড়ি হিসাবে তার অবয়ব হ'তে একাংশ নিয়ে অর্থাৎ তার পাঁজর হ'তে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন

[নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায় ১০ম অনুচ্ছেদ।]

মাটি থেকে সৃষ্ট হওয়া আদমের নাম হ'ল 'আদম' এবং জীবন্ত আদমের পাঁজর হ'তে সৃষ্ট হওয়ায় তাঁর স্ত্রীর নাম হ'ল 'হাওয়া' (কুরতুবী)। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বললেন, 'তোমরা দু'জন জান্নাতে বসবাস কর ও সেখান থেকে যা খুশী খেয়ে বেড়াও। তবে সাবধান! এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' (বাক্বারাহ ২/৩৫)। এতে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণের সিজদা কেবল আদমের জন্য ছিল, হাওয়ার জন্য নয়। দ্বিতীয়তঃ সিজদা অনুষ্ঠানের পরে আদমের অবয়ব থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়, পূর্বে নয়। তিনি পৃথক কোন সৃষ্টি ছিলেন না। এতে পুরুষের প্রতি নারীর অনুগামী হওয়া প্রমাণিত হয়। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' (নিসা ৪/৩৪)। অতঃপর বহিষ্কৃত ইবলীস তার প্রথম টার্গেট হিসাবে আদম ও হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতারণার জাল নিক্ষেপ করল। সেমতে সে প্রথমে তাদের খুব আপনজন বনে গেল এবং নানা কথায় তাদের ভুলাতে লাগল। এক পর্যায়ে সে বলল, 'আল্লাহ যে তোমাদেরকে ঐ গাছটির নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন, তার কারণ হ'ল এই যে, তোমরা তাহ'লে ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা তোমরা এখানে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে' (আ'রাফ ৭/২০)। সে অতঃপর কসম খেয়ে বলল যে, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাংখী' (ঐ, ২১)। 'এভাবেই সে আদম ও হাওয়াকে সম্মত করে ফেলল এবং তার প্রতারণার জালে আটকে গিয়ে তারা উক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদন করল। ফলে সাথে সাথে তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং তারা তড়িঘড়ি গাছের পাতা সমূহ দিয়ে তা ঢাকতে লাগল। আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (ঐ, ২২) তখন তারা অনুতপ্ত হ'য়ে বলল, قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ- 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' (২৩)। 'আল্লাহ তখন বললেন, তোমরা (জান্নাত থেকে) নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু।

তোমাদের অবস্থান হবে পৃথিবীতে এবং সেখানেই তোমরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সম্পদরাজি ভোগ করবে' (২৪)। তিনি আরও বললেন যে, 'তোমরা পৃথিবীতেই জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমরা পুনরুত্থিত হবে' (আ'রাফ ৭/২০-২৫)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইবলীসের কথায় সর্বপ্রথম হাওয়া প্রতারিত হন। অতঃপর তার মাধ্যমে আদম প্রতারিত হন বলে যে কথা চালু আছে কুরআনে এর কোন সমর্থন নেই। ছহীহ হাদীছেও স্পষ্ট কিছু নেই। এ বিষয়ে তাফসীরে ইবনু জারীরে ইবনু আববাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা এসেছে, তা যঈফ। [তাফসীর ইবনে জারীর (বৈরুত: ১৪০৬/১৯৮৬) ৮/১০৯ পৃঃ, সূরা আ'রাফ ৭/ ২২।]

দ্বিতীয়তঃ জান্নাত থেকে অবতরণের নির্দেশ তাদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ছিলনা। কেননা এটা ছিল তওবা কবুলের পরের ঘটনা। অতএব এটা ছিল হয়তবা তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দানের জন্য। বরং সঠিক কথা এই যে, এটা ছিল আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত ও দূরদর্শী পরিকল্পনারই অংশ। কেননা জান্নাত হ'ল কর্মফল লাভের স্থান, কর্মের স্থান নয়। তাছাড়া জান্নাতে মানুষের বংশ বৃদ্ধির সুযোগ নেই। এজন্য দুনিয়ায় নামিয়ে দেওয়া যরূরী ছিল।

প্রথম বার আদেশ দানের পরে পুনরায় স্নেহ ও অনুগ্রহ মিশ্রিত আদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা সবাই নেমে যাও'। অতঃপর পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হওয়ার (বাক্বারাহ ২/৩০; ফাত্বির ৩৫/৩৯) মহান মর্যাদা প্রদান করে বললেন, 'তোমাদের নিকটে আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত অবতীর্ণ হবে। যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোন ভয় বা চিন্তার কারণ থাকবে না। কিন্তু যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে' (বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)।

উল্লেখ্য যে, নবীগণ ছিলেন নিষ্পাপ এবং হযরত আদম (আঃ) ছিলেন নিঃসন্দেহে নিষ্পাপ। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল করেননি। বরং শয়তানের প্ররোচনায় প্রতারিত হয়ে তিনি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়ার নিষেধাজ্ঞার কথাটি ভুলে গিয়েছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا- 'অতঃপর আদম ভুলে গেল এবং আমি তার মধ্যে (সংকল্পের) দৃঢ়তা পাইনি' (ত্বোয়াহা ২০/১১৫)। তাছাড়া উক্ত ঘটনার সময় তিনি নবী হননি বরং পদস্খলনের ঘটনার পরে আল্লাহ তাকে নবী মনোনীত করে দুনিয়ায় পাঠান ও হেদায়াত প্রদান করেন' (আ'রাফ ৭/১২২)।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইবলীসের ক্ষেত্রে আল্লাহ বললেন, قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ- 'তুমি জান্নাত থেকে বেরিয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত' (হিজর

১৫/৩৪; আ'রাফ ৭/১৮)। অন্যদিকে আদম ও হাওয়ার ক্ষেত্রে বললেন, قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا- ' তোমরা নেমে যাও' (বাক্বারাহ ২/৩৬, ৩৮; আ'রাফ ৭/২৪)। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবলীস কখনোই আর জান্নাতে ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু বনু আদমের ঈমানদারগণ পুনরায় ফিরে আসতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

দুইটা প্রশ্নের উত্তর কুরআন দিতে ব্যর্থ কারণ

১. আল্লাহ তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করতে নিষেধ করেছেন তাহলে আদমকে কেন সিজদা করতে বললেন?

২. সব দোষ এখানে হাওয়ার। কারন হাওয়া প্রথম খেয়েছে। আর হাওয়া তো শুধুমাত্র আনন্দ দেওয়ার জন্য সৃষ্টি। স্বামী স্ত্রী মিলিত হয়ে এক দেহ হবে এমন বিষয় যদি থাকত তবে একাধিক বিয়ে করার প্রথা থাকত না।

৩. আল্লাহ নিজেই তকদির বলা ভাগ্য লিখেছেন আবার নিজেই শয়তান কে মানুষের পিছনে লাগিয়ে দিয়েছেন পরিক্ষা করার ছলে। আমার বোনকে যদি আল্লাহর নেওয়া এ-ই পরিক্ষার কারনে শয়তানের কথায় কেউ ধর্ষন করে তার দোষ কি আল্লাহর না?

৪. আমি তো পাপ করে জন্ম নেই নাই। তাহলে আমাকে কেন আল্লাহ পরিক্ষায় ফেলবেন। মানে চুরকে চুরি করতে বলে। আবার গেরস্তকে সাবধান থাকতে বলে। তাই নায়কি।

এমন আল্লাহ কখনো সত্য হতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

কুরআন ও বাইবেল অনুযায়ী পরিত্রান

মানুষের যে পরিত্রান দরকার এর আগে তো মানুষকে পরিত্রান টা হারাতে হবে। কারন পরিত্রান মানে তো মুক্তি। মানুষ কেমন করে পরাধীন বা দাসত্বে চলে গেল?   কি দোষ করেছিল মানুষ? আরও কেন পৃথিবীর সমস্থ মানুষ সেই দোষের ফলে এখনো ভোগ করছে?

৬৫০৭। আবূ তাহির আহমাদ ইবনু আমর ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু সারহ ***(***রহঃ***) ...*** আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস ***(***রাঃ***)*** থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেনঃ **আল্লাহ তাঁআলা সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্যলিপি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, সে সময় আল্লাহর আরশ পানির উপরে ছিল।**

হাদীস একাডেমী প্রকাশিত তাহক্বীক্ব মিশকা-তুল মাসা-বীহ গ্রন্থে হাদীসগুলোর তাহক্বীক প্রধানত শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) এর তাহক্বীক মিশকাতুল

মাসাবীহ থেকে নেয়া হয়েছে। মিশকাতের বিখ্যাত শরাহ গ্রন্থ “মিরআতুল মাফাতীহ” হতে ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়েছে

হাদিসে কুদসি ,যাকে বলা হয় আল্লাহরই বানী, মুহাম্মদের মুখ থেকে নির্গত, সেখানে হযরত মুহাম্মদ বলেন:

“আল্লাহ তাআলা প্রথম সৃষ্টি করেছেন কলম। **সৃষ্টির পর কলমকে বললেন: ‘লিখ’। কলম বলল: ইয়া রব্ব! কী লিখব? তিনি বললেন: কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের তাকদীর লিখ।”** সহীহ মুসলিম ***(**ইফাঃ***),*** অধ্যায়ঃ ৪৮***/*** তাকদীর***,*** হাদিস নম্বরঃ ***(6507),*** হাদিসের মানঃ সহিহ ***(Sahih)***

(আবু দাউদ (৪৭০০)) আলবানি সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

এখান থেকে আমরা কি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না যে মানুষ সৃষ্টির অনেক আগেই সে কি করবে তা লিখে রাখা । আদম হাওয়া যে ফলে খেয়েছিল তা কি তাদের নিজের ইচ্ছাই? কুরআন বলে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যাতিত কেউ ইচ্ছা করতে পারে না। তাহলে আমরা কি বলতে পারি আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন এবং আদম হাওয়ার সৃষ্টির পূর্বেই লিখে রেখেছেন যে তারা এ-ই ফল খাবে। যদি তারা না খেত তাহলে আল্লাহ মিথ্যা হয়ে যেত। আর এখানে যদি কথা আসবেই না। কারন আল্লাহ ইচ্ছা না করলে তারা খাব না এমন ইচ্ছা করতে পারেন না।

তাই আদম হাওয়া কে জান্নাত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া কি আল্লাহর জন্য ন্যায় বিচার হয়েছে? কখনো না। আসলে আল্লাহ বা কুরআন কোনোটাই ইশ্বরের নয়। এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত লেখা একটা বই।

আসুন প্রকৃত ইশ্বর পরিত্রানের বিষয়ে কি বলেন?

সদাপ্রভুর কাছ থেকে পরিত্রাণ আসে।

তোমার আশীর্বাদ তোমার লোকেদের উপর বর্তাক।

গীত 3:8

ইশ্বর আমাদের স্বাধীন করে নিজের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের ইশ্বর পবিত্র ও ন্যায় বিচারক। তিনি চান আমরাও যেন তার মত পবিত্র ও ন্যায় বিচারক হই কারন অবাধ্য হয়ে আমরা মন্দ জ্ঞানের দ্বারা অপবিত্র হয়ে পড়েছি।

এইজন্য বলি, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পবিত্র তোমরাও তেমনি পবিত্র হও। মথি ৫:৪৮

আপনি কি জানেন মানুষকে ইশ্বর কেন এখনও পাপের পথে তাদের স্বাধীন মতো চলতে দিচ্ছেন?

এইজন্য ঈশ্বর মানুষকে তার অন্তরের কামনা-বাসনা অনুসারে জঘন্য কাজ করতে ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা একে অন্যের সংগে জঘন্য কাজ করে নিজেদের দেহের অসম্মান করেছে। ঈশ্বরের সত্যকে ফেলে তারা মিথ্যাকে গ্রহণ করেছে। সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে তারা তাঁর সৃষ্ট জিনিসের পূজা করেছে, কিন্তু সমস্ত গৌরব চিরকাল সেই সৃষ্টিকর্তারই। আমেন। মানুষ এই সব করেছে বলে ঈশ্বর লজ্জাপূর্ণ কামনার হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত পুরুষদের সংগে তাদের স্বাভাবিক ব্যবহারের বদলে অন্য স্ত্রীলোকদের সংগে অস্বাভাবিক ভাবে খারাপ কাজ করেছে। পুরুষেরাও ঠিক তেমনি করে স্ত্রীলোকদের সংগে তাদের স্বাভাবিক ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে পুরুষদের সংগে কামনায় জ্বলে উঠেছে; পুরুষ পুরুষের সংগে লজ্জাপূর্ণ খারাপ কাজ করেছে। ফলে তারা প্রত্যেকেই তার অন্যায় কাজের পাওনা শাস্তি নিজের মধ্যেই পেয়েছে। এইভাবে মানুষ ঈশ্বরকে মানতে চায় নি বলে ঈশ্বরও পাপপূর্ণ মনের হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন, আর সেইজন্যই মানুষ অনুচিত কাজ করতে থাকে। সব রকম অন্যায়, মন্দতা, লোভ, নীচতা, হিংসা, খুন, মারামারি, ছলনা ও অন্যের ক্ষতি করবার ইচ্ছায় তারা পরিপূর্ণ। তারা অন্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, অন্যের নিন্দা করে এবং ঈশ্বরকে ঘৃণা করে। তারা বদ্‌মেজাজী, অহংকারী ও গর্বিত। অন্যায় কাজ করবার জন্য তারা নতুন নতুন উপায় বের করে। তারা মা-বাবার অবাধ্য, ভাল-মন্দের জ্ঞান তাদের নেই, আর তারা অবিশ্বস্ত। পরিবারের প্রতি তাদের ভালবাসা নেই এবং তাদের অন্তরে দয়া-মায়া নেই।

রোমীয় 1:24-31

আসলে মানুষকে ইশ্বর তাদের বংশপরম্পরায় স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন নিজেদের পাপ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য। নিজের পাপ স্বীকার করে যাতে মানুষ পরিপূর্ণভাবে ইশ্বরের উপর নির্ভর হতে পারে। মানুষের মধ্যে মন্দ জ্ঞান থাকায় সে কখনোই নিজে মন্দতা থেকে বের হতে পারবেন না। যদি বাইবেল পড়েন দেখবেন শিমশোনকে ইশ্বর অনেক শক্তি দিয়েছেন, দাউদকে অনেক বড় রাজা করেছেন, সলোমনকে অনেক জ্ঞান দিয়েছে, কিন্ত এ-ই শক্তি, সম্পদ, জ্ঞান কিছুই তাদেরকে পাপের পথ থেকে দূরে রাখতে পারেনি।

তাহলে বুঝতে পারছেন আদম হবা নিজেদের স্বাধীনতাকে ব্যাবহার করে মন্দ জ্ঞানের অধিকার হয়েছে ঠিক আমরা তার বংশধরেরাও আমাদের স্বাধীনতা ব্যবহার করে মন্দ পথে রয়ে গেছি। তাই আজ পৃথিবীর এ-ই অবস্থা। কিন্ত ইশ্বর

আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন পৃথিবীর সমস্থ প্রানীর উপর পবিত্র সুশাসক হিসেবে রাজত্ব করার জন্য।

আচ্ছা কুরআন হাদিস পরিত্রাণের জন্য কি বলে। আল্লাহ কি ভালোবেসে পরিত্রান দিবেন?

প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও জবান দ্বারা অন্য মুসলমান শান্তি পায়।' (বুখারি শরিফ, খণ্ড: ১, ইমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: ৪, হাদিস: ৯, পৃষ্ঠা: ১৭)।

ইসলাম মানেই শান্তি। এবং এ-ই শান্তি স্থাপনই ইসলামের পরিত্রানের মূল স্তম্ভ। কিন্ত শান্তি বলতে আপনি কি বুঝেন? ধরুন আপনি কাউকে খুব ভালোবাসেন তাহলে কি তার জন্য সৃষ্টির পূর্বেই যুদ্ধের বিষয় লিখে রাখবেন যেন সে যুদ্ধ করে। আসুন আমরা একটা রেফারেন্স দেখি।

গ্রন্থঃ সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)

অধ্যায়ঃ ৫৫/ ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী (كتاب الفتن وأشراط الساعة)

হাদিস নম্বরঃ ৭০৭১

৭০৭১। আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা (রহঃ) ... ইবনু উমার (রাঃ) সুত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ অবশ্যই তোমরা ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এমনও হবে যে, পাথর বলবে, হে মুসলিম! এ-ই তো ইয়াহুদী। তুমি তাকে হত্যা কর।

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

একটু ভেবে দেখুন কেন আল্লাহ যুদ্ধ মানব জাতি সৃষ্টির আগে লিখে রেখেছেন। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিন্ত কেউ ইয়াহুদী না। কারন কোনো স্বাধীনতা নেই। খালি তাই নেয় যুদ্ধ করে পুরুষদের হত্যা করে মেয়েদের দাসী হিসেবে ব্যবহারের হুকুম ও দেওয়া হয়েছে।

২৯৮৪. নাসর ইবন আলী (রহঃ) ...... আইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সাফিয়্যা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পসন্দ করা মালের অংশ

২৯৮৫. সা'ঈদ ইবন মানসূর (রহঃ) ...... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা খায়বর আক্রমণ করি। অতঃপর মহান আল্লাহ্ যখন এ দুর্গ জয় করিয়ে দেন, তখন সাফিয়্যা বিনত হুয়াই এর সৌন্দর্যের কথা তাঁর নিকট বর্ণিত হয়। (এ যুদ্ধে) তার স্বামী নিহত হয়, যখন তিনি ছিলেন নববধূ মাত্র। **তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পসন্দ করেন।** *অতঃপর তিনি তাকে নিয়ে রওয়ানা হন, এমনকি যখন 'সাদ্দা-সাহবা' নামক স্থানে পৌছান, তখন তিনি হালাল হয়ে যান। অতঃপর তিনি তার সাথে সহবাস করেন।*

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih), সূনান আবু দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

উপরের হাদিস টা একবার ভেবে দেখুন। এটা কি শান্তির নমুনা। আল্লাহ যদি মানুষকে ভালোই বাসত তাহলে কি এগুলো হবেই এজন্য সৃষ্টির আগেই লিখে রাখত। আর এগুলো কি পাপ থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে মানুষকে?

৩০১৭... বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক তার দ্বীন বদলে ফেলে, তাকে হত্যা করে ফেল।' (৬৯২২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৭৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৮০৫)

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih) গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ), অধ্যায়ঃ ৫৬/ জিহাদ ও যুদ্ধকালীন আচার ব্যবহার, হাদিস নম্বরঃ ৩০১৭

৫৬/১৪৯. আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি দিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

৬৯৩০. আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক, নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে। অথচ ঈমান তাদের গলা অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তাদেরকে যেখানেই তোমরা পাবে হত্যা করবে। কেননা তাদেরকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য ক্বিয়ামাতের দিনে প্রতিদান আছে। [৩৬১১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৪৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৪৬১)

একবার ভেবে দেখুন হত্যা করতে বলা হয়েছে। আপনার কি মনে হয়ে এটা স্বাধীনতা। আবার এ-ই আল্লাহই বলেছেন

অতঃপর আবার তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে একদল সন্তান বেরিয়ে এনে বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং জাহান্নামীদের উপযোগী কাজই করবে। **একথা শুনে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমলের কি মূল্য রইলো?** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জান্নাতবাসীদের কাজই করিয়ে নেন। শেষে সে জান্নাতীদের কাজ করেই মারা যায়। আর আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন তিনি কোনো বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা জাহান্নামীদের কাজ করিয়ে নেন। অবশেষে সে জাহান্নামীদের কাজ করে মারা যায়। অতঃপর এজন্য তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih) পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী, গ্রন্থঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), অধ্যায়ঃ ৩৫/ সুন্নাহ, হাদিস নাম্বার: 4703

একবার ভেবে দেখুন আপনার কোন স্বাধীনতা নেই, আপনি কোন ইচ্ছা করতে পারবেন না, আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী চলে তার ফলে জাহান্নামেও যেতে হতে পারে। কাউকে হত্যা করা কিভাবে পরিত্রানের পথে হতে পারে?

আসুন দেখি আবার ভালোবাসাময় ইশ্বর আপনার পরিত্রানের জন্য কি করেছেন?
আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম তা নয়, কিন্তু তিনি আমাদের ভালবেসে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যেন পুত্র তাঁর নিজের জীবন-উৎসর্গের দ্বারা আমাদের পাপ দূর করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন। এটাই হল ভালবাসা।
১ যোহন 4:10
ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। ঈশ্বর মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা পাপ থেকে উদ্ধার পায় সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। যে সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে তার কোন বিচার হয় না, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে, কারণ সে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে নি। তাকে দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ জগতে আলো এসেছে, কিন্তু মানুষের কাজ মন্দ বলে মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে। যে কেউ অন্যায় কাজ করতে থাকে সে আলো ঘৃণা করে। তার অন্যায় কাজগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে সে আলোর কাছে আসে না। কিন্তু যে সত্যের পথে চলে সে আলোর কাছে আসে যেন তার কাজগুলো যে ঈশ্বরের ইচ্ছামত করা হয়েছে তা প্রকাশ পায়।” যোহন 3:16-21
একবার ভেবে দেখুন ইশ্বর আপনাকে কত ভালোবাসে।
সেই সময় থেকে যীশু এই বলে প্রচার করতে লাগলেন, **“পাপ থেকে মন ফিরাও, কারণ স্বর্গ-রাজ্য কাছে এসে গেছে।”মথি 4:17**
ইশ্বর শুধু চান আপনি পাপ থেকে মনে ফেরান। যীশুকে বিশ্বাস করেন। আপনার যাওয়ার আগেই আপনার জন্য পরিত্রানের অনুগ্রহ তৈরি করে রেখেছে। আপনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেই অনুগ্রহ গ্রহন অথবা ত্যাগ করার। যেখানে কুরআনের আল্লাহ বলছে আপনার জন্মের আগেই আপনি জান্নাতি নাকি জাহান্নামী অর্থাৎ পরিত্রান পাবেন কি পাবেন না তা তিনি ঠিক করে রেখেছেন। কিন্ত মহাবিশ্বের সত্য ইশ্বর ভালোবাসাময় ইশ্বর মানুষকে এতই ভালোবাসেন যে আপনার পরিত্রানের ব্যাবস্থা তিনি করে রেখেছেন। আপনার শুধু দায়িত্ব ভালোবাসাময় দান গ্রহন করা। এ-ই দান গ্রহন করা যায় একমাত্র যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। আপনি যদি যীশুকে বিশ্বাস করেন, নিজের পাপ স্বীকার করেন ইশ্বর আপনাকে যে আশির্বাদ করবে তা হলো

যিনি খ্রীষ্টের সংগে আমাদের ও তোমাদের যুক্ত করে শক্তভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন তিনি হলেন ঈশ্বর। তিনিই আমাদের অভিষেক করেছেন, অর্থাৎ তাঁর নিজের সম্পত্তি হিসাবে তিনি আমাদের সীলমোহর করে রেখেছেন; আর যা কিছু আমাদের দেবেন তার প্রথম অংশ হিসাবে তিনি আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মাকে দিয়েছেন।

২ করিন্থীয় 1:21-22

আপনি যীশুকে গ্রহন করে নিজেকে ইশ্বরের উপরের ছেড়ে দিলে ইশ্বরই আপনাকে যীশু'তে স্থির রাখবেন এবং আপনার অন্তরে পবিত্র আত্মা দিবেন।

আর এ-ই পবিত্র আত্মার ফল হলো

কিন্তু পবিত্র আত্মার ফল হল-ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন। এই সবের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই। যারা খ্রীষ্ট যীশুর, তারা তাদের পাপ-স্বভাবকে তার সমস্ত কামনা-বাসনা সুদ্ধ ক্রুশে দিয়ে শেষ করে ফেলেছে। যদি আমরা পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে জীবন পেয়ে থাকি তবে এস, আমরা পবিত্র আত্মার অধীনেই চলাফেরা করি। আমরা যেন মিথ্যা বড়াই না করি এবং একে অন্যকে বিরক্ত ও হিংসা না করি। গালাতীয় 5:22-26

আমি আপনাকে পবিত্র শান্তির রাজ্যে আহ্বান জানাচ্ছি। যেখানে আসলে আপনি শিখতে পারবেন

প্রিয় সন্তানেরা, আমরা যেন একে অন্যকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। যাদের অন্তরে ভালবাসা আছে, ঈশ্বর থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে এবং তারা ঈশ্বরকে জানে। ১ যোহন 4:7

যে বলে সে ঈশ্বরকে ভালবাসে অথচ তার ভাইকে ঘৃণা করে সে মিথ্যাবাদী; কারণ চোখে দেখা ভাইকে যে ভালবাসে না সে অদেখা ঈশ্বরকে কেমন করে ভালবাসতে পারে? আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আদেশ পেয়েছি যে, ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে তারা যেন ভাইকেও ভালবাসে। ১ যোহন 4:20-21

যারা আমাদের উপর অন্যায় করে, আমরা যেমন তাদের ক্ষমা করেছি তেমনি তুমিও আমাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা কর। মথি 6:12

কুরআন ও বাইবেল অনুযায়ী স্বর্গ বা জান্নাত

কুরআন অনুযায়ী স্বর্গ

১. জান্নাত হলো আনন্দের বাগান (সুরা ৯:২১-২২)

২.মধু ও দুধের নদী যুক্ত জায়গা। ২:২৫

৩: মানুষ আল্লাহর আরাধনা করবে।১০:৯-১০

৪. সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয়ের জায়গা। ৩৭:৪০-৪৭
৫. যৌনতায় ভরপুর জায়গা। ৪৪:৫৪, ৫২:২০,৫৫:৭০-৭৬,৫৬:২২-২৩
৬. খাওয়া দাওয়ার বর্ননা বেশি। ৫৬:২০-২১,৪৩:৭১,৬৯:২৪,৩৭:৪৫-৪৭,৪৭:১৫,৫৬:১৭-১৯
আরও তো হাদিসে অনেক রসালো বর্ননা রয়েছে।
একবার ভেবে দেখুন আল্লাহ ইচ্ছা করে আপনাকে হয় জাহান্নামে দিবে না হয় জান্নাত। আপনার কোন স্বাধীনতা নেই। কিন্তু আপনাকে জাগতি ক সুখ, যৌনতা, সম্পদ, খাওয়া দাওয়া এ-ই সব নিয়ে কেন লোভ দেওয়া হচ্ছে। আসলে এগুলো সব মোহাম্মদ এ-র কল্পনা। এমন ইশ্বর হতেই পারেনা। এ-ই সকল লোভ দেখানো হয়েছিল যুদ্ধের জন্য। ভেবে দেখুন এ-ই গুলোর লোভের জন্যই বলা আছে কেউ আল্লাহকে বলা ইসলাম ছেড়ে দিলে তাকে হত্যা করতে।
আর বাইবেল আপনাকে কি বলে?
বাইবেল অনুযায়ী নিজের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে আদম হাওয়া পাপ করবার পূর্বে যেমন জীবন যাপন করত সেটাই প্রকৃত স্বর্গ।
বাইবেল অনুযায়ী
১ স্বর্গ হলো বিশ্বাসীদের থাকার জায়গা। মোহন ১৪:২-৩
২. স্বর্গ হলো ইশ্বরের আরাধনা ও সমস্ত প্রানীর উপর কতৃত্ব করার জায়গা। ইব্রীয় ১২:২২-২৩, প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১০
৩. স্বর্গ হলো সমস্ত প্রানীর উপর ন্যায় রাজত্ব করার জায়গা। রোমীয় ৮ অধ্যায়
৪. স্বর্গে যৌনতা নেই, নেই যৌনতার জন্য রুপবতিদের বর্ননা।মথিত ২২:৩০
৫. স্বর্গে খাওয়া-দাওয়া বড় কথা নয়, বড় কথা হলো পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সৎপথে চলা আর শান্তি ও আনন্দ (রোমীয় ১৫: ১৭)
হ্যা এটাই হলো বাইবেল অনুযায়ী সত্য ইশ্বর কতৃক মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, ইশ্বর মানুষকে আবার ভালোবেসে দয়া করে সেই সকল কাজ করতে দেওয়ায় হলো স্বর্গ। এখানে জাগতিকভাবে লোভ দেখানো নয়। বরং সার্বিকভাকে প্রকৃত মানবিকতা অর্জিত হয় স্বর্গে।
আপনার ভেবে বলতে পারবেন আপনি স্বর্গে গিয়ে কি করবেন?
দেখুন কুরআনের বেশির ভাগ স্বর্গের বর্ননা জাগতিকভাবে খুব লোভনীয় ভাবে বর্ননা করা।
যেমন কুরআন হাদিস অনুযায়ী স্বর্গে গিয়ে একজন কি করবে?

১. স্বর্গে রয়েছে এক এক জন পুরুষের জন্য্য ৭২ টা হুর, ৫০০ এ-র বেশি গেলমান,২ টা স্ত্রী এবং তাদের লোভনীয় শারীরিক বর্ননা ও যৌনতার উপায়। তার থেকে বোঝা যায় একজন জান্নাতি পুরুষের বেশিরভাগ সময় কাটবে যৌনতায়।

৫৬:৩৫-৩৮ সুনানে ইবনে মাজাহ বই ৩৯

২. আনন্দদায়ক বস্তু বা জিনিস নিয়ে মেতে থাকবে ৩৬:৫৫-৫৮

৩. খাবে, নেশা করবে আর আল্লাহর প্রশংসা করবে।৪৭:১৫

৪. অর্থাৎ কোন কাজ নেই

আরামে থাকবে, খাবে আনন্দ করবে আর যৌনতায় মেতে থাকবে।

আচ্ছা আপনার কি মনে হয় এগুলো জান্নাতের মত পবিত্র জায়গার বর্ননা?

আসুন বাইবেল কি বলে জেনে নেই

একজন মানুষ যা যা করবে তার কিছু নমুনা

১.সকল মানুষ এক দেহের মত হবে কোন পার্থক্য থাকবে না (দ্বিতীয় করিন্থীয় ৫:১০)

২.সমস্ত সৃষ্টির দেখাশোনা করবে মানুষ। (আদিপুস্তক ২:১৫)

৩. মানুষ ঈশ্বরের সেবা করবে। (মথি৪:১০ প্রকাশিত বাক্য ২২:৩)

৪. মানুষ স্বর্গে অনেক কিছু শিখবে, গাইবে, খাবে। (প্রথম করিন্থীয় ১৩:৯-১০ প্রকাশিত বাক্য ১৫:৩প্রকাশিত বাক্য ২:১৭)

5. মানুষ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্তৃত্বকারী দেশ বিচার করবে এমনকি স্বর্গদূত দের বিচার করবে (২ তিমথি২:১২ প্রকাশিত বাক্য ২২:৫)

হ্যা স্বর্গে মানুষ এগুলোই করবে। কারন মানুষকে ইশ্বর তার নিজের মতো করে তৈরি করেছেন। তাই স্বর্গে গিয়ে মানুষ ইশ্বরের মতোই হবে।

এজন্য বাইবেলে লেখা আছে

ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতা সৃষ্টির মধ্যে দেহ নিয়ে বাস করছে আর খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তোমরাও সেই পূর্ণতা পেয়েছে। কলসীয় ২:৯

দেখো পিতা ঈশ্বর আমাদের কত ভালোবাসেন। তিনি আমাদের তার সন্তান বলে ডাকেন। আর আসলে আমরা তাই। এজন্য জগত আমাদের জানে না কারণ জগত ইশ্বরকেও জানে নি। প্রিয় সন্তানেরা এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান কিন্তু পরে আরও কি হবো তা এখনও প্রকাশিত হয়নি তবে আমরা জানি খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হবেন তখন আমরা তারই মতো হব কারণ তিনি আসলে যা সেই চেহারাতেই আমরা তাকে দেখতে পাবো । ১ যোহন ৩:১-৩

In this book we will be examines the Qualification of Muhammad and his believes. This study covers the most important thing you need to know about Islam and Muhammad. Who is the real Muhammad, and hiding stories about him, Muhammad's behavior and his action is not the only way to understand him, but we will go back to his childhood?

Did Muhammad use Allah and Qur'an to justify his actions and even his adulterous practices, What about Muhammad's Prophet hood is it real or fictions? Was Muhammad able to discriminate between pure and impure, lawful and unlawful? Was Muhammad from the seeds of Abraham and Ishmaelite? As some Christians teach in their churches?

For forty years, He lived as a normal Arab man who married to rich woman for the sake of her money, No one ever had heard him speak of knowledge nor wisdom or discuss God or ethics, God laws, and Qur'an confirm that Q 42:52 "Thou knew not what the Scripture was, nor what the Faith, and then suddenly and angel appeared and the story began?

Who is Allah? And what is Islam? Muslim apologists claim that the root word of Islam is "Salaam," which is "peace" in Arabic. Is that true? If yes so Islam always come with Terror and Terrorist?

Islam teach that Women as Equals to men? If not what is the prove?

Islam is anti Slavery or its all about Slavery?

Is it true that Qur'an is in total agreement with science as Muslims claim?

Is Muhammad from the seeds of Abraham? And belive of the God of Abraham?

They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. John 8:39

The Deception of Allah is a book will share a treasure of information, and hiding side of Muhammad and Islam, and afterwards you can be the Judge.

ISBN 9780982413722

90000 >

9 780982 413722